জগন্নাথ-মঙ্গল

শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রের এবং শ্রীজগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য-
বিষয়ক গ্রন্থ,—বিবিধ বিচিত্র
উপাখ্যান-সম্বলিত।

শ্রীবিশ্বম্ভর দাস কর্ত্তৃক বিবিধ পদ্যছন্দে
রচিত।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

গুপ্তপ্রেশ
শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
২২১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ;—কলিকাতা।
১৩১২ শ্রাবণ।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

ভূমিকা।

শ্রীধাম জগন্নাথ-ক্ষেত্রের তথা শ্রীভগবান জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য বিষয়ে "জগন্নাথ-মঙ্গলের" ন্যায় সুসম্পূর্ণ সুপরিপাটী গ্রন্থ একান্ত বিরল। এই গ্রন্থ সরল মধুর কবিতায় লিখিত। ইহা উৎকলখণ্ড, পদ্মপুরাণ এবং ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের সুবিশদ সার সংগ্রহ। এ গ্রন্থ বৈষ্ণব-ভক্তের নিত্য পূজ্য,—জগন্নাথযাত্রীর অপরিহার্য্য অবলম্বন। ইহা বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম প্রাচীন কাব্য,—সুতরাং বঙ্গ-সাহিত্য-সেবীর নিকটও এ গ্রন্থ পরম আদরের সামগ্রী।

ভক্ত কবি বিশ্বম্ভর দাস এই গ্রন্থের রচয়িতা। "কৃষ্ণনগর—দক্ষিণে" ইহাঁর জন্মস্থান। পিতার নাম কানাই দাস,—মাতার নাম রত্নমণি। এ কবিবংশে ভক্তিস্রোতের চির-প্রাবল্য; এ গ্রন্থেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পরিস্ফুট। ভক্ত-কবি বিশ্বম্ভর, এই এক গ্রন্থ, জগন্নাথলীলা, শ্রীকৃষ্ণলীলা, এবং বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য প্রভৃতি নিপুণতার সহিত গ্রথিত করিয়াছেন। কবি-গ্রন্থকার গ্রন্থশেষে লিখিয়াছেন,—এই জগন্নাথ মঙ্গল সংস্কৃত উৎকলখণ্ডের ভাষা-রূপ। যাঁহারা উৎকলখণ্ড পড়িয়াছেন, তাঁহারা জগন্নাথমঙ্গলও পাঠ করুন, পরমানন্দ লাভ করিবেন। যাঁহারা উৎকলখণ্ড পাঠ করেন নাই, তাঁহারাও এ গ্রন্থ পাঠ করুন, একাধারে যাবতীয় বৈষ্ণবগ্রন্থ-পাঠের ফল পাইবেন। এ গ্রন্থ এতদিন বড়ই দুর্লভ ছিল। আমরা বহু আয়াসে ইহার পুনঃ প্রচার করিলাম। এক্ষণে প্রত্যেক রসিক ভক্ত ত্বরান্বিত হইয়া, এই জগন্নাথমঙ্গলরূপ গ্রন্থের সুধাস্বাদনে কৃতার্থ হউন, ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

কলিকাতা ১৪২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ সংস্কৃত-শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত প্রখ্যাতনামা কবিরাজ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী কাব্যতীর্থ ধন্বন্তরি মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত দেখিয়া দেখিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই এ গ্রন্থের সম্পাদক। এজন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

শ্রাবণ—১৩১২। প্রকাশক।

সূচীপত্র

নমঃ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবায়।

জগন্নাথমঙ্গল।

সূত্রখণ্ডঃ।

গুরু-বন্দনা।

গুরুং বন্দে রসানন্দং পূর্ণানন্দং সুবিগ্রহম্।
আনন্দচিন্ময়ং রূপং সর্ব্বদেবময়ং বিভুম্॥ ১॥
বন্দে নন্দাত্মজং কৃষ্ণং রাধিকা-প্রাণবল্লভম্।
রাধাদামোদরাখ্যানং মৎকুলত্রাণকারণম্॥ ২॥
শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে নিত্যানন্দসমাবৃতম্।
অদ্বৈতং শ্রীনিবাসঞ্চ পণ্ডিতশ্রীগদাধরম্॥ ৩॥
কৃষ্ণপাদাশ্রিতং ভক্তং কৃষ্ণৈকান্তর্গতপ্রভুম্।
প্রণম্য ভূমিপতিতো বর্ণয়ামি যথামতি॥ ৪॥
অপারমহিমা-গৌর-ভক্তানাঞ্চ প্রসাদতঃ।
বর্ণয়ামি জগন্নাথ-ভদ্রারামপ্রকাশকম্॥ ৫॥
জগন্নাথমহং বন্দে পরং ব্রহ্ম সনাতনম্।
সুভদ্রাং বলভদ্রঞ্চ তেভ্যো নিত্যং নমোনমঃ॥ ৬॥
যারবিন্দমুখনেত্রযুগঞ্চ দৃষ্ট্বা তরন্তি তে যে কিল পাপিনোঽপি।
পুটাঞ্জলিস্তিষ্ঠতি বৈনতেয়ঃ স ব্রহ্মদাসঃ সততং হি পাতু বঃ॥ ৭
নৈবেদ্যপাদাম্বুনিবেদনীয়-লেশৈস্তবালোকনসম্প্রণামৈঃ।
পূজোপহারৈশ্চ বিমুক্তিদাতা ক্ষেত্রোত্তমে শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যঃ॥ ৮
শ্রীলশ্রীশ্রীনিবাসস্ত আচার্য্যাখ্যাতিমাশ্রিতম্।
যৎসুতাবংশসম্ভূতং তমীশ্বরপ্রভুং ভজে॥ ৯॥

প্রণমামি গুরুদেব তোমার চরণে।
হর মম তাপ কৃপাসুধা-বরিষণে ॥ ১
কত গুণ পদ-নখ-চন্দ্রের কিরণে।
কণায় অজ্ঞানতম করয়ে নাশনে ॥ ২
ভাবিলে বিকশে ভাব-কুমুদিনীদাম।
যাহার তুলনা ত্রিভুবনে অনুপম ॥ ৩
কি স্থল-কমল জিনি ও চরণ-তল।
অনুপম অঙ্গুলি শোভিত দশ দল ॥ ৪
নখবিধুগণ তাহার উপরে উদয়।
এক ঠাঞি পদ্ম চাঁদে স্ব-ভাব সংশয় ॥ ৫
স্থলপদ্ম চন্দ্রিকায় মুদিত না হয়।
বিশেষ শ্রীঅঙ্গ কোটি রবি দীপ্তিময় ॥ ৬
মকরন্দধারা বহে সে পদ-কমলে।
ভকত মধুপ পান করয়ে বিরলে ॥ ৭
সে রূপ বর্ণিতে হয় শকতি কাহার।
বেদাগমে নিরূপণ না হয় যাঁহার ॥ ৮
রসে আনন্দিত পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন।
যাঁহার বিগ্রহ পূর্ণানন্দ সর্ব্বক্ষণ ॥ ৯
সচ্চিৎ-আনন্দময় স্বরূপ মাধুরী।
সর্ব্বদেবময় সর্ব্ব আত্মাময় হরি ॥ ১০
করুণা-আলয় গুরু সর্ব্বতত্ত্বপর।
স্মরণে তারয়ে দীন অজ্ঞান পামর ॥ ১১
অপার মহিমা যাঁর সমুদ্রগম্ভীর।
সেই কিছু বুঝে তাঁর যেই ভক্ত ধীর ॥ ১২
ভকতি বিহনে শত কোটি সম্বৎসর।
অন্বেষিলে নহে কভু নয়নগোচর ॥ ১৩
ভকতি নয়নে মাখি প্রেমের অঞ্জন।
শিরসি কমলে তদা হেরে সাধুগণ ॥ ১৪
শ্রীগুরু গোবিন্দ এই বেদের বচন।
গুরু বিনা তারিতে নাহিক অন্য জন ॥ ১৫
শ্রীগুরু উচ্ছিষ্ট সুধা আর পদজল।
ভোজনে শমন কান্দে হইয়া বিকল ॥ ১৬
করুণা করহ প্রভু আমা অতি দীনে।
ক্রিয়াহীনে তারিতে নাহিক তোমা বিনে ॥ ১৭
দগধে সংসার ঘোর মহাদাবানল।
কৃপা-বারি-বরিষণে করহ শীতল ॥ ১৮
মনোমত্তবারণ না মানয়ে বারণ।
আরোহিল তাহে গন্ধ আদি পঞ্চজন ॥ ১৯
নিজ নিজ বশে তারা সবাই চালায়।
পাপ-বনে লয়ে সদা ভ্রমণ করায় ॥ ২০
দলন করহ পদাঙ্কুশ নিক্ষেপণে।
বান্ধিয়া রাখহ প্রভু ও রাঙ্গা-চরণে ॥ ২১
দীন বিশ্বম্ভর দাস ডাকয়ে কাতরে।
শ্রীগুরু করুণা করি তার এ পামরে ॥ ২২

গণেশাদি বন্দনা।

নমো লম্বোদর, দেব গণেশ্বর,
বিঘ্ন-নাশক তুমি।
তোমার মহিমা, বেদেতে অসীমা,
কি গুণ বলিব আমি ॥ ১
হিঙ্গুল বরণ, বারণ বদন,
এক দন্ত তাহে সাজে।
শোভে চারি কর, অতি সে সুন্দর,
মূষিক'পর বিরাজে ॥ ২
শিরে দিয়া হাত, বন্দ বিশ্বনাথ,
গণেশজননী বামে।
যাঁর কৃপাবলে, এ মহীমণ্ডলে,
হরি নীলাচলধামে ॥ ৩

হয়ে নম্রকায়, ষড়ানন-পায়,
বন্দ অতি সাবধানে।
বন্দ দেব-রবি, যাঁর পদ ভাবি,
আনন্দ হইনু মনে ॥ ৪
বিরিঞ্চিচরণে, বন্দিনু যতনে,
আর ইন্দ্র দেবরাজ।
কুবের বরুণ, দেব হুতাশন,
চন্দ্র আর ধর্ম্মরাজ ॥ ৫
করি পুটপাণি, বন্দ বাক্‌বাণী,
সরস্বতী বিষ্ণুপ্রিয়া।
স্ফুরাও জিহ্বাতে, প্রভুর চরিতে,
মোরে কর এই দয়া ॥ ৬
ইন্দ্র আদি দেবে, তব পদ সেবে,
আমি কি বলিতে জানি।
করুণা করিয়া, তুণ্ডেতে বসিয়া,
স্ফুরাও জগন্নাথ-বাণী ॥ ৭
করিয়া আগ্রহ, বন্দ নবগ্রহ,
পবনে বন্দিব তবে।
সর্ব্ব দেবগণে, বন্দ ক্রমে ক্রমে,
করুণা করহ সবে ॥ ৮
ত্রিলোক-তারিণী, বন্দ সুরধুনী,
নীররূপা ব্রহ্মময়ী।
মনুষ্যাদি কীটে, না পড়ে সঙ্কটে,
ও জল পরশে যেই ॥ ৯
গঙ্গার মহিমা, কি কহিব সীমা,
ব্রহ্মাদির অগোচর।
আমি অল্পবুদ্ধি, কি জানি এ শুদ্ধি,
যাঁরে চিন্তে মহেশ্বর ॥ ১০
নারদাদি ঋষি, যতেক তপস্বী,
ব্যাস আদি কবিগণ।
মুনি যত যত, বন্দ হয়ে নত,
রাজঋষি যত জন ॥ ১১
জানি বা না জানি, শুনি বা না শুনি,
তথাপি লিখিতে আশ।
ব্রজনাথ-পদ, আমার সম্পদ,
কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥ ১২

শ্রীচৈতন্যদেব বন্দনা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পদ বন্দিয়ে সাদরে।
গলিত কাঞ্চনদ্যুতি জগ-মনোহরে ॥ ১
অনুপম চরণ অরুণ অরবিন্দ।
ভকতে ভাবিলে অনুভবে সে আনন্দ ॥ ২
করি-অরি-কটি জিনি কটী ক্ষীণতর।
অরুণ বসন শোভে তাহার উপর ॥ ৩
বিকশিত সরোরুহ নাভি-সরোবরে।
অঙ্গ হেরি অনঙ্গের তনু মন হরে ॥ ৪
পরিসর উর হরি নামে অলঙ্কৃত।
প্রতি লোমে পুলক কদম্ব বিভূষিত ॥ ৫
শ্রীঅঙ্গে ভূষিত অষ্টসাত্ত্বিক ভূষণ।
কিলকিঞ্চিতাদি ভাবে প্রত্যঙ্গ শোভন ॥ ৬
কি বাহু কনক-দণ্ড করিশুণ্ড জিনি।
অপরূপ কর কোকনদ সুগাঁথনি ॥ ৭
কম্বু-কণ্ঠে ঘেরিল মালতী-মালাবরে।
লম্বিত হয়েছে কিবা চরণ উপরে ॥ ৮
শারদের রাকা মুখ-শোভা নিরখিয়া।
দিনে দিনে ক্ষয় হৈল লজ্জিত হইয়া ॥ ৯
পঙ্কেরুহ নয়নে বহয়ে প্রেম-বারি।
রসে ডুবু ডুবু ভুবনের মনোহারী ॥ ১০
কন্দর্প কোদণ্ড ভুরু অতি মনোরম।
ঝলমল গণ্ড কিবা কনক-দর্পণ ॥ ১১

খগবর নাসা জিনি নাসা মনোহর।
চিবুক চিক্কণ অতি পক্ক বিম্বাধর ॥ ১২
গৃধিনী শ্রবণ জিনি শ্রবণ-যুগল।
পরিসর ললাটে তিলক ঝলমল ॥ ১৩
গোলোক-বিহার ছাড়ি বিহার-লালসে।
যেই লীলা ব্রজ মাঝে করিলা প্রকাশে ॥ ১৪
তার আস্বাদন হেতু নন্দের নন্দন।
নবদ্বীপে নবলীলা কৈলা প্রকাশন ॥ ১৫
সন্ন্যাস করিয়া নিত্যানন্দ করি সঙ্গে।
ঘরে ঘরে প্রেমধন বিতরিলা রঙ্গে ॥ ১৬
অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর হরিদাস।
রামানন্দ স্বরূপাদি সঙ্গে প্রেমোল্লাস ॥ ১৭
ভাসিল জগৎ গোরা-প্রেমের হিল্লোলে।
বিচার না করি প্রেম দিলা আচণ্ডালে ॥ ১৮
দীন দুঃখী দুষ্কৃতি পতিত বিশ্বম্ভরে।
গোরা ব্রজনাথ পার কর ভবঘোরে ॥ ১৯

শ্রীজগন্নাথাদি বন্দনা।

মস্তকে ধরিয়া হাত, বন্দ দেব জগন্নাথ,
নবঘন জিনিয়া বরণ।
ত্রিজগত-নাথ হরি, দারুব্রহ্ম রূপ ধরি,
নীলাচলে করিলা বসতি ॥ ১
বন্দ প্রভু বলরাম, সাক্ষাৎ অনন্ত ধাম,
রজত পর্ব্বতকান্তি শোভা।
শ্রীহস্তে মুষল হল, বসিয়াছে মহাবল,
পুরী আলো করে অঙ্গ-আভা ॥ ২
হয়ে সানন্দিত মতি, সুভদ্রা বন্দিব তথি,
দুই প্রভু মধ্যে বিরজয়।
গলিত কাঞ্চন জিনি, কিবা স্থির সৌদামিনী,
তুলনা ভুবনে নাহি হয় ॥ ৩
অতি হরষিত মনে, বন্দ চক্র সুদর্শনে,
কোটি রবি জিনি ছটা যাঁর।
স্তম্ভেতে গরুড় বীর, বসিয়াছে মহাধীর,
বন্দিব চরণ তাঁহার ॥ ৪
মস্তক করিয়া হেঁট, বন্দিব অক্ষয় বট,
বটকৃষ্ণ শ্রীদোলগোবিন্দ।
বন্দ হয়ে মহাভোরা, মাখন চোরা কিশোরা,
শ্রীবামনদেব পদদ্বন্দ্ব ॥ ৫
শ্রীনৃসিংহদেব পায়, অসংখ্য প্রণাম তায়,
যাম্যদ্বারে বন্দ হনুমান।
বন্দিব শ্রীকূপ স্বর্ণ, জল যার মেঘবর্ণ,
স্নানযাত্রাকালে যাতে স্নান ॥ ৬
মুকতি মণ্ডপোপর, বন্দ যত দ্বিজবর,
তবে বন্দ বাইশ সোপান।
পতিতপাবন পদে, প্রণাম করিয়ে সাধে,
মোরে দয়া কর ভগবান্ ॥ ৭
বিমলা বন্দিব শিরে, যাঁহার প্রতিজ্ঞা তরে,
অবতার হইলা মুরারি।
যাঁহার করুণা বলে, শ্রীমহাপ্রসাদ হেলে,
পায় নর পশু আদি করি ॥ ৮
তবে বন্দ শ্রীমঙ্গলা, লম্বা সর্ব্বমঙ্গলা,
অর্দ্ধাশনী চণ্ডী কালরাত্রি।
মরীচিকাতরে বন্দ, হয়ে অতি সানন্দ,
সবার চরণে করি নতি ॥ ৯
ক্ষেত্রপাল যমেশ্বর, ঈশানে মার্কণ্ডেশ্বর,
কপালমোচন নীলকণ্ঠ।
বিল্বেশ্বর বটেশ্বর, বন্দিলাম অষ্ট হর,
বন্দ আর কোকিল বৈকুণ্ঠ ॥ ১০
নীলচক্র বন্দ মাথে, ধ্বজা সুশোভিত যাতে,
বৈকুণ্ঠ ভেদিয়া তেজ যার।

দুর হইতে যেই হেরে, সত্য সত্য সেই করে,
শমনের ভয় নাহি তার ॥ ১১
বন্দিব ভুবনেশ্বর, লোকনাথ কপোতেশ্বর,
বন্দ ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে।
বন্দিব রোহিণী কুণ্ড, সরোবর মার্কণ্ড,
জলনিধি বন্দ যোড়করে ॥ ১২
শ্রীমহাপ্রসাদ বন্দ, হয়ে অতি সানন্দ,
অতুলনা যাঁহার মহিমা।
বিড়াল কুক্কুর সঙ্গে, দেবগণ ভুঞ্জে রঙ্গে,
কি বলিতে জানি তাঁর সীমা ॥ ১৩
শাস্ত্রজ্ঞান নাহি লব, নাহি কিছু অনুভব,
ক্রমভঙ্গ ভয়ে কাঁপে প্রাণ।
কাহারো জানিয়ে নাম, কাহারো না জানি নাম,
সবে বন্দ কর পরিত্রাণ ॥ ১৪
জয় জয় জগন্নাথ, রামভদ্রাচক্র সাথ,
অবতীর্ণ প্রভু নারায়ণ।
শ্রীগুরু চরণ আশে, কহে বিশ্বম্ভর দাসে,
শুনিলে সংশয় বিমোচন ॥ ১৫

শ্রীসুরধুনীবন্দনা।

নমোনমঃ সুরধুনী ত্রিলোকতারিণী।
অশেষ জন্মার্জ্জিত পাপহারিণী ॥ ১
জয় জয় জাহ্নবি আমারে কর করুণা।
তাপিত তনয়ে আর না করিহ বঞ্চনা ॥ ২
জয় জয় ত্রিজগজ্জন-ত্রাণ-কারিণী।
তপন-তনয়-ভয় নিত্য নিবারিণী ॥ ৩
শতেক যোজন হতে যেবা লয় নাম।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়ে চলে হরিধাম ॥ ৪
তোমার মহিমা মাতা কি জানি কহিতে।
ব্রহ্মাদি তোমার তত্ত্ব না পারে জানিতে ॥ ৫
দ্রবরূপে আপনি সাক্ষাৎ ভগবান্।
বিহার করিছ, মুক্তি করিতে প্রদান ॥ ৬
আমি অতি অপরাধী অধম অকিঞ্চন।
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে কর বারেক বিলোকন ॥ ৭
জয় হরিময়ী হরিশিরসি-নিবাসিনী।
শরণাগতের সর্ব্ব-সন্তাপ-বিনাশিনী ॥ ৮
ত্রিধারা ত্রিতাপহরা ত্রয়ীময়ী আপনে।
তোমার মহিমা বেদ-শিরোভাগে বাখানে ॥ ৯
স্বর্গে মন্দাকিনী তুমি পাতালে ভোগবতী।
ধরণীমণ্ডলে নাম ধরহ ভাগীরথী ॥ ১০
শ্রীবৈকুণ্ঠে বিরজা তব নাম জননী।
গোলোকে কারণাম্বুধি হয়েছ আপনি ॥ ১১
কলিন্দতনয়া তুমি শ্রীমথুরামণ্ডলে।
তব অংশে তীর্থগণ বিহারে ভূতলে ॥ ১২
করুণা কর গঙ্গে এ দীন দুরাচারে।
তোমা বিনে কেবা আর তারিবে আমারে ॥ ১৩
পবিত্র উৎকলখণ্ড ভাষায় রচিতে।
প্রার্থনা আমার যেন তব চরণেতে ॥ ১৪

কুলদেবতা গ্রাম্যদেবতা বন্দনা।

কুলের দেবতা বন্দ রাধাদামোদর।
শ্রীরাধামাধব আর মম প্রাণেশ্বর ॥ ১
নন্দের নন্দন নবঘন জিনি দ্যুতি।
ইহলোক পরলোকে যেঁই প্রাণপতি ॥ ২
শ্রীরাধার প্রাণ বন্ধু শ্যামল সুন্দর।
গোপবেশ বেণুকর সেই নটবর ॥ ৩
শ্রীকৃষ্ণনগরে বন্দ প্রভু গোপীনাথ।
বলরাম অভিরাম মালিনীর সাথ ॥ ৪
গৌরাঙ্গ পুরেতে বন্দ গৌরাঙ্গচরণ।
বালসি গ্রামেতে বন্দ লক্ষ্মীনারায়ণ ॥ ৫

অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ বন্দ সাবধানে।
কলসাতে বন্দ গোপীনাথের চরণে ॥ ৬
বন্দিব শ্রীগোপীনাথ বড় বেলুনেতে।
ক্ষীর চোরা গোপীনাথ বন্দ রেমুনাতে ॥ ৭
বগড়ির কৃষ্ণ রায়ে করিনু প্রণাম।
অঙ্গেতে চুয়ায় ঘর্ম্ম যাঁর অবিরাম ॥ ৮
বিষ্ণুপুরে বন্দিলাম মদনমোহন।
এবে গঙ্গাতীরে যার করহ দর্শন ॥ ৯
চন্দ্রকোণা গ্রামে বন্দ প্রভু রঘুনাথ।
পুষ্যাযাত্রা হয় যাঁর ভুবনে বিখ্যাত ॥ ১০
খড়দহে বন্দিলাম শ্রীশ্যামসুন্দরে।
মদনগোপাল পদ বন্দ শান্তিপুরে ॥ ১১
কাঁচড়াপাড়ায় বন্দ প্রভু কৃষ্ণ রায়।
গৌরাঙ্গনিতাই তবে বন্দ অম্বিকায় ॥ ১২
বোড়োরের বলরাম বন্দিনু সাদরে।
শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ তড়া আঁটপুরে ॥ ১৩
শ্রীসাক্ষীগোপাল বন্দ সত্যবাদী ভূমে।
বরাহ নৃসিংহ বন্দ যাজপুর গ্রামে ॥ ১৪
বৃন্দাবনে শ্রীরাধাগোবিন্দ গোপীনাথ।
মদনমোহন পদে করি প্রণিপাত ॥ ১৫
অযোধ্যায় বন্দ তবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ভরত শত্রুঘ্ন আদি করিয়ে বন্দন ॥ ১৬
প্রয়াগে বন্দিব প্রভু মাধবচরণে।
গদাধর পাদপদ্ম বন্দ গিয়া ভূমে ॥ ১৭
যে চরণে পিণ্ডদান মাত্র পাপ নাশে।
সহস্র পুরুষ তরি যায় অনায়াসে ॥ ১৮
অনন্তব্রহ্মাণ্ডে যত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ।
সবার চরণ বন্দ করিয়া আগ্রহ ॥ ১৯
খানাকুলে বন্দিব স্বয়ম্ভু ঘণ্টেশ্বর।
তারকেশ্বর পাদপদ্মে প্রণতি বিস্তর ॥ ২০

বৈদ্যনাথ চরণে করিয়া নমস্কারে।
কাস্বিতিতে বাণেশ্বর বন্দিনু সাদরে ॥ ২১
শ্রীনরমাধব বন্দ মাণিকারা গ্রামে।
সেতুবন্ধ রামেশ্বরে বন্দিনু যতনে ॥ ২২
লক্ষ্মণপুরেতে বন্দ শ্রীলক্ষ্মণেশ্বর।
ডোঙ্গল গ্রামেতে বন্দ শ্রীহঠনগর ॥ ২৩
কাশীতে বন্দিব প্রভু দেব বিশ্বেশ্বর।
অন্নপূর্ণা সহিত বিহরে নিরন্তর ॥ ২৪
সেনহাট গ্রামে বন্দ দেবী সিদ্ধেশ্বরী।
রাজহাটে বিশালাক্ষী পদে নমস্করি ॥ ২৫
জেড়ুর গ্রামেতে বন্দ দেবী ভগবতী।
ধাণ্ডলায় শারদার চরণে প্রণতি ॥ ২৬
কালীঘাটে কালী বন্দ ব্রহ্ম সনাতনী।
ত্রৈলোক্যতারিণী মহাকালের মোহিনী ॥ ২
তমলুকে বর্গভীমা কামরূপে কামাখ্যা।
বরদার বিশালাক্ষী মোরে কর রক্ষা ॥ ২৮
বর্দ্ধমানে বন্দ সর্ব্বমঙ্গলা চরণে।
আমতায় মেলাই বন্দিব সাবধানে ॥ ২৯
বন্দিনু শীতলা ধর্ম্ম মনসা চরণে।
নির্ব্বিঘ্ন হইবে সবে পুস্তক রচনে। ৩০
বন্দিনু গঙ্গার দুই কমল চরণ।
তিন ধারা হয়ে ত্রাণ করে ত্রিভুবন ॥ ৩১
বন্দিব যমুনা সরস্বতী গোদাবরী।
প্রভাস নর্ম্মদা তীর্থ পুষ্করাদি করি ॥ ৩২
গণ্ডকী কৌশিকী আর সরযূ গোমতী।
বৈতরণী আদি সর্ব্ব তীর্থেরে প্রণতি। ৩৩
বন্দিব তুলসী দেবী হরিপ্রিয়ঙ্করী।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণে প্রণতি আচরি ॥ ৩৪
বিপ্রবর্গ দয়া করি দেহ জ্ঞান দান।
দন্তে তৃণ করি করো অনন্ত প্রণাম ॥ ৩৫

ব্রাহ্মণের পদরজঃ কেবল ভরসা।
জন্ম জন্ম তাহা বিনা নাহি অন্য আশা ॥ ৩৬
ঘৃণা না করিবে প্রভু মোর নিবেদন।
জগন্নাথ-চরিত্র কথা করিবে শ্রবণ ॥ ৩৭
উৎকলখণ্ডেতে শুনি ব্যাসের বচন।
তার ভাষা কহি কিছু করিয়ে রচন ॥ ৩৮
আমি মূঢ় শাস্ত্রজ্ঞান-হীন মূর্খাধম।
না জানিয়ে কিছুমাত্র অর্থ বিবরণ ॥ ৩৯
অতি মূর্খমতি আমি ধিক্ লজ্জা খেয়ে।
চন্দ্রমা ধরিতে চাহি বামন হইয়ে ॥ ৪০
পঙ্গু হয়ে যেন গিরি লঙ্ঘিবারে ধায়।
মূর্খ হয়ে বাচালতা করিবারে চায় ॥ ৪১
পক্ষী মধ্যে বাগাটুনি যেন হীনবল।
তৃষ্ণায় শোষিতে চাহে সমুদ্রের জল ॥ ৪২
সেইরূপ বর্ণিবারে আমি করি আশ।
বালকের চেষ্টা-প্রায় মোর অভিলাষ। ৪৩
কিবা লিখি ভাল মন্দ কিছু নাহি জানি।
জগন্নাথ যে লিখান সেই লিখি বাণী ॥ ৪৪
পিতা মাতা পিতৃব্যাদিগণে নমস্কার।
আশিস্ করহ বাঞ্ছা পূরয়ে আমার ॥ ৪৫

গ্রন্থারম্ভ।

জয় জয় শ্রীনিবাস আচার্য্য গোঁসাই।
তাঁর পাদপদ্ম বিনা গতি মোর নাই ॥ ১
যাঁর সুতাবংশোদ্ভব মম প্রাণেশ্বর।
শ্রীব্রজনাথ প্রভু ভুবন মঙ্গল ॥ ২
হরির স্বরূপ মূর্ত্তি আনন্দে বিহরে।
পতিত অধম দীন করুণায় তারে ॥ ৩
আচার্য্য প্রভুর সুত-সুতা বংশগণে।
ভূমে পড়ি অনুরাগে করিয়ে প্রণামে ॥ ৪
জয় শ্রীআচার্য্য প্রভু চাহ একবার।
তোমার সম্বন্ধ বড় ভরসা আমার ॥ ৫
জয় জয় শ্রীল শ্রীপ্রভু লোকনাথ।
জয় জয় রাধানাথ করি প্রণিপাত ॥ ৬
জয় জয় চৈতন্যের প্রিয়ভক্তগণ।
করুণা করিয়া লীলা করাহ স্ফুরণ ॥ ৭
আমি অতি মূর্খ শিশু-বুদ্ধি সে কেবল।
কি শক্তি বর্ণিতে জগন্নাথের মঙ্গল ॥ ৮
শ্রীগুরু গোসাই মোরে কৈলা আজ্ঞাদান।
সেই আজ্ঞা শক্তি হৈল দেহে অধিষ্ঠান ॥ ৯
যাহা লিখি ভাল মন্দ কিছু নাহি জানি।
সেই প্রভু যে লিখান সেই লিখি বাণী ॥ ১০
শুনহ সকল ভাই হরিগুণ গাথা।
শ্রবণেতে ভব-ভয় খণ্ডিবে সর্ব্বথা ॥ ১১
শ্রীদারুব্রহ্ম-লীলা শুন সাবধানে।
মম বাঞ্ছা পূর্ণ হয় যাহার শ্রবণে ॥ ১২
শ্রীনীলমাধবরূপে প্রথম বিলাস।
দ্বিতীয় বিলাসে দারুব্রহ্মের প্রকাশ ॥ ১৩
ব্রহ্মার পরমায়ু হয় শতেক বৎসর।
দুই ভাগ করি তাহা কহি অতঃপর ॥ ১৪
দ্বিপরার্দ্ধ কহে তারে যত মুনিগণে।
পঞ্চাশ বৎসর এক পরার্দ্ধ গণনে ॥ ১৫
দ্বিতীয় পরার্দ্ধ আর পঞ্চাশ গণন।
বিস্তারিয়া সেই কথা করি নিবেদন ॥ ১৬
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যুগ চারি।
এই চারি যুগে দিব্য যুগেক বিচারি ॥ ১৭
একাত্তরি দিব্যযুগে এক-মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর ॥ ১৮
দিবা অন্ত হইলে রাত্রি প্রবেশ করয়।
দিবাসম রাত্রি সেই জানিহ নির্ণয় ॥ ১৯

রজনী প্রবেশ মাত্র চরাচর যায়।
কল্প এক কহি ইথে প্রলয় তাহায় ॥ ২০
পুনঃ নিশি প্রভাতে প্রচারে সৃষ্টিগণ।
দিবা অন্তে হয় পুনঃ সবার নিধন ॥ ২১
এইরূপে ছত্রিশ হাজার কল্পান্তরে।
ব্রহ্মার পতন হয় জানিহ নির্দ্ধারে ॥ ২২
তারে কহি মহাকল্প সে মহাপ্রলয়।
পৃথ্বী আদি করি তাহে সব হয় ক্ষয় ॥ ২৩
শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ।
জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥ ২৪
পদ্মযোনি পরমায়ু করিলা নিরূপণ।
দুই ভাগ করিয়া বুঝহ সর্ব্বজন ॥ ২৫
প্রথম পরার্দ্ধ পরমায়ু অর্দ্ধভাগে।
দ্বিতীয় পরার্দ্ধ আর অর্দ্ধেক বিভাগে ॥ ২৬
প্রথম পরার্দ্ধে নীলমাধব বিলাস।
দ্বিতীয় পরার্দ্ধে দারুব্রহ্মের প্রকাশ ॥ ২৭
পরার্দ্ধান্ত পর্য্যন্ত প্রকট এ বিহার।
করিবেন জগন্নাথ জগতের সার ॥ ২৮
সেই সব কথা শুনি উৎকলখণ্ডেতে।
ভাষা করি ইচ্ছা মোর হইল বর্ণিতে ॥ ২৯
আর এক আছে ইথে মূল প্রয়োজন।
যবে শ্রীপুরুষোত্তম করিনু দর্শন ॥ ৩০
নীলাদ্রিতে শঙ্খোপরি রত্নসিংহাসনে।
শ্রীরাম সুভদ্রা আর সুদর্শন সনে ॥ ৩১
বিরাজয়ে জগন্নাথ সংসারের সার।
রূপ হেরি হৃদয়ের নাশে অন্ধকার ॥ ৩২
বদন পূর্ণিমা-ইন্দু নয়ন কমল।
শ্রীবৎসকৌস্তুভরত্ন হৃদয়ে উজ্জ্বল ॥ ৩৩
শিরে রত্নমুকুট শোভয়ে অনুপম।
নবীননীরদরূপ অখিল মোহন ॥ ৩৪

বসিয়া অখিলপতি আছে হাস্যমুখে।
তাপিত শীতল হয় যেই মাত্র দেখে ॥ ৩৫
অগতি আশ্বাসে ভুজযুগ প্রসারিয়া।
পতিতেরে তারয়ে প্রসাদ বিতরিয়া ॥ ৩৬
হরির দক্ষিণে ভদ্রাভদ্রস্বরূপিণী।
অভদ্রনাশিনী ভদ্রা সবার দায়িনী ॥ ৩৭
তাঁহার দক্ষিণে বলরাম হলধারী।
পাপচয়-মত্ত-করি দলনে কেশরী ॥ ৩৮
আঘূর্ণিত দুই পদ্ম অরুণ নয়ন।
দু বাহু প্রসারি আশ্বাসয়ে দীনজন ॥ ৩৯
জগন্নাথ বামে শোভে চক্র সুদর্শন।
মহাদীপ্ত রূপ তার অরুণ বরণ ॥ ৪০
সম্মুখেতে স্তুতি করে যত ভক্তগণ।
বাজারে বিকায় মহপ্রসাদ ব্যঞ্জন ॥ ৪১
জগন্নাথ-লীলা দেখি অতি চমৎকার।
ভুলিল নয়ন মন নাহি ফিরে আর ॥ ৪২
গৃহে আসি লীলা বর্ণিবারে হইল মতি।
কিরূপে বর্ণিব তাহা ভাবি নিতি নিতি ॥ ৪৩
কত দিনে কৈলা মোর প্রভু আগমন।
মিনতি করিয়া আমি বন্দিনু চরণ ॥ ৪৪
নিজ মন অনুরাগ করিনু বিদিত।
ঈষৎ হাসিয়া আজ্ঞা করিল তুরিত ॥ ৪৫
পঠহ উৎকলখণ্ড পণ্ডিতের স্থানে।
শ্লোকার্থ জানিলে পদ আসিবেক মনে ॥ ৪৬
নিবেদন কৈনু অর্থ কেমনে বুঝিব।
আজ্ঞা হৈল পঠিলেই উদয় হইব ॥ ৪৭
আজ্ঞা অনুসারে আমি গিয়া গঙ্গাতীরে।
পুথি কোথা পঠিব ভ্রমিয়ে নিরন্তরে ॥ ৪৮
শ্রীজগমোহন খ্যাত বিদ্যালঙ্কার।
শান্তমতি হরিভক্তি বিপ্রের কুমার ॥ ৪৯

আচম্বিতে তার সহ হইল মিলন।
পুরাণ পাঠের হেতু কৈনু নিবেদন॥ ৫০
শুনিয়া করুণা তেঁহ কৈলা অতিশয়।
জানাইলা শ্লোক-অর্থ সদয়-হৃদয়॥ ৫১
শ্লোকার্থ জানিতে হৈল অক্ষর যোটন।
গুরু আজ্ঞা বলবান্ জানিনু কারণ॥ ৫২
তিন খণ্ড করি গ্রন্থ করিয়ে প্রচার।
সূত্রখণ্ড লীলাখণ্ড ক্ষেত্রখণ্ড আর॥ ৫৩
সূত্রখণ্ডে নীলমাধবের উপাখ্যান।
লীলাখণ্ডে ইন্দুদ্যুম্নের শ্রীক্ষেত্র গমন॥ ৫৪
তার মধ্যে কৃষ্ণলীলা সংক্ষেপে বর্ণন।
ব্রজের বিলাস কথা অতি মনোরম॥ ৫৫
ক্ষেত্রখণ্ডে জগন্নাথ প্রকাশ কথন।
বহুবিধ লীলা ইথি করহ শ্রবণ॥ ৫৬
শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ।
জগন্নাথ-মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥ ৫৭

জগন্নাথের রূপমাহাত্ম্য।

জগন্নাথ রূপ-সিন্ধু, বদন পূর্ণিমা-ইন্দু,
উদয় হয়েছে মনোহর।
মৃদুহাস্যে ঝরে সুধা, ভকত চকোর-ক্ষুধা,
তৃপ্ত করে পানে নিরন্তর॥ ১
সেই সুধা-বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দ ভুবনে,
সুশীতল করয়ে তাপিতে।
দেব ঋষি মুনিচয়, কুমুদ সমান হয়,
প্রফুল্লিত সদা পুলকিত॥ ২
সে মুখ-তুলনা ঠাঁই, ভুবনে কোথাও নাই,
অনুপম তাহার মাধুরী।
যদি দিয়ে পদ্মচাঁদে, তাহে হয় বিসম্বাদে,
সবে ইহা দেখহ বিচারি॥ ৩
বিধু ম্লান দিবাভাগে, ম্লান পদ্ম নিশিযোগে,
সমভাবে না থাকে সদায়।
শ্রীবদন জ্যোৎস্নাকর, প্রফুল্লিত নিরন্তর,
অতএব তুলনা কোথায়॥ ৪

করে শোভে তাড় বালা, দশ দিক্ করে আলা,
চন্দনে চর্চ্চিত কলেবর।
বনমালা গলে দোলে, হেরিয়া নয়ন ভুলে,
বিশাল নয়ন মনোহর॥ ৫
ভালে মণি অতি দীপ্ত, তেজে দশ দিক্ ব্যাপ্ত,
শ্রবণে কুণ্ডল ঝলমল।
গণ্ডস্থল সুচিকণ, জিনি মণি সুদর্শন,
নাসাতটে দোলে মুক্তাফল॥ ৬
সুবর্ণ মুকুট মাথে, মালতী জড়িত তাতে,
কটি-তটে কিঙ্কিণীর দাম।
রূপ নব-জলধর, পরিধান পীতাম্বর,
অঙ্গ হেরি' অঙ্গহীন কাম॥ ৭
লাবণ্য-তরঙ্গ-বন্যা, জলে ডুবি গোপকন্যা,
ব্রজে সবে তেজি কুলমান।
ও মধুর-মধু আশে, তেজি তারা গৃহবাসে,
চরণে সঁপিল মন প্রাণ॥ ৮
গোপ গোপিনীগণে, হর্ষদাতা সর্ব্বক্ষণে,
জগন্নাথ যশোদানন্দন।
রমণী মণির বন্ধু, দীননাথ দয়াসিন্ধু,
নীলাচলে হৈলা প্রকটন॥ ৯
মৎস্য কূর্ম্ম শ্রীবরাহ, নৃসিংহ বামন ইঁহ,
ভৃগুবংশে রাম দাশরথি।
এই হরি হলধর, বুদ্ধকল্কি-কলেবর,
ইঁহ কোটি ব্রহ্মাণ্ডের পতি ১০
এক ব্রহ্ম চারি ভাগে, প্রকটিয়া একযোগে,
প্রসাদ করয়ে বিতরণ।
ভুক্তি নর পশু আদি, অশেষ পাপের নিধি,
শ্রীবৈকুণ্ঠে করয়ে গমন॥ ১১

মহাপ্রসাদতত্ত্ব।

শ্রীমহাপ্রসাদ তত্ত্ব, বর্ণিবারে কে সমর্থ,
হর মাত্র জানে এই মর্ম্ম।
মহাপাপ সদা করে, প্রসাদ ভোজনে তরে,
বিচার নাহিক ধর্ম্মাধর্ম্ম॥ ১

এ হেন প্রসাদ ভাই, শ্রীদুর্গা-দয়ায় পাই,
সেই মর্ম্ম করি নিবেদন।
নারদ কৈলাসেতে গেলা, হরেরে প্রসাদ দিলা,
ভোজনে উন্মত্ত ত্রিলোচন ॥ ২
প্রেমানন্দে নৃত্য করে, ধরণী কম্পিত করে,
নিবেদন করিলা দুর্গায়।
দেবী শিবস্থানে গেলা, প্রকারেতে সাম্য কৈলা,
কহে দেব দুঃখিত হিয়ায় ॥ ৩
হরির অধরামৃত, ভুঞ্জি আমি উন্মত্ত,
সে আনন্দ ভঙ্গ কৈলে তুমি।
শুনি দেবী তাহা চায়, কহিলেন দেবরায়,
ইথে যোগ্য না হও আপনি ॥ ৪
শুনি দেবী অভিমানে, বসিলেন যোগাসনে,
গোবিন্দেরে করিলা স্মরণ।
গৌরীর স্মরণে হরি, আইলেন ত্বরা করি,
সকরুণ কহয়ে বচন ॥ ৫
কহ প্রয়োজন কিবা, স্মরিলে আমায় শিবা,
তব প্রীতি করিব এক্ষণে।
কহে গৌরী যোড়করে, যদি দয়া হৈল মোরে,
এক বর করিয়ে প্রার্থনা ॥ ৬
তোমার প্রসাদ অন্ন, ত্রিভুবনে বিতরণ,
হয় যেন আমি তাই চাই।
দেব নাগ পশু নরে, সর্ব্ব বর্ণ অবিচারে,
প্রসাদ ভুঞ্জিবে এক ঠাঁই ॥ ৭
শুনি বর দিলা হরি, হরষিত সর্ব্বেশ্বরী,
হর সহ পুজিলেন হরি।
কিবা যুক্তি কৈলা তিনে, তার মর্ম্ম তারা জানে,
হরি গেলা বৈকুণ্ঠনগরী ॥ ৮
গৌরী প্রতি ছিল বর, সে হেতু পরমেশ্বর,
স্বেচ্ছায় ধরিয়া দারুকায়।
নীলাচলে অবতরি, চারি রূপ ধরি হরি,
তারে মূঢ় পতিত লীলায় ॥ ৯
শ্রীদুর্গা-প্রসাদে ভাই, হরি-দরশন পাই,
বিশ্বাস করহ এ বচনে।
বিষ্ণুভক্তি ফলদাতা, শিব শিবা হর কর্ত্তা,
আর কেহ নাহি ত্রিভুবনে ॥ ১০
হরি গৌরী লম্বোদর, হর আর দিবাকর,
এক বস্তু পাঁচরূপ জান।
এক ব্রহ্ম দুই নয়, তবে পঞ্চরূপ হয়,
কারণ করিয়ে নিবেদন ॥ ১১
ভক্তে উপাসনা যেন, করে ব্রহ্মরূপ তেন,
ধরে ভক্ত সুখের কারণে।
ভকতের বশ যেই, কারণ ইহার এই,
ভিন্ন ভাবে অজ্ঞান অধমে ॥ ১২
হরির বচন হয়, শিব মন আত্মময়,
চক্ষু রবি, জ্ঞান লম্বোদর।
শক্তি আত্মা এবচনে, ভিন্ন করি যেই মানে,
অঙ্গহীন করয়ে পামর ॥ ১৩

শ্রীভগবদ্বাক্যম্

শিবোমমাত্মা মমচক্ষুরর্কঃ
জ্ঞানং গণেশো মম শক্তিরাত্মা।
বিভিন্নভাবা ময়ি যে ভজন্তি
মমাঙ্গহীনং কলয়ন্তি মন্দাঃ ॥

অতএব তর্ক ত্যজি, পরম আনন্দে মজি,
ভক্তিভাবে ভজ জগন্নাথে।
যাবে দুঃখ কর্ম্ম বন্ধ, পাবে সুখ প্রেমানন্দ,
সেবা প্রাপ্তি ভাব হৃদয়েতে ॥ ১৪
দেব দেব জগন্নাথ, প্রসারিয়া দুটি হাত,
অগতিরে করে আশ্বাসনে।
ভাব দেখি সেই শোভা, হৃদয়ে হইয়া লোভা,
কত সুখ উপজয় মনে ॥ ১৫
জয় জয় জগন্নাথ, নিজ পারিষদ সাথ,
কৃপাপাঙ্গে চাহ এই দীনে।
তোমার করুণা বই, আর মম গতি নাই,
নিবেদন করিনু চরণে ॥ ১৬
আমি মূঢ় জ্ঞান-হীন, আমা সম নাহি দীন,
তুমি দীননাথ এ ভরসা।

ও চরণ-সেবা-আশে, কহে বিশ্বম্ভর দাসে,
পূর্ণ কর মনের লালসা ॥ ১৭

নৈমিষারণ্যে মুনিগণের প্রশ্ন।

জয় জয় নীলাচল-চন্দ্র জগন্নাথ।
শ্রীরাম সুভদ্রা আর সুদর্শন সাথ ॥ ১
সপার্ষদে আসরে করিয়া অধিষ্ঠান।
শ্রবণ করহ প্রভু নিজ গুণ গান ॥ ২
জয় জয় প্রভুর যতেক ভক্তগণ।
করুণা করিয়া লীলা করাহ স্ফুরণ ॥ ৩
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয় জয় অদ্বৈতাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ৪
সাবধানে বন্দ বেদ ব্যাসের চরণ।
যাঁহার প্রসাদে করি পুস্তক রচন ॥ ৫
দারুব্রহ্ম প্রকাশ শুনহ সর্ব্বজনে।
অশেষ দুর্গতি খণ্ডে যে কথা শ্রবণে ॥ ৬
নৈমিষ কাননে শৌনকাদি মুনিগণ।
পরম বৈষ্ণব বেদ শাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥ ৭
সতত নিবসে সবে হরি কথা রঙ্গে।
রাত্রি দিন সিদা যায় হরির প্রসঙ্গে ॥ ৮
মহাবিচক্ষণ শ্রীজৈমিনি তপোধনে।
কহিতে লাগিল সব প্রফুল্লিত মনে ॥ ৯

মুনয় উচুঃ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বতীর্থমহত্ত্ববিৎ।
কথিতং যত্ত্বয়া পূর্ব্বং প্রস্তুতে তীর্থকীর্ত্তনে ॥
পুরুষোত্তমাখ্যং সুমহৎ ক্ষেত্রং পরমপাবনম্।
যত্রাস্তে দারবতনুঃ শ্রীশোমানুষলীলয়া ॥
দর্শনান্মুক্তিদঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বতীর্থফলপ্রদঃ।
তন্মোবিস্তারতো ব্রূহি ক্ষেত্রং কেন বিনির্ম্মিতম্।
জিজ্ঞাসিল মুনিগণ করিয়া বিনয়।
সর্ব্ব ধর্ম্ম জ্ঞাত হও তুমি মহাশয় ॥ ১০
সর্ব্ব তীর্থ মাহাত্ম্য জানহ ভাল মতে।
তীর্থের প্রসঙ্গে যাহা কহেছ সভাতে ॥ ১১
পুরুষোত্তম মহাক্ষেত্র পরম পাবন।
দারুরূপে লক্ষীকান্ত যাতে প্রকটন ॥ ১২
দরশন মাত্রে জীব মুক্তিপদ পায়।
সর্ব্বতীর্থ-ফলপ্রাপ্তি ভববন্ধ যায় ॥ ১৩
সেই কথা বিস্তারিয়া কহ মুনিবর।
কেবা নির্ম্মাইল এই ক্ষেত্র মনোহর ॥ ১৪
জ্ঞানরূপ প্রকটেন সাক্ষাৎ শ্রীহরি।
সেখানে আছেন কেন দারুরূপ ধরি ॥ ১৫
পরম কৌতুক হয় এ সব কথন।
আমাদের ইচ্ছা বহু করিতে শ্রবণ ॥ ১৬
বক্তাগণ-শ্রেষ্ঠ তুমি সর্ব্বলোক-গুরু।
কহি বাঞ্ছা কর পূর্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু ॥ ১৭
জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ।
পরম রহস্য ইহা করহ শ্রবণ ॥ ১৮
শ্রবণে না হয় ভক্তি পাতকির গণে।
সকল পাতক নাশে যাহার কীর্ত্তনে ॥ ১৯
পূর্ব্বে হর-মুখ হইতে করিয়া শ্রবণ।
কার্ত্তিকেয় কহিলেন এ সব কথন ॥ ২০
দেব-সভা মধ্যে কহে মন্দর পর্ব্বতে।
তথায় গেলাম আমি শিব আরাধিতে ॥ ২১
সেই দেব-সভা মধ্যে করিনু গমন।
কার্ত্তিকেয়-প্রসাদেতে করিনু শ্রবণ ॥ ২২
যে কিছু শুনিনু তাহা নিবেদন করি।
যেই রূপে প্রকটিলা দারুরূপ হরি ॥ ২৩
শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ।
জগন্নাথমঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥ ২৪

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রের উৎপত্তি

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ।
জগন্নাথ লীলা শুন পীযুষ মিলন ॥ ১
যদি জগন্নাথ হন সর্ব্বক্ষেত্রেশ্বর।
যদি বা অন্যত্র বিষ্ণুক্ষেত্র পাপহর ॥ ২

তথাপিহ এই ক্ষেত্র সর্ব্ব পরাৎপর।
স্বয়ং বপু প্রভুর স্বরূপক্ষেত্রবর॥ ৩
যাহাতে আপনে দেহ করিয়া ধারণ।
সতত বিহার করে প্রভু নারায়ণ॥ ৪
নিজ নামে প্রকাশ করিলা ক্ষেত্রবর।
অতএব কহি তারে সর্ব্ব পরাৎপর॥ ৫
যেই জন সেই ক্ষেত্র বাস ইচ্ছা করে।
ইচ্ছামাত্র সর্ব্ব পাপ হৈতে সেই তরে॥ ৬
যেই বাস করি প্রভু করিছে দর্শন।
তাহার মহিমা কিবা করিব বর্ণন॥ ৭
আশ্চর্য্য যে ক্ষেত্র দশ যোজন বিস্তার।
তীর্থরাজ জল হইতে হইল সঞ্চার॥ ৮
বালুকাতে ব্যাপ্ত হয় যে স্থান সকল।
যেই ক্ষেত্র মাঝে শোভে উচ্চ নীলাচল॥ ৯
দূরে হৈতে অনুমান করি সর্ব্বজন।
যেন শোভিতেছে পৃথিবীর এক স্তন॥ ১০
পূর্ব্বেতে বরাহদেব পৃথ্বী উদ্ধারিলা।
সর্ব্বত্র সমতা করি পৃথিবী স্থাপিলা॥ ১১
পর্ব্বতগণের দ্বারে পৃথ্বী স্থির কৈলা।
দেখি ব্রহ্মা চরাচর সকল সৃজিলা॥ ১২
তীর্থগণ নদীগণ সমুদ্র সকল।
পুণ্যক্ষেত্রগণ আর যত যত স্থল॥ ১৩
যথাযোগ্য স্থানে সব কৈলা নিয়োজন।
পূর্ব্ববৎ সব সৃষ্টি করিলা সৃজন॥ ১৪
তবে সৃষ্টি-ভারে ব্রহ্মা হইয়া পীড়িত।
মনে মনে অতিশয় হইলা চিন্তিত॥ ১৫
এইরূপে চিন্তা তবে করে পদ্মযোনি।
কিরূপে এ ভার পুন না লভিব আমি॥ ১৬
তাপত্রয়ে অভিভূত যত জীবগণ।
কিরূপে বা এ সবার হইবে মোচন॥ ১৭
এইরূপ মনে মনে চিন্তিতে চিন্তিতে।
মনে এক বুদ্ধি তাঁর হইল উদিতে॥ ১৮
মুক্তির কারণ বিষ্ণু পরম ঈশ্বরে।
সন্তুষ্ট করিব আমি স্তুব করি তাঁরে॥ ১৯
তিনি করিবেন সৃষ্টি-ভার নিবারণ।
এত ভাবি প্রজাপতি স্থির কৈল মন॥ ২০
শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ।
জগন্নাথমঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥ ২১

তবে ব্রহ্মা যোড়হাতে, স্তুতি করে জগন্নাথে,
নমো দেব দেবের ঈশ্বর।
বিপদ নাশক তুমি, তুমি সর্ব্ব অন্তর্যামী,
বিপদে রাখহ দামোদর॥ ২২
জয় অখিলের কর্ত্তা, জয় বিশ্বজন ভর্ত্তা,
জয় কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সার।
জয় দয়া-জলনিধি, জয় বিধাতার বিধি,
জয় কোটী ব্রহ্মাণ্ডের আধার॥ ২৩
তুমি এক, তুমি বহু, লিখিতে না পারে কেহ,
তব তত্ত্ব অগাধ অপার।
গগনেতে এক ভানু, প্রতি ঘটে দেখি জনু,
তেন তুমি সর্ব্বত্র প্রচার॥ ২৪
মহত্তত্ত্ব আদি করি, তোমার মায়াতে হরি,
সৃষ্টি হয় লয় আর বার।
তব মায়া সুনটিনী, রঞ্জয়ে সকল প্রাণী,
কার শক্তি হয় তার পার॥ ২৫
তুমি বিশ্বময় হরি, বিশ্বরূপ পরচারি,
লীলা কর মায়া-আচ্ছাদনে।
সে মায়ার পার সেই, তব তত্ত্ব জানে যেই,
ভক্তি করে তোমার চরণে॥ ২৬
ভক্ত অভিমত জানি, বহু রূপ ধর তুমি,
ভিন্ন ভাবে সেই অতি মূঢ়।
অভিলাষে বর্ণ যেন, হয় নানা আভরণ,
নাহি বুঝে এই তত্ত্ব গূঢ়॥ ২৭
সৃষ্টিভারে কাঁপি আমি, বিপদে রাখহ তুমি,
জয় জয় করুণাসাগর।
কৃপাপাঙ্গে বিলোকন, কর আমদানি জন,
জয় জয় জগত ঈশ্বর॥ ২৮
সৃষ্টি করি অতি সাধে, পড়িলাম পরমাদে,
সবে হৈল পাষণ্ডী আকার।

হৈল অতি পাপ-ভার, পৃথ্বী নাহি সহে আর,
এ বিপদে করহ উদ্ধার ॥ ২৯
এইরূপ স্তুতি বাণী, করিলেন পদ্মযোনি,
সদয় হইল (দেব) রায় ।
শ্রীব্রজনাথপদ, আশা করি সুসম্পদ,
দীন বিশ্বম্ভর দাস গায় ॥ ৩০
এইরূপে ব্রহ্মা বহু করিলেন স্তবন ।
তুষ্ট হয়ে সাক্ষাৎ হইলা নারায়ণ ॥ ৩১
নীলমেঘ জিনি অঙ্গ শ্রীচন্দ্রবদন ।
কমলের দল জিনি শোভয়ে নয়ন ॥ ৩২
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বনমালাধারী ।
নাশয়ে সন্তাপ হেরি চরণমাধুরী ॥ ৩৩
শ্রীঅঙ্গ ভূষিত যথাযোগ্য আভরণে ।
গরুড়ের পৃষ্ঠে বসি কনক-আসনে ॥ ৩৪
দেখিয়া আনন্দে ব্রহ্মা আপনা পাসরে ।
ভূতলে পড়িয়া বহু দণ্ডবৎ করে ॥ ৩৫
উঠি পুনঃযোড় করে করয়ে স্তবনে ।
আজি সে সফল জন্ম তব দরশনে ॥ ৩৬
হরি বলে শুন ব্রহ্মা আমার বচন ।
যেহেতু আমারে তুমি করিলে স্তবন ॥ ৩৭
সেই বাঞ্ছা পূর্ণ হবে যাহ নীলাচলে ।
বেদগোপ্য কথা কহি শুন হরি বলে ॥ ৩৮
দক্ষিণ সমুদ্র তীরে নীলগিরি নাম ।
অতি গুপ্ত স্থান সেই মোর নিত্য ধাম ॥ ৩৯
মহানদী দক্ষিণে সে ক্ষেত্রবর হয় ।
সুবুদ্ধি মনুষ্যগণ তথা নিবসয় ॥ ৪০
মহানদী হইতে যেই সমুদ্রের তীর ।
পদে পদে শ্রেষ্ঠতম শুন মহাধীর ॥ ৪১
সেই গিরি মাঝে আছে কল্পতরুবর ।
বটবৃক্ষরূপ সেই আমা সম সর ॥ ৪২
তাহার পশ্চিমে কুণ্ড রোহিণী নামেতে ।
সেই কুণ্ড পূর্ণ হয় কারণ-বারিতে ॥ ৪৩
তার তীরে আছি আমি কমলা সহিত ।
দেবতা অসুরে সেই স্থান সুগোপিত ॥ ৪৪
তোমার স্তবেতে এবে প্রসন্ন হইনু ।
অতএব সুগোপিত তোমারে কহিনু ॥ ৪৫
এত কহি অন্তর্দ্ধান হৈলা নারায়ণ ।
বিস্ময় হৈলা তবে কমললোচন ॥ ৪৬
হরি উপদেশে ব্রহ্মা গেলা সিন্ধুতীরে ।
সিন্ধুস্নান করি গেলা গিরির উপরে ॥ ৪৭
শ্রীনীলমাধব হরি করিলা দর্শন ।
আনন্দ-প্রেমের জলে পূরিল নয়ন ॥ ৪৮
স্তব-অন্তে যেই রূপ দর্শন করিলা ।
শ্রীনীলমাধবে সেই রূপ নিরখিলা ॥ ৪৯
পরম ঈশ্বর সেই দেখিয়া মাধবে ।
সেই এই বলি ব্রহ্মা জ্ঞান কৈল তবে ॥ ৫০
কোটি কাম জিনি রূপ প্রসন্নবদন ।
নবীন নীরদ তনু অতি অনুপম ॥ ৫১
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী ।
হৃদয়ে কৌস্তুভ কোটি সূর্য্য-তিরস্কারী ॥ ৫২
গলে দোলে বনমালা বৈজয়ন্তী সনে ।
মাথায় মুকুট অঙ্গে নানা আভরণে ॥ ৫৩
চরণের তুলনা ভুবনে নাহি হেরি ।
ভকতে ভাবিতে জানে তাহার মাধুরী ॥ ৫৪
বামদিকে শোভা করে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ।
সৌন্দর্য্যের সীমা বীণাবাদ্যপরায়ণী ॥ ৫৫
শ্যাম-মেঘে তড়িত জড়িত কিবে শোভা ।
একত্র উদিত হেম নীলমণি আভা ॥ ৫৬
মাধববদনে দৃষ্টি অর্পণ করিয়া ।
আছয়ে বদনে মৃদু হাসি মিশাইয়া ॥ ৫৭
ফণাবৃন্দ-ছত্র ধরি অনন্ত পশ্চাৎ ।
সম্মুখেতে সুদর্শন গরুড়ের সাথ ॥ ৫৮
এইরূপ প্রজাপতি করয়ে দর্শন ।
আনন্দ-সমুদ্র-জলে হইয়া মগন ॥ ৫৯
সেইত সময় এক কাক আচম্বিতে ।
উড়িয়া পড়িল আসি রোহিণীকুণ্ডেতে ৬০
কারণাম্বুস্পর্শে সর্ব্ব পাপে মুক্ত হৈল ।
বিষ্ণুর সারূপ্য দেহ ধারণ করিল ॥ ৬১

পক্ষির দেখিয়া গতি যোগেন্দ্র-দুর্লভ।
ব্রহ্মা'রলে ক্রমে ক্ষীণ হবে সৃষ্টি সব ॥ ৬২
মনুষ্যাধিকারে যেই বেদান্ত-রচনে।
অত্যন্ত সংশয় বলি মুক্তিরে রাখানে ॥ ৬৩
কিন্তু এই স্থান সব বিষ্ণুভক্তময়।
তাহাদিগে দুর্লভ যে মুক্তি কভু নয় ॥ ৬৪
যার নামে মুক্ত হয় সর্ব্ব পাপ হইতে।
মুক্তি কোন দুর্লভ তাহার দর্শনেতে ॥ ৬৫
পুরুষোত্তম মহাক্ষেত্র মহিমার পার।
কাকেও যাহাতে দেখে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥ ৬৬
আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য মহিমার অন্ত নাই।
কাকেও পাইল মুক্তি-পদ যেই ঠাঁই ॥ ৬৭
এইরূপ প্রজাপতি বলে বার বার।
প্রেমধারা নয়নে বহে অনিবার ॥ ৬৮

যম-লক্ষ্মী সংবাদ।

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ।
এইরূপ প্রজাপতি করয়ে দর্শন ॥ ১
সেই কালে যম, অধিকার-ত্যাগ-ভয়ে।
যমালয় ত্যজি আইসে নীলাদ্রি-আলয়ে ॥ ২
শুষ্কমুখ হয়ে শ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে।
সেইখানে আসিয়া হইল উপনীতে ॥ ৩
লক্ষ্মী লক্ষ্মীপতি দুঁহা করি দরশন।
বহুবিধ স্তব কৈল সূর্য্যের নন্দন ॥ ৪
স্তবে তুষ্ট হয়ে হরি নয়ন-ইঙ্গিতে।
লক্ষ্মীরে আদেশ কৈলা তত্ত্ব বুঝাইতে ॥ ৫
পাইয়া ইঙ্গিত দেবী গৌরবে ভরিলা।
ক্ষেত্র-বিবরণ যমে কহিতে লাগিলা ॥ ৬
রমা কহে, শুন যম না হও কাতর।
হরির চরিত্র এই বুঝিতে দুষ্কর ॥ ৭
অধিকার-আশ তুমি ত্যজহ এখানে।
নিত্য হরি ইথে বিহরয়ে মোর সনে ॥ ৮
মুক্তপ্রদ-স্থান এই নিশ্চয় জানিবে।
তব অধিকার জীব হেথা না পাইবে ॥ ৯
ব্রহ্মাদি দিক্‌পতি যত যত (দেব) আর।
এই ক্ষেত্র উপরে স্বামিত্ব নাহি কার ॥ ১০
পূর্ব্বে আমি শ্রীকৃষ্ণের বক্ষেতে থাকিয়া।
অদ্ভুত দেখিনু যাহা কহি বিবরিয়া ॥ ১১
মার্কণ্ডেয় মুনি মহা-প্রলয়ের জলে।
ভাসিয়া ভাসিয়া আইল এই নীলাচলে ॥ ১২
প্রলয়ে সকল নষ্ট, আছে এই স্থান।
দেখিয়া হৈল তার অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞান ॥ ১৩
মনে মনে চিন্তা তবে লাগিলা করিতে।
হেনকালে ভগবান দেখে আচম্বিতে ॥ ১৪
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ।
প্রফুল্লপুণ্ডরীকাক্ষ প্রসন্ন-বদন ॥ ১৫
তাঁর অঙ্গে পদ্মাসনে দেখে যে আমারে।
জল-বাত-দুঃখ সব গেল তবে দূরে ॥ ১৬
বহুবিধ স্তব কৈল বেদের বিধানে।
পুনঃপুনঃ ভূমে পড়ি করিল প্রণামে ॥ ১৭
স্তবে তুষ্ট হয়ে তবে প্রভু নারায়ণ।
অনুগ্রহ দৃষ্টে কহে গম্ভীর বচন ॥ ১৮
প্রভু বলে শুন মুনি, আমারে না জান তুমি,
বহু দুঃখ পাইলে নানা মতে।
কঠোর তপস্যা যত, কৈলে বেদ অভিমত,
আয়ুর্বৃদ্ধি কেবল তাহাতে ॥ ১৯
এবে যাহা কহি তোরে, উঠি কল্পবটোপরে,
বালরূপ করহ দর্শনে।
সেই সর্ব্ব কাল রূপ, অশেষ ব্রহ্মাণ্ড ভূপ,
পত্র-পুটে আছয়ে শয়নে ॥ ২০
এ ঘোর প্রলয়কালে, থাকিতে না পায় স্থলে,
বহু দুঃখ পাইতেছ তুমি।
তাঁর মুখ সুবিস্তারে, যোগ্য তব থাকিবারে,
উপদেশ কহিলাম আমি ॥ ২১
হরি-মুখে ইহা শুনি, বিস্মিত বদন মুনি,
কল্পবটে কৈল আরোহণে।

দেখে পত্র পুটোপর, শিশুরূপ দামোদর,
হরষিতে আছয়ে শয়নে ॥ ২২
উপনীত সেই মুখে, বিস্তারিত দেখি সুখে,
কণ্ঠপথে গর্ভে প্রবেশিল।
সে উদর সুবিস্তার, নাহি কিছু অন্ত তার,
তথা বিশ্ব দেখিতে লাগিল ॥ ২৩
চতুর্দ্দশ ভুবন, ব্রহ্মাদি দিক্‌পালগণ,
দেখে যত সুর-সিদ্ধগণে।
গন্ধর্ব্ব রাক্ষস কত, ঋষি দেব-ঋষি যত,
পৃথিবী করয়ে বিলোকনে ॥ ২৪
তাহাতে সাগর যুক্ত, নানা তীর্থ নদী কত,
পর্ব্বত কানন শোভে তায়।
নগর পত্তন গ্রাম, পুর খর্ব্বটাদি স্থান,
সকল তাহাতে শোভা পায় ॥ ২৫
এ সপ্ত পাতাল দেখে, নাগকন্যা লাখে লাখে,
ভূষা মহামূল্য মণিগণে।
সেই খানে দেখে হর্ষে, সহস্র মস্তক শেষে,
যেই প্রভু জগত ধারণে ॥ ২৬
পরম অদ্ভুতময়, যেইত অনন্ত হয়,
নাগগণে সেবিত চরণ।
সেই সব নাগগণ, শিরে মণি বিভূষণ,
যোড় হাতে করয় স্তবন ॥ ২৭
মহামূল্য মণিগণে, এই গৃহ নিরমাণে,
সুধাতে লেপিত সমুজ্জ্বল।
তার মধ্যে রত্নাসনে, চারিদিকে শিষ্যগণে,
বসি শাস্ত্র বাখানে সকল ॥ ২৮
ব্রহ্মাণ্ডে যতেক সৃষ্টি, নিরমিল পরমেষ্ঠী,
উদরে দেখয়ে তাঁর মুনি।
কুক্ষের না অন্ত পায়, ভ্রমে চারিদিকে ধায়,
পরম আশ্চর্য্য অনুমানি ॥ ২৯
আচম্বিতে গর্ভ হৈতে, বাহির বদন পথে,
সেই বটমূলে উপনীত।
পূর্ব্ববৎ মোর সনে, দেখে পুন ভগবানে,
প্রেমানন্দে হইয়া পূর্ণিত ॥ ৩০

তবে যোড়হাত হৈয়া, প্রভু আগে দাঁড়াইয়া,
কহে মুনি গদগদ স্বরে।
কহ প্রভু ভগবান, কি অদ্ভুত এ আখ্যান,
বিস্ময় লাগিল বড় মোরে ॥ ৩১
মহাপ্রলয়ের জলে, সৃষ্টি সব নষ্ট হৈলে,
এথা থাকে সেই সৃষ্টিগণ।
অসীমা তোমার মায়া, কেমনে জানিব ইহা,
আমি অতি মূর্খ অভাজন ॥ ৩২
মুনির বচন শুনি, কহে তাঁরে চক্রপাণি,
এই ক্ষেত্র হয় নিত্যময়।
শ্রীপুরুষোত্তম নাম, আমা সম কর জ্ঞান,
আমায় ক্ষেত্রেতে ভেদ নয় ॥ ৩৩
দরশনে মুক্তিদাতা, যে নর প্রবেশে হেথা,
আনন্দস্বরূপ সেই হয়।
গর্ভবাসে পুনর্ব্বার, সে জন না যায় আর,
তোমারে কহিনু বিবরিয়া ॥ ৩৪
জয় নীলাচলপতি, অখিল ব্রহ্মাণ্ড গতি,
জগন্নাথ জগত-আবাস।
শ্রীব্রজনাথ পদ, আশা করি সুসম্পদ,
কহে দীন বিশ্বম্ভর দাস ॥ ৩৫
লক্ষ্মী বলে শমন শুনহ সাবধানে।
মার্কণ্ডেয় পড়ি তবে হরির চরণে ॥ ৩৬
নিবেদন কৈল মুনি করিয়া মিনতি।
এই ক্ষেত্রে বাস মোরে দেহ জগৎপতি ॥ ৩৭
শুনিয়া করুণা করি কহে ভগবান।
প্রলয়ের অন্তে নিরমিব তব স্থান ॥ ৩৮
মৃত্যুঞ্জয়ে আরাধিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হবে।
আমার করুণা মুনি তবে সে জানিবে ॥ ৩৯
এইরূপে বর দিয়া প্রভু ভগবান।
প্রলয়ের অন্তে তীর্থ করিল নির্ম্মাণ ॥ ৪০
অক্ষয় বটের বায়ুকোণে চক্রাঘাতে।
মার্কণ্ডেয় সরোবর কৈল জগন্নাথে ॥ ৪১
তার তীরে মুনি মৃত্যুঞ্জয়ে আরাধিল।
জগন্নাথ-প্রসাদেতে মৃত্যুরে জিতিল ॥ ৪২

এই ক্ষেত্রবর হয় শঙ্খের আকার।
পশ্চিম দিগেতে হয় মস্তক তাহার ॥ ৪৩
পূর্ব্বদিকে অগ্রভাগ, উদর দক্ষিণে।
উত্তরে শঙ্খের পৃষ্ঠ জানিহ শমনে ॥ ৪৪
পঞ্চক্রোশ আড়ে দীর্ঘে হয় শঙ্খবর।
শঙ্খের উপরে ক্ষেত্র অতি মনোহর ॥ ৪৫
শ্রীরোহিণীকুণ্ড বট জগন্নাথ আর।
শঙ্খনাভি দেশে এই তিনের বিহার ॥ ৪৬
এই নীলাচল ক্ষেত্র পরম সুন্দর।
পরাৎপর স্থান এই বৈকুণ্ঠের পর ॥ ৪৭
এই পুণ্য অন্তর্ব্বেদ পঞ্চক্রোশ হয়।
দেবগণ হেতা বাস সদাই বাঞ্ছয় ॥ ৪৮
শঙ্খ অগ্রে নীলকণ্ঠ ক্ষেত্রপাল শিরে।
মধ্যে দেব-দেবীগণ সুখে সুবিহরে ॥ ৪৯
দ্বিতীয় আবর্ত্তে হয় কপাল-মোচন।
বিমলা তৃতীয়াবর্ত্তে শুনহ শমন ॥ ৫০
ব্রহ্মরূপ নরসিংহ প্রভুর দক্ষিণে।
ব্রহ্মহত্যা পাপ নাশে যাঁহার দর্শনে ॥ ৫১
কল্পবৃক্ষ-চ্ছায়া পাপ নাশে সুনিশ্চয়।
বটের মহিমা কহিবারে শক্তি নয় ॥ ৫২
রোহিণী নামেতে এই কুণ্ড পরাৎপর।
কারণ-জলেতে পূর্ণ আছে নিরন্তর ॥ ৫৩
ইহার যে জল বৃদ্ধি হয় প্রলয়েতে।
সেই জল লয় হয় পশ্চাৎ ইহাতে ॥ ৫৪
অতএব নাম কহি রোহিণী আখ্যান।
দরশন মাত্র ইহা মুক্তি করে দান ॥ ৫৫
মহাপ্রলয়েতে বৃদ্ধি যেই জল হয়।
অর্দ্ধাশনী অর্দ্ধ তার ভোজন করয় ॥ ৫৬
অতএব অর্দ্ধাশনী বলিয়ে ইহারে।
ইঁহার দর্শন যেই করে, সেই তরে ॥ ৫৭
বেদান্তে প্রকাশ শ্রবণাদি যে সাধন।
সেই সব সাধন না জানে মূর্খজন ॥ ৫৮
সেই অজ্ঞ এই ক্ষেত্রে বাস যদি করে।
সে সব সাধন বিনা অনায়াসে তরে ॥ ৫৯
বিচার নাহিক যম জানিহ এথায়।
যথায় তথায় ক্ষেত্রে মৈলে মুক্তি পায় ॥ ৬০
বহু উপদেশে আর কিবা প্রয়োজন।
কাক দেখ বিষ্ণুরূপ করিল ধারণ ॥ ৬১
অতএব হেথা অধিকারের বিহীনে।
চিন্তা দূর কর যম আমার বচনে ॥ ৬২
লক্ষ্মী বলে অপরূপ শুনহ শমন।
সংক্ষেপে কহি যে কিছু ক্ষেত্রবিবরণ ॥ ৬৩
পূর্ব্বে এই অন্তর্ব্বেদী রক্ষার কারণে।
অঙ্গ হৈতে কৈনু অষ্টশক্তি-প্রকাশনে ॥ ৬৪
মঙ্গলা বিমলা সর্ব্বমঙ্গলা চণ্ডিকা।
অর্দ্ধাশনী লম্বা কালরাত্রি মরীচিকা ॥ ৬৫
এই অষ্টশক্তি পুরী করয়ে রক্ষণ।
কভু প্রবেশিতে নারে অল্পপুণ্য জন ॥ ৬৬
গৌরীরে অষ্টধা ভেদ দেখিয়া শঙ্কর।
আপনি অষ্টধা হইয়া মাগে ইষ্টবর ॥ ৬৭
তুষ্ট হইয়া হরি তাঁরে ক্ষেত্রস্বামী কৈলা।
শক্তিগণ সনে অষ্টদিগেতে স্থাপিলা ॥ ৬৮
ক্ষেত্রপালকাম যমেশ্বর বিশ্বেশ্বর।
কপালমোচন নীলকণ্ঠ বটেশ্বর ॥ ৬৯
ঈশানে মার্কণ্ডেশ্বর এই অষ্ট হরে।
স্থাপিয়া উজ্জ্বল কৈলা ক্ষেত্র মনোহরে ॥ ৭০
মনুষ্য কি পশুপক্ষী পতঙ্গাদি কীটে।
ক্ষেত্রে মৈলে মুক্তি পায় না পড়ে সঙ্কটে ॥ ৭১
অতএব ত্যাজ যম বৃথা অভিমান।
হেথা অধিকার না পাইবে মতিমান্ ॥ ৭২
এত কহি ব্রহ্মা চাহি বলে আর বার।
শুন প্রজাপতি তুমি অতি গুপ্তসার ॥ ৭৩
এই ক্ষেত্রবর হয় হরির স্বরূপ।
হরির অভিন্ন ক্ষেত্র শুন লোক-ভূপ ॥ ৭৪
শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র যাহার স্মরণে।
অশেষ দুর্গতি হৈতে মুক্ত জীবগণে ॥ ৭৫
এতেক মহিমা যদি ইহার নিশ্চয়।
তথাপি যমেরে হরি হইলা সদয় ॥ ৭৬

এই দেবলীলা হইবেন অন্তর্দ্ধান।
দারুদেহ ধরিবেন প্রভু ভগবান ॥ ৭৭
জগন্নাথ নাম ধরি এই দয়াময়।
তারিবে পতিত দীনে সদয়-হৃদয় ॥ ৭৮
অহঙ্কারে যে মূঢ় করিবে অবিশ্বাস।
যমে অধিকার তারে দিলা শ্রীনিবাস ॥ ৭৯
সত্যযুগে হৈব রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নাম।
তখন দেখাবো দারুমূর্ত্তি অনুপম ॥ ৮০
প্রতিষ্ঠা করিবে তুমি আপনি আসিয়া।
ভবিষ্য কথন কহিলাম বিবরিয়া ॥ ৮১
এবে যম সহ তুমি বিদায় হইয়া।
নিজ নিজ স্থানে চল দুঃখ তেয়াগিয়া ॥ ৮২
এত শুনি দুই জনে হরষিত মতি।
ভূমে পড়ি প্রণমিয়া রমা রমাপতি।
ব্রহ্মা আর যম গেলা নিজ নিজ স্থানে ৮৩

পুণ্ডরীক অম্বরীষ প্রসঙ্গ।

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণে।
দারুব্রহ্ম মহিমা শুনহ একমনে ॥ ১
পুণ্ডরীক অম্বরীষ দুঁহার কথন।
এইত প্রসঙ্গে শুন সাধু মুনিগণ ॥ ২
কুরুক্ষেত্রে জন্ম দুই মহা দুরাচার।
এক বিপ্রপুত্র এক ক্ষত্রিয়কুমার ॥ ৩
বিপ্র পুণ্ডরীক ক্ষত্র অম্বরীষ নামে।
দুই জনে জনম লভিল একদিনে ॥ ৪
শিশুকালে দুরন্ত হইল অতিশয়।
দুইজনে সখ্য কৈল হরিষ-হৃদয় ॥ ৫
পায়ে ধরি আছাড়িয়া অন্য শিশু মারে।
তার মাতা আইলে তারে করয়ে প্রহারে ॥ ৬
এইমতে দুঁহাকার শিশুকাল গেল।
পোগণ্ডেতে বিদ্যা অধ্যয়ন না করিল ॥ ৭
যৌবনেতে বেশ্যাসহ সদাই বিহার।
মদিরা করয়ে পান দুই দুরাচার ॥ ৮
গো ব্রাহ্মণ হিংসা কত কৈল অনিবার।
পাপ বলি করিতে নাহিক কিছু আর ॥ ৯
একদিন মত্ত হৈয়া ভ্রমে দুই জনে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইল এক যজ্ঞ স্থানে ॥ ১০
শ্রবণ করিয়া বেদ-বিধি মন্ত্রগণ।
দুঁহাকার মত্ততা ঘুচিল ততক্ষণ ॥ ১১
স্মরণ হইল মনে নিজ নিজ জাতি।
দুঁহে ভাবে কোন্ রূপে পাইব নিষ্কৃতি ॥ ১২
বিপ্রগণ পদে দোঁহে কাতরে পড়িল।
পাপ সব কহি প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসিল ॥ ১৩
দুই মহাপাপী দেখি সকল ব্রাহ্মণ।
শাস্ত্র বিচারিয়া কহে নিষ্ঠুর বচন ॥ ১৪
উদ্ধার উপায় কিছু শাস্ত্রে নাহি দেখি।
শুনিয়া হইল দোঁহে মনে অতি দুঃখী ॥ ১৫
সেই সভা-মধ্যে এক ছিল দ্বিজবর।
ঋক্‌বেদী মহাজ্ঞানী বেদান্তে তৎপর ॥ ১৬
তিনি কহে প্রবেশহ অনল ভিতর।
তুষানলে দহ নিজ নিজ কলেবর ॥ ১৭
কিংবা বিষ পান কিংবা ডুবহ সলিলে।
নতুবা এ পাপ নাহি যাবে কোনকালে ॥ ১৮
সেই সভা মধ্যে এক তপস্বী বৈষ্ণব।
দোঁহারে কহয়ে অতি করিয়া গৌরব ॥ ১৯
এ ঘোর পাতকে যদি চাহ বিমোচন।
মোর বোলে নীলাচলে করহ গমন ॥ ২০
দারুব্রহ্ম জগন্নাথ কর দরশন।
সকল পাতক হৈতে হইবে মোচন ॥ ২১
এ ঘোর পাতক তুলা-রাশির সমান।
দাবাগ্নিস্বরূপ তাহে সেই ভগবান্ ॥ ২২
দরশন মাত্রে সব পাপ হবে ক্ষয়।
বিলম্ব না কর শীঘ্র করহ বিজয় ॥ ২৩
এত শুনি দুই জনে পড়ি ভূমিতলে।
তাঁর পদ বন্দিয়া চলিল নীলাচলে ॥ ২৪
শ্রীব্রজনাথপাদপদ্ম করি আশ।
জগন্নাথমঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥ ২৫

জৈমিনি বলয়ে সবে শুন সাবধানে।
অমৃত মিলিত কথা দারুব্রহ্ম গুণে ॥ ২৬
তবে পুণ্ডরীক অম্বরীষ দুই জন।
দুষ্টাচার ছাড়ি হৈল অতি শুদ্ধ মন ॥ ২৭
বেশ্যাসঙ্গ মদিরা ত্যজিল দুই জনে।
হবিষ্যান্ন জলাহার করিল নিয়মে ॥ ২৮
মনে মনে প্রভুর চরণ করি ধ্যান।
কিছু দিনে আইলেন পুরুষোত্তম ধাম ॥ ২৯
বিধি মতে সমুদ্রের জলে স্নান করি।
হরষিতে দুই সখা প্রবেশিল পুরী ॥ ৩০
শ্রীমন্দিরদ্বারেতে হইল উপনীতে।
দণ্ডবৎ হইয়া তথায় পড়িল ভূমিতে ॥ ৩১
গরগর অন্তর নয়নে জলধার।
জয় জগন্নাথ বলি ডাকে বার বার ॥ ৩২
উঠিয়া প্রভুরে চাহে করিতে দর্শন।
দেখিতে না পায় তাঁরে পাপের কারণ ॥ ৩৩
হায় হায় করি দোঁহে করয়ে বিষাদ।
পাপের কারণে হৈল এতেক প্রমাদ ॥ ৩৪
যদি প্রভুপদ না পাইলাম দেখিতে।
বৃথা এই দেহ আর কি কাজ রাখিতে ॥ ৩৫
শুনিয়াছি ভকতির বশ জগন্নাথ।
ভকতি করিলে করে কৃপা দৃষ্টিপাত ॥ ৩৬
যদি বা পাতকী মোরা হই অতিশয়।
জগন্নাথ বিনা কেবা আছয়ে আশ্রয় ॥ ৩৭
এই দারুব্রহ্ম জগন্নাথ নাম ধরে।
আমরা নহি যে কিছু জগত-বাহিরে ॥ ৩৮
যদবধি না পাইব প্রভুর দর্শন।
তদবধি উপবাস করিব নিয়ম ॥ ৩৯
এই মতে দুই সখা দৃঢ় করি মনে।
উপবাস করিয়া রহিল সেই খানে ॥ ৪০
যা কর জগৎপতি প্রভু নারায়ণ।
রাত্রি দিন এই মাত্র বলে দুই জন ॥ ৪১
তিন দিন উপবাসে গেল এই মতে।
জ্যোতি এক দেখে দোঁহে তৃতীয় নিশিতে ॥৪২
জ্যোতি দেখি হৈল মনে দরশন আশ।
পুনঃ আর তিন দিন করে উপবাস ॥ ৪৩
এইমতে ছয় দিন ছয় রাত্রি গেল।
সপ্তম দিবস অন্তে রাত্রি প্রবেশিল ॥ ৪৪
তার অর্দ্ধরাত্রে হৈল সর্ব্বসুখোদয়।
সুশীতল মলয় পবন মন্দ বয় ॥ ৪৫
দোঁহাকার ভাগ্য-ফল উদয় হইল।
সাক্ষাৎ প্রভুর রূপ দেখিতে পাইল ॥ ৪৬
রত্নসিংহাসনে বসি প্রভু নারায়ণ।
চারিদিকে স্তুতি করে যত দেবগণ ॥ ৪৭
দরশন মাত্রে মুক্ত হৈল পাপ হৈতে।
দিব্যজ্ঞান পাইয়া দোঁহে লাগিল দেখিতে ॥ ৪৮
উরিল নীরদ নীল-গিরির উপরে।
কুবলয় বিকশিত কালিন্দী মাঝারে ॥ ৪৯
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বনমালা-ধারী।
দিব্য অলঙ্কারে অঙ্গ ভূষিত শ্রীহরি ॥ ৫০
রতন-পাদুকা-পীঠে চরণ অর্পণ।
প্রফুল্লপুণ্ডরীকাক্ষ প্রসন্নবদন ॥ ৫১
বামদিকে লক্ষ্মী, বাম ভুজে বেড়ি তাঁরে।
তাম্বুল যোগায় দেবী পরম সাদরে ॥ ৫২
দেবীগণ রত্নবেত্র করেছে ধারণ।
কেহ কেহ করিতেছে চামর ব্যজন ॥ ৫৩
গন্ধতৈলে দীপ্ত রত্নদণ্ড-দীপগণ।
কোন কোন রূপসীতে করেছে ধারণ ॥ ৫৪
কোন রামা পশ্চাতে ধরেছে রত্ন-ছত্র।
কেহ সম্মুখেতে ধরিয়াছে ধূপ-পাত্র ॥ ৫৫
সুধূপিত সেই পাত্র কৃষ্ণ অগুরুতে।
স্বর্ণের কিরণ জিনি অঙ্গের শোভাতে ॥ ৫৬
প্রভুর সম্মুখে করযোড়ে দেবগণ।
নম্র-শির হৈয়া সবে করয়ে স্তবন ॥ ৫৭
লীলার অলস দৃষ্টে সেই দেবগণে।
অনুগ্রহ করিছেন সন্তোষিত মনে ॥ ৫৮
সনকাদি সিদ্ধগণ দিব্য মুনিগণে।
নারদাদি গন্ধর্ব্ব গায়ক যত জনে ॥ ৫৯

সহাস্যবদনে প্রভু অনুগ্রহ করে।
গীত স্তব লীলায় শুনয়ে বিশ্বম্ভরে॥ ৬০
প্রহ্লাদাদি ভক্তগণ সম্মুখে দাণ্ডায়ে।
করয়ে স্বরূপ ধ্যান প্রেমে ভোর হয়ে॥ ৬১
চিত্ত আকর্ষণ লীলা করয়ে প্রকাশ।
দেবতাগণের ছবি কৌস্তুভে বিলাস॥ ৬২
বিশ্বম্ভর বিশ্বমূর্ত্তি প্রকাশিত করে।
দেব দেবীগণ পুষ্প বরিষে উপরে॥ ৬৩
সুন্দরী অপ্সরাগণ নাচয়ে অগ্রেতে।
মলিন দেখায় সবে লক্ষ্মীর সাক্ষাতে॥ ৬৪
অঙ্গভঙ্গিক্রমে সবার নৃত্য মনোহর।
ক্ষণেক কৌতুক দেখে প্রভু দামোদর॥ ৬৫
এইরূপ দিব্যলীলা করেন বিলাস।
দেখি দ্বিজ ক্ষত্র দোঁহে হৃদয়ে উল্লাস॥ ৬৬
সকল বিস্মাতে জ্ঞান হৈল ততক্ষণে।
তিনবার প্রদক্ষিণ কৈলা নারায়ণে॥ ৬৭
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল ভূমিতলে।
শত শত ধারা বহে নয়ন-যুগলে॥ ৬৮
গদগদ বাক্যে পুণ্ডরীক মহামুনি।
প্রভুরে করয়ে স্তব করি পুটপাণি॥ ৬৯

পুণ্ডরীক মুনিবর, যোড় করি দুই কর,
এই বেশে করয়ে স্তবন।
নমঃ প্রভু বিশ্বরূপ, সংসার আধার রূপ,
সৃষ্টিস্থিতি নাশের কারণ॥ ৭০
নমোনমো নারায়ণ, পরমাত্মা পরায়ণ,
পরমার্থরূপ পরাৎপর।
নাহি তব জন্ম নাশ, নিত্যানন্দ পরকাশ,
ভকত-নয়নে সুগোচর॥ ৭১
ফল ভোগে করে আশ, সেই সবে মায়াদাস,
জনমে মরয়ে বার বার।
সেই সব অতি দুঃখী, কদাচ না হয় সুখী,
মোরে নাথ লহ তার পার॥ ৭২
শুন নাথ কৃপাময়, ভুবনেতে হেন হয়,
কার্য্যহীনে করয়ে করুণা।
নাহি কাজ আপনার, দীনগণে কর পার,
এই অতি মহিমার সীমা॥ ৭৩
তথাপিহ মূর্খগণ, ভোগ-আশে উপাসন,
করে তোমা মায়াতে ভুলিয়া।
অবহেলে হয় মুক্তি, যাঁহারে করিলে স্মৃতি,
তাঁরে ভোগ মাগয়ে বাঞ্ছিয়া॥ ৭৪
জীবগণ কর্মফলে, কভু সুখ দুঃখ মিলে,
স্বর্গে উঠে পড়য়ে অবনী।
জলযন্ত্র ঘাটবত, উঠে পড়ে অবিরত,
সে সবারে তার চক্রপাণি॥ ৭৫
যজ্ঞসার তব নাম, সুনির্ম্মল অনুপম,
লইলেই মুক্তি সুনিশ্চয়।
যেই যেই যজ্ঞ করে, সেই ফল দেহ তারে,
নাম তাহা নাহি বিচরয়॥ ৭৬
পড়িল যে ভবনীরে, আশ্রয় করিয়া তারে,
পার কর তুমি কৃপাময়।
জ্ঞাননৌকা আরোহণ, করিয়াছে যেই জন,
তার কর্ণধার সুনিশ্চয়॥ ৭৭
অনন্য ভক্তের আশ, পূর্ণ কর শ্রীনিবাস,
অচেতনে ভবে কর পার।
অন্য দেব দেয় মুক্তি, তোমাতে জন্মায়ে ভক্তি,
সেই ভক্তি মাগে এই ছার॥ ৭৮
ধর্ম্ম অর্থ কামগণ, অহিত এ অনুক্ষণ,
অল্প সুখ কার্য্য নাহি তার।
ন্যাস যোগ সব ছাড়ি, ও চরণে ভক্তি করি,
এইমাত্র মাগিয়ে তোমায়॥ ৭৯
তব পাদাম্বুজদ্বয়, চিন্তনে উদ্ভব হয়,
অপার অগাধ সুখার্ণব।
তাহে ডুবি নিরন্তর, আজ্ঞা কর দামোদর,
ত্রিজগত-নাথ সে বান্ধব॥ ৮০
এইরূপ স্তুতিবাণী, করি সেই দ্বিজমণি,
ভূমে পড়ি করে নমস্কার।
শ্রীব্রজনাথপদ, আশা করি সুসম্পদ,
দীন বিশ্বম্ভর কহে সার॥ ৮১

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ।
তবে অম্বরীষ কত করিল স্তবন ॥ ৮২
স্তব পূজা করিয়া সকল দেবগণ।
স্বর্গে নিজ নিজ স্থানে করিল গমন ॥ ৮৩
বিস্ময় হইয়া দুঁহে নয়ন প্রকাশে।
মোহিত হইলা তবে বিষ্ণুমায়াবশে ॥ ৮৪
যেই লীলা দেখিলেন অস্থির নয়নে।
স্বপ্ন সম তারে জ্ঞান করে দুই জনে ॥ ৮৫
স্বপ্নপ্রায় মহৈশ্বর্য্য দুঁহে নিরখিল।
ধ্যানভঙ্গ হয়ে পুনঃ দেখিতে লাগিল ॥ ৮৬
দিব্য সিংহাসনে বসি প্রভু জগন্নাথ।
বলাই সুভদ্রা সুদর্শন করি সাথ ॥ ৮৭
প্রফুল্লপুণ্ডরীকাক্ষ প্রভু শ্রিয়ঃপতি।
নবীন নীরদ অঙ্গ নয়ন আরতি ॥ ৮৮
হরির দক্ষিণে দেখে প্রভু হলধর।
দু আঁখি ঘূর্ণিত কিবা শ্বেত কলেবর ॥ ৮৯
সপ্তফণা শোভে শিরে মুকুট তাহায়।
দুঁহা মাঝে সুভদ্রা সুন্দরী শোভা পায় ৯০
কুঙ্কুম-অরুণদেহা অম্বুজ-লোচনী।
কোটি চাঁদ জিনি মুখ জগত-জননী ॥ ৯১
হরির বামেতে দেখে চক্র সুদর্শন।
কোটি সূর্য্য-প্রভা জিনি অরুণ বরণ ॥ ৯২
দেখিয়া আনন্দ হৈয়া দুই মহাশয়।
বার বার প্রশংসা করিয়া দুঁহে কয় ॥ ৯৩
ধন্য ধন্য সেই বিপ্র কৈল উপদেশ।
ধন্য মোরা দেখিলাম শ্রীউৎকল দেশ ॥ ৯৪
ধন্য ক্ষেত্র ধন্য ধন্য প্রভু জগন্নাথ।
ধন্য লীলা বাজারে বিকায় দেখি ভাত ॥ ৯৫
এইরূপে বার বার করি প্রশংসন।
মহানন্দে ক্ষেত্রে বাস কৈলা দুই জন ॥ ৯৬
এইরূপে দুই সখা শ্রীক্ষেত্রে রহিল।
দেহান্তরে নির্ব্বাণ মুকতি দুঁহে পাইল ॥ ৯৭

উৎকল মাহাত্ম্য।

মুনিগণ কহে তবে করিয়া বিনয়।
কোথা সেই ক্ষেত্রবর কহ মহাশয় ॥ ১
জৈমিনি বলয়ে শুন সাধু মুনিগণ।
উৎকল নামেতে দেশ পরম পাবন ॥ ২
দক্ষিণ সমুদ্র তীরে হয় সেই স্থান।
শ্বেতদ্বীপ সম সেই হরি নিত্য ধাম ॥ ৩
সর্ব্ব বর্ণে নিজ নিজ ধর্ম্মেতে তৎপর।
দেব দ্বিজ গুরু সেবে আনন্দ অন্তর ॥ ৪
অতিথি সেবন করে কায়-বাক্য-মনে।
ভকতি পিরীতি ধনে তোষে সর্ব্বজনে ॥ ৫
লজ্জা-ধর্ম্ম-ভূষা-পতিব্রতা নারীচয়।
সুশীলা সু-আচারা সুরূপা সবে হয় ॥ ৬
নানা বৃক্ষ লতা পুষ্প বিচিত্র উদ্যান।
দিঘী সরোবর কূপ শোভে স্থানে স্থান ॥ ৭
কত কত পর্ব্বত কত বা নদীগণ।
কত দেশ উৎকলেতে না যায় কথন ॥ ৮
ঋষিকুল্যা নদী যেই হয় মুনিগণ।
দক্ষিণ সমুদ্রে তার হইল মিলন ॥ ৯
সে অবধি মহানদী সুবর্ণরেখার।
মধ্যদেশ উৎকল নগর জান সার ॥ ১০
এর মধ্যে আছে বহু ক্ষেত্র দেবালয়।
ভূস্বর্গ বলিয়া ক্ষেত্রে দেবগণে কয় ॥ ১১
এইত অবধি সূত্রখণ্ড বিবরণ।
এবে লীলাখণ্ড সবে করহ শ্রবণ ॥ ১২
পতিত অধম আমি অযোগ্য অজ্ঞান।
দয়া করি শুন সবে পূর মনস্কাম ॥ ১৩
বালকের বাক্য বলি না করিহ ঘৃণা।
শ্রোতা সবে শুন মোরে করিয়া করুণা ॥ ১৪
গলিত নির্ম্মাল্য যদি কাকের বদনে।
সাধুগণ ত্যাগ তাহা না করে কখনে ॥ ১৫
বিদ্যা নাহি পঠি, নাহি করি অধ্যয়ন।
সেই প্রভু যে লিখান করিয়ে লিখন ॥ ১৬
মোর কিবা শক্তি হয় বর্ণন করিতে।
ইচ্ছায় প্রকাশ লীলা কৈলা দীননাথে ॥ ১৭
জয় জয় জগন্নাথ করুণা-সাগর।
লীলা স্ফূর্ত্তি আমারে করাহ নিরন্তর ॥ ১৮

সূত্রখণ্ড সম্পূর্ণ।

লীলাখণ্ডঃ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন বিবরণ।

জয় জয় শ্রীগুরুগোসাঞি দয়াবান।
জয় শিক্ষাগুরু প্রেম ভক্তি কর দান ॥ ১
জয় জয় শচীর দুলাল গোরা রায়।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ বন্দি তব পায় ॥ ২
জয়াদ্বৈতাচার্য্য শ্রীপণ্ডিত গদাধর।
শ্রীবাস পণ্ডিত জয় প্রেমকলেবর ॥ ৩
ভক্তগোষ্ঠী সহ জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
অবতরি রাধানাথ ক্ষিতি কৈলা ধন্য ॥ ৪
জয় জয় দারুব্রহ্ম প্রভু জগন্নাথ।
বলাই সুভদ্রা আর সুদর্শন সাথ ॥ ৫
জয় জয় ক্ষেত্রবাসী শ্রীবৈষ্ণবগণ।
শিরে ধরি বন্দিলাম সবার চরণ ॥ ৬
সূত্রখণ্ড সাঙ্গ লীলাখণ্ডের বর্ণন।
দারুব্রহ্ম যেই মতে হৈলা প্রকটন ॥ ৭
নৈমিষ কাননে শৌনকাদি মুনিগণে।
জৈমিনিরে জিজ্ঞাসিল পরম যতনে ॥ ৮
কহ কহ মুনিবর অদ্ভুত কথন।
লীলাখণ্ড কথা কহ করিব শ্রবণ ॥ ৯
কিরূপে হইলা দারুব্রহ্মের প্রকাশ।
সেই কথা কহ মুনি শুনিবারে আশ ॥ ১০
কোন্ বংশে ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃপতি জন্মিলা।
কোন্ দেশে বাস করি প্রজারে পালিলা ॥ ১১
কিরূপে পুরুষোত্তমে গেলা নৃপমণি।
করিলা প্রকাশ বিষ্ণু-প্রতিমা অবনী ॥ ১২
সর্ব্ব তত্ত্ব জান তুমি মহাবিচক্ষণ।
যে যেরূপ কহ সেই সব বিবরণ ॥ ১৩
জৈমিনি বলয়ে শুন সাধু মুনিগণ।
উত্তম জিজ্ঞাসা কৈলে করহ শ্রবণ ॥ ১৪
যেই ত চরিত্র হয় অতি পুরাতন।
সদা শুভ করে দান পাতকনাশন ॥ ১৫
শ্রবণ করিলে ভক্তি মুক্তি করে দান।
সেই সব কথা শুন হয়ে সাবধান ॥ ১৬
প্রথম পরার্দ্ধ গত যখন হইল।
দ্বিতীয় পরার্দ্ধ আসি উদয় করিল ॥ ১৭
স্বায়ম্ভুব প্রথম মনুর অধিকারে।
তাহে সত্যযুগে যাহা কহিয়ে বিস্তারে ॥ ১৮
মরীচি নামেতে হৈল ব্রহ্মার নন্দন।
তাঁর পুত্র হইলা কশ্যপ তপোধন ॥ ১৯
কশ্যপের পুত্র হৈলা সূর্য্য মহাশয়।
ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা হৈলা তাঁহার তনয় ॥ ২০

তথাহি—

আসীৎ কৃতযুগে বিপ্রা ইন্দ্রদ্যুম্নো মহানৃপঃ।
সূর্য্যবংশে স ধর্ম্মাত্মা স্রষ্টুঃ পঞ্চমপুরুষঃ ॥

সত্যযুগে হৈলা ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতি।
সত্যবাদী সদাচার দাতা শুদ্ধমতি ॥ ২১
সাত্ত্বিকের শ্রেষ্ঠ ন্যায়ে পালে প্রজাগণ।
প্রজাগণে দেখে যেন আপন নন্দন ॥ ২২
আত্ম-পরমাত্ম-তত্ত্ব জ্ঞানেতে প্রবীণ।
ক্ষত্রধর্ম্মে শত্রুগণে করেছে অধীন ॥ ২৩
সভায় বসিয়া সদা পূজে দ্বিজগণে।
পিতামাতা সেবে রাজা কায়-বাক্য-মনে ॥ ২৪
অষ্টাদশ বিদ্যায় দ্বিতীয় বৃহস্পতি।
ঐশ্বর্য্যে হয়েন যেন ইন্দ্র সুরপতি ॥ ২৫
ভাণ্ডার সঞ্চয়ে রাজা কুবের সমান।
দাতা ভোক্তা প্রিয়বাদী অতি রূপবান্ ॥ ২৬
সুভগ শ্রীমান্ সর্ব্ব-যজ্ঞ-অধিকারী।
সত্যবাদী সদাই বিপ্রের হিতকারী ॥ ২৭

আদিত্য সমান তেজ বলয়ে রাজন।
সমর্থ না হয় সবে করিতে দর্শন ॥ ২৮
সহস্রাশ্বমেধ রাজসূয় যজ্ঞধর।
সাবধান হৈয়া করিলেন নরবর ॥ ২৯
মোক্ষ-বাঞ্ছাযুক্ত সদা পরম শ্রীমান্।
সকল গুণেতে হয় রাজার বাখান ॥ ৩০
মালব নামেতে দেশ-বিখ্যাত ভুবনে।
অবন্তীনগর তাহে বৈসয়ে রাজনে ॥ ৩১
নানা রত্নে যুক্ত সেই অবন্তী নগর।
দ্বিতীয় অমরাবতী শোভে মনোহর ॥ ৩২
সেই থানে রহি রাজা কায়-বাক্য-মনে।
অদ্ভুত করিলা ভক্তি বিষ্ণুর চরণে ॥ ৩৩
এইরূপে রহে রাজা অবন্তীনগরে।
বরনারীগণ সদা সেবয়ে সাদরে ॥ ৩৪
বিষ্ণুপূজা করে সদা হরিষ-হৃদয়।
একদিন শ্রীপতির পূজার সময় ॥ ৩৫
দেবতার গৃহে রাজা প্রবেশ করিল।
সেই কালে পুরোহিত রাজার আইল ॥ ৩৬
সঙ্গে বহু পণ্ডিত দৈব কবিগণ।
তীর্থযাত্রিগণ আর অনেক ব্রাহ্মণ ॥ ৩৭
সেই কালে জগন্নাথ জটিলরূপেতে।
পথে মিলি চলিলেন পুরোহিত সাথে ॥ ৩৮
নীলাচলক্ষেত্র প্রকাশিতে সর্ব্বজনে।
জটিলরূপেতে চলে রাজ সন্নিধানে ॥ ৩৯
তেজোময় সন্ন্যাসী দেখিয়া বিপ্রবর।
সঙ্গে লয়ে চলিলেন করিয়া আদর ॥ ৪০
এই সব সঙ্গে দ্বিজ প্রবেশ করিল।
দেখি রাজা আদরেতে তাঁহারে বলিল ৪১
শুন পুরোহিত হেন ক্ষেত্র জান তুমি।
যথায় সাক্ষাৎ হরি বিহরে আপনি ॥ ৪২
এই নেত্রে দরশন পারি কি করিতে।
যদি জান কহ দেব আমায় তরিতে ॥ ৪৩
শুনি পুরোহিত চাহি তীর্থযাত্রিগণে।
বিনয় করিয়া বলে মধুর বচনে ॥ ৪৪
শুন শুন ধর্ম্মশীল তীর্থযাত্রিগণ।
যাহা কহিলেন রাজা করিলে শ্রবণ ॥ ৪৫
সেই সভা মধ্যে যেই জটিল আছিলা।
রাজারে করুণা করি কহিতে লাগিলা ॥ ৪৬
শুন মহারাজ কিছু আমার বচন।
শিশুকাল হৈতে আমি করিছি ভ্রমণ ॥ ৪৭
ভ্রমণ করিনু আমি সেই তীর্থগণে।
সেই সব নাম নর আমা হৈতে শুনে ॥ ৪৮
মনুষ্যের অগম্য দেখিনু তীর্থগণ।
যতনে কহিব তার বিস্তার কথন ॥ ৪৯
জটিল বলয়ে রাজা শুনহ বচন।
পৃথিবীর তীর্থ আমি করিনু ভ্রমণ ॥ ৫০
তাহাতে ভারতবর্ষ এক স্থান হয়।
ওড্রদেশ নাম তার শুন মহাশয় ॥ ৫১
সেই ওড্রদেশেতে দক্ষিণ সিন্ধু তীরে।
পুরুষোত্তম নাম ক্ষেত্র হয় মনোহরে ॥ ৫২
সেই ক্ষেত্রবর হয় নীলগিরি নাম।
চারি দিক্ কাননে আবৃত অনুপম ॥ ৫৩
কল্পবট আছে এক সেই গিরি মাঝে।
চারিদিকে এক এক ক্রোশ সেই সাজে ॥ ৫৪
তাহার পত্রের ছায়া লাগে যার গায়।
ব্রহ্মহত্যা পাপ তার দূরেতে পলায় ॥ ৫৫
তাহার পশ্চিমে কুণ্ড রোহিণী নামেতে।
সেই কুণ্ড পূর্ণ রাজা পাবন-বারিতে ॥ ৫৬
স্পর্শিলে তাহার জল মুক্তিপদ পায়।
কুণ্ডের মহিমা কত কহনে না যায় ॥ ৫৭
তার পূর্ব্বতটে আছে প্রভু ভগবান।
ইন্দ্রনীলমণি-নীলমাধব আখ্যান ॥ ৫৮
কুণ্ডে স্নান করি যেই দরশন করে।
ততক্ষণে মুক্তি পায় নাহিক বিচারে ॥ ৫৯
প্রভুর পশ্চিমদিকে এক স্থান হয়।
শবরদীপক বলি তাহারে ঘোষয় ॥ ৬০
উত্তম আশ্রম রাজা কহিবে তাহারে।
শবরের ঘর চারিদিকে শোভা করে ॥ ৬১

একপদী পথ আছে সেই স্থান হৈতে।
গমন করয়ে বিষ্ণু আলয়ে যে পথে ॥ ৬২
শ্রীনীলমাধব রূপ প্রভু ভগবান।
দরশন মাত্র তারে মুক্তি করে দান ॥ ৬৩
তাঁর সেবা লাগি আমি বনবাসী হৈয়া।
সংবৎসর আছিলাম ব্রত আচারিয়া ॥ ৬৪
প্রভুরে দেখিতে নিতি আসে দেবগণ।
কল্পতরু কুসুম করয়ে বরিষণ ॥ ৬৫
নানা স্তুতিগান আমি শুনিতাম কানে।
এ হেন মহিমা রাজা নাহি কোন থানে ॥ ৬৬
পুরাতন বাক্য এক তথায় শুনিল।
মাধবে দেখিয়া কাক চতুর্ভুজ হৈল ॥ ৬৭
পূর্ব্বে মহারাজ আমি ছিলাম অজ্ঞান।
হরি দেখি অষ্টাদশ হৈনু বিদ্যাবান ॥ ৬৮
হেনই নির্ম্মল হইয়াছে মোর মন।
বিষ্ণু বিনা নয়নে না করি দরশন ॥ ৬৯
তুমি মহাভক্ত তোমা করিতে আদেশ।
আইলাম মহারাজা তোমার এদেশ ॥ ৭০
মান ভূমে নাহি কিছু মোর প্রয়োজন।
এই মাত্র মাগি ভজ মাধবচরণ ॥ ৭১
মিথ্যা জ্ঞান না করিহ আমার বচন।
সত্য সত্য জান এই সব বিবরণ ॥ ৭২
এইরূপে ইন্দ্রদ্যুম্নে জটিল কহিয়া।
অন্তর্দ্ধান হইলেন সবারে বঞ্চিয়া ৭৩

বিদ্যাপতি রামার বৃত্তান্ত।

জৈমিনি বলয়ে সবে করহ শ্রবণ।
জটিলের অন্তর্দ্ধান দেখিয়া রাজন ॥ ১
ব্যাকুলিতচিত্ত হৈয়া কহে নরপতি।
হায় হায় এবে কি হইবে মোর গতি ॥ ২
পুরোহিতে চাহি কহে বিষাদিত মনে।
কিরূপে পুরুষোত্তম করিব দর্শনে ॥ ৩
পুরোহিত কহে রাজা না হও কাতর।
অবশ্য দেখিবে তুমি দেব গদাধর ॥ ৪
বিদ্যাপতি আমার কনিষ্ঠ সহোদর।
ক্ষেত্রে পাঠাইব তাঁরে শুন নরবর ॥ ৫
তথা গিয়া মাধবের উদ্দেশ করিয়া।
বিবরণ কহিবেন তোমারে আসিয়া ॥ ৬
এত কহি নিজালয়ে পুরোহিত গেলা।
বিদ্যাপতি সহোদরে বৃত্তান্ত কহিলা ॥ ৭
শুনিয়া হরিষ-চিত্ত হৈল তপোধন।
রাজার নিকটে শীঘ্র করিয়া গমন ॥ ৮
তবে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা দেখিয়া তাঁহারে।
কান্দিতে কান্দিতে কহে গদগদ স্বরে ॥ ৯
শুন দেব বিদ্যাপতি করি নিবেদন।
যদ্যপি আপনি ক্ষেত্রে করেন গমন ॥ ১০
নির্ণয় করিয়া স্থান কহেন আমারে।
তবে দয়া জানি দেব এই দুরাচারে ॥ ১১
বিদ্যাপতি কহে মোর ভাগ্যে এই বাণী।
স্থিরচিত্ত হৈয়া তুমি রহ নৃপমণি ॥ ১২
এইক্ষণে ক্ষেত্রে আমি করিব গমন।
এত কহি চলে দ্বিজ করি প্রদক্ষিণ ॥ ১৩
রথে চাপি চলে বিদ্যাপতি মতিমান।
মনে মনে প্রভুপদ করিছেন ধ্যান ॥ ১৪
রথমধ্যে বিদ্যাপতি ভাবয়ে অন্তরে।
পূর্ব্বপুণ্যফল অদ্য ফলিল আমারে ॥ ১৫
যেই হেতু সাক্ষাৎ দেখিব রমাপতি।
যাঁহারে দেখিয়া কাক পাইল অব্যাহতি ॥ ১৬
শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস পুরাণে যাঁহারে।
নিরূপিতে নারে আমি দেখিব তাঁহারে ॥ ১৭
কর্ম্ম ধর্ম্মজ্ঞানে যাঁর পদ নাহি মিলে।
কেবল ভক্তির রস বেদে যাঁরে বলে ॥ ১৮
প্রতিলোম যাঁহার ব্রহ্মাণ্ড মালাময়।
যাঁহার নিশ্বাসে বেদ উপাদান হয় ॥ ১৯
যেই বস্তু গুপ্ত পঞ্চকোষের ভিতরে।
স্বরূপ জ্ঞানেতে মাত্র জানিয়ে যাঁহারে ॥ ২০

যেই হরি হন নীলগিরির ভূষণ।
সাক্ষাৎ তাঁহারে আজি করিব দর্শন ॥ ২১
এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে মুনিবর।
বহু দেশ লঙ্ঘিলের আনন্দ অন্তর ॥ ২২
কতদিনে মহানদী হইলেন পার।
কাননে আইলা একা বিপ্রের কুমার ॥ ২৩
চতুর্ভুজমর সবে দেখয়ে সেখানে।
প্রণমিয়া চলিলা শঙ্কর দরশনে ॥ ২৪
কোটী লিঙ্গেশ্বর দেখি প্রণাম করিয়া।
তথা হৈতে চলে বিপ্র হরিষ হইয়া ॥ ২৫
বহু দেশ নদ নদী কানন লঙ্ঘিয়া।
নীলাচলে বিপ্রবর উত্তরিল গিয়া ॥ ২৬
অতি উচ্চ গিরিবন কণ্টকে ব্যাপিত।
উঠিতে না পারি কান্দে মনে হয়ে ভীত ॥ ২৭
হায় হায় কিবা বুদ্ধি করিব এখন।
কিরূপে বা পাব নীলমাধব দর্শন ॥ ২৮
মনুষ্য না দেখি সব সিংহ ব্যাঘ্রগণ।
নিশ্চয় হইল বুঝি আমার মরণ ॥ ২৯
এত কহি কুশোপরি করিয়া শয়নে।
জপয়ে প্রণব মন্ত্র ঐকান্তিক মনে ॥ ৩০
হেনকালে মনুষ্যের রব শুনে কানে।
ধীরে ধীরে গেল বিপ্র গিরির পশ্চিমে ॥ ৩১
চতুর্ভুজ দেখে তথা বৈসে যত জনে।
দরশন করি প্রণমিল সেইখানে ॥ ৩২
নয়ন বাহিয়া ধারা বহে অনিবার।
হরি হরি বলি ডাকে ব্রাহ্মণকুমার ॥ ৩৩
হেনকালে বিশ্বাবসু বর্ণেতে শবর।
হরির সেবক সেই মহাভক্তবর ॥ ৩৪
নীলমাধবের মালা প্রসাদ লইয়া।
নিজগৃহে আসিছেন হরিষ হইয়া ॥ ৩৫
ব্রাহ্মণে দেখিয়া সেই শবরনন্দন।
ভূমে পড়ি পদযুগ করিল বন্দন ॥ ৩৬
সম্মান করিয়া কহে বচন মধুর।
মোর গৃহে কেন আইলে ব্রাহ্মণ ঠাকুর ॥ ৩৭
অতিথি পাইনু বড় ভাগ্য সে আমার।
বিপ্র বিষ্ণু এক বস্তু এক তত্ত্বসার ॥ ৩৮
বিদ্যাপতি বলয়ে শুনহ মহামতি।
ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা জান অবন্তীর পতি ॥ ৩৯
হরির উদ্দেশে মোরে হেথা পাঠাইল।
দেখিয়া তাহার জন্ম করিব সফল ॥ ৪০
যদবধি না দেখিব প্রভুর চরণ।
তাবৎ রহিব উপবাস মোর পণ ॥ ৪১
শুনিয়া শবররাজ হইল বিস্ময়।
এতদিনে বুঝি তেজিলেন দয়াময় ॥ ৪২
বিশ্বাবসু মনে হৈল পূর্ব্ব বিবরণ।
সত্যযুগে ইন্দ্রদ্যুম্ন হবেন রাজন ॥ ৪৩
মহাভক্তিমান রাজা আসিয়া এখানে।
করিবে সহস্র যজ্ঞ হরির তোষণে ॥ ৪৪
নীলরূপী নারায়ণ হবে অন্তর্দ্ধান।
পুনঃ দারুরূপে প্রকটিব ভগবান ॥ ৪৫
অগ্রেতে গমন করি তাঁর পুরোহিত।
মাধব দেখিয়া তাঁরে করিব বিদিত ॥ ৪৬
এই কথা ভালমতে প্রসিদ্ধ আছয়।
এই কালে অন্তর্দ্ধান হব দয়াময় ॥ ৪৭
তবে আর বিপ্রে প্রতারণা কিবা কায।
ব্রাহ্মণের মন দুঃখে হইবে অকায ॥ ৪৮
এত ভাবি বলে তাঁরে মধুর বচন।
আইস নীলমাধব করিব দরশন ॥ ৪৯
এত বলি করে ধরি বিপ্রেরে লইয়া।
গিরির উপরে দুয়ে উত্তরিল গিয়া ॥ ৫০
শ্রীরোহিণীকুণ্ড বট দরশন করি।
শ্রীনীলমাধবেরে বিপ্র দেখে নেত্র ভরি ॥ ৫১
কোটি কাম জিনি রূপ প্রসন্নবদন।
নবীন-নীরদ-তনু অতি অনুপম ॥ ৫২
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী।
হৃদয়ে কৌস্তুভ কোটি সূর্য্যদ্যুতিহারী ॥ ৫৩
গলে দোলে বনমালা বৈজয়ন্তী সনে।
মাথায় মুকুট অঙ্গে নানা আভরণে ॥ ৫৪

চরণের তুলনা ভুবনে নাহি হেরি।
ভকত ভাবিলে জানে তাহার মাধুরী ॥ ৫৫
বামদিকে শোভা করে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
সৌন্দর্য্যের সীমা বীণা-বাদ্যপরায়ণী ॥ ৫৬
শ্যাম মেঘে তড়িত জড়িত কি যে শোভা।
একত্রে উদিত হেম-নীলমণি-আভা ॥ ৫৭
মাধব-বদনে দৃষ্টি অর্পণ করিয়া।
আছয়ে বদনে মৃদু হাসি মিশাইয়া ॥ ৫৮
ফণাবৃন্দ ছত্র ধরি অনন্ত পশ্চাৎ।
সম্মুখেতে সুদর্শন গরুড়ের সাথ ॥ ৫৯
রূপ দেখি মূর্চ্ছিত হইল বিপ্রবর।
আথে ব্যথে তুলি কোলে করিল শবর ॥ ৬০
প্রেমার পরমানন্দে ব্রাহ্মণ ডুবিল।
যুকর জুড়িয়া স্তব করিতে লাগিল ॥ ৬১
বিদ্যাপতি হৃষ্টমতি করয়ে স্তবন।
বিশ্বসার, মায়াপার, পরম কারণ ॥ ৬২
বিশ্বব্যাপী, বিশ্বরূপী, সকলের পর।
পরমাত্মা, পরতত্ত্ব, সর্ব্ব-অধীশ্বর ॥ ৬৩
সর্ব্বময়, সর্ব্বাশ্রয়, বীজ সবাকার।
অন্তর্য্যামী, বিশ্বস্বামী, সর্ব্ববেদসার ॥ ৬৪
নিশাভূপ, ভানুরূপ, আদিদীপ্তিকারী।
সর্ব্বরূপ, সর্ব্বভূপ, সর্ব্বময় হরি ॥ ৬৫
পদজাত, গঙ্গা খ্যাত, ত্রিলোক-তারিণী।
লীলাগণ, অনুক্ষণ, বিস্তার আপনি ॥ ৬৬
শস্য তরে, যজ্ঞ করে, ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
অগ্নিতলে, ঘৃত ঢালে, তোমাকে অর্পণ ॥ ৬৭
সদানন্দ, অংশানন্দ, জীবন সবার।
মায়াপর, দেহধর, নির্ম্মল আকার ॥ ৬৮
জগন্ময়, পুন হও, জগত-বাহির।
পদবাহু, আঁখি বহু, বহুমুখশির ॥ ৬৯
সর্ব্বজিত, সর্ব্বহিত-কারী নারায়ণ।
কমলার, অস্ত যাঁর, কমল আসন ॥ ৭০
পদ্মপত্র-জিনি নেত্র, কমলবদন।
কর দয়া, পদচ্ছায়া, দিয়া নারায়ণ ॥ ৭১
বারে বারে, ভব ঘোরে, ডুবায় আমায়।
তার পরে, লহ মোরে, হইয়া সহায় ॥ ৭২
এই মতে স্তব করি প্রণাম করিয়া।
শবর সহিতে তাঁর গৃহে উত্তরিয়া ॥ ৭৩
সেই রাত্রি নিবসিয়া শবরের সনে।
তাঁর সহ সখ্য কৈলা হরিষ বিধানে ॥ ৭৪
প্রভুর নির্ম্মাল্য মালা তাঁর স্থানে পেয়ে।
প্রাতে সিন্ধু স্নান করি হরি প্রণমিয়া ॥ ৭৫
তবে প্রদক্ষিণ করি সেই ক্ষেত্রবর।
বিদ্যাপতি চলি গেল অবন্তীনগর ॥ ৭৬
সেই দিন সায়াহ্নে যতেক দেবগণ।
নিত্য অনুরূপ আইলা করিতে দর্শন ॥ ৭৭
সেই কালে ঘোর বাত বহিতে লাগিল।
সুবর্ণ-বালুকা উড়ি দিক্ আচ্ছাদিল ॥ ৭৮
অতিশয় ঘোরতর প্রলয় সমান।
অন্ধকার হৈল কিছু নাহি হয় জ্ঞান ॥ ৭৯
চক্ষু মেলি চাহিতে না পারে দেবগণে।
শক্তি নাহি শ্রীনীলমাধব দরশনে ॥ ৮০
তবে সব ঘোর বাত নিবর্ত্ত হইল।
দেবগণ নিজ নিজ আঁখি প্রকাশিল ॥ ৮১
দেখয়ে বালুকারাশি পর্ব্বত প্রমাণ।
মাধবরোহিণীকুণ্ড হৈল অন্তর্দ্ধান ॥ ৮২
ব্যাকুলিতচিত্ত হৈয়া যত দেবগণ।
অঙ্গ আছাড়িয়া সবে করয়ে রোদন ॥ ৮৩

তবে সব দেবগণ, হয়ে বিষাদিত মন,
উচ্চস্বরে করিল রোদন।
নয়ন উৎসকারী, শ্রীনীলমাধব হরি,
কোথা গেলে পাব দরশন ॥ ৮৪
কি করিব হায় হায়, কেন আমা সবাকায়,
ঘটিল এ দুর্দ্দৈব অপার।
ত্যজিলেন দয়াময়, প্রাণ স্থির নাহি হয়,
কোথা যাব কি করিব আর ॥ ৮৫
কিবা অপরাধ দেখি, ত্যজিলে করুণ আঁখি,
অ[illegible] ত সেবকের গণে।

শরীর বিভূতি তব, আমরা সকল দেব,
কন্দে ত্যাগ কর কি কারণে ॥ ৮৬
শুন দেব দেবরাজে, আমা সবা যেই পূজে,
যে কিছু কামনা মনে করি।
তব আদেশেতে ফলে, তুমি তারে কুতূহলে,
এ তোমার অহঙ্কার ধরি ॥ ৮৭
আর স্বর্গে না যাইব, নিরাহারে বনে রব,
জটাবন্ধ করিয়া ধারণে।
যদবধি দরশন, না পাইব নারায়ণ,
নিশ্চয় তাবৎ রব বনে ॥ ৮৮
তোমার দর্শন হীন, আমরা অনাথ দীন,
ডুবিয়াছি দুখার্ণব নীরে।
দীনবন্ধু জগন্নাথ, কর কৃপা-দৃষ্টিপাত,
উদ্ধারহ আমা সবাকারে ॥ ৮৯
এইরূপে দেবগণে, কান্দে বিষাদিত মনে,
সদয় হইয়া দেবরায়।
অন্তরীক্ষে রহি কহে, শুন দেবগণ ওহে,
না কান্দহ শুনহ উপায় ॥ ৯০
যত্ন ত্যজ এ বিষয়ে, দুর্ল্লভ দর্শন হয়ে,
আজি হৈতে শ্রীনীলমাধব।
এথায় যে প্রণমিবে, দরশন ফল পাবে,
এই কথা নিশ্চয় জানিবে ॥ ৯১
এথা নমস্কার করি, যাহ সবে ব্রহ্মপুরী,
কারণ জানাও ব্রহ্মা-স্থান।
শুনি সব দেবগণ, প্রণমিয়া সেই থান,
ব্রহ্মলোকে করিল গমন।
মাধবের অন্তর্দ্ধান, বর্ণিতে বিদরে প্রাণ,
কিবা করি না লিখিলে নয় ॥ ৯২
তবে সব দেবগণ গেল ব্রহ্মাস্থানে।
সান্ত্বাইলা ব্রহ্মা সবে আশ্বাস বচনে ॥ ৯৩
না কান্দিহ দেবগণ যাহ নিজালয়।
প্রভুর চরিত্র এই বুঝিতে বিস্ময় ॥ ৯৪
সম্প্রতি হইল শ্রীমাধব অন্তর্দ্ধান।
পুন দারুরূপে প্রকটিবে ভগবান ॥ ৯৫
এত শুনি দেবগণ প্রবোধ পাইয়া।
নিজ নিজ গৃহে গেল দুঃখিত হইয়া ॥ ৯৬
হেথা শুন বিদ্যাপতি অবন্তীনগরে।
মাধব নির্ম্মাল্য মালা দিলেন রাজারে ॥ ৯৭
হরির নির্ম্মাল্য দেখি অবন্তীর পতি।
প্রেমগদগদ বাক্যে করে বহু স্তুতি ॥ ৯৮
আজি জন্ম কর্ম্ম সব সফল আমার।
প্রেমে পূর্ণ নরপতি বলে বার বার ॥ ৯৯
জয় জয় মালা-রূপ মাধব আপন।
আজি আমি করিলাম সাক্ষাৎ দর্শন ॥ ১০০
মুকুন্দের শিরোভূষা মাল্য নমস্কার।
কল্পতরুগন্ধে তুচ্ছ করে গন্ধ যার ॥ ১০১
যার মধু-গন্ধে অন্ধ হয় অলিগণ।
যার বায়ে জগতের কলুষ নাশন ॥ ১০২
পদ্মা হৃৎপদ্মবসতিং সপত্নী যা হসত্যসৌ।
বিকসিতৈঃ সুকুসুমৈর্বিষ্ণুহৃৎস্থিতিগর্ব্বিতঃ ॥
প্রফুল্ল কুসুমগণ মালাতে যে হয়।
বুঝিলাম প্রফুল্ল কুসুম সেই নয় ॥ ১০৩
দেখ হরি বক্ষে থাকে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
সেইত হৃদয়ে মালা থাকেন আপনি ॥ ১০৪
তখন হৃদয়ে থাকি গর্ব্বিতা হইয়া।
কমলারে আপনার সপত্নী মানিয়া ॥ ১০৫
বিকসিত পুষ্প-চ্ছলে হাসিয়া জানায়।
দেখ রমা বক্ষে বাস মোর সর্ব্বথায় ॥ ১০৬
হেন কণ্ঠ-ভূষা দেখিনু নয়নে।
আমার ভাগ্যের সীমা না যায় কহনে ॥ ১০৭
শুনহ উজ্জ্বলমালা মোর নিবেদন।
কোন তপে হেন ফল কৈলে উপার্জ্জন ॥ ১০৮
যেই তুমি সতত শ্রীনিধির শরীরে।
সর্ব্ব অঙ্গে ব্যাপিয়াছ আনন্দ অন্তরে ॥ ১০৯
এইরূপ করিতে করিতে নরপতি।
বাড়িল আনন্দসিন্ধু প্রেমে পূর্ণ অতি ॥ ১১০
ভূমিষ্ঠ হইয়া রাজা দণ্ডবৎ করে।
পুলক-কদম্ব ফুটে প্রতি কলেবরে ॥ ১১১

তবে বিস্থা-সিংহাসনে বসিয়া রাজন।
রাজারে বেষ্টিয়া বৈসে পাত্রমন্ত্রিগণ ॥ ১১২
সম্মুখেতে বিস্থাপতি বৈসে সিংহাসনে।
জিজ্ঞাসা করয়ে রাজা বিনয় বচনে ॥ ১১৩

—০—

বিদ্যাপতির মাল্যপ্রাপ্তি ও ক্ষেত্র বিবরণ কথন।

তবে নরপতি, হরষিত অতি,
জিজ্ঞাসিল বিবরণ।
যথায় কখনে, না কর গমনে,
সে কথা জান কেমনে ॥ ১
কহে বিদ্যাপতি, শুন মহামতি,
নীলগিরি সন্নিধানে।
আছয়ে শবর, গণ বহুতর,
তথা বিশ্বাবসু নামে ॥ ২
সবার প্রধান, সেই মতিমান,
তাঁর সহ সখ্য হৈল।
তেঁই সঙ্গে লয়ে, ভ্রমণ করিয়ে,
স্থান সব দেখাইল ॥ ৩
সখার সহিতে, সায়াহ্ন কালেতে,
ভ্রমিনু গিরি-উপরে।
হরি সন্নিধান, গেলাম যখন,
সেই কালে নৃপবরে ॥ ৪
সুশীতল বাত, সুগন্ধির সাথ,
বহে অতি মনোরম।
আকাশ মণ্ডলে, শুনি কুতূহলে,
বহুবিধ ধ্বনিগণ ॥ ৫
চল যাহ যাহ, প্রস্থান করহ,
বার বার ইহা কয়।
হরি সন্নিধান, আইল দেবগণ,
পুষ্প-বরিষণ হয় ॥ ৬
বীণা বেণু তুরী, মৃদঙ্গ ঝাঝরি,
বাজয়ে বহু বিশাল।
সুধায় মাখনি, সুপদ্ম গাঁথনি,
গাইল গান রসাল ॥ ৭
দিব্য উপচারে, সহস্র প্রকারে,
দেব কৈল সমর্পণ।
জয় জগৎপতি, এইরূপ স্তুতি,
বহু কৈল দেবগণ ॥ ৮
রব শুনি কানে, না দেখি নয়নে,
সেই সব দেবতায়।
প্রভু তুষি তবে, সেই দেব সবে,
পুন স্বর্গপুরে যায় ॥ ৯
পূর্ব্ব আগমন, কহিনু যেমন,
সেইরূপে সবে গেলা।
সেই উপহার, এই মালা আর,
সখা মোরে আনি দিলা ॥ ১০
অলক্ষ্যে রাক্ষস, পাপ করে নাশ,
মালা সর্ব্ব সুখ হেতু।
ম্লান কোনকালে, না হয় এ মালে,
শুন শুন ধর্ম্ম সেতু ॥ ১১
তোমার কারণ, করিয়া যতন,
আনিয়াছি মালাবর।
ক্ষেত্রবিবরণ, শুনহ রাজন,
যেই কথা মনোহর ॥ ১২
কার শক্তি হয়, কহিতে নির্ণয়,
স্থানপতি বিবরণ।
তব ভাগ্যবলে, পুরুষার্থ ফলে,
করিলাম দরশন ॥ ১৩
বিস্তার আয়াম, পঞ্চক্রোশ ধাম,
ক্ষেত্ররাজ রাজা হয়।
চৌদিকে কানন, অতি মনোরম,
নীলগিরি বিরাজয় ॥ ১৪
সমুদ্রের তীরে, ক্ষেত্র শোভা করে,
সুবর্ণ বালুকাময়।
নীলগিরি শিরে, অক্ষ তরুবরে,
হেরিতে আনন্দময় ॥ ১৫

আয়তন তার, এক ক্রোশ যার,
নাহি হয় স্থূল ফল।
রবি যবে চলে, ছায়া নাহি টলে,
শুন শুন মহাবল ॥ ১৬
তাহার পশ্চিমে, কুণ্ড মনোরমে,
রোহিণী তাহার নাম।
জলাধার হৈতে, নীল পাষাণেতে,
শোভে বিচিত্র সোপান ॥ ১৭
তার চারিভিতে, স্ফটিক-নির্ম্মিতে,
শোভে উচ্চ বেদীগণে।
কারণ-বারিতে, সে কুণ্ড পূর্ণিতে,
মুক্তি জল পরশনে ॥ ১৮
বিদ্যাপতি কহে শুন তপন তনয়।
কুণ্ড-পূর্ব্বদিকে এক স্বর্ণবেদী হয় ॥ ১৯
কল্পবট সুশীতল ছায়া মনোহর।
বিরাজয়ে বেদী পর জগৎ-ঈশ্বর ॥ ২০
ইন্দ্রনীলমণিময় করয়ে বিরাজ।
চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্ম সাজ ॥ ২১
একাশী অঙ্গুল তার দেহ পরিমাণ।
সুবর্ণের পদ্মাসনে প্রভু ভগবান ॥ ২২
ললাট শোভয়ে অষ্টমীর বিধু যিনি।
নীলোৎপল আঁখি তেরছ চাহনি ॥ ২৩
একাশীত্যঙ্গুলমিতঃ স্বর্ণপদ্মোপরিস্থিতঃ।
অষ্টমীচন্দ্রশকলশোভাবিজয়িভালভূঃ ॥
নাসাপুট ফুল্লতিল কুসুম জিনিয়া।
বিনতানন্দন দাস যে নাসা দেখিয়া ॥ ২৪
পূর্ণবিধু বদনের অমৃত কিরণে।
তাপিতের তাপত্রয় করে বিমোচনে ॥ ২৫
যদি বা পাষাণময় শ্রীবপুধারণ।
তথাপি ধরয়ে এই সব নিদর্শন ॥ ২৬
অধর হাসিতে মাথা হাস্তে গণ্ড ফুলে।
তাহাতে চিবুক হনু সৃক্কনী উজ্জ্বলে ॥ ২৭
হাস্য বিম্বাধর ওষ্ঠ দুই গণ্ডস্থল।
চিবুক সৃক্কনী হনু বদন উজ্জ্বল ॥ ২৮
দয়া করি বিশ্বকর্ম্মাদির রচনাতে।
চিহ্নগণ ধরে শিল্পিগণ প্রকাশিতে ॥ ২৯
মকরকুণ্ডল শোভে দুই শ্রুতিমূলে।
মাঝে মুখচাঁদ শোভা কি কহিব তুলে ॥ ৩০
দুই পার্শ্বে গুরুশুক্র মাঝে বিধুবর।
এমতি শোভিছে মুখ-কুণ্ডল সুন্দর ॥ ৩১
কণ্ঠদেশ কণ্ঠভূষাগণে শোভা করে।
দক্ষিণ আবর্ত্ত শঙ্খে মুক্তা যেন ধরে ॥ ৩২
স্কন্ধযুগ সুপীন আয়ত মনোরম।
আজানুলম্বিত চারি ভুজ অনুপম ॥ ৩৩
পরিসর বক্ষঃস্থল সুন্দর শোভিত।
নির্ম্মল মুকুতাহার তাহাতে ভূষিত ॥ ৩৪
উজ্জ্বল মুকুতা পুন বক্ষঃসঙ্গ পায়ে।
প্রকাশ করয়ে তেজ রবিরে জিনিয়ে ॥ ৩৫
কণ্ঠমাঝে শ্রীমণি কৌস্তভ সুশোভন।
মাঝে তার ছটা লাগিয়াছে মুক্তাগণ ॥ ৩৬
যেন কৌস্তভের মাঝে এ চৌদ্দ ভুবন।
প্রতিবিম্ব হইয়াছে ধরে নারায়ণ ॥ ৩৭
নিম্ন নাভি হ্রদ সূক্ষ্ম রোমাবলীগণ।
আবিষ্ট হইয়া মনোহর সুশোভন ॥ ৩৮
যেন করিবর নিজ শুণ্ড বাড়াইয়া।
জলপান করে সরোবরে মগ্ন হৈয়া ॥ ৩৯
মুক্তাহার দোলে দুই উরুর উপরে।
কটীতে ত্রিবলিমধ্য স্থাণু সম সরে ॥ ৪০
সুরত্ন মেখলা দাম কিঙ্কিণীর জালে।
তথি মনোহর অতি মুকুতার মালে ॥ ৪১
দুই স্ফিচ সন্ধিস্থান পরম শোভন।
উজ্জ্বল লাবণ্যের বসতি যাতে হন ॥ ৪২
পীতাম্বর পরিধান মুক্তাহার গলে।
জঘন অবধি সে মুকুতা মালা দোলে ॥ ৪৩
স্তম্ভের সমান দুই উরুর শোভন।
তাহে পীতবাস বেড়া মুকুতাদোলন ॥ ৪৪
মুক্তিদানে মাঙ্গল্য তোরণ খাটাইল।
তোরণ আশ্রয় দুই উরু স্তম্ভ হৈল ॥ ৪৫

অনুক্রমে বর্ত্তুল শোভয়ে জানুদ্বয়।
চরণের তুলনা ভুবনে নাহি হয় ॥ ৪৬
রক্ত উৎপল কিবা জলের মাঝারে।
শ্বেতবর্ণ পুষ্প ফুটে তার ধারে ধারে ॥ ৪৭
রতন বলয়া শোভে ঐ হেন চরণে।
দেখিয়া ভুলিনু আর না ফিরে নয়নে ॥ ৪৮
অলঙ্কৃত সর্ব্ব অঙ্গ যুক্ত-অলঙ্কারে।
হেন রূপ নাহি আর এ তিন সংসারে ॥ ৪৯
জ্ঞান অহঙ্কার ঐশ্বর্য্য বেদ সাথে।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ধরে চারি হাতে ॥ ৫০
দিক আলা করি রহে নীলাদ্রিশিখরে।
স্মরণে ভকতি দেয় বন্ধ হৈতে তারে ॥ ৫১
বিদ্যাপতি কহে রাজা করহ শ্রবণ।
অদ্ভুত দেখিনু যাহা করি নিবেদন ॥ ৫২
মাধবের বামপার্শ্বে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
সৌন্দর্য্যের সীমা বীণাবাদ্য পরায়ণী ॥ ৫৩
মাধব বদনে দৃষ্টি অর্পণ করিয়া।
আছেন বদনে মৃদু হাসি মিশাইয়া ॥ ৫৪
সকল সৌন্দর্য্য তাঁর দেহেতে বসতি।
কমলাক্ষী কমলবদনী কলাবতী ॥ ৫৫
জগতের পিতা মাতা অবনীর মাঝ।
আপন নয়নে দেখিয়াছি মহারাজ ॥ ৫৬
করুণা করয়ে তারে যে করে দর্শন।
সাক্ষাৎ এহেতু জ্ঞান হইল রাজন ॥ ৫৭
তাঁহার পশ্চাতে রাজা অনন্ত বিহরে।
ফণাবৃন্দ ছত্র করি ধরিয়াছে শিরে ॥ ৫৮
প্রভু অগ্রে দেখিলাম চক্র সুদর্শন।
দেহ ধরি যোড় হাতে আছে বিদ্যমান ॥ ৫৯
সুদর্শন পশ্চাতে গরুড় মহামতি।
যোড়হাতে দাণ্ডাইয়া করিতেছে স্তুতি ॥ ৬০
এইরূপ অদ্ভুত সকল রূপ দেখি।
আনন্দ-সমুদ্রে ডুবি গেল মোর আঁখি ॥ ৬১
রজ্জু বাঁধি যেন কেহ করে আকর্ষণে।
এইরূপ মন সদা ধায় সেইখানে ॥ ৬২
বহু জন্মফল যদি এক কালে ফলে।
সেই ফলে মাধবের দরশন মিলে ॥ ৬৩
তীর্থস্নান ফলদান বেদ যজ্ঞ ব্রতে।
মর্ত্ত্য জন সেই রূপ না পায় দেখিতে ॥ ৬৪
পুরুষোত্তম নাম বিষ্ণু মূর্ত্তি নীলমণি।
নিরমল অম্বর সমান অঙ্গখানি ॥ ৬৫
সেইরূপ ধ্যান সদা করে যেই জন।
পাপে মুক্ত হয়ে পায় শ্রীপুরুষোত্তম ॥ ৬৬
অষ্টাদশ বিদ্যা নির্ম্মান ফল মিলি।
বিষ্ণু দর্শনের শত ভাগ ফল বলি ॥ ৬৭
কামনা অধিক ফল মিলে সেই থানে।
সেই দাতা সত্যবাদী যে করে দর্শনে ॥ ৬৮
সর্ব্ব যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ সেই শ্রেষ্ঠ সর্ব্বগুণে।
যেই মাধবের রূপ দেখিল নয়নে ॥ ৬৯
মাধব সেবক যাঁরা তথায় নিবসে।
সেই সবা হৈতে তত্ত্ব শুনিনু বিশেষে ॥ ৭০
যেই রূপ দেখিনু করিনু নিবেদন।
ইথে মহারাজ কর যাহা লয় মন ॥ ৭১

—o—

বিদ্যাপতির মুখে ক্ষেত্রতত্ত্ব শুনিয়া রাজার উক্তি।

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ।
বিদ্যাপতি মুখে তত্ত্ব শুনিয়া রাজন ॥ ১
পরম হরিষে রাজা কহিতে লাগিল।
এত দিনে শুভ ভাগ্য উদয় হইল ॥ ২
এত দিনে সকল কলুষ হৈল নাশ।
যোগ্য হইলাম ক্ষেত্রে করিতে নিবাস ॥ ৩
অনেক জন্মের মোর পাতকের চয়।
মালার পরশে এককালে হৈল ক্ষয় ॥ ৪
এবে রাজ্যসহ ক্ষেত্রে করিয়া প্রয়াণ।
নিবাস করিব গড় করিয়া নির্ম্মাণ ॥ ৫
ক্ষেত্রে নিবসিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করি।
নিত্য শত উপচারে পূজিব শ্রীহরি ॥ ৬

পরম তাপিত আমা দেখি নারায়ণ।
বচন-পীযূষে মোরে করিবে সিঞ্চন ॥ ৭
নিশ্চয় নিশ্চয় মোর এইত নিশ্চয়।
শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে করিব বিজয় ॥ ৮
এইরূপ নরপতি বলে বার বার।
হেনকালে নারদ করিলা আগুসার ॥ ৯
বীণায় কৃষ্ণের গুণ গাইতে গাইতে।
উপনীত হইলেন রাজার সভাতে ॥ ১০
সাত্ত্বিকাদি অষ্টভাবে সদাই বিভোর।
হরি বলি নয়নে গলয়ে বহু লোর ॥ ১১
বৈষ্ণবের শিরোমণি ব্রহ্মার নন্দন।
শতসূর্য্য-তেজস্বী সে উজ্জ্বল বরণ ॥ ১২
দেখি সভা সহ রাজা সম্ভ্রমে উঠিল।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া সিংহাসনে বসাইল ॥ ১৩
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি যোড় হাত হয়ে।
মুনিবরে কহে কিছু বিনয় করিয়ে ॥ ১৪
যজ্ঞ তপ দান মোর ব্রত অধ্যয়ন।
আজি সে সফল তব গমন কারণ ॥ ১৫
নারদ বলয়ে রাজা আমি জানি ভালে।
ধ্যানে জানিলাম তুমি যাবে নীলাচলে ॥ ১৬
শীঘ্র যাত্রা নির্ণয় করহ নরবর।
নীলাচলে যাব হুঁহে চলহ সত্বর ॥ ১৭
এত শুনি রাজা দৈবজ্ঞেরে ডাকাইল।
ক্ষেত্র যাত্রা নিরূপণ দৈবজ্ঞ করিল ॥ ১৮
জ্যৈষ্ঠ শুক্ল সপ্তমীতে পুষ্যা শুক্রবার।
এই দিন নিরূপিলা করিয়া বিচার ॥ ১৯
ভক্তিভক্ত মহিমা শুনিলা মুনিস্থানে।
পাঠগ্রন্থে সে সকল আছয়ে বর্ণনে ॥ ২০
নারদ সহিত তবে সৌতি একাসনে।
রাত্রি বঞ্চিলেন হরি-কথা আলাপনে ॥ ২১
উৎকল-খণ্ডের কথা অতি সুমধুর।
শ্রবণে পরমানন্দ তাপ করে দূর ॥ ২২
দুইরূপ পুথি আমি করিনু বর্ণন।
পাঠ হেতু এক এক গীতের কারণ ॥ ২৩
যে কথা না পাবে ইথি পাইবে তথায়।
শ্লোক অর্থে মিলিবেক এইত উপায় ॥ ২৪
ধন্দ ত্যজি হরি কথা শুনহ সকলে।
কৃষ্ণ কথা শুনিলে সংসার তরি হেলে ॥ ২৫
বিষম যমের দণ্ড নাহি পরিত্রাণ।
ঘুচিবে সে ভয় নামামৃত কর পান ॥ ২৬
পরম দয়ালু প্রভু দেব জগন্নাথ।
নীলাচলে সুবিহার দেখহ সাক্ষাৎ ॥ ২৭
জগতের হিত লাগি ব্রহ্মার প্রার্থনে।
অবতরি করেন উচ্ছিষ্ট বিতরণে ॥ ২৮
যাহা ভুঞ্জি অগতি অধম তরে গেলে।
সাধন অপেক্ষা নাই যেই নীলাচলে ॥ ২৯
হেন প্রভু রহিতেও পাষণ্ডের গণ।
অবিশ্বাসে যাইতেছে যমের সদন ॥ ৩০
যদি সাধ্য নাহি তথা গমন-কারণ।
তাঁর কথা শুন সুখে পাবে সে চরণ ॥ ৩১
মোর বাক্য বলি মনে ঘৃণা না করিবে।
পুরাণ-প্রসিদ্ধ ইহা নিশ্চয় জানিবে ॥ ৩২
প্রভাতে উঠিয়া রাজা দিলেন ঘোষণ।
রাজ্যসহ নীলাচলে করিব গমন ॥ ৩৩
যদবধি পরাণ ধরিব সর্ব্বজনে।
তাবত করিয়া বাস রহিব সেখানে ॥ ৩৪
যার যেই কল্পিত আছয়ে বৃত্তিগণ।
সেই বৃত্তে তথায় রহিবে সেই জন ॥ ৩৫
রাজা সব রাণীগণ অমাত্যাদি লয়ে।
নীলাচলে যান সবে সুসজ্জ হইয়ে ॥ ৩৬
অগ্নিহোত্র অনলে বণিক্ ভাণ্ড সনে।
বিক্রয়ের দ্রব্য লয়ে ব্যবসায়িগণে ॥ ৩৭
সবে মিলি নীলাচলে করুন গমন।
স্বচ্ছন্দে করুন জগন্নাথ দরশন ॥ ৩৮
মন্ত্রিগণ যতেক মণ্ডলগণ আর।
দৈবজ্ঞ ন্যায়জ্ঞ দণ্ডনীতে বুদ্ধি যাঁর ॥ ৩৯
নৃত্য-গান-বাদ্যেতে পণ্ডিত যত জন।
উত্তম ঔষধি-জ্ঞাতা যত বৈদ্যগণ ॥ ৪০

দৃষ্টিকর্ম্ম-জ্ঞানী অষ্টাদশ বিদ্যাবান।
উপাঙ্গ বিদ্বান সবে করুন প্রয়াণ॥ ৪১
বাটপাড় বেদে আর যত চোরগণ।
স্বর্ণকারগণ সহ করুন গমন॥ ৪২
চিত্রবাদী চাটুবাদী স্তাবক সকল।
শাস্ত্রবৃত্তিগণ সবে যান নীলাচল॥ ৪৩
শল্যহারিগণ আর যত দ্যুতকারী।
ব্যভিচারী নারী যত বেশ্যাগণ আর॥ ৪৪
বেশ্যানুগ ধনী সব কৃষকের গণ।
মেষ-ছাগ-খর-উট-গোরক্ষক জন॥ ৪৫
শকুন্তপালাদি যত কপি-রক্ষ আর।
ব্যাঘ্র-শার্দ্দূলাদিরক্ষ যতেক প্রকার॥ ৪৬
অহিতুণ্ডি গোরক্ষ শবর যত জন।
আর যত বৈসে ইথি ম্লেচ্ছজাতিগণ॥ ৪৭
সবে মিলি হর্ষ হয়ে নিজ নিজ মনে।
গমন করুন নীলগিরি দরশনে॥ ৪৮
মালবদেশেতে জন্মি যেই সব জন।
মোর আজ্ঞা নিরন্তর করিছে পালন॥ ৪৯
নিজ নিজ বস্তু ভাগ করি সবজনে।
যেরূপে মালবে করিতেছে নিবসনে॥ ৫০
সেইরূপ নিজ নিজ বাস্তু ভাগ হয়ে।
নীলাচল বাসে যান আনন্দ পাইয়ে॥ ৫১

অন্যে চ যে মালবদেশজাতা
আজ্ঞাং মদীয়ামনুপালয়ন্তি।
তেষান্তু সর্ব্বে বসতৌ হি নীলা-
চলে যথাস্বং কৃতবাস্তুভাগাঃ॥

—o—

নীলাচলগমনার্থ রাজার অভিষেক

এইরূপ আজ্ঞা দিয়া সূর্য্যের নন্দন।
হরিষে পূর্ণিত অতি হইল তখন॥ ১
নারদ সহিত রাজা মন্ত্রণা করিল।
নিরূপিত দিনে তবে দৈবজ্ঞে বলিল॥ ২
এইত হইল সেই উত্তম সময়।
মাঙ্গলিক দ্রব্য আনিবারে যুক্ত হয়॥ ৩
পুরোহিত মতে তুমি আন শীঘ্র করি।
বিলম্ব না সহে আর কর ত্বরা করি॥ ৪
আজ্ঞা পেয়ে দৈবজ্ঞ করিল আয়োজন।
যাত্রা করিবারে তবে বসিলা রাজন॥ ৫
সিংহাসনে বসিলা অবন্তী অধিকারী।
মঙ্গল আচার বিপ্র করে বেদ পড়ি॥ ৬
তবে সেই নরপতি, হয়ে সানন্দিত মতি,
বসিলা উত্তম সিংহাসনে।
যাত্রা অভিষেক মত, মঙ্গল আচার যত,
প্রথমে করয়ে বিপ্রগণে॥ ৭
শ্রীসূক্ত অনল সূক্তে, আর যে বরুণসূক্তে,
তবে বায়ু সূক্ত মন্ত্রগণে।
পৃথক্ পৃথক্ বন্ধে, তীর্থজল যব-গন্ধে,
অভিষেক করিলা রাজনে॥ ৮
সূক্ষ্ম বাস ঢাকি শিরে, স্নান করি দীপ্ত করে,
ধূমহীন বহ্নিসম স্বরে।
তবে শুক্লবাস পরি, রাজা আচমন করি,
কুশহস্তে নান্দীমুখ করে॥ ৯
রাজ্যজয়ী হোম তবে, করিলেন শুদ্ধভাবে,
গণ হোম করিলা যতনে।
তবে করি শঙ্খধ্বনি, হরষিতে নৃপমণি,
অনলে করিলা প্রদক্ষিণ॥ ১০
সে অনল শ্বেতবর্ণ, সুগন্ধাঢ্য ধূমহীন,
দক্ষিণ আবর্ত্ত শিখাগণ।
সাক্ষাৎ আপন করে, জয়াকাঙ্ক্ষা নৃপবরে,
মঙ্গল করিছে সমর্পণ॥ ১১
তবে নবগ্রহগণে, পূজা কৈল ক্রমে ক্রমে,
জ্যোতিঃশাস্ত্র মন্ত্র অনুসারে।
দৈবজ্ঞের বিধিমতে, পূজিল অবন্তীনাথে,
হয়ে অতি আনন্দ অন্তরে॥ ১২
নবগ্রহ যজ্ঞ করি, কুম্ভজল অঙ্গে ধরি,
মঙ্গলভূষণ তবে পরে।

রতন মুকুট শিরে, পরিলেন নরবরে,
শুভ্রবালে পাগ বান্ধে শিরে ॥ ১৩
রত্নের কুণ্ডলদ্বয়, শোভা অতি দীপ্তিময়,
শ্রুতিযুগে করিল ধারণ।
তরল সংযুক্ত হার, কণ্ঠভূষা কত আর,
কণ্ঠেতে করিলা বিভূষণ ॥ ১৪
করেতে পরিলা তাড়, অঙ্গদ বলয় আর,
অঙ্গুলিতে মাণিক্য অঙ্গুরী।
মহামূল্য ভূষাগণ, কত কব নিরূপণ,
অঙ্গেতে পরিলা দণ্ডধারী ॥ ১৫
মধ্যেতে ত্রিবলী মাঝে, কনকের সূত্র সাজে,
পরিলেন তিন হার করি।
সুবর্ণ-কিঙ্কিণীজালে, তাহে মুক্তা থোপ ঝুলে,
কটিতে পরিলা হর্ষে ভরি ॥ ১৬
পদে পরে অলঙ্কার, তুলনা নাহিক যার,
বসন ভূষণে সজ্জ হয়ে।
মুকুর আনায়ে রায়, আপনাকে দেখে তায়,
মনে অতি আনন্দ পাইয়া ॥ ১৭
জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণে।
এইরূপে ইন্দ্রদ্যুম্ন সকৌতুক মনে ॥ ১৮
পূর্ব্বমুখে করিয়া মঙ্গল আরোপণ।
শাস্ত্রনীত সর্ব্ব কর্ম্ম করি সমাপন ॥ ১৯
পারিজাত হরণ করিয়া জগন্নাথ।
দ্বারকায় ফিরি আইসে সত্যভামা-সাথ ॥ ২০
এইরূপ হৃদয়ে ভাবিয়া নরবর।
প্রদক্ষিণ নারদে করিলা অতঃপর ॥ ২১
সর্ব্ব সুলক্ষণ তবে আসিয়া মিলিল।
যাত্রা করি দক্ষিণ চরণ বাড়াইল ॥ ২২
সেইকালে বাজে বহু মঙ্গল বাজন।
বহু সুমঙ্গল তবে দেখিয়া রাজন ॥ ২৩
নৃসিংহ দর্শন তবে করি নরপতি।
সেইখানে প্রণমিয়া দুর্গা ভগবতী ॥ ২৪
দেবীর প্রসাদ বস্ত্র মস্তকে ধরিল।
রথের নিকট রাজা কৌতুকে চলিল ॥ ২৫

সেইকালে পুরবাসী সুসজ্জ হইয়া।
রাজ-আজ্ঞা শিরে ধরি চলিল ধাইয়া ॥ ২৬
তবে শুভক্ষণে রথে চড়িল রাজন।
রাজারে ঘেরিয়া চলে অন্য রাজগণ ॥ ২৭
লক্ষ লক্ষ রথে শোভে লক্ষ লক্ষ রাজা।
মধ্য ভানুসম ইন্দ্রদ্যুম্ন মহাতেজা ॥ ২৮
অন্তঃপুরনারীগণ চাপিয়া চৌদোলে।
রক্ষকে বেষ্টিত হয়ে চলে নীলাচলে ॥ ২৯
রাজ্যসহ ইন্দ্রদ্যুম্ন গমন করিল।
নিজগুণে রাজা সবাকারে নিস্তারিল ॥ ৩০
বৈষ্ণব-মহিমা কিছু কহনে না যায়।
বিষ্ণুভক্ত বিনা নাহি উদ্ধার-উপায় ॥ ৩১
রথে চড়ি মহারাজা যায় নীলাচলে।
মহানন্দে লোক সহ হরি হরি বলে ॥ ৩২
অবন্তী হইয়া পার সূর্য্যের তনয়।
চলিলেন পূর্ব্বমুখে হরিষ-হৃদয় ॥ ৩৩
ত্যজিয়া উদয়পুর মালবে আইলা।
সেই রাত্রি বঞ্চি তথি প্রভাতে চলিলা ॥ ৩৪
পূর্ব্বাহ্নে পুষ্করতীর্থে আইলা রাজনে।
স্নান দান কৈলা তথি হরষিত মনে ॥ ৩৫
পার হয়ে পুষ্কর আইলা জয়নগরে।
নগর দেখিয়া রাজা প্রশংসা আচরে ॥ ৩৬
তথি রাত্রি বঞ্চি প্রাতে করিলা গমন।
পূর্ব্বমুখে মহাসুখে চলিলা রাজন ॥ ৩৭
রাজগড়কুমের হইয়া রাজা পার।
আইলা ভরতগড়ে সূর্য্যের কুমার ॥ ৩৮
ভরতের স্থান দেখি অতি মনোহর।
রাত্রি বঞ্চিলেন তথি মালব ঈশ্বর ॥ ৩৯
প্রভাতে উঠিয়া রাজা বিমানে চাপিয়া।
পূর্ব্বাহ্নে মথুরাপুরী উত্তরিল গিয়া ॥ ৪০
মধুবন দেখিয়া নারদ মুনিবর।
রাজারে বলয়ে অতি প্রফুল্ল অন্তর ॥ ৪১
শুন রাজা মোর শিষ্য ধ্রুব এই বনে।
পাইল হরির পদ তপ আচরণে ॥ ৪২

তবে যমুনাতে স্নান মুনিয়ার করি।
পার হয়ে দেখি বৃন্দাবনের মাধুরী ॥ ৪৩
বৃন্দাবনে দেখি সুখে অবন্তীর পতি।
রাত্রি বঞ্চিলেন তথি হরষিত মতি ॥ ৪৪
প্রভাতে উঠিয়া প্রণমিয়া সেই স্থান।
প্রেমানন্দে পূর্ব্বমুখে করিলা গমন ॥ ৪৫
তথা হৈতে চারি দিন গমন করিয়া।
চিত্রকুট পর্ব্বতেতে উত্তরিল গিয়া ॥ ৪৬
সীতারাম মূর্ত্তি তথা করি দরশন।
বহুবিধ স্তব কৈলা সূর্য্যের নন্দন ॥ ৪৭
তথি রাত্রি বঞ্চি প্রাতে চলে গঙ্গাতীরে।
দুই দিনে প্রয়াগে আইলা নরবরে ॥ ৪৮
মাধব দেখিয়া চলিলেন তথা হৈতে।
দুই দিনে গঙ্গা পারে আইলা কাশিতে ॥ ৪৯
বিশ্বেশ্বর দেখি প্রাতে চলে নরপতি।
পূর্ব্বমুখে চলে রাজা হরষিত মতি ॥ ৫০
সরস্বতী সরযূ গঙ্গায় একধার।
পার হয়ে চলিলেন সূর্য্যের কুমার ॥ ৫১
গঙ্গা তীরে তীরে রাজা করিলা গমন।
গয়াতে করিলা গদাধরের দর্শন ॥ ৫২
তিন দিনে গঙ্গা পার হইয়া রাজনে।
রাজমহলেতে তবে আইলা দুই দিনে ॥ ৫৩
তবে ত দক্ষিণ-মুখে চলিলা রাজনে।
বৈদ্যনাথ শিব স্থান পাইলা তিন দিনে ॥ ৫৪
তথা হৈতে দাক্ষিণাত্যে নৃপতি চলিল।
চর্চ্চিকাদেবীর স্থান তিন দিনে আইল ॥ ৫৫
চর্চ্চিকা নামেতে দেবী আছে বন মাঝ।
মহাযোগেশ্বরী গলে মুণ্ডমালা সাজ ॥ ৫৬
কহিয়ে উৎকল দেশ সেই স্থান হৈতে।
স্থান দেখি নারদ কহয়ে ভূমিনাথে ॥ ৫৭
অগ্রে এই দেবী রাজা করহ দর্শনে।
রথে হৈতে নামি স্তব কর এইখানে ॥ ৫৮
চর্চ্চিকা নামেতে ইঁহ মহাযোগেশ্বরী।
ইঁহার প্রসাদে হরি পাবে দণ্ডধারী ॥ ৫৯

নারদের উপদেশে গোপতিনন্দন।
রথে হৈতে নামি দেবী করিলা দর্শন ॥ ৬০
রূপে করে আলো শঙ্কর-সুন্দরী।
প্রণাম করিয়া স্তব করে দণ্ডধারী ॥ ৬১
নমো মাতা ত্রিদশ-ঈশ্বরী সনাতনী।
সকলের মাতা সর্ব্ব-আপদ-নাশিনী ॥ ৬২
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সত্ত্ব-রজ-তমো-গুণে।
সৃজে পালে করে ক্ষয় ব্রহ্মাণ্ডের গণে ॥ ৬৩
সেই ত কল্পনা সব করে তোমা দ্বারে।
পরম-ঈশ্বরী মাতা দয়া কর মোরে ॥ ৬৪
তোমা বিনা জগতে আনন্দ নাহি হয়।
জগত-কারণ মাতা তুমি সে নিশ্চয় ॥ ৬৫
সর্ব্বকার্য্য-সিদ্ধি আর সকল মঙ্গল।
সেই সব তব পদ আরাধন ফল ॥ ৬৬
তুমি চরাচরপতি বিষ্ণুর শকতি।
তোমা দ্বারে সৃষ্টি আদি করে রমাপতি ॥ ৬৭
অতএব এই বর করিয়ে প্রার্থন।
নীলাচলে হরি যেন করিয়ে দর্শন ॥ ৬৮
এই মতে বহু স্তব প্রণাম আচরি।
পুনঃ রথে চড়িয়া চলিলা দণ্ডধারী ॥ ৬৯
সূর্য্যের সমান রথে অবন্তীর পতি।
বেগেতে চলিল রথ যেন বায়ুগতি ॥ ৭০
বহু গ্রাম নদ নদী কানন লঙ্ঘিয়া।
চিত্রোৎপলা নদী-তীরে উত্তরিল গিয়া ॥ ৭১
মহানদী চিত্রোৎপলা দেখি নরপতি।
রথ রাখাইয়া শোভা দেখে মহামতি ॥ ৭২
নদীতীরে শোভা করে বিরল কানন।
ধাতুময় সকল পর্ব্বত সুশোভন ॥ ৭৩
কত জাতি বৃক্ষ বনে কত জাতি লতা।
কত জাতি পক্ষিগণ গান করে তথা ॥ ৭৪
স্থানে স্থানে কুসুম-উদ্যান মনোরম।
বিকসিত নানা পুষ্প তাতে অনুপম ॥ ৭৫
অশোক কিংশুক জাতি যূথী নাগেশ্বর।
পলাশ কাঞ্চন শ্বেতকরবী সুন্দর ॥ ৭৬

মল্লিকা মালতী জবা চম্পক টগর।
বক কুরুবক চন্দ্রমল্লিকা বিস্তর॥ ৭৭
মধুপানে মদমত্ত গুঞ্জরয়ে অলি।
শুকশারী ময়ূর ময়ূরী করে কেলি॥ ৭৮
কুহু কুহু রবে ডাকে কোকিল সকল।
যুবতী যুবকগণে করয়ে পাগল॥ ৭৯
বনের দেখিয়া শোভা রাজা হরষিত।
নদীতীরে রহিলেন সবার সহিত॥ ৮০
যথাযোগ্য স্থানে বাস দিলা রাজগণে।
ভক্ষ্য ভোজ্য আসন পাইল সর্ব্বজনে॥ ৮১
নারদ সহিত রাজা অন্তঃপুরে গেলা।
সুধা-রস ভোগ দুহেঁ ভোজন করিলা॥ ৮২
সূর্য্য অস্ত হৈল বিধু উদয় করিল।
বন-শোভা বিধুর কিরণে প্রকাশিল॥ ৮৩
সভামধ্যে বৈসে রাজা দিব্য সিংহাসনে।
সম্মুখে নারদ চারিদিকে রাজাগণে॥ ৮৪
পূর্ণ শরতের চাঁদে তারাগণ ঘেরি।
দেবগণ মাঝে কিবা দেব-অধিকারী॥ ৮৫
শ্যামল বরণ রাজা তেজেতে তপন।
সম্মুখে করয়ে নৃত্য নর্ত্তকীর গণ॥ ৮৬
সুরূপা গণিকা সব উন্মত্তা যৌবনে।
মদনে করয়ে মূর্চ্ছা নয়নের বাণে॥ ৮৭
তাল মান অঙ্গ হাবে নাচয়ে সম্মুখে।
ভাট স্তুতিবাদী সবে স্তব করে সুখে॥ ৮৮
নৃপতির কীর্ত্তি সে নির্ম্মল সুধাধার।
কবিগণ বর্ণিতে লাগিলা অনিবার॥ ৮৯
পদ ছন্দে গুণ সব করিয়া গাঁথনি।
গাইছে গায়কগণ পীযূষ মাখনি॥ ৯০
এইমতে কৌতুকে আছয়ে নরপতি।
হেনকালে কহে দ্বারী করিয়া প্রণতি॥ ৯১
আইলা উৎকলপতি তব দরশনে।
আজ্ঞা দিলা রাজা তাঁরে আনহ এখানে॥ ৯২
আজ্ঞা জানাইয়া দ্বারী আনিল তাঁহারে।
আসি সেই ইন্দ্রদ্যুম্নে দণ্ডবৎ করে॥ ৯৩
উৎকলের রাজা দেখি অবন্তী-ঈশ্বর।
উঠি আলিঙ্গন তাঁরে করিল সত্বর॥ ৯৪
আপন আসনে রাজা বসায়ে রাজারে।
মাধব-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলেন সাদরে॥ ৯৫
রাজা কহে মহারাজ করহ শ্রবণে।
অল্প দিন ঘোর বাত বহিল এখানে॥ ৯৬
শুনিনু মাধব এবে হৈল অন্তর্দ্ধান।
মনুষ্য-দুর্গম রাজা মাধবের স্থান॥ ৯৭
তথায় যাইতে নাহি মনুষ্য-শকতি।
লোকমুখে অন্তর্দ্ধান শুনিনু সম্প্রতি॥ ৯৮
শুনি ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা হইয়া কাতর।
সান্ত্বনা করিয়া তাঁরে কহে মুনিবর॥ ৯৯
না কান্দহ মহারাজা স্থির কর মতি।
অবশ্য দেখিবে তুমি কমলার পতি॥ ১০০
এইরূপে সান্ত্বনা করিলা নরবরে।
হরিগুণ-প্রসঙ্গের জপি শেষ করে॥ ১০১

—০—

রাজার একাম্রকাননে উপস্থিতি ও নারদের হরপার্ব্বতী কাহিনী বর্ণন।

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ।
প্রভাতে উঠিয়া রাজা করিল গমন॥ ১
উৎকলের রাজা চলে ইন্দ্রদ্যুম্ন সাথে।
হরিগুণ আলাপে চলিলা হরষিতে॥ ২
মহানদী পার হৈয়া সূর্য্যের তনয়।
চলিলা দক্ষিণমুখে উৎকণ্ঠা-হৃদয়॥ ৩
তবে গন্ধবাহ নদী হইলেন পার।
একাম্রকাননে আইলা আনন্দ অপার॥
তথায় ভুবনেশ্বর কোটিলিঙ্গেশ্বর।
পার্ব্বতীর সহিত বিহরে নিরন্তর॥ ৫
তাঁহার পূর্ব্বাহ্ণ-পূজাকালে বাদ্যগণ।
বহুবিধ বাজে রাজা করিল শ্রবণ॥ ৬
নারদে জিজ্ঞাসে তবে করিয়া বিনয়।
হবে কিবা নীলাচলে আইনু মহাশয়॥ ৭

নারদ বলয়ে রাজা সে স্থান এ নয়।
একাম্রকানন এই শিবের আলয় ॥ ৮
ভীত হৈয়া শরণার্থী হৈয়ে মহেশ্বর।
এই স্থানে আছেন শুনহ দণ্ডধর ॥ ৯
রাজা বলে অপরূপ করিনু শ্রবণ।
একবাণে ত্রিপুরে যে করিল দাহন ॥ ১০
যার পদাশ্রয়ে তরে ভব-ভীত জনে।
তিহোঁ ভয়ে ভীত হৈলা কিসের কারণে ॥ ১১
বিস্তারিয়া কহ মুনি খণ্ডুক সংশয়।
এই অনুগ্রহ মোরে কর দয়াময় ॥ ১২
নারদ বলয়ে শুন রাজা মহামতি।
পূর্ব্বে যজ্ঞ কৈল যবে দক্ষ প্রজাপতি ॥ ১৩
সেই যজ্ঞে শিব-নিন্দা শুনিয়া ভবানী।
নিন্দানলে দগ্ধ কৈলা আপনার প্রাণী ॥ ১৪
গৌরী হত শুনিয়া কোপিত পঞ্চানন।
বীরভদ্রে পাঠাইলা দক্ষের সদন ॥ ১৫
যজ্ঞ নষ্ট করি দক্ষ মুণ্ড ছিণ্ডি নখে।
নিবেদন কৈল আসি হরের সম্মুখে ॥ ১৬
শুনি মহাদেব তবে যজ্ঞস্থানে গেলা।
দক্ষস্কন্ধে ছাগমুণ্ড বসাইয়া দিলা ॥ ১৭
নরদেহে ছাগমুণ্ড কৌতুক দেখিতে।
শিবনিন্দাফলে এত হৈল বিপরীতে ॥ ১৮
তবে মহাদেব সেই সতীদেহ লয়ে।
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিলা শোকাকুল-চিত্ত হৈয়ে ॥ ১৯
তবে শিব ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিল।
হিমগিরি-গৃহে এথা গৌরী জনমিল ॥ ২০
জয় জয় শব্দ হৈল গিরিরাজপুরে।
কন্যা দেখি মেনকার আনন্দ না ধরে ॥ ২১
কোটি চাঁদ এককালে যেমন প্রকাশ।
হেন রূপ দেখি সবে হৃদয়ে উল্লাস ॥ ২২
নারদ বলয়ে তবে শুন নৃপমণি।
এইরূপে জনমিলা জগত-জননী ॥ ২৩
দিনে দিনে বাড়ে দেহ অতি মনোহর।
শুক্লপক্ষে ক্রমে পুষ্ট যেন শশধর ॥ ২৪
অনুপম রূপ তাঁর জিনি কোটিকাম।
অতুলনা প্রতি অঙ্গ লাবণ্যের ধাম ॥ ২৫
স্থলনলদল জিনি চরণযুগল।
শোভা দেখি পূর্ণচন্দ্র হইয়া বিকল ॥ ২৬
আসিয়া চরণযুগে শরণ লইল।
নখরূপে অঙ্গুলেতে পড়িয়া রহিল ॥ ২৭
চরণ-যুগলে শোভে কনক নূপুর।
রুণু ঝুনু শবদে বাজয়ে সুমধুর ॥ ২৮
কনক-কদলীজিনি উরুর বলনি।
তাহে নীলবাস বেড়া মুকুতা দোলনি ॥ ২৯
করি-অরি-কটী জিনি মধ্য ক্ষীণ অতি।
তাহাতে কিঙ্কিনী বাজে সুমধুর ভাতি ॥ ৩০
সুপীন আয়ত উরু অতি মনোহর।
মৃণাল ছুবাহু কর সরসিজবর ॥ ৩১
নীলমণি চুড়ী তাড় বলয়া ভূষিত।
মাণিক্য হীরক মণি হেমেতে জড়িত ॥ ৩২
কম্বুকণ্ঠে নানা মণিহার সুশোভন।
অতুলনা মুখশশী চিবুক চিক্কণ ॥ ৩৩
তিলপুষ্প জিনি নাসা পক্কবিম্বাধর।
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি ভুরু মনোহর ॥ ৩৪
গৃধিনীশ্রবণ জিনি শ্রবণযুগল।
তাহাতে ঝুমুকা মুক্তা করে ঝলমল ॥ ৩৫
চাঁচর চিকুর ভাল অষ্টমীর ইন্দু।
তার তলে শোভিয়াছে সিন্দুরের বিন্দু ॥ ৩৬
নারদ বলয়ে রাজা শুন সাবধানে।
পাইবে পুরুষোত্তম শুনি হরগুণে ॥ ৩৭
দিনে দিনে বাড়ে দেবী শঙ্করমোহিনী।
শিশুকাল হৈতে শিবপূজা-পরায়ণী ॥ ৩৮
হর হেতু হিমালয়ে তপস্যা করিল।
বিপ্ররূপে সদাশিব তাঁরে বিড়ম্বিল ॥ ৩৯
শিবনিন্দা করিয়া বুঝিলা তাঁর মন।
বাঘছাল পরে শিব বিভূতি ভূষণ ॥ ৪০
শিব হৈতে হই আমি পরম সুন্দর।
আমারে বিবাহ কর করিয়া আদর ॥ ৪১

গৌরী বলে রুদ্র হেন কেমন সাহসে।
ইহা বলি এখন আছহ প্রাণে কিসে ॥ ৪২
বিস্ময় হইয়া দেবী ভাবে মনে মনে।
মোরে হেন কহি প্রাণে বাঁচে কোন জনে ॥ ৪৩
পুন আর তাঁরে কিছু উত্তর না করি।
মৌন হৈয়া তপ আরম্ভিলা মহেশ্বরী ॥ ৪৪
শুদ্ধ মন জানি তাঁর প্রভু বিশ্বনাথ।
আপনার মূর্ত্তি ধরি হইলা সাক্ষাৎ ॥ ৪৫
বৃষারূঢ় চন্দ্রচূড় হাড়মালা গলে।
বাঘছাল পরা ভালে ফণিহার দোলে ॥ ৪৬
জটা মধ্যে করে শব্দ গঙ্গা হরষিতে।
বিভূষণ ভস্মগণ ধুতুরা কানেতে ॥ ৪৭
উরুদ্বয় হেরি হয় কন্দর্পের লাজ।
মনোহর করোপর ডম্বুর বিরাজ ॥ ৪৮
স্ত্রীমোহন ত্রিলোচন ঢুলু ঢুলু রসে।
কামগর্ব্ব করি খর্ব্ব লাবণ্য প্রকাশে ॥ ৪৯
যুগ্মভুরু দেখি চারু রজতবরণ।
অবিরাম হরিনাম মিশ্রিত বদন ॥ ৫০
শিবরূপ রসকূপ দেখিয়া পার্ব্বতী।
ব্যগ্র হয়ে দাণ্ডাইয়া করে বহু স্তুতি ॥ ৫১
নারদ বলয়ে তবে শুন নরপতি।
নাথ দেখি পার্ব্বতী করিলা বহু স্তুতি ॥ ৫২
তুষ্ট হৈয়া সদাশিব করিলা আশ্বাস।
সম্প্রতি চলহ দেবী জনকের বাস ॥ ৫৩
সময়ে করিব আমি তোমা পরিণয়।
এত বলি অন্তর্দ্ধান হৈলা দয়াময় ॥ ৫৪
আমারে ডাকিয়া কহিলেন ত্রিলোচন।
পর্ব্বত-রাজার গৃহে করহ গমন ॥ ৫৫
বিবাহ করিব তাঁর কন্যা পার্ব্বতীরে।
আজ্ঞা পায়ে যাই আমি পর্ব্বতের ঘরে ॥ ৫৬
কহিনু পর্ব্বতরাজে সব বিবরণ।
রূপেতে হয়েন শিব ভুবনমোহন ॥ ৫৭
পার্ব্বতী সহিত তাঁর সম্বন্ধ কারণে।
আসিয়াছি যে বিহিত বলহ আপনে ॥ ৫৮

শুনি মেনকারে কহি সম্মতি করিল।
বিবাহের দিন তবে নির্ণয় হইল ॥ ৫৯
এইমতে সম্বন্ধের নির্ণয় করিয়া।
শিবের নিকটে সব কহিলাম গিয়া ॥ ৬০
শুনিয়া হরিষচিত্ত হৈল গঙ্গাধর।
আদর সম্মান মোরে করিল বিস্তর ॥ ৬১
নিমন্ত্রণ পাঠাইল যত দেবগণে।
ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র রবি যম হুতাশনে ॥ ৬২
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধরগণে।
নাগাধিপ আদি সবে কৈল নিমন্ত্রণে ॥ ৬৩
নিমন্ত্রণ পায়ে সবে হরষিত মনে।
চলিলেন কৈলাসেতে নিরূপিত দিনে ॥ ৬৪
নিজ নিজ বাহনে চাপিয়া দেবগণ।
শিবের বিবাহে সবে করিলা গমন ॥ ৬৫
চলিলা অনন্তদেব নাগগণ সনে।
হরের বিবাহে অতি হরষিত মনে ॥ ৬৬
পঞ্চশত মুখ করে দ্বিশত বদন।
শত পঞ্চাশতমুখ অতি মনোরম ॥ ৬৭
গায়িছে গন্ধর্ব্বগণ নাচয়ে কিন্নরী।
ঝাঁকে ঝাঁকে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবনারী ॥ ৬৮
শিবের বিবাহে সবে একত্র হইল।
জয় জয় হুলাহুলি ব্রহ্মাণ্ড ভরিল ॥ ৬৯

শুনি শিব-বিভা, মনে অতি লোভা,
আইল অমরগণ।
মরাল বাহনে, ধায় পদ্মাসনে,
মহিষ-পৃষ্ঠে শমন ॥ ৭০
বারণ-উপরি, আইলা বজ্রধারী,
হুতাশন অজোপরি।
মকরে বরুণ, মৃগেতে পবন,
আইলেন ত্বরা করি ॥ ৭১
রম্ভা তিলোত্তমা, রূপে অনুপমা,
মেনকা উর্ব্বসী আর।
যত বিদ্যাধরী, ত্যেজে স্বর্গপুরী,
করিলেন আগুসার ॥ ৭২

আইল কুবের, চারি মেঘ আর,
চৌষট্টি মেঘিনী সঙ্গে।
আইলেন চন্দ্র, নক্ষত্রের বৃন্দ,
সংহতি করিয়া রঙ্গে॥ ৭৩
গ্রহ তিথি বার, ক্ষণ দণ্ড আর,
আইল যোগ করণে।
দিবস শর্ব্বরী, সন্ধ্যা আদি করি,
আইল হরিষ মনে॥ ৭৪
সপ্ত জলনিধি, যত নদনদী,
আর যত গিরিবর।
অশ্বিনীকুমার, অষ্টবসু আর,
আইলেন খগেশ্বর॥ ৭৫
বিমান উপর, আইলা দিবাকর,
অরুণ করিয়া সঙ্গে।
ষড়ঋতুগণ, করিল গমন,
জয় জয় দিয়া রঙ্গে॥ ৭৬
দেবঋষিগণে, সকৌতুক মনে,
আইলেন কৈলাসেতে।
যোগী মুনি জ্ঞানী, শিব-বিভা শুনি,
আইলেন হরষিতে॥ ৭৭
ভূত প্রেতগণ, করিল গমন,
ডাকিনী যোগিনী যত।
পিশাচ মণ্ডল, করি কোলাহল,
না জানি আইল কত॥ ৭৮
না পারি লিখিতে, কেবা কোন্ পথে,
আনন্দ উন্মাদে ধায়।
জয় জয় বাণী, বিনে নাহি শুনি,
হর গুণ সবে গায়॥ ৭৯
জয় গঙ্গাধর, দেব মহেশ্বর,
জয় জয় বিশ্বনাথ।
এ আদি স্তবন, করে সর্ব্বজন,
ভূমে করে প্রণিপাত॥ ৮০
বাজয়ে কাহাল, বরঙ্গ বিশাল,
খরসান দণ্ডী দামা।
শঙ্খ তুরী ভেরী, মৃদঙ্গ খর্ব্বরী,
ঢেমচা ঝোচঙ্গ সানা॥ ৮১
থমক খঞ্জরী, মুরজ চর্চ্চরী,
দগড় মাদল ডম্ফ।
জয়ঢাক কাড়া, বাজয়ে মন্দিরা,
শবদে ত্রিলোককম্প॥ ৮২
বাজে বেণু বীণা, শিঙ্গা আদি নানা,
না জানি তার অবধি।
শবদ প্রচণ্ড, কম্পিত ব্রহ্মাণ্ড,
উথলিছে জলনিধি॥ ৮৩

—০—

শিববিবাহ বর্ণন।

নারদ বলয়ে রাজা করহ শ্রবণ।
সুধাসার স্বাদু এই হরের কীর্ত্তন॥ ১
সর্ব্বলোক একত্র এইরূপে।
দেখি মহানন্দ হৈলা ব্রহ্মাণ্ডের ভূপে॥ ২
বিবাহের দিনে শিব বরসজ্জা পরে।
কটিতটে বাঘছাল ফণি-বন্ধবেড়ে॥ ৩
টানিয়া বান্ধিল জটা অতি দৃঢ় করি।
তার মাঝে ভাগীরথী ফিরে শব্দ করি॥ ৪
সব অঙ্গে করিলেন বিভূতি ভূষণ।
হাড়মালা গলায় পরিলা ত্রিলোচন॥ ৫
কানেতে ধুতুরা ফুল করেতে ডম্বুরু।
বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ কৈলা বিশ্বগুরু॥ ৬
বরসজ্জা করি চলিলেন মহেশ্বর।
নন্দী ভৃঙ্গী সঙ্গে দুই চলিল কিঙ্কর॥ ৭
দুই পার্শ্বে দুই বীর করয়ে শোভন।
মধ্যে মহাযোগেশ্বর সাজে মনোরম॥ ৮
ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র আদি দেব নাগগণ।
বরযাত্রী হৈয়া সবে করিল গমন॥ ৯
সংহতি প্রমথগণ হৈল আগুসার।
ভূত প্রেত কত চলে সংখ্যা নাহি তার॥ ১০
চীৎকার করিয়া আগে ধায় ভূতগণ।
সেই শব্দ-বাজনাদে কর্ণে গমন॥ ১১

উল্কামুখ প্রেতগণ আগে আগে ধায়।
উজ্জ্বল হইল পথ তার দীপ্ততায় ॥ ১২
এইরূপে উত্তরিলা হিমালয় গিরি।
আইলেন গিরিরাজ হয়ে আগুসরি ॥ ১৩
বর দেখি রাজা অতি সন্দেহ করিল।
যেরূপ শুনিনু কেন সেরূপ না হৈল ॥ ১৪
যা হবার তাহা হৈল নারদ হইতে।
বুড়াবর কন্যা ভালে আছিল লিখিতে ॥ ১৫
যা হবার তাহা হৈল ভাবিয়া কি করি।
এত ভাবি নিজালয়ে গেল ত্বরা করি ॥ ১৬
দ্বারে উপস্থিত বর দেখি গিরিরাণী।
রূপ দেখি শিরে বজ্রাঘাত হেন মানি ॥ ১৭
আর্ত্তনাদ করি দেবী করয়ে রোদন।
গৌরীর কপাল কেন হইল এমন ॥ ১৮
কেন গিরিরাজ নাহি দেয় বিচারিয়া।
কেমনে ধরিব প্রাণ এ বর দেখিয়া ॥ ১৯
পার্ব্বতী লইয়া আমি যাব দেশান্তরে।
কদাচিৎ বিবাহ না দিব এই বরে ॥ ২০
এইমতে আর্ত্তনাদে করয়ে রোদন।
ছান্দলায় বর তবে আনিল রাজন ॥ ২১
তবে গিরিরাজ সব বরযাত্রিগণে।
মান্য করি বসাইলা যথাযোগ্য স্থানে ॥ ২২
বরেরে দেখিয়া সব কুলের রমণী।
ঠারাঠারি করি হাসে কহি নানা বাণী ॥ ২৩
এমন সুন্দরী গৌরী হেন বুড়া বর।
যুবক যুবতী বড় সাজিবে সুন্দর ॥ ২৪
ধিক্ ধিক্ গৌরীর কপাল বড় মন্দ।
ধিক্‌রে বিধাতা তোর বুঝিবার ধন্দ ॥ ২৫ ॥
বাঘ ছাল পরিধান বস্ত্র নাহি যুড়ে।
এ থাকুক তৈল বিনে গায়ে খড়ি উড়ে ॥ ২৬
উত্তরী সাপের মালা বলদ বাহন।
ভাল বর মুনিবর করিল ঘোটন ॥ ২৭
এই রূপে পরস্পর শিবে নিন্দা করে।
স্বামীমনে করি গরব্বেতে ফাটি মরে ॥ ২৮

কেহ বলে মোর স্বামী কেন হোক কাল।
শিব কাছে দাঁড়াইলে দেখিতেও ভাল ॥ ২৯
কেহ বলে মোর স্বামী পরম সুন্দর।
গহনায় ঢাকিয়াছে মোর কলেবর ॥ ৩০
অতি অল্প কুব্জ তার কেবল পৃষ্ঠেতে।
এত গুণে সেই দোষ না পারি গণিতে ॥ ৩১
কেহ বলে মোর স্বামী বুড়া হয় যদি।
তবু মুখখানি তার সুখের অবধি ॥ ৩২
সতত মাখিয়া তৈল মুখটী চিক্কণ।
এ বুড়ার মত সই না হয় সে জন ॥ ৩৩
ভাল বস্ত্রখানি পরি সম্মুখে দাণ্ডায়।
বুড়াকে দেখিলে মোর নয়ন যুড়ায় ॥ ৩৪
হাসি হাসি কথা কয় হরে হৃদিতাপ।
মাগো এ বুড়ার গলে কতগুলা সাপ ॥ ৩৫
আর এক নারী বলে শুন শুন সই।
তোমারা কহিলে ভাল মোর কথা কই ৩৬
রসিক পুরুষ বড় আমার সে জন।
এক তিল মোরে আড় না করে নয়ন ॥ ৩৭
রূপে গুণে অনুপম রসেতে নিপুণ।
দোষ-হীন হয় তার সকলি সদ্‌গুণ ॥ ৩৮
কতেক কহিব তার গুণ-পরিচয়।
আমি জানি সে জানে অন্যেতে বেদ্য নয় ॥
সে পতিতে ভাগ্যবতী বলয়ে আমায়।
হাসি মাত্র আইসে সই দেখে এ বুড়ায় ॥ ৪
এইরূপ পরস্পর কহে নারীগণ।
মনে মনে হাসে প্রভু দেব ত্রিলোচন ॥ ৪১
শিবনিন্দা মানে গৌরী কোটি বজ্রাঘাত।
কর্ণ আচ্ছাদন করে দিয়া দুই হাত ॥ ৪২
মনে মনে শিব-প্রিয়া ভাবয়ে বিস্ময়।
দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ সম পাছে হয় ॥ ৪৩
কত ক্লেশে পাইনু যদি প্রভুর চরণ।
হায় কেন নিন্দা পুন করিগো শ্রবণ ॥ ৪৪
মনে মনে মহাদেবে করিলা প্রার্থন।
দিব্যরূপ ধরিয়া সবার মোহ মন ॥ ৪৫

পার্ব্বতীর মন তবে জানিয়া শঙ্কর।
মদন মোহিয়া ধরে দিব্য কলেবর ॥ ৪৬
কোটি চাঁদ এককালে যেমন প্রকাশে।
হেন রূপ ধরিলেন হৃদয় উল্লাসে ॥ ৪৭
শিবরূপ দেখি গিরিরাজ চমৎকার।
পুলকে পূরিল অঙ্গ নারে ধরিবার ॥ ৪৮
রূপ দেখি নারীগণ চমকিত হৈল।
অনঙ্গের বাণ সবার হৃদয়ে বিন্ধিল ॥ ৪৯
পার্ব্বতীর ভাগ্য সবে প্রশংসা করিয়া
মেনকা নিকটে তারা চলিল ধাইয়া ॥ ৫০
আসিয়া দেখগো রাণী দেখ দূর হতে।
আপন জামাতা দেখ ছানলাতলাতে ॥ ৫১
কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করিয়াছে রূপে।
অনঙ্গ হইল কাম দেখিয়া স্বরূপে ॥ ৫২
শুনি সবিস্মিতা হৈলা মেনকা সুন্দরী।
বাহির হইয়া দেখে জামাতা মাধুরী ॥ ৫৩
রূপ দেখি আনন্দ সাগরে রাণী ভাসে।
কন্যা কোলে করি মুখে চুম্বয়ে হরিষে ॥ ৫৪
আমি ধন্য মাতা তোমা ধরিনু উদরে।
ধন্য তুমি পাইলে জগত-জিত বরে ॥ ৫৫
ধন্য ধন্য তপস্যা করিলে এত কাল।
ধন্য ধন্য বর ধন্য তোমার কপাল ॥ ৫৬
এতেক বলিয়া কন্যা বাহির করিল।
পার্ব্বতীর রূপে দশ দিক্ প্রকাশিল ॥ ৫৭
মলিন হইল সব চন্দ্রের কিরণ।
পত্নী দেখি মোহিত হইল ত্রিলোচন ॥ ৫৮
আপনা সম্বরে শিব সময় জানিয়া।
তবে কুলনারীগণ মঙ্গল করিয়া ॥ ৫৯
আনন্দিতে করয়ে স্ত্রী-আচার বিধান।
হুলাহুলি দেয় বাজে নানা বাদ্য তান ॥ ৬০
জ্বালিল সাতাইশ কাঠি ঘৃতেতে মাখিয়া।
নিরখি দোঁহার রূপ হরষিত হিয়া ॥ ৬১
বর কন্যা প্রদক্ষিণ করে সাত বার।
মঙ্গল বিধান করে আনন্দ অপার ॥ ৬২
বিধিমতে কন্যা দান কৈল গিরিরাজ।
মঙ্গল করয়ে সব নারীর সমাজ ॥ ৬৩
জয় জয় হুলাহুলি শবদ সঘন।
গাইছে গায়ক নাচে নর্ত্তকীর গণ ॥ ৬৪
বহুবিধ বাদ্য বাজে শুনিতে মধুর।
দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করয়ে প্রচুর ॥ ৬৫
শিবের বিবাহে হৈল জগত আনন্দ।
তবে গৌরীসহ অগ্নি পূজে সদানন্দ ॥ ৬৬
এইরূপ শোভার তুলনা নাহি দেখি।
সভাসহ নৃপতি হইয়া মহাসুখী ॥ ৬৭
দুই রূপ প্রশংসয়ে কুলনারীগণ।
সুবর্ণরজতগিরি মিলিল যেমন ॥ ৬৮
কুলরামাগণ সাথে মেনকা সুন্দরী।
দুহিতা জামাতা গৃহে লইলা আদরি ॥ ৬৯
দিব্যাসনে হরগৌরী বসিলা দুজনে।
বিদায় করিলা রাণী কুলবধূ গণে ॥ ৭০
ব্রহ্মা আদি দেব গেলা নিজ নিজ স্থানে।
পাতালে অনন্ত গেলা হরষিত মনে ॥ ৭১
যার যেই গৃহেতে গেলেন সর্ব্বজনে।
দোঁহারে হেরিয়া দুহেঁ হরষিত মনে ॥ ৭২
এইত কহিনু রাজা আশ্চর্য্য কথন।
তবে যাহা হৈল শুন করি নিবেদন ॥ ৭৩
শিবের বিবাহ যেবা শ্রদ্ধা করি শুনে।
আয়ু ধন যশ বিদ্যা বাড়ে দিনে দিনে ॥ ৭৪
মনের আনন্দে সবে বল হরি হরি।
হরগৌরী বিবাহ কি অপূর্ব্ব মাধুরী ॥ ৭৫

—০—

হরগৌরীর বারাণসী পুরীতে গমন।

নারদ বলয়ে তবে শুন নরপতি।
এইরূপে বিবাহ করিল পশুপতি ॥ ১
পীড়িত আছিলা পূর্ব্বে মদনের বাণে।
গৌরীরে পাইয়া ক্রীড়া করে একমনে ॥ ২

শ্বশুরের গৃহেতে রহিলা পঞ্চানন।
রাত্রি দিন গৌরীসহ করয়ে ক্রীড়ন ॥ ৩
এইরূপ আনন্দেতে কত দিন গেল।
একদিন মেনকা গৌরীরে জিজ্ঞাসিল ॥ ৪
কুলের রমণীগণ মেনকার সাথে।
কন্যারে কহেন রাণী হাসিতে হাসিতে ॥ ৫
শুনহ সুন্দরী সুবদনী হরপ্রিয়া।
কঠোর তপস্যা কৈলে যাহার লাগিয়া ॥ ৬
সে হেন কঠোর করি পাইলে হেন বর।
ধনহীন কুলহীন বৃদ্ধ দিগম্বর ॥ ৭
এমতেও রাত্রে কভু না ছাড় নিকট।
কি গুণ ইহাতে কহ বুঝিতে শঙ্কট ॥ ৮
সতত তাঁহার বাস আমার গৃহেতে।
কিবা বস্ত্র ভূষা দিল তোমার অঙ্গেতে ॥ ৯
বস্ত্র ভূষা ভোগে তুমি পিতার পালিত।
চিরকাল মোর গৃহে হও অবস্থিত ॥ ১০
সংসারের মধ্যে এই কর্যাছি শ্রবণ।
বিবাহিত কন্যা স্বামী গৃহেতে গমন ॥ ১১
দেখ পিতৃগণের মানসী কন্যা আমি।
বিবাহ করিয়া এথা আনিলেন স্বামী ॥ ১২
গিরিরাজ দিল মোরে যোগ্য অলঙ্কার।
পিতৃগৃহে যাইতে বাসনা নাহি আর ॥ ১৩
পরিহাসে কহেন না কবে জামাতারে।
জামাতা বিষ্ণুর সম শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥ ১৪
মায়ের মুখেতে শুনি শিবের নিন্দন।
ক্রোধেতে হইলা গৌরী অরুণ বরণ ॥ ১৫
ঘন ঘন কাঁপয়ে অরুণ ওষ্ঠাধর।
মায়ের বচনে কিছু না দিলা উত্তর ॥ ১৬
ত্বরিতে গমন করি পতি বিদ্যমানে।
মায়ের নিষ্ঠুর বাক্য করি আচ্ছাদনে ॥ ১৭
কহিতে লাগিলা কিছু ক্রোধ সবিনয়ে।
সতত নিবাস নাথ শ্বশুর আলয়ে ॥ ১৮
অতি ক্ষুদ্রজনের কর্তব্য ইহা নয়।
কেমনে তোমার বাস উপযুক্ত হয় ॥ ১৯
শুনি মহাদেব বৃষ পৃষ্ঠেতে চাপিয়া।
চলিলেন গৌরীসহ বাহির হইয়া ॥ ২০
প্রয়াগ হইয়া পার দেব পঞ্চানন।
বারাণসী পুরেতে করিলা প্রবেশন ॥ ২১
গঙ্গার পশ্চিম তটে শোভে সেই পুরী।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিল যত্ন করি ॥ ২২
শত শত অট্টালিকা বহু উপবন।
বহু দেবালয় নানা তীর্থ নদীগণ ॥ ২৩
পঞ্চক্রোশ আয়তন হয় ক্ষেত্রবর।
গঙ্গার তরঙ্গ পাপ নাশে নিরন্তর ॥ ২৪
তার মধ্যস্থানে হয় কনক মন্দির।
কনকের স্তম্ভ নব কনক প্রাচীর ॥ ২৫
সেইত মন্দিরে শিব পার্ব্বতীর সনে।
ক্রীড়া করে নিরন্তর হরষিত মনে ॥ ২৬
সেই পুরী ত্যাগ শিব কভু নাহি করে।
অতিমুক্ত নাম তেই বলিয়ে তাহারে ॥ ২৭
সেই পুরী সর্ব্বজীবে করে মুক্তিদান।
ভবভীত জন তারে সেবে অবিরাম ॥ ২৮
তবে পতি হৈতে বহু অলঙ্কার পাইয়া।
তথায় রহিলা গৌরী উল্লসিত হৈয়া ॥ ২৯
রাত্রি দিন শিবসহ করয়ে বিহার।
মাতা পিতা স্মরণ না করে কিছু আর ॥ ৩০
এইরূপে কাশীতে রহিলা কাশীশ্বর।
মেনকা হইলা তথা দুঃখিত অন্তর ॥ ৩১
কৌতুক করিনু কন্যা তাহা না বুঝিয়া।
জামাতা সহিত গেল বাহির হইয়া ॥ ৩২
কোথা গেল কিরূপে রহিল কোন্ খানে।
এইরূপ রাত্রি দিন ভাবেন রাণী মনে ॥ ৩৩
কত দিন লোকমুখে শুনিলেন রাণী।
বারাণসী পুরীতে আছেন শূলপাণি ॥ ৩৪
শুনিয়া পর্ব্বতরাজে করে নিবেদন।
বহুদিন গৌরী কথা না করি শ্রবণ ॥ ৩৫
অলকার লইয়া যাও তাহার কারণে।
বারাণসী পুরে তুমি করহ সন্ধানে ॥ ৩৬

শুনিয়া সত্বরে স্বর্ণ অলঙ্কার লইয়া।
বারাণসী পুরে রাজা উত্তরিল গিয়া ॥ ৩৭
নগরে প্রবেশি দেখে অতি চমৎকার।
স্বর্ণময় গৃহ সব নাশে অন্ধকার ॥ ৩৮
শত শত অট্টালিকা সুন্দর রচিত।
মধ্যে মধ্যে কুসুম উদ্যান সুশোভিত ॥ ৩৯
তার মধ্যে এক পুরী কনকে নির্ম্মাণ।
তাহার সম্মুখে দেখে বিচিত্র উদ্যান ॥ ৪০
নানাজাতি পুষ্প তাহে ভ্রমরা ঝঙ্কারে।
শুক শারী ময়ূর ময়ূরী কেলি করে ॥ ৪১
কুহরে কুকুহু কুহু রবে পিকগণ।
সুমধুর নিনাদেতে জাগায় মদন ॥ ৪২
সরোবরে কুমুদ কহ্লার বিকসিত।
জলচর চরে ধারে সুন্দর শোভিত ॥ ৪৩
শত শত দাসী অঙ্গে মণি আভরণ।
জল আনিবারে তারা করিছে গমন ॥ ৪৪
রূপে জিনিয়াছে সবে স্বর্গ-বিদ্যাধরী।
দ্বিরদ-গমনে চলে কাখে কুম্ভ করি ॥ ৪৫
অযুত অযুত লোক হরগুণ গায়।
বিস্ময় হইয়া রাজা চিন্তয়ে তথায় ॥ ৪৬
কিবা স্বর্গ কি বৈকুণ্ঠ কিবা এ কৈলাস।
কিবা বারাণসী এই না জানি নির্য্যাস ॥ ৪৭
কাহার আলয় এই মহা জ্যোতির্ম্ময়।
কোথায় পাইব গিয়া গৌরীর আলয় ॥ ৪৮
আজন্ম ভিখারী শিব কে জানিবে তারে।
কুদ্র গৃহ নাহি দেখি এই মহাপুরে ॥ ৪৯
তবে রাজা জিজ্ঞাসেন সেই সবাকারে।
এ পুরীর নাম কিবা কহ ত আমারে ॥ ৫০
কাহার আলয় এই কহ মহাশয়।
যদি জান কহ কোথা শিবের আলয় ॥ ৫১
সবে বলে এই বুঝি বাতুল হইবে।
নতুবা এমন প্রশ্ন কেন জিজ্ঞাসিবে ॥ ৫২
হাস্য করি কহে তারা তুমি কি অজ্ঞান।
না জান এ বারাণসী শঙ্করের স্থান ॥ ৫৩
আমরা তাহার দাস জানিহ নিশ্চয়।
ও সকল নারী পার্ব্বতীর দাসী হয় ॥ ৫৪
শুনিয়া বিস্ময় হৈলা পর্ব্বতরাজন্।
মনে ভাবে কি করিব এই আভরণ ॥ ৫৫
যার দাসী অঙ্গে দেখি শত অলঙ্কার।
এই কুদ্র অলঙ্কার যোগ্য কি তাহার ॥ ৫৬
এত ভাবি সেই স্থানে পুতে আভরণ।
অলক্ষিতে দেখিল গৌরীর দাসীগণ ॥ ৫৭
তবে দ্বারে গেলা রাজা চমৎকার মনে।
শত শত ভৈরব আছয়ে সেই স্থানে ॥ ৫৮
নিবেদন করিলেন জানাহ শঙ্করে।
আইল পর্ব্বতরাজা দেখিতে তোমারে ॥ ৫৯
শুনিয়া শঙ্করে দ্বারী কৈল নিবেদন।
গৌরীসহ বাহিরে আইলা পঞ্চানন ॥ ৬০
পিতারে দেখিয়া দুর্গা বন্দিলা চরণে।
উমা দেখি প্রফুল্লিত হইলা রাজনে ॥ ৬১
তবে ত মায়ের কথা জিজ্ঞাসিলা মাতা।
একে একে পর্ব্বত কহিল সব কথা ॥ ৬২
তবে দিব্যাসনে তাঁরে বসায় হরিষে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিলা বিশেষে ॥ ৬৩
উত্তম ব্যঞ্জন অন্ন করিলা অর্পণ।
কৌতুকে পর্ব্বতরাজা করিল ভোজন ॥ ৬৪
আচমন করি সুতাম্বুল দিল মুখে।
কনক-পর্য্যঙ্কোপরি বসিলেন সুখে ॥ ৬৫
আজনমে হেন কভু না দেখে পর্ব্বত।
গৌরীর ঐশ্বর্য্য দেখি হৈল চমৎকৃত ॥ ৬৬
সেই ত সময় তবে সব দাসীগণ।
করযোড়ে গৌরী আগে করে নিবেদন ॥ ৬৭
তোমার জনক অলঙ্কার আনিছিলা।
উদ্যান নিকটে তাহা পুতিয়া রাখিলা ॥ ৬৮
ইহাতে লজ্জিত হৈল পর্ব্বতরাজন্।
করযোড়ে জিজ্ঞাসিল মধুর বচন ॥ ৬৯
আমারে মা অলঙ্কার দিবা পাঠাইয়া।
কেন নাহি দিলে পিতা নির্দ্দয় হইয়া ॥ ৭০

কোথা অলঙ্কার দেহ করি পরিহার।
মাতৃদত্ত দ্রব্যে প্রীতি বড়ই আমার॥ ৭১
শুনি রাজা লজ্জা পাইয়া উঠিলা সত্বরে।
পার্ব্বতী চলিলা সঙ্গে কৌতুক অন্তরে॥ ৭২
উদ্যান সমীপে রাজা গেল ততক্ষণে।
দেখিলেন অলঙ্কার নাহি সেইখানে॥ ৭৩
রত্নময় শিবলিঙ্গ হইয়াছে তথায়।
দেখি সবিস্ময় অতি হৈলা গিরিরায়॥ ৭৪
পার্ব্বতী সহিত তবে আইলা মন্দিরে।
হাসিয়া শঙ্কর তবে কহিলা শ্বশুরে॥ ৭৫
তব অলঙ্কার আমি করেছি গ্রহণ।
রত্নেশ্বর নাম তথা করিনু ধারণ॥ ৭৬
এত বলি বহু রত্ন দিলেন তাঁহারে।
আনন্দে গেলেন গিরি আপনার পুরে॥ ৭৭
মেনকারে কহিলা সকল বিবরণ।
শুনিয়া রাণীর অতি প্রফুল্লিত মন॥ ৭৮
এইমতে কৌতুকে বিহরে দিক্‌বাস।
নিতি নব নব লীলা করেন প্রকাশ। ৭৯

-০-

কাশীরাজের শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ।

বহু যুগ অতীত হইল এইমতে।
তবে কোটি লিঙ্গ শিব কৈল অঙ্গ হৈতে॥ ১
তথায় স্থাপিয়া গেলা কৈলাস শিখরে।
বহু রাজা হৈল সেই বারাণসী পুরে॥ ২
কাশী নামে রাজা হৈল দ্বাপরযুগেতে।
শিবে আরাধিল সেই কৃষ্ণেরে জিনিতে ৩
মহা উগ্রতপ করি বশ কৈল হরে।
তপে তুষ্ট হৈয়া শিব বর দিলা তারে॥ ৪
সংগ্রামে কৃষ্ণেরে তুমি জিনিবে রাজন।
আমিহ সমরে যাব তব প্রয়োজনে। ৫
বর দিয়া মহাদেব অন্তর্দ্ধান হৈল।
মহানন্দে নিজ গৃহে গেল॥ ৬

উন্মত্ত হইয়া তবে বলয়ে রাজন।
আমি বাসুদেব নাহি জানে কোন্ জন॥ ৭
কৃষ্ণে বাসুদেব কহে অবোধের গণে।
আমি বাসুদেব ইহা কেহ নাহি জানে॥ ৮
এত বলি শঙ্খ চক্র ধারণ করিল।
সুবর্ণকিরীট শিরে কণ্ঠে মণি দিল॥ ৯
পীতবস্ত্র পরি তুষ্ট বসিয়া সভায়।
কৃষ্ণের নিকটে দূত ত্বরিতে পাঠায়॥ ১০
বাসুদেব হয়েন কাশীর অধিকারী।
কি সাহসে বাসুদেব বলাইছ হরি॥ ১১
এই কথা কহিবে কৃষ্ণের সন্নিধানে।
শক্তি থাকে যুদ্ধ আসি করে মোর সনে॥ ১২
দূত গিয়া কহে কৃষ্ণে সব সমাচার।
শুনি সভাসদ সবে হাসিলা অপার॥ ১৩
হাসিয়া গোবিন্দ কাশীরাজের নিধনে।
সুদর্শন চক্রে পাঠাইল সেই খানে। ১৪
অতি ঘোরতর সেই চক্র সুদর্শন।
সহস্র আদিত্য-তেজ ভীষণ গর্জ্জন॥ ১৫
বিষ্ণুর মায়ার বীর্য্য ভালমতে জানে।
কাশীরাজ মস্তক ছেদিলা ততক্ষণে। ১৬
সব সেনাগণ বারাণসী পুরী আর।
দহিতে লাগিল চক্র কোপিয়া অপার॥ ১৭
তবে বিপরীত কর্ম্ম দেখি পশুপতি।
বৃষপৃষ্ঠে চাপি সব প্রমথসংহতি॥ ১৮
সেইখানে আসিয়া হইলা উপনীত।
সুদর্শনে দেখি শিব হইলা কোপিত। ১৯
পাশুপত অস্ত্র তবে ত্যজিলেন হর।
সাহস না হয় সেই যাইতে গোচর॥ ২০
পাশুপত প্রমথগণেরে চক্র হেরি।
আনাতচক্রের সম ঘুরে সবে বেড়ি॥ ২১
শিবের ভক্তিতে বর দিয়াছিলা হরি।
আমা হিংসা বিনে অস্ত্র হবে তেজধারী॥ ২২
আমারে হিংসিতে যদি বাঞ্ছহ অন্তরে।
তেজহীন হবে অস্ত্র কহিনু তোমারে॥ ২৩

পুরা বিষ্ণোর্বরঃ প্রাপ্তঃ শম্ভুনা ভক্তিতোষিতাৎ।
বলেনাপ্যারিব্যাপ্তি ভবাদ্ভং সংস্থিতস্তয়া।
ময়ি চেৎ প্রতিকূলত্বং ভবিষ্যতি চ নিষ্প্রভম্॥

পাশুপত ব্যর্থ দেখি শিব সবিস্ময়।
বারাণসী দগ্ধে আর উপজিল ভয়॥ ২৪
ব্যগ্র হৈয়া মহাদেব করয়ে স্তবন।
জয় জয় জগন্নাথ প্রণতপালন॥ ২৫
অহঙ্কারে না জানিনু মহিমা তোমার।
সেবক জানিয়া মোরে ক্ষম এইবার॥ ২৬
দীনবন্ধু জগন্নাথ প্রভু দয়াময়।
শরণ লইনু পদে করুণ-আলয়॥ ২৭
নমো নারায়ণ পরমাত্মা পরধাম।
সচ্চিৎ আনন্দময় প্রভু ভগবান॥ ২৮
তমোগুণে সৃষ্টে মোরে করিলে আপনে।
তোমার প্রভাব আমি জানিব কেমনে॥ ২৯
অতএব অপরাধ ক্ষমহ আমার।
শরণ লইনু ত্রাণ কর এইবার॥ ৩০

সৃষ্টোঽহং তমসা নাথ ত্বৎপ্রভাবানভিজ্ঞকঃ।
তৎ ক্ষমস্বাপরাধং মে ত্রাহি মাং শরণাগতম্॥

এইরূপে বহুবিধ স্তবন করিলা।
চক্ররূপ দেখি হরি দরশন দিলা॥ ৩১
প্রসন্ন বদন চন্দ্র অতি অনুপম।
নয়ন কমল ভুরু কাম শরাসন॥ ৩২
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে।
পদ্মাসনে বসিয়াছে গরুড় উপরে॥ ৩৩
গলে দোলে বনমালা রত্নহার সনে।
মস্তকে মুকুট শোভে কুণ্ডল শ্রবণে॥ ৩৪
কেয়ূর বলয়া আদি নানা আভরণ।
প্রতি অঙ্গে ঝলমল শোভে মনোরম॥ ৩৫
নবীন নীরদ শ্যাম রূপ মনোহর।
নয়ন আনন্দদাতা ভুবনসুন্দর॥ ৩৬
বাম পার্শ্বে কমলা দক্ষিণে সত্যভামা।
শোভে অতি সুন্দর ভুবনে অনুপমা॥ ৩৭

এইরূপে আসিয়া শিবের সন্নিধানে।
ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁরে কিছু বলয়ে বচনে॥ ৩৮
ভগবান বলয়ে তোমারে ত্রিলোচন।
এতদিনে দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল কি কারণ॥ ৩৯
নৃপতি কীটের লাগি যুদ্ধ মোর সনে।
হেন কর্ম্ম কুচ্ছিত না কর কদাচনে॥ ৪০
এত বলি প্রসন্ন হইয়া যদুরায়।
শুভদৃষ্টে বারাণসী কৈলা পূর্ব্ব ন্যায়॥ ৪১
শিবেরে বলয়ে তুমি মোর আজ্ঞা ধর।
শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গিয়া বাস কর॥ ৪২
একাম্রকাননে রহ আমার বচনে।
এথা একরূপে রহ পার্ব্বতীর সনে॥ ৪৩
তথায় ভুবনেশ্বর কোটি লিঙ্গেশ্বর।
এই নামে তোমারে ঘুষিবে দেব নর॥ ৪৪
আমার আদেশ তথা ব্রহ্মা প্রজাপতি।
অভিষেক করিবেন কোটী লিঙ্গপতি॥ ৪৫
এত বলি অন্তর্দ্ধান কৈল নরপতি।
আজ্ঞা পায়ে শিব এথা করিল বসতি॥ ৪৬
এইত কহিনু রাজা পূর্ব্বের কাহিনী।
এই হেতু এথায় আছেন শূলপাণি॥ ৪৭
তবে হরষিতে ইন্দ্রদ্যুম্ন মহাশয়।
হরগৌরী দরশনে করিলা বিজয়॥ ৪৮
বিন্দুতীর্থে স্নান করি অতি হরষিতে।
শ্রীপুরুষোত্তম দেখি তাহার তীরেতে॥ ৪৯
বহুবিধ দান করি তপন-কুমার।
শূলপাণি দরশনে কৈলা আগুসার॥ ৫০
হর দরশন করি হইলা মোহিত।
বীণায় গাহিলা বহু তাহার চরিত॥ ৫১
প্রসন্ন হইয়া শিব দিল দরশন।
সাক্ষাৎ শিবেরে দেখি মোহিত রাজন॥ ৫২
ভূমে পড়ি প্রণমিয়া বহু স্তব কৈলা।
আশ্বাস করিয়া শিব রাজারে কহিলা॥ ৫৩
বাঞ্ছা পূর্ণ হবে তব আমার প্রসাদে।
নারদ সহায়ে সিদ্ধ হবে অপ্রমাদে॥ ৫৪

এত বলি অন্তর্দ্ধান হৈয়া বিশ্বনাথ ।
স্মরিতে গেলেন তবে নারদ সাক্ষাৎ ॥ ৫৫
যথা বিন্দুতীরে মুনি পুজে মহেশ্বর ।
তথায় গেলেন প্রভু দেব দিগম্বর ॥ ৫৬
ত্রিপুরারি সম্মুখে দেখিয়া মুনিবর ।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ভূমির উপর ॥ ৫৭
শিব বলে শুনহ নারদ মহামতি ।
যেরূপ আদেশ তোমা কৈলা প্রজাপতি ॥ ৫৮
সহস্রেক যজ্ঞ আগে করায়ে রাজারে ।
সেইরূপ কার্য্য সব কর তার পরে ॥ ৫৯
এইক্ষণে মাধব হইলা অন্তর্দ্ধান ।
অতএব রাজা সঙ্গ করিয়া প্রয়াণ । ৬০
শঙ্খাকার ক্ষেত্রে অগ্রে নীলকণ্ঠ নামে ।
আমি আছি যজ্ঞস্থানে নিম্মাবে সেখানে ৬১
নৃসিংহ স্থাপন আগে করি সেই স্থানে ।
যজ্ঞ করে নরহরি মোর বিদ্যমানে ॥ ৬২
তবে সহস্রেক অশ্বমেধের অন্তরে ।
অদ্ভুত ব্রহ্মাতরু দেখাবে রাজারে ॥ ৬৩
সকলের গুরু তিঁহো পুরুষ প্রধান ।
বিশ্বকর্ম্মা চারি মূর্ত্তি করিবে নির্ম্মাণ ॥ ৬৪
প্রতিষ্ঠা করিবে ব্রহ্মা আপনি আসিয়া ।
এই সব কথা কহিলাম বিবরিয়া ॥ ৬৫
এত শুনি সন্তুষ্ট হইলা তপোধন ।
প্রণাম করিয়া তবে করে নিবেদন । ৬৬
যোড় হাতে কহে শুন জগতের গুরু ।
আপনি জগতপতি হইবেন তরু ॥ ৬৭
যেরূপ আদেশ কৈলে তাঁহার প্রকাশে ।
এইরূপ পিতা মোরে কহিলা বিশেষে । ৬৮
তুমি আর ব্রহ্মা বিষ্ণু একই স্বরূপ ।
নৃপতির ভাগ্যসীমা অতি অপরূপ ॥ ৬৯
এককালে হইল তিনের অনুগ্রহ ।
অন্তরেতে সংশয় ইহা বুঝিতে সন্দেহ ॥ ৭০
অতএব বিষ্ণুর মহিমা অন্তহীন ।
বুঝিতে তাহার মায়া কে আছে প্রবীণ ॥ ৭১

বেদ অনুসারে চিরকাল মুনিগণ ।
বিষ্ণুপদ প্রাপ্তি লাগি করয়ে যতন ॥ ৭২
তথাপি বিষ্ণুর প্রীতি যেই ভকতিতে ।
তাঁর মায়া হইতে তারা না পারে জানিতে ॥ ৭৩
বিষ্ণুর চরণে ভক্তি করে যেই জন ।
অনায়াসে তরে সেই নাহিক নিয়ম ॥ ৭৪
ব্রজে গোপীগণ কৃষ্ণে কামভাবে ভজি ।
পাইলেন কোন শাস্ত্র বেদ নাহি যজি ॥ ৭৫
শিশুপাল পাইল করিয়া শত্রুভাব ।
বালি বিদ্ধি ব্যাধের হইল পদলাভ ॥ ৭৬
ধ্যান করি না পাইল শবনারীগণ ।
কুব্জা পাইল বস্ত্র করি আকর্ষণ । ৭৭
অস্পৃশ্য চণ্ডাল পায় হৈলে ভক্তিমান ।
অভক্ত বেদজ্ঞ নাহি জানে সে সন্ধান ॥ ৭৮
বিদ্যা কুল ধন মদ হরি নাহি মিলে ।
তাহা উপায়মাত্র ভকতি করিলে ॥ ৭৯
শুন সাধু বলি পুন কহে মুনিবর ।
নিবেদন করি দেব তোমার গোচর । ৮০
কোন কারণ যোগিগণ ভাবয়ে হরিরে ।
শুনিতে হয় ইচ্ছা আমার অন্তরে । ৮১
শুনি সদানন্দ কহে আনন্দিত মনে ।
কারণ নিগূঢ় তত্ত্ব শুন সাবধানে ॥ ৮২
যোগিগণ দুইরূপ ভাবয়ে তাহারে ।
কেহ বা সাকার ভাবে কেহ নিরাকারে ॥ ৮৩
ভাব্য অনুরূপ হরি দেন তত্তাকারে ।
নচেষ্ট হইলা মুনি দেখহ বিচারে ॥ ৮৪
ব্রহ্ম নিরাকার ভাবয়ে যে জন ।
তেজোময় হৈয়া হয় তেজেতে মিলন ॥ ৮৫
সংপিণ্ড সেই ব্রহ্ম সাযুজ্য পাইল ।
সেবানন্দ সুখাবাধ তাহার না হইল ॥ ৮৬
অতএব সুখময় আনন্দ ভকতি ।
সাকার ভাবনে হয় তাহার সঙ্গতি ॥ ৮৭
আনন্দ ভকতি করে যেই ভক্ত জন ।
দাস্যভাবে সদাই সেবয়ে শ্রীচরণ ॥ ৮৮

সচ্চিৎ আনন্দতনু প্রভু ভগবান।
অপ্রকৃত হয় সেই রূপ অনুপম ॥ ৮৯
যার উদ্ভসম বস্তু নাহি কিছু আন।
সেই সে পরম ব্রহ্ম বিচারপ্রমাণ ॥ ৯০
শ্যামল সুন্দর অঙ্গ প্রসন্নবদন।
আজানু-লম্বিত ভুজ কমলনয়ন ॥ ৯১
পদনখচ্ছটা কোটী সূর্য্য-তিরস্কারী।
অগাধ অপার যাঁর করুণার বারি ॥ ৯২
কোটী জগদণ্ডে হয় যাঁহার প্রকাশ।
অশুদ্ধ তিমির যাঁর কিরণে বিনাশ ॥ ৯৩
যাঁর প্রভাবলে দীপ্ত কোটী ভানুগণ।
তাঁর রূপ নিরূপিতে শক্তি কোন জন ॥ ৯৪

ব্রহ্ম সংহিতায়াং—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটী
কোটীষ্বশেষবসুধাদি বিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

যাঁর অংশে হয় কোটী কোটী বিষ্ণুগণ।
কোটী কোটী জগদণ্ড করায় পালন ॥ ৯৫
কোটী কোটী ব্রহ্মা রুদ্র করে প্রকাশ।
যাঁর পদ ভাবিলে ঘুচয়ে মায়াপাশ ॥ ৯৬
যাঁহার কিরণ নিরাকার ব্রহ্ম মানে।
তাঁহার অঙ্গের ছটা কেহ নাহি জানে ॥ ৯৭

তথাহি

অহো মূঢ়া ন জানন্তি কৃষ্ণস্য নিত্যসত্ততা।
যস্য পাদনখজ্যোৎস্না ব্রহ্মেতি পরমং বিদুঃ ॥
যথা প্রতিচ্ছন্দপর্ণ নির্বিশেষ
সা সান্নিধ্যে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়োবলীর্য সবিশেষমেব ॥

ছটারে বলয়ে ব্রহ্ম নহে অপ্রমাণ।
বস্তু বিনে কিরণ না হয় উপাদান ॥ ৯৮
অন্তরে আছয়ে বস্তু জানিয়ে কিরণে।
কিরণ প্রকাশ নাহি হয় বস্তু বিনে ॥ ৯৯
কিন্তু সে কিরণ ঐক্য বস্তুর সহিত।
ভিন্ন জ্ঞান করিলে হইবে বিপরীত ॥ ১০০
দুই ব্রহ্ম বলি যদি হয় বিসম্বাদ।
যথার্থ ভাবিলে তবে ঘুচিবে প্রমাদ ॥ ১০১
সূর্য্যের উদয়ে যেন প্রকাশে কিরণ।
অস্ত হৈলে কিরণ সহিত অস্ত হন ॥ ১০২
অস্ত হৈলে থাকে যদি কিরণ রহিত।
তবে দুই ব্রহ্ম বলি সিদ্ধান্ত হইত ॥ ১০৩
পরমার্থে এক ব্রহ্ম দুইরূপে ভাবে।
সাধনার অনুরূপ রূপ হয় লাভে ॥ ১০৪
এত শুনি মুনিবর প্রফুল্লিত মনে।
প্রণাম করিয়া পড়ে হরের চরণে ॥ ১০৫
এই যে প্রাকৃত ভাষা করিনু বচনে।
পুরাণে প্রসিদ্ধ ব্যাস লিখেন স্থানে স্থানে ॥ ১০৬

—০—

হরিনাম-মাহাত্ম্য।

নারদ জিজ্ঞাসে পুন হরের চরণে।
হরিনাম মাহাত্ম্য শুনিব তব স্থানে ॥ ১
হর বলে হরিনাম মাহাত্ম্য অপার।
কহিতে তাহার তত্ত্ব শকতি কাহার ॥ ২
ব্রহ্মহত্যা আদি মহা-পাতকের চয়।
নিরবধি করিতেছে সেই দুরাশয় ॥ ৩
সেই যদি বারেক করয়ে হরিনাম।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হৈয়া চলে হরিধাম ॥ ৪
শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যেই সদা নাম করে।
তাহার কি হয় তাহা কে কহিতে পারে ॥ ৫
সর্ব্ব অবতারী কৃষ্ণ সবাকার গতি।
হরি বিনে কোনরূপে নাহিক নিষ্কৃতি ॥ ৬
যজ্ঞ তপ যোগ জ্ঞানে তাঁহারে না মিলে।
পাইবে সে পদ সেবা ভকতি করিলে ॥ ৭
সেই কৃষ্ণ নীলাচলে হবে অবতার।
সবারে উচ্ছিষ্টদানে করিবে নিস্তার ॥ ৮
অতএব রাজাসহ করহ গমন।
পাইবে পরমানন্দ দেখি নারায়ণ ॥ ৯

এইরূপে নারদে কহিলা শূলপাণি।
শুনিয়া পরমানন্দে প্রণমিলা মুনি ॥ ১০
অন্তর্দ্ধান হইলেন দেব পঞ্চানন।
[illegible] ॥ ১১

রাজার কপোতেশ্বরে বিশ্রাম

তবে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা নারদ সহিতে
দক্ষিণ মুখেতে পুনঃ চলিলেন রথে ॥ ১
মনের আনন্দে ক্ষেত্রে চলে দুইজন।
কপোতেশ্বর শিব স্থান পাইলা দুই দিনে
দীর্ঘে প্রস্থে পরিসর হয় সেই স্থান।
বহু বৃক্ষ সরোবর বিচিত্র উদ্যান ॥ ৩
সমুদ্রের ধারে পূর্ব্ব দিকেতে তাহার।
বিশ্বেশ্বর মহাদেব করয়ে বিহার ॥ ৪
কপোতেশ্বর স্থান দেখি রাজা হরষিতে
পুনঃ পুনঃ বাখানয়ে নারদ সহিতে ॥ ৫
মন্ত্রী আসি নিবেদন করিল রাজায়।
এইখানে সেনাগণে রাখিতে যুয়ায় ॥ ৬
শুনিয়া প্রশংসা তারে করিয়া রাজন।
যথাযোগ্য স্থানে রাখাইলা সেনাগণ ॥ ৭
কপোতেশ্বর মহাদেবে পূজন করিয়া।
বহু ধন ব্রাহ্মণগণেরে তথা দিয়া ॥ ৮
তবে বিশ্বেশ্বর আসি করিলা দর্শন।
বিশ্বেশ্বর শিব দেখি প্রফুল্লিত মন ॥ ৯
শঙ্করের স্তব কৈল বিবিধ বিধানে।
পূজা করি তথা হইতে নারদের সনে ॥
বিমানে চাপিয়া যায় অতি হরষিতে।
বদনে হরির গুণ গাইতে গাইতে ॥ ১১
এইরূপে প্রেমানন্দে করিলা গমন।
নীলগিরির নিকটে চলিলা দুইজন ॥ ১২
জিজ্ঞাসিল মুনিগণ করিয়া বিনয়।
কিরূপে [illegible] ॥ ১৩

কে বাবা কপোত আর কে বাবা ঈশ্বর।
সেই কথা বিস্তারিয়া কহ মুনিবর ॥ ১৪
জৈমিনি বলয়ে শুন অপূর্ব্ব কথন।
পূর্ব্বে স্থান অতি আছিল দুর্গম ॥ ১৫
কুশ কণ্টকের ধারে কেহ যাইতে নারে।
পিশাচ-নিবাস তুল্য অতি ভয়ঙ্করে ॥ ১৬
একদিন মহাদেব চিন্তিলা অন্তরে।
বিষ্ণুসম পূজ্য হব ভুবন ভিতরে ॥ ১৭
ইহাতে উপায়মাত্র বিষ্ণুর ভকতি।
এত বলি তপ আরম্ভিলা পশুপতি ॥ ১৮

যথা সর্ব্বো ভগবতো নাম্নো দেবো হি পূজ্যতে
পূজ্যঃ স্যামহমপ্যেবং শ্রদ্ধাসিন্ধুজলৈস্তথা ॥
চিন্তয়ন্নিতি তত্রৈবং বিষ্ণোর্ভক্তো মনোদধৎ

সেই কুশস্থলী নীলগিরি সন্নিধানে।
মহাতপ তথায় করয়ে ত্রিলোচনে ॥ ১৯
বায়ু ভক্ষণ করি তপ করে মহেশ্বর।
কপোত সমান হৈলা অষ্টমূর্ত্তিধর ॥ ২০
তপস্যায় তুষ্ট হইলেন রমানাথ।
আপনি আইলা প্রভু শিবের সাক্ষাৎ ॥ ২১
হরি বলে আর তপ নাহি প্রয়োজন।
প্রসন্ন হইনু তব কঠোর কারণ ॥ ২২
এত বলি ঐশ্বর্য্য দিলেন মহেশ্বরে।
যাস্তু পূজা দিতে হৈলা প্রভুসম সবে ॥ ২৩
সেই কুশস্থলী তাঁর তপের প্রভাবে।
বৃন্দাবন সম হৈল দেখি মন লোভে ॥ ২৪
স্থানে স্থানে শোভয়ে উত্তম সরোবর।
তড়াগ সরসী নদী হইল বিস্তর ॥ ২৫
অমৃত সমান স্বাদু সুনির্ম্মল জল।
সরোবর ধারে নানা পক্ষী কোলাহল ॥ ২৬
নানাজাতি বৃক্ষ লতা পরম শোভিত।
সর্ব্ব ঋতু কুসুমে তাহাতে বিভূষিত ॥ ২৭
অশোক কিংশুক জাতী যূথী নাগেশ্বর।
পুন্নাগ চম্পক জবা মল্লিকা টগর ॥ ২৮

পারিজাত বক কুন্দ পলাশ কাঞ্চন।
মাধবী মালতী আদি শোভে মনোরম ॥ ২৯
মধুপান-মদে মত্ত ঝঙ্করয়ে অলি।
শুক শারী ময়ূর ময়ূরী করে কেলি ॥ ৩০
কুহু কুহু নাদে ডাকে যত পিকগণ।
সকল সুখদ স্থান ভুবনমোহন ॥ ৩১
পাঁচ বাণ সাজিয়া মদন সেই বনে।
বিহরয়ে নিরন্তর হরষিত মনে ॥ ৩২
এইরূপে সুশোভিত সেই স্থান হৈল।
দেখি সদানন্দ অতি আনন্দ হইল ॥ ৩৩
তবে কৃষ্ণ হাসিয়া কহিলা ত্রিলোচনে।
তপে কপোতের সম হইলে আপনে ॥ ৩৪
এথায় হইবে নাম কপোত-ঈশ্বর।
পার্ব্বতীর সহিত বিহর নিরন্তর ॥ ৩৫
এতেক বলিয়া হরি হৈল অন্তর্দ্ধান।
অতএব সেথায় কপোতেশ্বর নাম ॥ ৩৬
কপোতেশ্বর পূজন করয়ে যেই জন।
পাপে মুক্ত হৈয়া পায় শ্রীপুরুষোত্তম ॥ ৩৭

বিল্বেশ্বর-মাহাত্ম্য।

এবে কহি বিল্বেশ্বরের মাহাত্ম্য কথন।
সাবধানে মুনিগণ করহ শ্রবণ ॥ ১
পূর্ব্বেতে পাতালবাসী যত দৈত্যগণে।
পৃথিবী করিয়া ভেদ পীড়ে সর্ব্বজনে ॥ ২
পৃথিবীর জনে সবে উপদ্রব করে।
নবগণ ধরি খায় সে সব পামরে ॥ ৩
অবনীর ভার হরি করিতে হরণ।
দেবকীর উদরে প্রভু লভিলা জনম ॥ ৪
পৃথিবীর দুষ্টগণে করিয়া নিপাত।
তবে প্রভু যাদব পাণ্ডবগণ সাথ ॥ ৫
পুরুষোত্তমে আসি সব সেনার সহিতে।
তীর্থরাজ জলে স্নান কৈল হরষিতে ॥ ৬
দূরে হৈতে প্রণমিয়া শ্রীনীলমাধবে।
দৈত্যেশ্বরে আসি উপনীত হৈল তবে ॥ ৭
সঙ্কীর্ণ সে গর্ত্ত শক্তি নাহি প্রবেশিতে।
দেখি সব সেনাগণ ভয় পাইল চিতে ॥ ৮
নরলীলা করে প্রভু স্বয়ং ভগবান।
অতএব সেই গর্ত্তে না কৈলা প্রয়াণ ॥ ৯
মায়ায় মোহিত প্রভু সবাকার মন।
শিব পূজা সকলি করিতে প্রকাশন ॥ ১০
বিল্বদল লয়ে শিবে করি আবাহন।
পূজা করি স্তব করে কমললোচন ॥ ১১
নম তুমি ত্রিগুণ-অতীত মহেশ্বর।
তিনগুণ বিভাগ কর নিরন্তর ॥ ১২
চারি বেদময় তুমি ত্রিকালের পার।
তিন-কাল-তত্ত্বজ্ঞ তোমারে নমস্কার ॥ ১৩
শশী সূর্য্য অনল তোমার তিন আঁখি।
বিপ্রের হিতৈষী তুমি বিপ্রসুখে সুখী ॥ ১৪
তুমি শ্রেষ্ঠ আত্মা অষ্ট ঐশ্বর্য্য নিধান।
তুমি অষ্টমূর্ত্তিধারী তোমারে প্রণাম ॥ ১৫
যে তোমার রূপ দেখে হয় মায়াপার।
অব্যয় সে রূপ নাশ করে অন্ধকার ॥ ১৬
অজ্ঞান জনেতে তোমা না জানে মায়ায়।
সেই মায়াপার তুমি প্রণাম তোমায় ॥ ১৭
এইরূপ আপন স্বরূপ মহেশ্বরে।
আপনি করিলা স্তব জগত-ঈশ্বরে ॥ ১৮
তাহার প্রসাদে তবে দেখি দৈত্যদ্বার।
অনায়াসে তাহাতে পারিবে যাইবার ॥ ১৯
তবে হরি আপনার সেনাগণ লয়্যা।
সেই পথে পাতালেতে প্রবেশ করিয়া ॥ ২০
সকল দুরন্ত দৈত্যে করিয়া সংহার।
শিবের নিকটে ফিরি আইলা আর বার ॥ ২১
পুনরপি মহাদেবে করিয়া পূজন।
সেই দৈত্য দ্বারে তাঁরে করিলা স্থাপন ॥ ২২
কহিতে লাগিলা হরে দেবকীনন্দন।
দ্বার রোধি এ মন্দিরে রহ ত্রিলোচন ॥ ২৩
তোমা বিনা বলিষ্ঠ কে অসুরনাশনে।
বিদায় মাগিয়ে হরে তোমার চরণে ॥ ২৪

এইরূপে মহাদেবে স্থাপন করিয়া।
দ্বারকা গেলেন হরি নিজগণ লয়া॥ ২৫
বিম্বফলে আবাহন কৈলা ভগবান।
সেই হইতে বিশ্বেশ্বর হইল আখ্যান॥ ২৬
বিশ্বেশ্বর জানিহ ক্ষেত্রের পূর্ব্বসীমা।
অপার অনন্ত সেই শিবের মহিমা॥ ২৭
বিশ্বেশ্বর পদ যেই দরশন করে।
সর্ব্বকাম পায় আর বিপদেতে তরে॥ ২৮
কপোতেশ্বর বিশ্বেশ্বর মহিমা কথন।
এই ত কহিনু সবে করিলা শ্রবণ॥ ২৯
অতঃপর মুনিগণ করি নিবেদন।
আর কিবা ইচ্ছা হয় করিতে শ্রবণ॥ ৩০
মুনিগণ কহে প্রভু যে কথা কহিলে।
হৃদয় মনের তাপ সকলি নাশিলে॥ ৩১
একমাত্র বাসনা হইল শুনিবারে।
কিরূপে আইলা হরি ভার নাশিবারে॥ ৩২
কিরূপে অসুরগণে করিলা নাশন।
জন্মলীলা হৈতে কহ করি হে শ্রবণ॥ ৩৩
শুনিয়া প্রশংসা করি কহে মুনিবর।
অমৃত সমান লীলা শুন মনোহর॥ ৩৪
শুকদেব যে কথা কহিল পরীক্ষিতে।
সেই কথা কহি সবে শুন সাবহিতে॥ ৩৫

শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা বর্ণন

জৈমিনি বলয়ে কৃষ্ণলীলা সুবিস্তর।
সঙ্ক্ষেপে কহি যে কিছু শুন কথা সার॥ ১
অসুরের ভরে কম্প হইয়ে মেদিনী।
বিধাতারে নিবেদিলা করি পুটপাণি॥ ২
সহিতে না পারি আর অসুরের ভার।
রসাতলে যাই নহে করহ নিস্তার॥ ৩
পৃথিবীর গোহারী শুনিয়া প্রজানাথ।
ক্ষীরোদের তীরে গেলা দেবগণ সাথ॥ ৪
যুড়-কর যুড়িয়া ব্রহ্মা করয়ে স্তবন।
নমো নমো নারায়ণ নিত্য সনাতন॥ ৫
অব্যয় অনন্ত তুমি জগত-আধার।
রক্ষা কর জগন্নাথ জগতের সার॥ ৬
এইরূপে পদ্মযোনি করিলা স্তবন।
স্তবে তুষ্ট হইলেন কমললোচন॥ ৭
হইল আকাশবাণী গম্ভীর শবদে।
শুন ব্রহ্মা দেবগণ না ভাব বিষাদে॥ ৮
দুষ্ট সব নষ্ট হেতু হইবে অবতার।
তোমরাও পৃথিবীতে যাহ আগুসার॥ ৯
বসুদেব ঘরে আমি লভিব জনম।
তৎকালে করিব দুষ্ট কংসের নিধন॥ ১০
আজ্ঞা পায়া দেবগণ হইলা বিদায়।
পৃথিবীতে জনমিলা ধরি নরকায়॥ ১১
যদুকুল গোপকুলে জনম লভিল।
এইরূপে দেবগণ প্রকাশ হইল॥ ১২
উগ্রসেন দেবক জন্মিল ভোজবংশে।
মথুরামণ্ডল মাঝে দুই ভাই বৈসে॥ ১৩
দেবকের কন্যা হৈল দেবকী নামেতে।
সম্বন্ধ হইল তাঁর বসুদেব সাথে॥ ১৪
বৃষ্ণিবংশে বসুদেব মহাপুণ্যবান।
ধর্ম্মশীল সত্যের আলয় মতিমান্॥ ১৫
বিধিমতে দেবকীরে বিবাহ করিল।
উগ্রসেন বহুবিধ যৌতুকে তুষিল॥ ১৬
তাহার নন্দন কংস ভগিনীর প্রীতে।
বসুদেব-বিমানে চলিল হরষিতে॥ ১৭
ধরিয়া অশ্বের রজ্জু চলে কংসরায়।
ভয়ঙ্করমূর্ত্তি বীর কালান্তের প্রায়॥ ১৮
গভীর শবদে ঘন সবারে ফুকারে।
ভালমতে চল সবে বসুদেব পুরে॥ ১৯
বহুবিধ বাদ্য বাজে শুনিতে মধুর।
রথ-চক্রধ্বনি সেনা গর্জ্জয়ে প্রচুর॥ ২০
এইমতে আনন্দে চলয়ে সর্ব্বজন।
হেনকালে শূন্যবাণী করয়ে শ্রবণ॥ ২১

শুন কংস যার হেতু করহ আনন্দ।
সেই তোর শত্রু না জানিস মতিমন্দ॥ ২২
দেবকী-অষ্টমগর্ভে হবে যে সন্তান।
তোমার নাশক সেই শুন রে অজ্ঞান॥ ২৩
শব্দ শুনি স্তব্ধ হৈয়া কংস দুরাচার।
রজ্জু ফেলি খড়্গ তুলি বলে মার মার॥ ২৪
আরে দুষ্ট ভগ্নি তুই আমারে বধিতে।
মোর ঘরে আসিয়াছ দেবমন্ত্রণাতে॥ ২৫
তোর সুতে করিবেক আমার নিধন।
সেই ভয় আর না রাখিব কদাচন॥ ২৬
তোরে মারিলে কাঁটা খুলে এই সে বিচার।
এইক্ষণে করি যে ইহার প্রতিকার॥ ২৭
এত বলি লম্ফ দিয়া ধরে তার চুলে।
মস্তক কাটিতে দুষ্ট খাণ্ডাখান তুলে॥ ২৮
ত্রাসিত হইয়া দেবি করয়ে রোদন।
দেখি বসুদেব অতি বিষাদিত মন॥ ২৯
কংসেরে চাহিয়া কহে করিয়া বিনয়।
অনুচিত কর্ম্ম কেন কর মহাশয়॥ ৩০
আপনার মৃত্যুভয়ে মারহ ভগিনী।
কর্ম্ম ছাড়াইতে কার শক্তি কহ শুনি॥ ৩১
কালেতে জনমে জীব কালেতে নিধন।
ইহা না বিচারি কেন পাপে দেহ মন॥ ৩২
যেন নিরূপিত কর্ম্ম হয় তেন মতি।
নিরূপণ ছাড়াইতে কাহার শকতি॥ ৩৩
তথাপিহ উপস্থিত ভয় নিবারিতে।
যুক্তি করি বসুদেব লাগিলা কহিতে॥ ৩৪
রাজা তব দেবকীতনয়গণে ভয়।
সেই সবে তোমা আনি দিব মহাশয়॥ ৩৫
তবে দেবকীর বধে কিবা আর ফল।
বুঝিয়া করহ কার্য্য কংস মহাবল॥ ৩৬
সত্যবাদী বসুদেব জানি কংসরায়।
ভগ্নীবধ তেয়াগিল তাহার কথায়॥ ৩৭
বসুদেব গেলা তবে আপন মন্দিরে।
দুঃখমনে দেবকী রহিলা অন্তঃপুরে॥ ৩৮

কত দিনে দেবকী হইলা গর্ভবতী।
জনমিল পুত্র এক সুন্দর আকৃতি॥ ৩৯
পুত্র দেখি বসুদেব দুঃখিত হইল।
কান্দিতে কান্দিতে পুত্রে লইয়া চলিল॥ ৪০
অঙ্গ আছাড়িয়া কান্দে দেবকী জননী।
কংস কাছে বসুদেব গেলেন আপনি॥ ৪১
বার দিয়া বসিয়াছে কংস দুরাচার।
সম্মুখে দাণ্ডায়ে দৈত্য হাজার হাজার॥ ৪২
বসুদেব দেখি তার দয়া উপজিল।
সত্যবাদী বলি তাঁরে নিশ্চয় জানিল॥ ৪৩
কংস কহে এই সুতে নাহি প্রয়োজন।
আমায় আনিয়া দিবে অষ্টম নন্দন॥ ৪৪
শুনি বসুদেব সেই পুত্রে লয়ে গেল।
হরিষ বিষাদে গিয়া দেবকীরে দিল॥ ৪৫
পুত্র পায়া মাতা অতি উল্লাস অন্তর।
বদনে চুম্বন করে করিয়া আদর॥ ৪৬
তথা কংসে ধার্ম্মিক দেখিয়া দেবগণ।
মনে ভাবে না হইল ইহার নিধন॥ ৪৭
ইহারে দেখিলে হরি হেন ধর্ম্মাচার।
পৃথিবীর মাঝে না হবেন অবতার॥ ৪৮
এইমত যুকতি করিয়া দেবগণ।
নারদে ডাকিয়া সবে কৈল নিবেদন॥ ৪৯
তুমি কর মুনিবর ইহার উপায়।
করহ কংসের যেন মন ফিরে যায়॥ ৫০
নারদ বলয়ে তাহা দেখিবে সাক্ষাতে।
কি কার্য্য সাধন করি গিয়া মথুরাতে॥ ৫১
এত কহি মুনিবর মথুরাতে গেলা।
কংসে দেখি মহাকোপে কহিতে লাগিলা॥ ৫২
গেলিরে গেলিরে কংস এতদিনে গেলি।
দেবতার ফাঁদে বেটা নিশ্চয় পড়িলি॥ ৫৩
তোর অপচয় আমি না পারি দেখিতে।
অতএব উপদেশ আইনু কহিতে॥ ৫৪
শুনি কংসরাজ পড়ে মুনির চরণে।
কহ প্রভু কিবা যুক্তি কৈলা দেবগণে॥ ৫৫

তুমি মাত্র বন্ধু মোর অমরাবতীতে।
মোর উপকারী তুমি বিদিত জগতে ॥ ৫৬
মুনি বলে মূর্খ তুই বুঝিতে নারিলি।
বসুদেব সন্তানে ছাড়িয়া কেন দিলি ॥ ৫৭
অষ্টম সন্তানে যদি তোমার মরণ।
বুঝ দেখি কে নহিল অষ্টম নন্দন ॥ ৫৮
প্রথম অষ্টম আর সপ্তমাদি করি।
পরিবর্ত্ত ক্রমে সব অষ্টম বিচারি ॥ ৫৯
চক্র করি এই মত করে দেবগণে।
বুদ্ধিতে বিহীন তুমি বুঝিবে কেমনে ॥ ৬০
এত বুঝাইয়া মুনি গেলা নিজ স্থানে।
কোপভরে কংস আদেশিলা দৈত্যগণে ॥ ৬১
বসুদেব সুতে তোরা আনহ সত্বরে।
বসুদেব দেবকীরে রাখ কারাগারে ॥ ৬২
ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া লুটায়ে দেহ ধন।
কারাগারে দোহাকারে করহ বন্ধন ॥ ৬৩
একে দৈত্য আর তাহে কংসের আদেশ।
বসুদেব গৃহে সবে করিল প্রবেশ ॥ ৬৪
ঘর দ্বার ভাঙ্গি ফেলে গদার আঘাতে।
লুটিলেক ধন সব আপন ইচ্ছাতে ॥ ৬৫
তৎক্ষণে বাঁধি দোঁহে কারাগারে দিল।
চরণে নিগড় দিয়া তথায় রাখিল ॥ ৬৬
বসুদেবপত্নীগণ দূরে পলাইল।
এক এক স্থানে গিয়া সকলে রহিল ॥ ৬৭
রোহিণী গেলেন তবে গোকুল নগরে।
প্রীতি পায়্যা রহিলেন যশোদা-মন্দিরে ॥ ৬৮
দ্বারী প্রহরীগণ রহিল দুয়ারে।
তনয় লইয়া গেল কংসের গোচরে ॥ ৬৯
বসুদেব-তনয়ে দেখিয়া কংস রায়।
চরণে ধরিয়া মারে শিলাতে আছাড় ॥ ৭০
পরাণ তেজিল সেই কংসের প্রহারে।
তবে দুষ্ট তুষ্ট হয়ে গেল নিজপুরে ॥ ৭১
সিংহাসনে বসি তবে কংস দুরাচার।
উগ্রসেন বাপ প্রতি করিল হুঙ্কার ॥ ৭২
আরে দুষ্ট বাপ তুই দেবতার গণ।
উপযুক্ত ফল বেটা পাইবে এখন ॥ ৭৩
এত বলি আদেশ করিল নিজগণে।
কারাগারে বন্দী বাপে করহ যতনে ॥ ৭৪
মোর পিতা বলি উপরোধ না করিবে।
চরণে নিগড় দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে ॥ ৭৫
আদেশ পাইয়া তারে তেমতি করিল।
সর্ব্ব কার্য্য সারি নিজ সেনা ডুকারিল ॥ ৭৬
তৃণাবর্ত্ত পুতনা প্রলম্ব বকাসুর।
কেশী অঘাসুর শঙ্খচূড় বৎসাসুর ॥ ৭৭
কত কত অসুর সম্মুখে ডাকাইল।
সিংহাসনে বসিয়া সবারে নিরখিল ॥ ৭৮
কেহ বলে ইন্দ্র বেটা কি করে বড়াই।
আজ্ঞা পাইলে ধরি তারে আনি হেথাই ॥ ৭৯
মরিলে যমের ঘরে সব জনে যায়।
আজ্ঞা পাইলে ধরি আনিয়ে হেতায় ॥ ৮০
অসুর আমরা রাজা বুঝিনু বিচারে।
যমেরে মারিতে পারি মো-সবে কে পারে ॥ ৮১
কংস বলে মোর ভয় ত্রিভুবনে নাই।
তোমরা সহায় আর কাহারে ডরাই ॥ ৮২
সংপ্রতি করহ গাভী বিপ্রের পীড়ন।
তবে কোন যজ্ঞ না হইবে কদাচন ॥ ৮৩
যজ্ঞ বিনা দেবগণ আপনে মরিবে।
যুদ্ধে কিবা কাজ মোরা উপায়ে নাশিবে ॥ ৮৪
শুনি দৈত্যগণ সদা পীড়য়ে সবারে।
গো-ব্রাহ্মণে হিংসে সদা উপদ্রব করে ॥ ৮৫
ত্রাসিত হইল স্বর্গে যত দেবগণ।
পাপভরে মেদিনী কাঁপয়ে ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৮৬
এইরূপে রহে দুষ্ট মথুরা নগরে।
আর এক পুত্র হইল দেবকী উদরে ॥ ৮৭
জনমমাত্রেতে কংস আছাড়ে পাষাণে।
কান্দয়ে দেবকী দেবী বিষাদিত মনে ॥ ৮৮
এইমতে ছয় পুত্র তাঁর জনমিল।
ক্রমে ক্রমে সবে দুষ্ট বিনাশ করিল ॥ ৮৯

যোগমায়া কর্ত্তৃক গর্ভ চালন ও কৃষ্ণ বলরামের আবির্ভাব।

জৈমিনি বলয়ে শুন অপূর্ব্ব কথন।
শ্রীকৃষ্ণের লীলা শুন হয়ে এক মন ॥ ১
ছয় পুত্র দেবকীর করিল বিনাশ।
সপ্তমে অনন্তদেব গর্ভে কৈলা বাস ॥ ২
এক দুই তিন ক্রমে ছয় মাস গেল।
সপ্তম্ মাসেতে হরি উপায় করিল ॥ ৩
যোগমায়া স্মরণ করিলা রমাপতি।
হরির নিকটে দেবী গেলা শীঘ্র গতি ॥ ৪
প্রণাম করিয়া কহে করি যোড়হাত।
কি কার্য্য আমারে আজ্ঞা কর রমানাথ ॥ ৫
বিষ্ণু বলে শুন দেবী আমার আদেশ।
মথুরানগরে তুমি করহ প্রবেশ ॥ ৬
দেবকীর গর্ভে জন্ম অনন্ত আপনে।
রোহিণী উদরে তাহা করহ চালনে ॥ ৭
এই নিজ কার্য্যে মোর হবে সাবধান।
অবনীতে বাড়িবেক তোমার সম্মান ॥ ৮
অম্বিকা মঙ্গলা চণ্ডী দুর্গা নারায়ণী।
এই সব নামে তোমা তুষিবে আপনি ॥ ৯
প্রসাদ করিয়া তাঁরে পাঠাইলা হরি।
মথুরানগরে চণ্ডী গেলা ত্বরা করি ॥ ১০
দেবকীর গর্ভ মাতা করিয়া চালন।
রোহিণী উদরে করাইল প্রবেশন ॥ ১১
সব কথা নিবেদিলা হরি সন্নিধান।
বিদায় করিল তাঁরে করিয়া সম্মান ॥ ১২
লোকমতে রটিল দেবকীর গর্ভপাত।
কংস বলে আপনিই ঘুচিল উৎপাত ॥ ১৩
সময়ে প্রসব হৈলা রোহিণী জননী।
প্রকটিল বিশ্বম্ভর আসিয়া ধরণী ॥ ১৪
বলরাম জনম লভিলা শুভ কালে।
দেবগণ কুসুম বরিষে কুতূহলে ॥ ১৫
সাধু সকলের দেহ পুলকে পূরিল।
কোটী বজ্রপাত দুষ্টগণেতে মানিল ॥ ১৬
তবেত আপনি হরি গোলক হইতে।
বসুদেব মনে আসি হইল উদিতে ॥ ১৭
প্রফুল্লিত বসুদেব দেবকীরে কয়।
বন্দী থাকি মনে এত সুখ কেন হয় ॥ ১৮
এতেক কহিতে গেলা দেবকীর মনে।
কহিতে লাগিলা দেবী বিনয় বচনে ॥ ১৯
সত্য প্রাণনাথ আজি প্রফুল্ল অন্তর।
কারণ না জানি কিছু দেবের গোচর ॥ ২০
এইমতে আনন্দে রহিল দুইজনে।
বন্দিঘরে বৈকুণ্ঠ সমান সুখ মনে ॥ ২১
হেনরূপে আবির্ভাব হইলা শ্রীহরি।
নিতি বাড়ে দেবকীর রূপের মাধুরী ॥ ২২
এক দুই তিন চারি পাচ মাস গেল।
মনে মনে কংসরাজ প্রমাদ গণিল ॥ ২৩
এক দিন দেখিতে আইল দেবকীরে।
স্বসা দেখি সশঙ্কিত চাহিতে না পারে ॥ ২৪
তেজেতে হইল দুষ্ট অন্ধের সমান।
নিজ গৃহে গিয়া তবে করে অনুমান ॥ ২৫
এইত অষ্টম গর্ভ মোর কাল-প্রায়।
এইক্ষণে বধিলে আপদ ঘুচে যায় ॥ ২৬
একে নারী বধ তাহে ভগ্নী গর্ভবতী।
বধিলে পাতক অতি ঘুষিবে অকীর্ত্তি ॥ ২৭
অতএব শিশু জনমিলে বিনাশিব।
আমার-বধে ছাওয়াল কিরূপে শক্ত হব ॥ ২৮
এইরূপ বিচারে রহিল দুরাশয়।
দশদিক্ সকল দেখয়ে কৃষ্ণময় ॥ ২৯
উঠিতে বসিতে কৃষ্ণ ভোজনে শয়নে।
জলে স্থলে দেখে কৃষ্ণ নিদ্রা জাগরণে ॥ ৩০
দেবগণ কারাগারে গমন করিয়া।
প্রভুরে করয়ে স্তব কৃতাঞ্জলি হৈয়া ॥ ৩১
জয় জয় নারায়ণ জগত-আধার।
জয় অগতির গতি দেবকীকুমার ॥ ৩২

যুগে যুগে আপনি করিয়া অবতার।
রক্ষা কর সাধুগণে দুষ্টের সংহার ॥ ৩৩
এইরূপে নিতি ব্রহ্মা আদি দেবগণ।
স্তুতি করি নিজস্থানে করয়ে গমন ॥ ৩৪
এইরূপে দশ মাস হইল পূর্ণিত।
সর্ব্ব সুলক্ষণ কাল হইল উদিত ॥ ৩৫
ভাদ্র মাস অসিত অষ্টমী নিশাকালে।
মন্দ মন্দ বহে বাত সুগন্ধি মিশালে ॥ ৩৬
মন্দ মন্দ বরিষণ করে জলধর।
অর্দ্ধরাত্রে উদয় হইলা যদুবর ॥ ৩৭
কোটিচাঁদ-জিনি মুখ কমলনয়ন।
নবাম্বুদতনু পীতবাস পরিধান ॥ ৩৮
চারি হাতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরে।
রতন কিরীটি মাথে দিক্ আলো করে ॥ ৩৯
ঝলমল করে অঙ্গে নানা আভরণ।
শ্রীবৎস কৌস্তুভমণি বক্ষে মনোরম ॥ ৪০
মৃদু মৃদু হাসিমাখা রঙ্গিম অধরে।
লাবণ্য তরঙ্গ বহে শ্রীতি কলেবরে ॥ ৪১
শ্যামচাঁদে দেখি দোঁহে প্রেমানন্দে ভাসে।
দুই কর যুড়ি স্তব করয়ে হরিষে ॥ ৪২
নমো নমো নারায়ণ অখিল আশ্রয়।
নমো দশ অবতার নমো দয়াময় ॥ ৪৩
নমো নমো সকলের আদি সনাতন।
নমো নমো বিশ্বম্ভর বিশ্বের কারণ ॥ ৪৪
আদ্য অন্ত মধ্য তুমি পৃথিবী আকাশ।
তুমি জল তুমি স্থল অনল বাতাস ॥ ৪৫
তুমি চন্দ্র ভানু তারা গ্রহ যোগ বার।
সকল জগত তব মায়ার বিকার ॥ ৪৬
এইরূপ শুনি পিতা মাতার স্তবন।
হাসিয়া কহয়ে প্রভু কমললোচন ॥ ৪৭
যুগে যুগে হয় যত মোর অবতার।
সেই কালে পিতা মাতা তোমরা আমার ॥ ৪৮
কংসবধহেতু হবে মোর আগমন।
গোকুলে আমারে লয়ে রাখহ এখন ॥ ৪৯
নন্দের মন্দিরে কত দিন হবে বাস।
তবে দুষ্ট কংসে আসি করিব বিনাশ ॥ ৫০
এতেক বলিয়া হরি দেখিতে দেখিতে।
সামান্য বালকরূপ হৈলা আচম্বিতে ॥ ৫১
মায়ায় মোহিত কৈলা দুহাকার মন।
পুত্র পুত্র বলি মুখে করিলা চুম্বন ॥ ৫২
কি নীলকমল জিনি সুন্দর বদন।
কোলে করে দেবকী হইল হৃষ্টমন ॥ ৫৩
বসুদেব বলে শুন দেবকী সুন্দরী।
স্নেহ ছাড়ি পুত্র দেহ যাই ত্বরা করি ॥ ৫৪
দারুণ দুর্ব্বার কংস শুনিলে এই কথা।
এইক্ষণে বিপদ পড়িব আমি হেথা ॥ ৫৫
এত বলি বসুদেব পুত্র কৈলা কোলে।
কাঁদিয়া দেবকী দেবী পড়ে ভূমিতলে ॥ ৫৬
হায় নীলকমল আমার আমি তারা।
জনমের মত বুঝি হইলাম হারা ॥ ৫৭
এইরূপে কাঁদে বিশ্ব-পিতার জননী।
বসুদেব প্রবোধিলা কহি নানা বাণী ॥ ৫৮
পায়ের নিগড় তার ঘুচি গেল দূরে।
পুত্র কোলে বসুদেব হইলা বাহিরে ॥ ৫৯
জলধর মন্দ মন্দ বরিষণ করে।
ফণা বিস্তারিয়া শেষ ছত্র ধরে শিরে ॥ ৬০
যমুনার তীরে উত্তরিলা এইরূপে।
জলের তরঙ্গ দেখি বসুদেব কাঁপে ॥ ৬১
অতি বেগবতী মাতা কলিন্দতনয়া।
পুলকে পূর্ণিতা অতি শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া ॥ ৬২
জলের তরঙ্গচ্ছলে প্রেমের তরঙ্গ।
ঢেউ শব্দচ্ছলে কৃষ্ণগুণ-গান রঙ্গ ॥ ৬৩
তীরে থাকি বসুদেব ভাবে মনে মনে।
এস্থানে তরঙ্গে পার হইব কেমনে ॥ ৬৪
গম্ভীর যমুনা অতি বেগ খর তর।
কিরূপে হইয়া পার, যাব নন্দ ঘর ॥ ৬৫

বসুদেবের নন্দগৃহে শ্রীকৃষ্ণ স্থাপন

এইরূপে বসুদেব ভাবে মনে মনে।
জগৎ-জননী উমা আইল সেই থানে ॥ ১
শৃগালিনী রূপেতে যমুনা পার হৈলা।
তাহা দেখি বসুদেব জলেতে নামিলা ॥ ২
অল্প জল দেখিয়া হইলা হরষিত।
পার হৈয়া চলিলেন মনে নাহি ভীত ॥ ৩
যমুনার বাসনা পূরিতে দয়াময়।
কোলে হোতে পড়ি গেলা যমুনা আলয় ॥
বসুদেব কান্দিয়া করয়ে হাহাকার।
খুঁজিতে লাগিলা জলে চক্ষে জলধার ॥ ৫
তথা সিংহাসনে দেবী হরি বসাইয়া।
পুজিলা পরমানন্দে প্রেমে মগ্ন হৈয়া ॥ ৬
বিদায় হইয়া তবে দেবকী-নন্দন।
পিতার করেতে উঠে সহাস্য-বদন ॥ ৭
পুত্র পেয়ে বসুদেব অতি হরষিত।
হারাইল নিধি যেন পাইল আচম্বিত ॥ ৮
কোলে করি পার হয়ে গেলা নন্দালয়।
মায়ায় নিদ্রিত সবে কিছু না জানয় ॥ ৯
নন্দরাণী প্রসব হইলা এক কন্যা।
পরম সুন্দরী সেই ত্রিজগতে ধন্যা ॥ ১০
আপনার পুত্র রাখি রাণীর সমীপে।
তাঁর কন্যা লয়ে পুন আইল সেইরূপে ॥ ১
দ্বারী প্রহরী সব নিদ্রায় বিভোর।
কন্যারে আনিয়া দিল দেবকীর কোর ১২
কন্যা দেখি জননী হইয়া হৃষ্টমন।
যেন পুত্র তেন কন্যা মিলিল এখন ॥ ১৩
ক্রন্দনের শব্দ করি উঠে মহামায়া।
জাগিল প্রহরী সব হুহুঙ্কার দিয়া ॥ ১৪
দেবকী প্রসব জানি ধাইল সত্বরে।
যোড় হাতে জানাইল কংসের গোচরে ॥ ১৫
শুনিয়া দৈত্যের পতি ব্রস্ত হৈয়া উঠে।
খাণ্ডা হাতে ধায় দুষ্ট ভগ্নীর নিকটে ॥ ১৬
অষ্টম গর্ভের কথা ভাল মতে জানে।
হৃদয় কাঁপিছে শ্বাস বহে ঘনে ঘনে ॥ ১৭
কারাগারে প্রবেশি ভগ্নীর কোল হৈতে।
কাড়িয়া লইল কন্যা কাঁপিতে কাঁপিতে ॥ ১৮
কন্যা দেখি কহে দুষ্ট ভণ্ড দেবগণ।
মিছামিছি আমারে করিল প্রতারণ ॥ ১৯
যা হউক শত্রুবীজ রাখা যোগ্য নয়।
এত বলি কন্যা লয়্যা গেল দুরাশয় ॥ ২০
শিশুবধ পাটে আসি ধরিয়া চরণে।
শূন্যে ঘুরাইছে তারে আছাড় কারণে ॥ ২১
হেনকালে হস্ত পিছলিয়া মহামায়া।
আকাশ মণ্ডলে উঠে শক্তি প্রকাশিয়া ॥ ২২
অষ্টভুজা তথায় হইয়া নারায়ণী।
কংসেরে ডাকিয়া তবে কহে ঘোর বাণী ॥ ২৩
ওরে দুষ্ট মোরে চাহ করিতে বিনাশ।
তোর হন্তা করিলেক কোন স্থানে বাস ॥ ২৪
এত বলি নিজ স্থানে গেলেন শঙ্করী।
নিজালয়ে গেল কংস অতি দুঃখে ভরি ॥ ২৫
দেবতার বাক্য মিথ্যা মনে করি জ্ঞান।
বসুদেব দেবকীরে করিল সম্মান ॥ ২৬
বন্ধ হৈতে মোচন করিল দুঁহাকারে।
বিনয় বচনে শান্ত কৈল দেবকীরে ॥ ২৭

নন্দগৃহে উৎসব।

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ।
শ্রীকৃষ্ণের লীলা শুন পীযূষ মিলন ॥ ১
প্রাতঃকালে জাগিলেন নন্দের ঘরণী।
উঠিয়া দেখয়ে পুত্র ইন্দ্র-নীলমণি ॥ ২
যখন প্রসব হইলেন যশোমতী।
নাহি জানে সন্তান কি জন্মিল সন্ততি ॥ ৩
পুত্র দেখি নন্দরাণী আপনা পাসরে।
আনন্দে ডুবিল সুখে বচনানুসারে ॥ ৪
হেনকালে রোহিণী বলাই করি কোলে।
যশোদা নিকটে আইলা অতি কুতূহলে ॥ ৫

যশোদা তনয়ে দেখি অতি হরষিত।
যশোদারে কহে একি তোমার চরিত্র ॥ ৬
হেন নীলকমল তনয় হৈল মোর।
ধুলায় আছয়ে পড়ি নাহি কর কোর ॥ ৭
রোহিণী বচনে রাণী পাইল সম্বিত।
পুত্র পুত্র বলি কোলে করিলা ত্বরিত ॥ ৮
শুনিয়া ধাইল নন্দ পুত্রেরে দেখিতে।
উপনন্দ আদি ঘেরি চলে চারি ভিতে ॥ ৯
পুত্রেরে দেখিয়া নন্দ আনন্দে ডুবিল।
বার্ত্তা শুনি ব্রজবাসী দেখিতে ধাইল ॥ ১০
নন্দের ভবনে শুনি বাধাই আনন্দ।
কান্দে ভার ধায়ে চলে যত গোপবৃন্দ ॥ ১১
ব্রজের রমণী সব চিত্ত পুলকিতে।
বেশ ভূষা করি চলে কৃষ্ণেরে দেখিতে ॥ ১২
তরুণ রমণীগণ কেশ নাই বান্ধে।
নন্দের ভবনে ধেয়ে চলিল আনন্দে ॥ ১৩
কৈলাস হইতে শিব পার্ব্বতীর সনে।
নন্দের ভবনে যান কৃষ্ণ দরশনে ॥ ১৪
গালবাদ্য করি সঙ্গে চলে নিজগণ।
শচীসহ শচীনাথ করিলা গমন ॥ ১৫
কুবের বরুণ আদি দিক্‌পাল চয়।
সবে হরষিতে যান নন্দের আলয় ॥ ১৬
নন্দের ভবনে হৈল আনন্দ তরঙ্গ।
বিবিধ বাজনা বাজে গীত নাট রঙ্গ ॥ ১৭
জৈমিনি বলয়ে শুন মুনিমণ্ডল।
নন্দের মন্দিরে মহানন্দ কোলাহল ॥ ১৮
দেব নাগ নরে মিলি করয়ে নর্ত্তন।
লজ্জা পরিহরি নাচে যত নারীগণ ॥ ১৯
তৈল দধি হরিদ্রা ছড়ায় সবে মিলি।
পরস্পর গায়ে ফেলে হৈল ঠেলাঠেলি ॥ ২০
নাচয়ে নর্ত্তকী গায় গায়কের গুণ।
জয় জয় হুলাহুলি শবদ সঘন ॥ ২১
তবে নন্দ আনন্দে করিলা বহু দান।
গজ অশ্ব গাভী দিল নাহি পরিমাণ ॥ ২২
রতন হীরক মুক্তা রজত কাঞ্চন।
দ্বিজে ভাটে দরিদ্রে দিলেন বহু ধন ॥ ২৩
সবারে বিদায় করি নন্দ মহাশয়।
পুত্র মুখ দেখি অতি হরিষ হৃদয় ॥ ২৪
তবে নন্দ যশোদা রোহিণী হরষিতে।
কৃষ্ণ বলরাম হেরে চিত্ত পুলকিতে ॥ ২৫
হরি বলরাম তবে এক ঠাঁই করি।
আঁখি ভরি পান করে রূপের মাধুরী ॥ ২৬
কি যে নীলমণি শুভ্রমণিতে মিশাল।
অপরূপ দ্যুতি কি যে নয়ন রসাল ॥ ২৭
পান করি রূপের মাধুরী নিরবধি।
নিমগন তনু মন বহে প্রেমনদী ॥ ২৮
এইমতে শ্রীহরি বাড়েন দিনে দিনে।
যেই দিনে যেই কর্ম্ম কৈলা সেই দিনে ॥ ২৯
কুলাচার কর্ম্ম করিলেন যে যে দিনে।
কর্ণবেধ আদি কৈলা বিবিধ বিধানে ॥ ৩০

শ্রীকৃষ্ণের পূতনাদি বধ।

কিছু দিবসের পরে হইলা শ্রীহরি।
পূতনা রাক্ষস মারিল স্তন পান করি ॥ ১
কংসের আদেশে আইল কৃষ্ণ বধিবারে।
স্তন পান করি হরি বিনাশিল তারে ॥ ২
স্তন-পান হেতু মাতৃপদ দিল দান।
হেন দয়াময় কোথা হইবেক আন ॥ ৩
তৃণাবর্ত্ত বধ কৈল্যা শকটভঞ্জন।
এইরূপে বহু লীলা কৈলা নারায়ণ ॥ ৪
মায়ায় ঈশ্বর বলি কেহ নাহি জানে।
এইরূপে নারায়ণ রহেন গোপনে ॥ ৫
দিনে দিনে বাড়ে প্রভু যশোদা-নন্দন।
হামাগুড়ি দিয়া যায় শোভা মনোরম ॥ ৬
চরণ পরশে মহী-চিত্ত পুলকিত।
তৃণ ছলে প্রেমাঙ্কুর করে প্রকাশিত ॥ ৭

জলস্রোত ছলে মহী ভাসে প্রেমজলে।
কৃষ্ণ বলরাম দুহেঁ হরষিতে খেলে ॥ ৮

—:—

কৃষ্ণ বলরামের নামকরণ।

এইরূপে দুই ভাই করয়ে বিহার।
একদিন গর্গমুনি কৈলা আগুসার ॥ ১
নন্দেরে ভেটিলা মুনি রাজ-সভামাঝ।
হরষিতে আসন দিলেন ব্রজরাজ ॥ ২
সভাসহ প্রণমিলা নন্দ মহাশয়।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া অতি হরিষ-হৃদয় ॥ ৩
যোড়হাতে কহে নন্দ মুনিসন্নিধানে।
দুই বালকের নাম স্থাপহ আপনে ॥ ৪
এত শুনি হরিষ হইলা তপোধন।
কহে দুই বালকে করাহ দরশন ॥ ৫
এত শুনি ব্রজরাজ মুনিরে লইয়া।
অন্তঃপুরে প্রবেশিলা হরিষ হইয়া ॥ ৬
কৃষ্ণ বলরামে মুনি করি নিরীক্ষণ।
যোগবলে জানিলা সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥ ৭
অনন্ত গোবিন্দ বিহরয়ে ব্রজপুরে।
মায়ায় না জানে গোপ শিশুবুদ্ধি করে ॥ ৮
নন্দেরে চাহিয়া বলে মধুর বচন।
শুন নন্দ আপন তনয় বিবরণ ॥ ৯
রূপে আকর্ষণ করে মন সবাকার।
অতএব কৃষ্ণ নাম রহিল ইঁহার ॥ ১০
যুগে যুগে অবতরে তোমার তনয়।
সত্যযুগে শুক্লবর্ণ ধারণ করয় ॥ ১১
এই শিশু রক্তবর্ণ ত্রেতাযুগে ধরে।
কলিতে হবেন পীত জানিহ নির্দ্ধারে ॥ ১২
এবে কৃষ্ণবর্ণ-ধারী তনয় তোমার।
নারায়ণ সম সর্ব্ব চরিত্র ইঁহার ॥ ১৩

তথাহি শ্রীভাগবতে গর্গবচনং—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥
প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ।
বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সংপ্রচক্ষতে ॥

কভু ইহঁ৷ হৈলা বসুদেবের তনয়।
অতএব বাসুদেব নাম সুনিশ্চয় ॥ ১৪
রোহিণীনন্দন হবে অতি বলবান।
অতএব ইঁহার হইল বলরাম ॥ ১৫
রূপ অতি রমণীয় নয়ন আরতি।
বলরাম নাম ইঁহার হইবেক খ্যাতি ॥ ১৬

অয়ং বৈ রোহিণীপুত্রো রময়ন্ সুহৃদো গুণৈঃ।
আখ্যাস্যতে রাম ইতি বলাধিক্যাদ্বলং বিদুঃ ॥

এত শুনি হরষিত হইল বৈশ্যরাজ।
মুনিবরে প্রণমিলা পড়ি ক্ষিতি মাঝ ॥ ১৭
বিদায় করিলা বহু রত্ন ধন দিয়া।
নিজ গৃহে গেলা মুনি হরিষ হইয়া ॥ ১৮
গর্গাচার্য্য কৃষ্ণ করিলা প্রচার।
কৃষ্ণনামে ব্রজবাসী আনন্দ অপার ॥ ১৯
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে হইল কৃষ্ণময়।
অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণ সদা বিরাজয় ॥ ২০
কেহ দাস্যভাবে সেবা করয়ে চরণ।
কেহ সখাভাবে করে প্রিয় আচরণ ॥ ২১
কেহ বা বাৎসল্যভাবে পুত্র স্নেহ করে।
এইরূপে ব্রজনাথ ভ্রমে ব্রজপুরে ॥ ২২
এই প্রভু কলিকালে পীতবর্ণ ধরি।
হইলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধারী ॥ ২৩
অগ্রজ বলাই সঙ্গে নিত্যানন্দ রাম।
কৃপা করি জীবগণে দিলা হরিনাম ॥ ২৪
কভু মিথ্যা না জানিহ গর্গের বচন।
অতএব ভজ কৃষ্ণচৈতন্য চরণ ॥ ২৫
জৈমিনি ভারতে আর শ্রীমহাভারতে।
চৈতন্যের তত্ত্ব সব কহিলা বিদিতে ॥ ২৬

তথাহি জৈমিনিভারতে উদ্ধবং প্রতি নারদবাক্যং।

ভগবান্ দেবকীপুত্রশ্চৈতন্য ইতি বিশ্রুতঃ।
অবতীর্ণঃ কলৌ সত্যং সত্যং সত্যং জয়ত্যহো॥

শ্রীমহাভারতে সহস্রনামস্তোত্রে।
সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদিঃ ॥
সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥
শাস্ত্রজ্ঞান যার সেই জানে এই গূঢ়।
অল্প পড়ি এসব না জানে মূর্খ মূঢ় ॥ ২৭
কিবা শাস্ত্র না পড়িয়া ভকতি আচরে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তত্ত্ব তাহারে গোচরে ॥ ২৮
অতএব ত্যজ ভাই মদ অভিমান।
চৈতন্য-চরণ ভজ হইবে কল্যাণ ॥ ২৯
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়।
আমারে করুণা কর যশোদা তনয় ॥ ৩০

—০—

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণন।

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ।
শ্রীকৃষ্ণের লীলা অতি অদ্ভুত কথন ॥ ১
অমৃত বারিধি লীলা অতি সুগম্ভীর।
তাহাতে ডুবিয়া কোন জন হবে স্থির ॥ ২
লীলামৃত তরঙ্গে ভাসয়ে মোর মন।
সঙ্ক্ষেপে কহি যে কিছু করহ শ্রবণ ॥ ৩
এইরূপে রহে কৃষ্ণ গোকুল নগরে।
দিনে দিনে বাড়ে দেহ অতি মনোহরে ॥ ৪
বাল্যলীলারসে ভোর জগতের পতি।
সতত খেলয়ে ব্রজ শিশুর সংহতি ॥ ৫
বলরাম আর কৃষ্ণ শ্রীদাম সুবল।
অংশুমান অর্জ্জুন সুদাম মহাবল ॥ ৬
মধুমঙ্গলাদি সনে সতত বিহার।
দিগম্বর শিশুগণ খেলে অনিবার ॥ ৭
রয়েক মাখন চুরি গোয়ালার ঘরে।
ভাণ্ড ভাঙ্গে ঘৃত দধি অপচয় করে ॥ ৮
কেহ কিছু কহিতে না পারে মুখ দেখি।
এত [illegible]রেতেও সবে হয় সুখী ॥ ৯
কোন দিন গোপীগণ হয়ে এক মিলি।
যশোদারে [illegible] গিয়া কৃষ্ণের ধামালি ॥ ১০
ডাকিয়ে বলয়ে মাতা আপনার সুতে।
কেন উপদ্রব বাছা কর হেন মতে ॥ ১১
হাসিয়া কহয়ে হরি আমি না করিল।
মিছামিছি গোপী হেন গোহারি করিল ॥ ১২
নগরে খেলিয়ে আমি ব্রজ শিশুসনে।
ধরি লয়ে যায় মোরে নিজ নিকেতনে ॥ ১৩
বালায় বালায় বাঁধি গায়ে দেয় ধূলা।
রঙ্গের নাটুয়া মোরে পায় গোপীগুলা ॥ ১৪
পুন মোর উপদ্রব তোমারে জানায়।
ধরম না গণে গোপী এত বড় দায় ॥ ১৫
লজ্জা পায়ে গোপীগণ কৃষ্ণের বচনে।
কিছু না কহিয়া ফিরি যায় নিকেতনে ॥ ১৬
সুন্দর বদনচাঁদ কি নীলকমল।
হেরি ব্রজবাসীগণ হইল বিহ্বল ॥ ১৭
তিল এক কৃষ্ণ বিনে না পারে রহিতে।
কৃষ্ণের বদন হেরে চিত্ত পুলকিতে ॥ ১৮
শিশুগণ সঙ্গে করে যমুনা বিহার।
সেই সব লীলা হয় অনন্ত অপার ॥ ১৯
ভাগ্যমানে যমুনা কৃষ্ণের পদ পেলে।
স্রোত-ছলে বাড়ে দেবী প্রেমে পূর্ণা হয়ে ২০
এইরূপে লীলা করে গোলকের রায়।
কে তাঁরে জানিতে পারে যদি না জানায় ॥ ২১
একদিন যশোমতী অতি উষাকালে।
মন্থন করয়ে দধি বসিয়া বিরলে ॥ ২২
মন্দ মন্দ মধুর শব্দ ঘর ঘরি।
নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিয়া বসিলা প্রভু হরি ॥ ২৩
মায়ের সদনে গেলা আঁখি কচালিয়া।
মা বলি অঞ্চলে ধরে মাখন লাগিয়া ॥ ২৪
নিমগ্ন আছেন মাতা কিছু না জানিলা।
উত্তর না পেয়ে হরি কোপিত হইলা ॥ ২৫
ভাঙ্গিল গৃহেতে যত ছিল দ্রব্যচয়।
দুগ্ধ হাঁড়ি দধি হাঁড়ি কৈল অপচয় ॥ ২৬
দধি দুগ্ধ ঘৃত সব এক মিলাইল।
ঘর দ্বার বাহির স্রোতেতে পূর্ণ কৈল ॥ ২৭

মন্থন করয়ে দধি যশোদা জননী।
চরণতলেতে মাতা স্রোত হেন মানি ॥ ২৮
অধোমুখে দেখিলা দধির স্রোতোধার।
আচম্বিতে দেখি হেন হৈল চমৎকার ॥ ২৯
চারি পানে চাহে মাতা কাহারে না হেরে।
ত্বরা করি প্রবেশিল গৃহের ভিতরে ॥ ৩০
দেখে কৃষ্ণ সব দ্রব্য অপচয় করি।
ক্রোধে ঠেঙ্গা মারিতেছে ভূমির উপরি ॥ ৩১
দেখিয়া জননী অতি কোপিত হইয়া।
কৃষ্ণেরে বাঁধিতে যান রজ্জু হাতে লয়া ॥ ৩২
ধাইলা শ্রীহরি মাতা পিছে পিছে ধায়।
কতক্ষণে লাগি পেয়ে ধরিল তাঁহায় ॥ ৩৩
বাঁধিতে যতন করে না পারে বাঁধিতে।
আনিল অনেক রজ্জু প্রতিবাসী হৈতে ॥ ৩৪
যতেক বন্ধন করে রজ্জু না কুলায়।
বিস্ময় হইয়া মাতা করে হায় হায় ॥ ৩৫
জননীর দুঃখ দেখি জগতের পিতা।
ইচ্ছায় বন্ধন লয় বিশ্ববন্ধু দাতা ॥ ৩৬
যাহার মায়ায় বদ্ধ সকল সংসার।
ব্রজবাসী-প্রেমে কৈলা বন্ধন স্বীকার ॥ ৩৭
উদূখলে বান্ধি কৃষ্ণে অন্য কার্য্যে গেলা।
বিং   উদূখলে বন্ধন রহিলা ॥ ৩৮
কর‍ঃ শ্রবণ।

যমল অর্জ্জুন নামে বড় দুই তরু।
তাহাদের উদ্ধার চিন্তিল বিশ্বগুরু ॥ ৪১
নাচিতে নাচিতে গেলা বৃক্ষসন্নিধানে।
দুই হাতে দুই বৃক্ষে দিলা এক টান ॥ ৪২
অমনি পড়িল বৃক্ষ ভূমির উপর।
শবদ হইল বজ্রপাত সম স্বর ॥ ৪৩
শব্দ শুনি ব্রজবাসী সবে চমকিত।
বিনা মেঘে বজ্রপাত কেন আচম্বিত ॥ ৪৪

যমল অর্জ্জুন যবে ভঙ্গ কৈলা হরি।
বাহির হইল দুহেঁ নিজ দেহ ধরি ॥ ৪৫
নল আর কুবের পড়িল পদতলে।
যোড়হাতে স্তুতি করে নেত্রে ধারা গলে ॥ ৪৬
নমোনমঃ অনন্ত অনাদি বিশ্বগুরু।
নমোনমঃ সর্ব্বাশ্রয় বাঞ্ছাকল্পতরু ॥ ৪৭
নমো যোগেশ্বরের ঈশ্বর নারায়ণ।
আমা দুই পতিতের করহ মোচন ॥ ৪৮
স্তবে তুষ্ট হয়ে হরি বলেন হাসিয়ে।
নিজ গৃহে যাহ দুঁহে বিদায় হইয়ে ॥ ৪৯
অচিরে পাইবে দুঁহে আমার চরণ।
শুনিয়া হরিষে তারা করিল গমন ॥ ৫০
তথা মহাশব্দ পেয়ে যশোদা কাতর।
কৃষ্ণ না দেখিয়া ঘরে হইলা ফাঁফর ॥ ৫১
শিরে করাঘাত হানি কান্দয়ে অপার।
হায় কিবা মন্দবুদ্ধি ঘটিল আমার ॥ ৫২
কৃষ্ণেরে বাধিনু কেন আপনা খাইয়া।
কোথা গেল পুত্র মোর মোরে না কহিয়া ॥ ৫৩
ঘরে ঘরে খুঁজে মাতা দেখিতে না পায়।
নন্দ উপনন্দ আদি আইল তথায় ॥ ৫৪
খুঁজিতে লাগিলা সবে বিকল হইয়া।
যমল অর্জ্জুন তলে মিলিল যাইয়া ॥ ৫৫
ভগ্ন বৃক্ষ উপরে নাচয়ে দামোদর।
দৌড়িয়া যশোদা তুলে বৃক্ষের উপর ॥ ৫৬
মুখে স্তন দিয়া মাতা গেলা নিজ ঘরে
দেবেতে রাখিল আজি কহে বারে বারে ॥ ৫৭
নন্দ আদি সব গোপ হইলেন স্থির।
ভাগ্যেতে আছিল কৃষ্ণ বৃক্ষের বাহির ॥ ৫৮
যশোদা রোহিণী রক্ষা পড়ে বারে বারে।
সুমঙ্গল স্নান করাইল দামোদরে ॥ ৫৯
গৃহে আনিলেন তবে মঙ্গল করিয়া।
যুকতি করিলা সবে একত্র হইয়া ॥ ৬০
উৎপাত অধিক এথা থাকা যোগ্য নয়।
অতএব বৃন্দাবনে যাইব নিশ্চয় ॥ ৬১

এত কহি গোকুল ত্যজিয়া সর্ব্বজনে।
নন্দ আদি সকলে গেলেন বৃন্দাবনে ॥ ৬২
এইরূপ লীলা হরি করেন প্রকাশন।
কত বাল্যলীলা কৈলা না যায় গণন ॥ ৬৩
সমুদ্র অপার লীলা নাহি পারাবার।
সূত্র পাইয়া কণামাত্র করিনু বিস্তার ॥ ৬৪
ইচ্ছ ভরি লিখিতে সদাই মনে আশ।
পুঁথি বিস্তারের হেতু বড় পাই ত্রাস ॥ ৬৫
অল্পমাত্র সূত্ররূপে করি যে বর্ণন।
অপরাধ না লইবে আমি অভাজন ॥ ৬৬

—:—

কৃষ্ণ বলরামের গোধন চারণ।

জৈমিনি বলয়ে সবে শুনহ সাদরে।
এইরূপে ব্রজনাথ আনন্দে বিহরে ॥ ১
সপ্তম বৎসর যবে হইল বয়েস।
গোধন চারণ হেতু হইল আবেশ ॥ ২
একদিন মায়েরে বলিলা বিশ্বম্ভর।
গোচারণে যাব আমি বনের ভিতর ॥ ৩
শুনি যশোমতী হাসি কহিলা নন্দেরে।
তাহা শুনি নন্দ হৈলা প্রফুল্ল অন্তরে ॥ ৪
কৃষ্ণে বলে গোচারণে তোমার কি কাজ।
রাজচক্রবর্ত্তী আমি হই ব্রজ মাঝ ॥ ৫
শুনিয়া যতন করি কহেন পিতারে।
গোপ হয়ে গোচারণ কুল ব্যবহারে ॥ ৬
বারণ না কর পিতা অবশ্য করিব।
দাদা বলরাম সঙ্গে নির্ভয়ে থাকিব ॥ ৭
কৃষ্ণের নিতান্ত পণ জানি নন্দ ঘোষ।
অমৃত বচনে পাইলা পরম সন্তোষ ॥ ৮
অনুমতি দিলা নন্দ গোধন চারণে।
এই কার্য্য যশোদার নাহি ভয় মনে ॥ ৯
পুত্রের দেখিয়া যত্ন নারে ছাড়াইতে।
শুভদিনে গোপবেশ লাগিলা করিতে ॥ ১০
শিরে বাঁধে চূড়া শিখি-পুচ্ছের সংহতি।
নবগুঞ্জা মালা তাহে বেড়ে যশোমতী ॥ ১১
অলকা তিলকা ভালে রচিলা সুন্দর।
চন্দনের পাঁতি তাহে রচে মনোহর ॥ ১২
পীতধড়া পরায়ে মুরলী দিল করে।
গোচারণ-বেত্র হরি বাম কক্ষে ধরে ॥ ১৩
সহজ রূপেতে হরি ভুবনমোহন।
গোপবেশে উজ্জ্বল হইল মনোরম ॥ ১৪
বেত্রবেণুধারী হরি মদনমোহন।
ব্রজবাসিগণের হরিল তনু মন ॥ ১৫
নব নব ব্রজবধূ কৃষ্ণরূপ হেরি।
প্রেমের তরঙ্গে ভাসে আপনা পাসরি ॥ ১৬
বলরামে সাজাইলা ধড়া নীলবাসে।
শিঙ্গা বেত্র ধরে প্রভু মনের হরিষে ॥ ১৭
এক কর্ণে কুণ্ডল বারুণী মদে ভোরা।
শ্রীকৃষ্ণের ভাবে গর গর মাতোয়ারা ॥ ১৮
হেনকালে শ্রীদামাদি ব্রজ শিশুগণে।
কৃষ্ণপ্রিয় সখাগণ আইল সেখানে ॥ ১৯
মায়ে প্রণমিয়া সবে চলে গোষ্ঠমুখে।
রোদন করয়ে নন্দরাণী মনোদুঃখে ॥ ২০
এথা হরি গোষ্ঠমাঝে করেন গমন।
দক্ষিণে বলাই মত্ত চলে মনোরম ॥ ২১
বামেতে দাম শ্রীদাম সুবল দক্ষিণে।
চলিল অনেক সখা গোধন চারণে ॥ ২২
শিঙ্গা বেণু মুরলী বাজায়ে সুমধুরে।
গাভী সব হাম্বারবে হইল বাহিরে ॥ ২৩
আগে আগে গাভীগণ যায় বৎস সনে।
পাছে সখাগণ চলে হরষিত মনে ॥ ২৪
গোপবধূগণ দেখি শ্রীকৃষ্ণের রূপ।
নবীন জলদশ্যাম প্রেম রসকূপ ॥ ২৫

—:—

শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ।

বৃষভানুকন্যা নাম রাধা ঠাকুরাণী।
ব্রজমাঝে রূপে গুণে প্রধান বাখানি ॥ ১
কন্যাকাল হৈতে কৃষ্ণ গাঢ় অনুরাগে।
কৃষ্ণের মোহন রূপ সদা হৃদে জাগে ॥ ২

ললিতা বিশাখা আদি সখীগণ সনে।
নিরখয়ে কৃষ্ণরূপ হরষিত মনে ॥ ৩
দেখিয়া গোপাল বেশ নয়ন ভুলিল।
দুনয়ন প্রেমবাণ হৃদয়ে বিন্ধিল ॥ ৪
সখীসহ কৃষ্ণগুণ লাগিল কহিতে।
প্রেমায় পূর্ণিত দেহ ধারা নয়নেতে ॥ ৫
ওথা হরি সখা সহ গিয়া গোবর্দ্ধনে।
ধেনুগণে চরাইলা আনন্দিত মনে ॥ ৬
নব নব তৃণ সব গিরিবর ধারে।
ভোগ করে গাভীগণ আনন্দ অন্তরে ॥ ৭
শীতল তরুর ছায়ে বসিলা গোবিন্দ।
চারিদিকে বেড়িয়া বসিল সখাবৃন্দ ॥ ৮
কেহ নব পল্লবের করয়ে বাতাস।
সবাকার মনে অতি আনন্দ উল্লাস ॥ ৯
তবে দিবা অন্তে পুনঃ সখাগণ সনে।
ধেনু সব লইয়া আইলা নিকেতনে ॥ ১০
পথে পুনঃ গোপীগণ কৈলা দরশন।
শ্যামরূপ সাগরে ডুবিয়া গেল মন ॥ ১১
নিত্য অনুরাগ বাড়ে রাধার অন্তরে।
রাত্রি দিন কৃষ্ণরূপ হৃদিমাঝে হেরে ॥ ১২
অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণ করে নিরীক্ষণে।
কৃষ্ণ বিনা আর কিছু না দেখে নয়নে ॥ ১৩
ওথা হরি সখাগণে করিয়া বিদায়।
বলরামসহ আপনার ঘরে যায় ॥ ১৪
পুত্র দেখি যশোদা রোহিণী হরষিতে।
নির্ম্মঞ্ছন করি গৃহে লইলা ত্বরিতে ॥ ১৫
স্নান করি দুই ভাই করিয়া ভোজন।
রাজ সভা গিয়া কৈল নিত্য দরশন ॥ ১৬
গান বাদ্য শুনি অতি হরিষ হইয়া।
নন্দ আদি গোপগণে মহাসুখ দিয়া ॥ ১৭
জননী নিকটে পুনঃ আসি দুইজনে।
দুগ্ধপান করিলেন হরষিত মনে ॥ ১৮
দিব্য নিভ শয্যাতে শুইলা দোঁহে সুখে।
ব্রজবাসিগণ লীলা দেখয়ে কৌতুকে ॥ ১৯
এইরূপে বিহরয়ে রাম দামোদর।
দেখি নন্দ যশোমতী আনন্দ অন্তর ॥ ২০

ষষ্ঠাংশঃ

বৎসাসুর বকাসুর ও অঘাসুর বধ।

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ।
শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা অমৃত কথন ॥ ১
প্রভাতে মিলিল আসি যত সখাগণ।
নিদ্রা ত্যজি উঠিলেন রাম জনার্দ্দন ॥ ২
সখাগণ সনে গাভী দোহন করিয়া।
স্নান পান ভোজন করিলা হর্ষ হয়ে ॥ ৩
গোষ্ঠবেশ জননী রচিল ভালমতে।
পুনঃ গোষ্ঠ গেলা হরি সখাগণ সাথে ॥ ৪
সেই দিনে বৎসাসুর কংসের প্রেরিত।
বৎসরূপ ধরি তথা ভ্রমে আচম্বিত ॥ ৫
অসুর জানিয়া হরি বিনাশিলা তারে।
মহানন্দে সখাগণ সঙ্গে সুবিহরে ॥ ৬
গোচারণ করি পুনঃ ফিরিয়া আইলা।
পূর্ব্ববৎ লীলা সব আনন্দে করিলা ॥ ৭
এইরূপ নিতি নিতি করয়ে বিহার।
হেরি সব ব্রজবাসী আনন্দ অপার ॥ ৮
একদিন গোষ্ঠে হরি সখাগণ সনে।
গোধন চারণ করে হরষিত মনে ॥ ৯
কংসের প্রেরিত দুষ্ট বকাসুর নাম।
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি উড়ে প্রাণ ॥ ১০
মুখ মিলি আইসে দুষ্ট কৃষ্ণেরে গিলিতে।
দেখি সব সখাগণ ভয় পাইল চিতে ॥ ১১
নির্ভয় করিয়া হরি সকল সখায়।
আগুবাড়ি তার ওষ্ঠ ধরিলা লীলায় ॥ ১২
দুই হাতে দুই ওষ্ঠ ধরিলা শ্রীহরি।
চিরিয়া ফেলিলা তারে দুইখান করি ॥ ১৩
ঘোরতর শব্দ করি বকা ত্যজে প্রাণ।
যমুনা নামিয়া হরি করিলেন স্নান ॥ ১৪

সখা মাঝে মিলিলেন হরষিত-মন।
দেখি সব সখাগণ কৃষ্ণেরে বাখানে ॥ ১৫
কি বিদ্যা শিখিলে ভাই এ বড় বিস্ময়।
অসুর নিকটে গেলে না করিলে ভয় ॥ ১৬
এইরূপে হরি প্রশংসিয়া সখাগণে।
সন্ধ্যাকালে গেল পুনঃ যে যার ভবনে ॥ ১৭
যশোদা এ সব কথা শ্রবণ করিয়া।
হরি অঙ্গে বান্ধে রক্ষা মহাভয় পায়্যা ॥ ১৮
আর একদিন গোষ্ঠে গেলা ভগবান।
সেই দিনে গমন না কৈল বলরাম ॥ ১৯
সখাগণ সহ খেলে অতি হরষিত।
হেনকালে অঘাসুর কংসের প্রেরিত ॥ ২০
ভয়ঙ্করমূর্ত্তি সর্প গিলিতে সবায়।
বিস্তারিল দুই ওষ্ঠ সেই মহাকায় ॥ ২১
পৃথিবী আকাশ যুড়ি মেলিল বদন।
প্রবেশিল উদরে গোধন সখাগণ ॥ ২২
দেখি ত্রস্ত হয়ে হরি প্রবেশি উদরে।
ধরিলা বিরাট মূর্ত্তি বধিতে তাহারে ॥ ২৩
বাড়ে কৃষ্ণ-দেহ সর্প-উদর-ভিতরে।
উদূখলে লাগে শির সহিতে না পারে ॥ ২৪
ভয়ে ভয়ঙ্কর করে ভীষণ গর্জ্জন।
দন্ত কড়মড়ি করে বজ্রের নিস্বন ॥ ২৫
স্বর্গে বসি কৌতুক দেখয়ে দেবগণে।
সর্পের উদরে হরি দেখি ভয় মানে ॥ ২৬
বিরাট মূর্ত্তির ভার ধরে কার শক্তি।
প্রাণ ছাড়ি অঘাসুর পাইলেক মুক্তি ॥ ২৭
পাকিলে ফাটয়ে যেন কর্কটীর ফল।
দুইখান হৈয়া তেন পড়ে মহাবল ॥ ২৮
স্বর্গ হৈতে কুসুম বরিষে দেবগণে।
দুন্দুভির শব্দ করে হরষিত মনে ॥ ২৯
মুক্ত হৈল গোবৎস সকল সখাগণ।
[illegible] পায়্যা কৃষ্ণে বাখানয়ে সর্ব্বজন ॥ ৩০
তবে সবে যমুনা নামিয়া হরষিতে।
স্নান করি আইলেন পুলিনে ত্বরিতে ॥ ৩১

এই লীলা দেখি ব্রহ্মা চিন্তিতে লাগিলা।
শিশু হয়ে এ অসুরে কেমনে বধিলা ॥ ৩২
কি বুঝি পরম ব্রহ্ম হরি হইবেন।
নতুবা এমন শক্তি কেন ধরিবেন ॥ ৩৩
নিশ্চয় নিশ্চয় আমি একথা বুঝিব।
আজি বৃন্দাবনে আমি গমন করিব ॥ ৩৪

ব্রহ্মার শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ।

ওথা হরি মহানন্দে সখাগণ সনে।
করিয়া বিবিধ লীলা সকৌতুক মনে ॥ ১
যমুনার তীরে করে পুলিন ভোজন।
মিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন করেন আস্বাদন ॥ ২
যেই দ্রব্য মিষ্ট জ্ঞান হয় সখাগণে।
পিরীতি করিয়া দেন হরির বদনে ॥ ৩
দূরে থাকি দেখি ব্রহ্মা প্রমাদ গণিল।
এইরূপ দেখি ব্রহ্মা বিস্ময় হইল ॥ ৪
পূর্ণব্রহ্ম হবে যদি যশোদানন্দন।
গোপের উচ্ছিষ্ট কেন করিবে ভোজন ॥ ৫
মোহিত হইলা ব্রহ্মা হরির মায়ায়।
কিরূপে বুঝিব ইহা ভাবয়ে উপায় ॥ ৬
হেনকালে ধেনুগণ গেল দূর বনে।
দেখিয়া উৎকণ্ঠা হৈল সব সখাগণে ॥ ৭
বুঝিয়া মনের কথা শ্রীহরি সত্বরে।
সখাগণে কহিলেন আনন্দ অন্তরে ॥ ৮
ভোজন করহ সুখে তোমরা এখানে।
আমি গিয়া ফিরাইব সব ধেনুগণে ॥ ৯
এত বলি হরি শীঘ্র করিলা গমন।
ওথা ব্রহ্মা হরিয়াছে সব ধেনুগণ ॥ ১০
হরি অন্বেষণে গেলা দেখি প্রজাপতি।
মায়া করি শিশুগণে হরে শীঘ্রগতি ॥ ১১
পর্ব্বতের গুহা মাঝে সে সবে রাখিয়া।
আপন ভবনে গেলা উৎকণ্ঠা হইয়া ॥ ১২

গোধন না পায়্যা হরি উৎকণ্ঠিত মনে।
ত্বরিতে আইলা যথা ছিল সখাগণে ॥ ১৩
দেখিলেন কেহ মাত্র নাহি সেইখানে।
বিলাপ করিয়া কান্দে বিষাদিত মনে ॥ ১৪
হায় প্রিয়সখা কোথা শ্রীদাম সুবল।
প্রাণের সমান কোথা সে মধুমঙ্গল ॥ ১৫
ধবলী শ্যামলী কোথা পিশঙ্গী পিয়লী।
কেন না দেখি সে সবে কোথা গেল চলি॥ ১৬
এইরূপ নরলীলা-বশে ভগবান।
কতক্ষণ বিলাপিয়া কৈলা অনুমান ॥ ১৭
জানিলেন এ সকল ব্রহ্মার কারণ।
হাসি অঙ্গ হইতে সৃজে শিশু বৎসগণ ॥ ১৮
পূর্ব্ববৎ সখাগণ ধেনুগণ আর।
অঙ্গ হৈতে সৃজিলেন নন্দের কুমার ॥ ১৯
নিজ নিজ ঘরে সবে করিলা গমন।
কৃষ্ণ ভাবে স্নেহ করে পিতা মাতাগণ ॥ ২০
কৃষ্ণ দরশনে সবে নাহি যায় আর।
আপনার পুত্রে স্নেহ করয়ে অপার ॥ ২১
গাভী সব বৎসগণে মহাপ্রীতি করে।
এত রূপ ধরি কৃষ্ণ ভ্রমে ব্রজপুরে ॥ ২২
যাহার মায়ায় বশ সকল সংসার।
তাঁর আগে মায়া করে শক্তি বা কাহার ॥ ২৩
আর একদিন ব্রহ্মা আসি বৃন্দাবনে।
কৃষ্ণসহ দেখে সেই সব সখাগণে ॥ ২৪
চিন্তিয়া গেলেন ব্রহ্মা পর্ব্বত গুহায়।
দেখে সেইরূপ সবে আছয়ে তথায় ॥ ২৫
বিস্ময় হইয়া পুনঃ আইলা আর বার।
দেখে কৃষ্ণ সহ সবে করয়ে বিহার ॥ ২৬
আর বার ধায়্যা চলে গুহার ভিতর।
সেইরূপ সবা দেখি হইল ফাঁপর ॥ ২৭
এইমতে গতায়াত করে বার বার।
ত্রাসিত হইয়া ব্রহ্মা মানে চমৎকার ॥ ২৮
অপরাধ মানি পড়ে হরিপদতলে।
চারি মুখে স্তুতি করে নেত্রে ধারা গলে ॥ ২৯

অনেক করিলা স্তব দেব প্রজাপতি।
হাসিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন তাঁর প্রতি ॥ ৩০
মোর ব্রজলীলা ব্রহ্মা বুঝিতে দুষ্কর।
এই গূঢ় লীলা নহে কাহারো গোচর ॥ ৩১
আপনি অবশ আমি এ ব্রজলীলায়।
তুমি কি বুঝিবে লক্ষ্মী সন্ধান না পায় ॥ ৩২
অতএব যাহ তুমি আপনার পুরে।
ধেনু আর সখাগণে আন এথাকারে ॥ ৩৩
আজ্ঞা পায়্যা গেল ব্রহ্মা তা সবা আনিতে।
পূর্ব্বে সৃষ্টি মিশাইল কৃষ্ণের অঙ্গেতে ॥ ৩৪
আনিয়া দিলেন ব্রহ্মা শিশু বৎসগণে।
প্রণমিয়া প্রফুল্লিতে গেলেন ভবনে ॥ ৩৫
অগাধ অপার সিন্ধু লীলার কথন।
কিছুমাত্র স্পর্শি তার করিয়া বর্ণন ॥ ৩৬

কালীয় দমন।

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ।
অপূর্ব্ব রহস্য কথা করহ শ্রবণ ॥ ১
আর একদিন গেলা গোধন চারণে।
সখা সহ প্রবেশ করিলা বৃন্দাবনে ॥ ২
সেই দিন বলরাম রহিলেন ঘরে।
মনে হৈল উদ্ধারিতে কালীয়-নাগেরে ॥ ৩
যমুনার তীরে হরি সখাগণ সনে।
গোচারণ করে দূর গেল ধেনুগণে ॥ ৪
আপনি গেলেন হরি ধেনু ফিরাইতে।
ঘোর বনে প্রবেশিল না পাই দেখিতে ॥ ৫
প্রচণ্ড হইল অতি রবির কিরণ।
তৃষ্ণায় আকুল হৈল যত সখাগণ ॥ ৬
ব্যগ্র হৈয়া কালীদহে জল কৈলা পান।
বিষেতে ঘেরিয়া সবে হইলা অজ্ঞান ॥ ৭
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে কালিন্দীর তীরে।
ধেনু ফিরাইয়া হরি আইলা তথাকারে ॥ ৮

সখাগণে খুঁজি কোথা দেখা নাহি পায়।
বিষণ্ণ হইয়া প্রভু করে হায় হায় ॥ ৯
পরম ঈশ্বর হরি নর লীলা করে।
ক্ষণেক চিন্তিয়া গেলা কালিন্দীর তীরে ॥ ১০
দেখে সব সখাগণ পড়ি ভূমিতলে।
ধাইয়া শ্রীহরি সুবলেরে কৈলা কোলে ॥ ১১
প্রাণহত দেখি হরি জানিলা কারণ।
সবাকার অঙ্গে হাত দিলা নারায়ণ ॥ ১২
কমল হস্তের স্পর্শ অঙ্গেতে লাগিল।
প্রাণ পাইয়া সখাগণ উঠিয়া বসিল ॥ ১৩
কৃষ্ণেরে কহয়ে তুমি একা ঘোর বনে।
প্রবেশ করিলে ভয় না করিলে মনে ॥ ১৪
নিদ্রায় আছিনু মোরা যমুনার তীরে।
এবে পুলিনেতে চল আনন্দ অন্তরে ॥ ১৫
কৃষ্ণ বলে নিদ্রা নহে শুনহ কারণ।
বিষজল পানে সবে ত্যজিলে জীবন ॥ ১৬
পুনরপি ঈশ্বর দিলেন প্রাণদান।
চল পুলিনেতে সবে করিব প্রয়াণ ॥ ১৭
এত বলি সখাসনে পুলিনে আইলা।
শীতল তরুর ছায়ে সবে বসাইলা ॥ ১৮
কালীয় উদ্ধার হেতু প্রভু বিশ্বম্ভর।
আশ্বাসিয়া কহে সব সখার গোচর ॥ ১৯
ক্ষণ এক বৈস ভাই তরুর তলায়।
কালীদহ বিচারিয়া আসিব হেথায় ॥ ২০
এতবলি ধটি দৃঢ় কটিতে বান্ধিয়া।
কেলিকদম্বের বৃক্ষে উঠে লম্ফ দিয়া ॥ ২১
ঝাঁপ দিয়া কালীদহে পড়িলা শ্রীহরি।
কান্দে সব সখাগণ হাহাকার করি ॥ ২২
কোথা গেলে সখা আমা সবারে ছাড়িয়া।
জননীরে কি আর বলিব ঘরে গিয়া ॥ ২৩
অনেক বিলাপ করি কান্দে সখাগণ।
যশোদারে গিয়া সব কৈল নিবেদন ॥ ২৪
নন্দ উপনন্দ আদি যত গোপগণে।
হাহাকার করি কান্দে এ কথা শ্রবণে ॥ ২৫
রোহিণী যশোদা কান্দে হাহাকার করি।
অঙ্গ আছাড়িয়া কান্দে কুলের নাগরী ॥ ২৬
কালীদহ মুখে সবে হাহাকারে ধায়।
উপনীত হৈল গিয়া কদম্ব তলায় ॥ ২৭
কৃষ্ণে না দেখিয়া নন্দ হৈল অচেতন।
যশোদা বিলাপ কেবা করিবে বর্ণন ॥ ২৮
ক্রন্দন করয়ে বলরাম দুঃখভরে।
রোহিণী ক্রন্দন শুনি মেদিনী বিদরে ॥ ২৯
নব অনুরাগিণী শ্রীরাধিকা সুন্দরী।
ফুকরে কান্দিতে নারে কান্দয়ে গুমরি ॥ ৩০
এইরূপ শোকার্ণবে সকলে ডুবিলা।
ওথা হরি কালীনাগ পুরে প্রবেশিলা ॥ ৩১
তবে ক্রোধে কালীয় গর্জ্জন করি ধায়।
কৃষ্ণ দেখি মহাক্রোধ অঙ্গে কামড়ায় ॥ ৩২
বজ্রসম অঙ্গে ঠেকি দন্ত ভাঙ্গি গেল।
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গেতে ঘাত করিতে নারিল ॥ ৩৩
তবে হরি কালীয়ের মস্তকে উঠিয়া।
নাচিতে লাগিলা অতি আনন্দিত হয়া ॥ ৩৪
ঝলকে ঝলকে তার রক্ত উঠে মুখে।
প্রাণ যায় কালীয় উপায় নাহি দেখে ॥ ৩৫
হেনকালে আসি তথা কালীয় রমণী।
প্রভু আগে করে স্তব করি পুটপাণি ॥ ৩৬
তব পদধূলির মহিমা কেবা জানে।
অন্যে কি জানিবে লক্ষ্মী না জানে আপনে ॥৩৭
ক্রূরমতি সর্পনাথ তোমা কি জানিবে।
তুমি না নিস্তার কর পরাণে মরিবে ॥ ৩৮
করুণা শুনিয়া প্রভুর উপজিল দয়া।
কালীয়গণেরে কহে করুণা করিয়া ॥ ৩৯
তোমার মস্তকে আমি করিনু নর্ত্তন।
পদচিহ্ন মাথে তোর রহিল ধারণ ॥ ৪০
তোমার সন্তানগণ যতেক জন্মিবে।
মোর পদচিহ্ন সবার মস্তকে রহিবে ॥ ৪১
রমণক দ্বীপে তুমি কর গিয়া বাসে।
ব্রজের অকার্য্য হবে এথায় নিবাসে ॥ ৪২

গরুড়ের ভয় তুমি ত্যজহ অন্তরে।
মোর পদচিহ্ন দেখি না পীড়িবে তোরে ॥ ৪৩
নাগপত্নী প্রতি প্রভু আশ্বাস করিলা।
প্রণমিয়া দুইজন বিদায় হইলা ॥ ৪৪
কালিন্দীর জল করি অমৃত সমান।
জল হৈতে গাত্রোত্থান কৈলা ভগবান ॥ ৪৫
হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণ ব্রজের জীবন।
তীরে আসি বন্দিলেন পিতার চরণ ॥ ৪৬
কৃষ্ণে দেখি সর্ব্বজনে পাইলেন প্রাণ।
রোদন ত্যজিয়া হৈলা সহাস্ত বদন ॥ ৪৭
ধাইয়া যশোদা কৃষ্ণে করিলেন কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিলা বদনকমলে ॥ ৪৮
নন্দ উপনন্দ আর যত গোপগণ।
কৃষ্ণে দেখি আনন্দে নাচয়ে সর্ব্বজন ॥ ৪৯
জননী রোহিণী যশোদার কোল হৈতে।
কৃষ্ণেরে লইয়া কোলে অতি হরষিতে ॥ ৫০
সব ব্রজবাসী হৈলা আনন্দ অপার।
কৃষ্ণে দেখি হাস্তমুখ হইল রাধার ॥ ৫১
দুহুঁ দুঁহা ঈষৎ কটাক্ষে নিরখিল।
দুইজন মহানন্দ তরঙ্গে ভাসিল ॥ ৫২

—:—

শ্রীকৃষ্ণের দাবানল ভক্ষণ।

সেইকালে অস্ত হইলেন দিবাকর।
অন্ধকার রজনী দেখিতে ভয়ঙ্কর ॥ ১
ঘোর অন্ধকার গৃহে যাইতে না পারিয়া।
যমুনার তীরে সবে রহিলা শুইয়া ॥ ২
হেনকালে উপস্থিত আর দাবানল।
উল্কাসম দশদিক্ ব্যাপিল সকল ॥ ৩
ভয়ে পরিত্রাহি ডাকে ব্রজবাসীগণ।
এইবার রাখ কৃষ্ণ সবার জীবন ॥ ৪
জয় যশোদার সুত গোলোকের প্রাণ।
এ ঘোর বিপদে তুমি কর পরিত্রাণ ॥ ৫
কৃষ্ণ অঙ্গে অঞ্চল আচ্ছাদি যশোমতী।
চক্ষু না মিলহ বাপ করয়ে আকুতি ॥ ৬
কৃষ্ণ বলে চক্ষু মুদি রহ সর্ব্বজন।
তবে দাবানল হৈতে পাবে পরিত্রাণ ॥ ৭
এত শুনি সর্ব্বজন নয়ন মুদিল।
অঞ্জলি করিয়া হরি অনল ভুকিল ॥ ৮
পরিত্রাণ পায়্যা সব ব্রজবাসীগণে।
কৃষ্ণে আশীর্ব্বাদ করে হরষিত মনে ॥ ৯
প্রাতঃকালে সব ব্রজবাসীর সহিত।
ভবনে গেলেন হরি অতি হরষিত ॥ ১০
ভয় পায়্যা যশোমতী মঙ্গলকারণ।
রক্ষা বাঁধে কৃষ্ণ অঙ্গে করিয়া যতন ॥ ১১
গোমূত্রে করায়ে স্নান পরম যতনে।
দ্বাদশাঙ্গে বাঁধে অতি সাবধানে ॥ ১২
উরু পদ জজ্ঘ কটি রাখুন অচ্যুত।
কেশব করুণ হৃদি রক্ষা অবিরত ॥ ১৩
উদর রাখুন ঈশ বিষ্ণু বাহুদ্বয়।
উপেন্দ্র রাখুন চক্ষু হইয়া সদয় ॥ ১৪
ঈশ্বর রাখুন মুখ অগ্র সুদর্শন।
পশ্চাৎ শ্রীহরি পার্শ্ব শ্রীমধুসূদন ॥ ১৫
শঙ্খ কোণ রক্ষা করুণ ক্ষিতি হলধর।
সর্ব্বস্থানে পুরুষ রাখুন নিরন্তর ॥ ১৬
ইন্দ্রিয়াণী হৃষীকেশ প্রাণ নারায়ণ।
শ্বেতদ্বীপপতি চিত্ত করুণ রক্ষণ ॥ ১৭
প্রশ্নিগর্ভ রাখ বুদ্ধি যোগেশ্বর মন।
ভগবান আত্মা রক্ষা কর সর্ব্বক্ষণ ॥ ১৮
ক্রীড়ায় গোবিন্দ রাখ মাধব শয়নে।
গমনে বৈকুণ্ঠ রাখ শ্রীপতি আসনে ॥ ১৯
যজ্ঞভুক্ ভোজনে রাখহ অনিবার।
এইরূপে বাঁধি রক্ষা আনন্দ অপার ॥ ২০
নিরখি কৃষ্ণের মুখ নন্দের ঘরণী।
প্রেমানন্দে পুলকিত নাহি স্ফুরে বাণী ॥ ২১
এইরূপ লীলা করে নন্দের কুমার।
নিগূঢ় সে সব লীলা বুঝে শক্তি কার ॥ ২২

—:—

বস্ত্রহরণ লীলা।

জৈমিনি বলয়ে শুন মুনির মণ্ডল।
শ্রীকৃষ্ণের লীলা শুন কর্ণ-কুতূহল ॥ ১
গোলোকের নাথ হরি ব্রজেতে বিহরে।
নিতি নব নব লীলা সুপ্রকাশ করে ॥ ২
কৃষ্ণের প্রেয়সী রাধা আদি গোপীগণে।
কৃষ্ণ সহ অবতার হইলা এখানে ॥ ৩
শিশুকাল হৈতে কৃষ্ণে পতি বাঞ্ছা করি।
কাত্যায়নী পূজা করে ভকতি আচারি ॥ ৪
এইরূপে অনুরাগ বাড়ে নিতি নিতি।
দেবী স্থানে বর মাগে করিয়া আকুতি ॥ ৫

তথাহি শ্রীভাগবতে—
কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ ॥

নন্দের নন্দনে দেবী পতি দেহ করি।
এই বর তোমারে মাগি যে যোগেশ্বরী ॥ ৬
এইরূপ নিতি করে পূজন প্রার্থন।
এক দিন পূজা করি সব গোপীগণ ॥ ৭
যমুনার তীরে সবে বসন রাখিয়া।
জলে নামি স্নান করে হরষিত হৈয়া ॥ ৮
কৃষ্ণের চরিত্র গুণ কহে পরস্পর।
কৃষ্ণ হেতু অনুরাগ বাড়ে নিরন্তর ॥ ৯
গোপীনাথ তা সবার জানি শুদ্ধ মন।
ধীরে ধীরে সেইখানে করিলা গমন ॥ ১০
তীরে হৈতে বস্ত্র সব লইয়া শ্রীহরি।
হরষিতে উঠে কেলিকদম্ব উপরি ॥ ১১
বৃক্ষডালে বস্ত্র বাঁধি মদনমোহন।
ত্রিভঙ্গ হইয়া রহে রাধার জীবন ॥ ১২
মাথায় ময়ূরপাখা চূড়ার উপর।
মৃদু মৃদু শ্রীবদনে হাসে মনোহর ॥ ১৩
ধেনু সব তৃণ খায় কদম্বের তলে।
তরুর উপরে প্রভু দেখে কুতূহলে ॥ ১৪
বাম পদোপরি রাখি দক্ষিণ চরণ।
কোটী-কাম-মোহিরূপ ধরে মনোরম ॥ ১৫
জলকেলি করি রাধা আদি গোপীগণে।
তীরে উঠি বস্ত্র নাই দেখিল নয়নে ॥ ১৬
লজ্জিতা হইয়া সবে চাহে চারি পাশে।
দেখে বৃক্ষে বস্ত্র লয়্যা গোপীনাথ হাসে ॥ ১৭
লজ্জায় আকুল দেখি যশোদানন্দন।
হাসিয়া সবায় বস্ত্র কৈলা সমর্পণ ॥ ১৮
কহিলেন এইক্ষণে যাহ সবে বাস।
কিছু দিনে পূরিবে সবার মন আশ ॥ ১৯
বস্ত্র পেয়ে গোপীগণ বাঞ্ছা পূর্ণ জানি।
নিজ নিজ ঘরে গেলা মহানন্দ মানি ॥ ২০

—:—

কৃষ্ণের যজ্ঞান্ন ভোজন।

একদিন সখাসনে যশোদানন্দন।
বৃন্দাবন মাঝে করে গোধন চারণ ॥ ১
যমুনার তীরে তরু ছায়া সুশীতলে।
যমুনাকল্লোল ধ্বনি কর্ণ-কুতূহলে ॥ ২
খেলয়ে পবন কিবা কল্লোল সহিত।
কুসুমের মধু গন্ধে তীরে আমোদিত ॥ ৩
বসিলা অখিলপতি কদম্বের মূলে।
অতি হরষিত সখাগণ সহ খেলে ॥ ৪
নীলমণিপুঞ্জ কিবা ঝলকয়ে কান্তি।
মাথায় ময়ূরপাখা চূড়ার সংহতি ॥ ৫
মালতী-কুসুম-মালে বেড়ানি তাহার।
মধুলোভে চারিপাশে ভ্রমর ঝঙ্কার ॥ ৬
অলকা আবৃত যেন পূর্ণিমার চাঁদ।
জগমনমোহন কামের কান ফাঁদ ॥ ৭
দক্ষিণে বসিয়া আছেন প্রভু হলধর।
শ্বেতবর্ণ কান্তি মুখ পূর্ণ শশধর ॥ ৮
মৃগমদ চন্দনের তিলক নাসায়।
শুভ্র অঙ্গে শ্যাম বিন্দু ভাল শোভা পায় ॥ ৯
শ্বেত শ্যামে মাঝে করি যত সখাগণ।
চারিদিকে আছে বেড়ি সহাস্য বদন ॥ ১০

হেনকালে শ্রীদাম বলয়ে যোড় হাতে।
ক্ষুধায় জ্বলে প্রাণ না পারি সহিতে ॥ ১১
ওদন ব্যঞ্জন যদি বনমাঝে পাই।
প্রাণ সুশীতল করি তব গুণ গাই ॥ ১২
সেইকালে সুবলাদি সব সখাগণ।
কৃষ্ণে সম্বোধিয়া বলে বিনয় বচন ॥ ১৩
শুন সবে বহুবার করিলে নিস্তার।
ক্ষুধানলে আজি হয় সবার সংহার ॥ ১৪
যদি না নিস্তার আজি করহ আপনে।
ক্ষুধায় মরিব সবে তব বিদ্যমানে ॥ ১৫
শুনি বলরাম প্রতি চাহে ভগবান।
ইঙ্গিতে হাসিয়া দুঁহে সবা প্রতি চান ॥ ১৬
রাম কৃষ্ণ কহে শুন শ্রীদাম সুবল।
বিপিনের অন্তে যাহ মুনি-যজ্ঞস্থল ॥ ১৭
যজ্ঞ করে তথা যাজ্ঞিক বিপ্রগণ।
তা সবার কাছে গিয়া কর নিবেদন ॥ ১৮
বনমাঝে রামকৃষ্ণ ক্ষুধায় পীড়িত।
কিছু অন্ন দান করি কর সবে হিত ॥ ১৯
শুনিয়া শ্রীদাম গেলা সুবল সংহতি।
যজ্ঞস্থলে গিয়া অন্ন মাগে বিপ্র প্রতি ॥ ২০
কৃষ্ণ বলরাম মুনি পীড়িত ক্ষুধায়।
কিছু অন্ন দেহ মোরা আইনু এথায় ॥ ২১
শুনি হাসি বলে যত অবোধ ব্রাহ্মণ।
যজ্ঞ অগ্রে উপযুক্ত রাখাল-ভোজন ॥ ২২
যাহ যাহ কি সাহসে কহিলে এ কথা।
রাখালে রাখাল-বুদ্ধি ঘটয়ে সর্ব্বথা ॥ ২৩
শুনি অপমান পায়ে গেলা হরি স্থানে।
বিরস বদন বাণী না সরে বদনে ॥ ২৪
বৃন্দাবন লীলা ভাব প্রকাশ করিতে।
এই লীলা করে প্রভু সবা জানাইতে ॥ ২৫
বিরস বদন দেখি কহে ভগবান।
কহ ভাই মুনি কি করিল অপমান ॥ ২৬
যত কথা দুইজন কৈল নিবেদন।
শুনিয়া হাসিয়া বলে যশোদানন্দন ॥ ২৭
যজ্ঞপত্নীগণ স্থানে যাহ অন্তঃপুরে।
আমার সংবাদ কহ তা সবা গোচরে ॥ ২৮
শুনি পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা শিরে ধরি।
দুইজনে প্রবেশ করিল অন্তঃপুরী ॥ ২৯
কৃষ্ণসখা দেখি সব বিপ্রের রমণী।
প্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে কহে মৃদু বাণী ॥ ৩০
কি কারণে আইলে দুঁহে কহ শীঘ্র করি।
শুনিয়া সুবল সব কহিল বিবরি ॥ ৩১
শুনি পুলকিত হয়্যা বিপ্রনারীগণে।
অন্ন লয়ে বাহির হইলা ততক্ষণে ॥ ৩২
কোন বিপ্র আপনার নারীরে বান্ধিল।
ধ্যানানন্দে আগে সেই হরি কাছে গেল ॥ ৩৩
তবে সব বিপ্রবধূ হরষিত মনে।
অন্ন লয়ে উত্তরিলা হরি সন্নিধানে ॥ ৩৪
মনোহর রূপ হরি মদনমোহন।
দেখিয়া ভুলিল মন না ফিরে নয়ন ॥ ৩৫
চিত্রপুত্তলির সম আছে দাঁড়াইয়া।
সবারে চাহিয়া হরি কহেন হাসিয়া ॥ ৩৬
তোমা সবা মনোরথ করিব পূরণ।
সংপ্রতি আপন গৃহে করহ গমন ॥ ৩৭
যাহ সেই স্বামী কিছু না করিবে রোষ।
তোমা সবা প্রতি তারা হইবে সন্তোষ ॥ ৩৮
যেই অন্ন মোর হেতু আনিলে যতনে।
অমৃত সমান তাহা করিনু গ্রহণে ॥ ৩৯
বিপ্রবধূগণ কহে শুনিয়া বচন।
শুন নাথ কৃপাময় করি নিবেদন ॥ ৪০
তোমার দর্শন হয় অতি সুদুর্লভ।
যদি পাইয়াছি না ছাড়িব আমরা সব ॥ ৪১
মনে করি গৃহে যাইতে না চলে চরণ।
তব পদ ত্যজি না যাইব কদাচন ॥ ৪২
হরি কহে তুমি সবে মোর নিজ জন।
যথা রহ তথা আমি নিশ্চয় বচন ॥ ৪৩
আশ্বাস পাইয়া সবে হইলা বিদায়ে।
হরি অনুরাগ জাগে সবার হৃদয়ে ॥ ৪৪

শ্রীহরির গুণ মুখে কহে পরস্পর।
নিজ নিজ ঘরে চলে ব্যথিত অন্তর ॥ ৪৫
ওথা সব বিপ্রগণ জানিলেন ধ্যানে।
পূর্ণব্রহ্ম হরি রাম অনন্ত আপনে ॥ ৪৬
যজ্ঞেশ্বর আপনে হইলা অবতার।
তত্ত্ব জানি করে সবে আপনা ধিক্কার ॥ ৪৭
ধিক্ মোরা বেদশাস্ত্র করি অধ্যয়ন।
তত্ত্ব না জানিনু জানিলেক নারীগণ ॥ ৪৮
এইরূপ বিচার করয়ে পরস্পর।
সেইকালে যজ্ঞপত্নীগণ আইলা ঘর ॥ ৪৯
দূরে হৈতে দেখিলেন উল্লাসিত হয়ে।
আদরে আনিলা ঘরে গুণ প্রশংসিয়ে ॥ ৫০
ওথা কৃষ্ণ ভোজন করিয়া সখা সনে।
সন্ধ্যাকালে গেলা সবে যে যার ভবনে ॥ ৫১

—০—

গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ

আর একদিন নন্দ গোপগণ সনে।
ইন্দ্রপূজা হেতু করে বহু আয়োজনে ॥ ১
হরি বলে কেন পিতা এত আয়োজন।
কৃষ্ণে কহিলেন নন্দ সকল কারণ ॥ ২
সুবৃষ্টি হইবে বাপু ইন্দ্রের পূজনে।
বহু শস্য তৃণ জন্মিবেক বৃন্দাবনে ॥ ৩
তৃণ খায়ে পুষ্ট হইবেক ধেনুগণ।
বহু ক্ষীরবতী হবে সব গাভীগণ ॥ ৪
ইন্দ্রের পূজনে বাপ সকল মঙ্গল।
অতএব ব্রজে এত বাদ্য কোলাহল ॥ ৫
হাসিয়া কহেন হরি সবাই অবোধ।
ইন্দ্রের পূজন এ কেবল উপরোধ ॥ ৬
যাহা হৈতে উপকার তাহারে ছাড়িয়া।
কিবা প্রয়োজন আর অন্যেরে পূজিয়া ॥ ৭
গোবর্দ্ধন হন শস্য তৃণের কারণ।
হিত চাহ কর এই পর্ব্বত পূজন ॥ ৮
যাহা হৈতে মিলে কর্ম্ম তাহারে সেবিব।
অকারণে অন্যে কেন পূজন করিব ॥ ৯
ইন্দ্র কভু নাহি আইসে করিতে ভোজন।
মূর্ত্তিমান আসিয়া ভুঞ্জিবে গোবর্দ্ধন ॥ ১০
নন্দ বলে সত্য কি পর্ব্বত মূর্ত্তিমান।
ভোজন করিবে বসি সবা বিদ্যমান ॥ ১১
কৃষ্ণ বলে কভু মিথ্যা নাহি কহি আমি।
গোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ দেখিবে সব তুমি ॥ ১২
প্রতীত হইল আরো কৌতুক দেখিতে।
গোবর্দ্ধন পূজা কৈল ঘোষণা ব্রজেতে ॥ ১৩
প্রভাতে উঠিয়া বৃন্দাবনবাসীগণ।
ভারে ভারে লইল অনেক আয়োজন ॥ ১৪
পর্ব্বত নিকটে সবে উপনীত হৈলা।
বেশ করি ব্রজবধূগণ তথা গেলা ॥ ১৫
তবে হরি পর্ব্বতে করেন আবাহন।
আইস গোবর্দ্ধন শীঘ্র করহ ভোজন ॥ ১৬
মায়াধারী শ্রীহরি ডাকেন একরূপে।
পর্ব্বতের রূপ ধরে দ্বিতীয় স্বরূপে ॥ ১৭
দীর্ঘকায় দীর্ঘভুজ শ্যামল বরণ।
পদভরে কাঁপে মহী গভীর গর্জ্জন ॥ ১৮
গোবর্দ্ধন গুহা হৈতে হইলা বাহির।
দেখয়ে সকল লোক আঁখি করি স্থির ১৯
কৃষ্ণ বলে আইলা পর্ব্বত মহাশয়।
নন্দ বলে উহা সহ করি পরিচয় ॥ ২০
কৃষ্ণ বলে পিতা মনে ভয় না করিবে।
মোর প্রিয় সখা বলি উহারে জানিবে ॥ ২১
মোর যত গুরুবর্গ আছয়ে এখানে।
নমস্কার কৈলে ক্রোধ করিবেন মনে ॥ ২২
কহিতে কহিতে তবে মায়াধারী হরি।
সবা অগ্রে আইলেন গিরিরূপ ধরি ॥ ২৩
পাদ্য অর্ঘ্য কৃষ্ণ করিলেন সমর্পণে।
সবারে আশ্বাসি তবে বসিলা ভোজনে ॥ ২৪
প্রীত হয়ে ভোজন করিলা মায়াধারী।
বিস্ময় হইলা সবে চমৎকার হেরি ॥ ২৫

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিবৃন্দ।
এইরূপে ভোজন করিলা কৃষ্ণচন্দ্র ॥ ২৬
হাসি বলরাম কহে কৃষ্ণেরে চাহিয়া।
ভাল লীলা কৈলা ভাই ব্রজেতে আসিয়া ॥ ২৭
দুই ভাই ঠারাঠারি হাসে অতি রঙ্গে।
মগন হইলা সবে আনন্দ তরঙ্গে ॥ ২৮
তবে ত পর্ব্বতরাজ ভোজন করিয়া।
প্রীত হৈয়া যশোদারে বলেন হাসিয়া ॥ ২৯
শুন মাতা কৃষ্ণ মোর প্রিয় সখা হন।
অতএব মোরে জান আপন নন্দন ॥ ৩০
নন্দেরে কহেন তবে করিয়া বিনয়।
তুমি মোর পিতৃতুল্য শুন মহাশয় ॥ ৩১
আমার আশ্রিত যত ব্রজবাসীগণ।
চারিযুগ করি আমি সবার রক্ষণ ॥ ৩২
ব্রজবাসীগণ মোর প্রাণ সম সবে।
কাহার শকতি তোমা সকলে পাড়িবে ॥ ৩৩
সম্প্রতি আপন স্থানে করিয়ে গমন।
শুনিয়া কহেন নন্দ করুণা বচন ॥ ৩৪
দয়া না ছাড়িবে বাপ গোবর্দ্ধন গিরি।
কৃষ্ণেরে করিবে স্নেহ মোর বাক্য ধরি ॥ ৩৫
এইরূপে মায়াধারী বিদায় হইলা।
তবে গোপগণ সবে নিজ গৃহে গেলা ॥ ৩৬
ওথায় নারদমুনি কৌতুক কারণ।
স্বর্গে গিয়া ইন্দ্রে কহে এ সব কথন ॥ ৩৭
তোমারে না মানি বৃন্দাবনবাসী যত।
পর্ব্বতে পূজিল কৃষ্ণবাক্যে হয়ে রত ॥ ৩৮
তব পূজা বাদ কৈল কৃষ্ণের কথায়।
সহিতে না পারি আইনু কহিতে তোমায় ॥ ৩৯
এত শুনি অপমান মানি দেবরাজ।
ক্রোধ হয়ে ডাকে সব মেঘের সমাজ ॥ ৪০
শীঘ্র বৃন্দাবনে সবে করহ গমন।
সপ্ত দিবারাত্রি কর ঘোর বরিষণ ॥ ৪১
সমভূমি করি ব্রজ ফিরিয়া আসিবে।
আজ্ঞা ভঙ্গ করিলে পরাণ হারাইবে ॥ ৪২
শুনিয়া গর্জ্জন করি চলে মেঘগণ।
বৃন্দাবনে গিয়া করে ঘোর বরিষণ ॥ ৪৩

অতি ঘোরতর, বর্ষে জলধর,
মুষল সমান ধার।
ঝন ঝন ঝন, বজ্রের নিস্বন,
হৈল ঘোর অন্ধকার ॥ ৪৪
ব্রজবাসী যত, হৈল মহাভীত,
কি হইল আচম্বিতে।
ঘোর অন্ধকারে, নারি দেখিবারে,
পলাইবে কোন ভিতে ॥ ৪৫
ছাওয়াল বছনে, দ্বন্দ্ব ইন্দ্র সনে,
এত দিনে গেল প্রাণ।
নন্দের নন্দন, আসিয়া এখন,
কেন না করয়ে ত্রাণ ॥ ৪৬
নন্দ উপনন্দ, আদি গোপবৃন্দ,
পরাণ কাঁপয়ে হালে।
কৃষ্ণেরে লইয়া, অঞ্চলে ঢাকিয়া,
যশোদা করিল কোলে ॥ ৪৭
কহে নন্দরাণী, বাছা নীলমণি,
মুদিয়া রহ নয়ন।
শব্দ কিছু নয়, কি জানি কি হয়,
জানিতে কি প্রয়োজন ॥ ৪৮
সুরপতি রীত, ব্রজপতি সুত,
দেখিয়া করিল ক্রোধ।
বাহিরে আসিয়া, আশ্বাস করিয়া,
করেন সবে প্রবোধ ॥ ৪৯
ভয় না করিহ, মোর কথা লহ,
স্তুতি কর গোবর্দ্ধন।
দিবেন আশ্রয়, না করিহ ভয়,
এথা রহ সর্ব্বজন ॥ ৫০
ব্রজবাসীগণে, কৃষ্ণের বচনে,
পুলকে পূরিল তনু।
গিরিবর তলে, রহে কুতূহলে,
গৃহের সমান জনু ॥ ৫১

ধেনু বৎসগণ, মহিষ বারণ,
ছাগ উষ্ট্র অহি পাখি।
গোবর্দ্ধন তলে, রহে কুতূহলে,
গিরিধারী রূপ দেখি ॥ ৫২
নব বধূগণ, কৃষ্ণের বদন,
দেখি চিত্ত পুলকিত।
এতেক বিপদ, মানয়ে সম্পদ,
বিপদ নহে এ হিত ॥ ৫৩
সপ্ত দিবা রাতি, নিবসিলা তথি,
ব্রজের যতেক জনে।
কিছু না পড়িল, সুখে নিবসিল,
আনন্দ কৌতুক মনে ॥ ৫৪
সপ্ত দিন পর, যত জলধর,
দেখে বৃন্দাবন নাই।
গিরিবর পৃষ্ঠে, পড়ে সবা দৃষ্টে,
সম ভূমি মানে তাই ॥ ৫৫
সুরপতি আগে, গিয়া মেঘ ভাগে,
কহিলেক বিবরণ।
শুনিয়া অবোধ, ত্যজিলেক ক্রোধ,
প্রসন্ন হইল মন ॥ ৫৬
এথায় শ্রীহরি, নামাইয়া গিরি,
রাখিলেন যথাস্থানে।
সর্ব্বজন সনে, গেলা নিকেতনে,
কৌতুক হইয়া মনে ॥ ৫৭
তবে ইন্দ্র দেবরাজ গেলা বৃন্দাবনে।
পূর্ব্বমত দেখি সব ভয় পাইল মনে ॥ ৫৮
কিছু ছিন্ন না দেখিল এতেক প্রমাদে।
অপরাধ মানি ইন্দ্র ভাবয়ে বিষাদে ॥ ৫৯
হায় পূর্ব্ব পাপ ফল আমারে ফলিল।
তে কারণে পূর্ণব্রহ্ম জানিতে নারিল ॥ ৬০
সকল জগত সার গোকুলে উদয়।
গোপবেশে গোপ সনে সদা বিহরয় ॥ ৬১
অহঙ্কারে মত্ত আমি মূঢ় দুরাচার।
কেমনে বলিলা জানি শূন্য পারাবার ॥ ৬২
প্রমাদ ঘটিল মোরে নাহি প্রতিকার।
হরি বিনা কে আর তারিবে আমা ছার ॥ ৬৩
সমীপে যাইতে তরে সঙ্কোচ মানিয়া।
সুরভীরে করে স্তব দু কর যুড়িয়া ॥ ৬৪
ইন্দ্রের স্তবনে দেবী সন্তোষ হইলা।
গোলোক হইতে ইন্দ্র নিকটে আইলা ॥ ৬৫
সুরভী দেখিয়া ইন্দ্র করিলা প্রণাম।
মিনতি করিয়া জানাইলা মনস্কাম ॥ ৬৬
অপরাধ করিয়াছি হরির চরণে।
সহায় হইয়া মোরে করহ মোচনে ॥ ৬৭
এতেক শুনিয়া ইন্দ্রে করিয়া আশ্বাস।
সংহতি করিয়া লয়ে গেলা হরি পাশ ॥ ৬৮
ইন্দ্রেরে দেখিয়া হরি মুখ নামাইলা।
ক্রোধ হেতু এক বাক্য তারে না বলিলা ॥ ৬৯
মুকুট সহিত তবে ইন্দ্র দেবরায়।
স্তুতি করি পড়িলেন গোবিন্দের পায় ॥ ৭০
আকুতি করিয়া মানে নিজ অপরাধ।
জয় জয় পূর্ণব্রহ্ম করহ প্রসাদ ॥ ৭১
হরি কহে শুন ইন্দ্র আমার বচন।
প্রাণের সমান মোর ব্রজবাসীগণ ॥ ৭২
আমার হিংসায় ক্রোধ নহে মোর তত।
ব্রজবাসীগণে অপরাধ কৈলে যত ॥ ৭৩
তবে ত সুরভী বহু করিয়া বিনয়।
সান্ত্বাইয়া হরি ক্রোধ হরিষ হৃদয় ॥ ৭৪
তবে ইন্দ্র সহ হরি অভিষেক কৈল।
গোবিন্দ গোবিন্দ ইন্দ্র বলিতে লাগিল ॥ ৭৫
গোবিন্দ গোবিন্দ বলি দেব সুরপতি।
প্রেমায় পূরিল দেহ না স্ফুরে ভারতী ॥ ৭৬
ঘন ঘন গোবিন্দ বলয়ে নিজ মুখে।
প্রণাম করিয়া নিজ পুরে গেলা সুখে ॥ ৭৭
সুরভী চলিয়া গেল আপন আলয়।
সুখে ব্রজমাঝে ব্রজনাথ বিহরয় ॥ ৭৮
শ্রদ্ধা করি এই লীলা যেই জন শুনে।
দৃঢ় ভক্তি হয় তার গোবিন্দ চরণে ॥ ৭৯

ইন্দ্রকৃত অভিষেক শুনে যেই জন।
যাহা বাঞ্ছে তাহা পায় ব্যাসের বচন ॥ ৮০
সমুদ্র অপার লীলা নাহি পারাবার।
এক কণা স্পর্শিমাত্র বর্ণিনু তাহার ॥ ৮১
বিস্তারিয়া লিখিতে সতত মনে আশ।
পুথি বিস্তারের হেতু মনে পাই ত্রাস ॥ ৮২

—:—

বরুণালয় হইতে নন্দের প্রত্যাগমন।

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ।
এইরূপে বিহরয়ে ব্রজের জীবন ॥ ১
ব্রজবাসীগণ দেখি লীলা চমৎকার।
পরস্পর কৃষ্ণগুণ কহে অনিবার ॥ ২
একাদশী ব্রত নন্দ করি এক দিনে।
রাত্রি শেষে গেলা কালিন্দীর জলে স্নানে ॥ ৩
অরুণ উদয় নাহি হয় সেই কালে।
দেখিয়া কুপিল জল-রক্ষক সকলে ॥ ৪
অসময়ে স্নান হেতু ক্রোধিত হইয়া।
বরুণ আলয়ে তারে গেলেন লইয়া ॥ ৫
প্রাতঃকালে নন্দে না দেখিয়া সর্ব্বজন।
অতি উৎকণ্ঠিত হৈল বিষাদিত মন ॥ ৬
কারণ জানিয়া হরি আশ্বাসি সবারে।
সেইক্ষণে চলিলেন বরুণের পুরে ॥ ৭
কৃষ্ণে দেখি বরুণ হইয়া পুলকিত।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজিলেন সাবহিত ॥ ৮
যোড় করে স্তুতি করে সম্মুখে দাণ্ডাইয়া।
ক্ষম অপরাধ নিজ সেবক জানিয়া ॥ ৯
অজ্ঞগণ নন্দ মহাশয়ে না জানিয়া।
কালিন্দী হইতে তাঁরে আনিল হরিয়া ॥ ১০
এই অপরাধ ক্ষমা কর জগন্নাথ।
দাসে দয়া বারেক করহ দীননাথ ॥ ১১
প্রসন্ন হইয়া হরি বরুণ-স্তবনে।
পিতারে লইয়া গেলা নিজ নিকেতনে ॥ ১২
হরষিত সর্ব্বজন নন্দেরে দেখিয়া।
কৃষ্ণগুণ গায় সবে বিভোর হইয়া ॥ ১৩
জৈমিনি বলয়ে শুন মুনির মণ্ডলী।
এইরূপে ব্রজে বিহরয়ে বনমালী ॥ ১৪
কিশোর বয়স প্রভু নন্দের নন্দন।
তমাল শ্যামল রূপ ভুবনমোহন ॥ ১৫
সেরূপ তুলনা নাহি এ তিন ভুবনে।
রূপ রূপ পায় সেই রূপ দরশনে ॥ ১৬
অরুণ অম্বুজ জিনি দুই পদতল।
অনুপম সাজে তায় পঞ্চ পঞ্চদল ॥ ১৭
শ্রীমণি-মঞ্জীর সাজে এ হেন চরণে।
যার ধ্বনি শুনে মোহে মদন আপনে ॥ ১৮
অতি কৃশ কটি পাছে ভাঙ্গে অঙ্গ ভরে।
বিধি বাঁধিয়াছে তাহা ত্রিবলীর ডোরে ॥ ১৯
শ্যাম অঙ্গে শোভে ভাল চারু পীতাম্বরে।
স্থির হয়ে চপলা কি আছে জলধরে ॥ ২০
নীলমণি দোলা জিনি বক্ষ পরিসর।
দোলায় যুবতী মতি তাহে নিরন্তর ॥ ২১
কি এ করিশুণ্ড জিনি দুই বাহুদণ্ড।
হেরিয়া মানিনী মান হয় খণ্ড খণ্ড ॥ ২২
মোহন মুরলী তাহে সাজে মনোহর।
অধরে মিলিত বিম্ব দেখিতে সুন্দর ॥ ২৩
কণ্ঠে মুক্তাহার বনমালা সুশোভিত।
চরণ অবধি তাহা রয়েছে লম্বিত ॥ ২৪
অলকা আবৃত মুখ অধর সুরঙ্গ।
দশনে রসনাযুক্ত মুরলীর সঙ্গ ॥ ২৫
নাসাতটে বিকাশে লম্বিত মুক্তাফল।
নীলমণি দর্পণ ঝলকে গণ্ডস্থল ॥ ২৬
শ্রীমুখ চন্দ্রের রাজা মন্ত্রী দ্বিনয়ন।
যুক্তিকরি লুটে ব্রজনারী মন ধন ॥ ২৭
ভালে ভাল চন্দনের বিন্দু জিনি ইন্দু।
হেরিয়া উথলে নারী মনোভব-সিন্ধু ॥ ২৮
মকর কুণ্ডল কর্ণে দোলে মনোহর।
কামিনীর কুল মীন গ্রাসে নিরন্তর ॥ ২৯

চাঁচর চিকুর চূড়া শিখিপুচ্ছ তায়।
নবগুঞ্জা বেড়া তাহে কামিনী মাতায়॥ ৩০
মদন মদনে মোহ হেরিয়া বদন।
কি আর কহিব কুলকামিনী কথন॥ ৩১
যথাযুক্ত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত অঙ্গ।
হেলি দুলি চলি যায় সুবলের সঙ্গ॥ ৩২
নববধূগণ ডুবি রূপের পাথারে।
মগন হইল মন আঁখি মাত্র ঝুরে॥ ৩৩
প্রেমভাবে ব্রজবধূ হইল বিভাবিত।
যতন করিয়া ভাব করয়ে গোপিত॥ ৩৪
গোপন করিতে চাহে করিতে না পারে।
গুরুজন গঞ্জন সহয়ে অনিবারে॥ ৩৫
গুমরি গুমরি ঝরে হৃদি জর জর।
কৃষ্ণময় হৈল সবে বাহির অন্তর॥ ৩৬
নিতি নিতি অনুরাগ-সিন্ধু উথলিল।
প্রেমসিন্ধু সলিলে শ্রীকৃষ্ণ ডুবাইল॥ ৩৭
গোপীর প্রেমেতে হরি অস্থির হইলা।
গোপীরে করিব দয়া নিশ্চয় করিলা॥ ৩৮

—:০:—

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা।

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ।
শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা পিযুষ মিলন॥ ১
প্রফুল্লিত চিত্তে শুকদেব যোগীশ্বর।
পরীক্ষিতে কহিছেন লীলা মনোহর॥ ২
সেই সব কথা কহি শুন সাবধানে।
পাইবে পরমানন্দ সে লীলা শ্রবণে॥ ৩
তবে ত শরৎকাল হইল উদিত।
শরৎ কুসুমে বৃন্দাবন কুসুমিত॥ ৪
মদনমোহন বেশ ধরিয়া গোবিন্দ।
বৃন্দাবন মাঝে গেলা হইয়া আনন্দ॥ ৫
দেখ কুসুমিত সব তরুলতাগণ।
মল্লিকা মালতী যূথী ফুটে মনোরম॥ ৬
পারিজাত চম্পক করবী নাগেশ্বর।
পুন্নাগ শেফালী জাতী পারুল টগর॥ ৭
অশোক কিংশুক জবা কুন্দ কোবিদার।
ছয় ঋতু পুষ্প বৃন্দাবনে সুপ্রচার॥ ৮
মন্দ সুশীতল বহে মলয়া পবন।
কুসুমের মধু গন্ধে মাখা মনোরম॥ ৯
উদয় শরৎ শশী হইল আকাশে।
প্রফুল্লিত কুমুদিনীগণ সুপ্রকাশে॥ ১০
শ্যামল চিকণ কিবা যমুনার জল।
শরচ্চন্দ্র চন্দ্রিকাতে করে ঝল মল॥ ১১
বনশোভা দেখি ব্রজ-কুমুদিনী প্রাণ।
গোপীসহ বিহরিব কৈল অনুমান॥ ১২
তাহে উদ্দীপন আর হইল উদয়।
পূর্ব্বদিক নিরখিলা প্রফুল্ল হৃদয়॥ ১৩
পূর্ব্বদিক নায়িকা সমান জ্ঞান করে।
কান্ত সম হয়ে বিধু তাহাতে বিহরে॥ ১৪
দেখিয়া গোবিন্দ অতি হৃদয়ে উল্লাস।
মনোহর লীলা আজি করিব প্রকাশ॥ ১৫
এতেক চিন্তিয়া হরি ত্রিভঙ্গ হইয়া।
গোপীর মোহন বেণু অধরে লইয়া॥ ১৬
মধুর মধুর পদ করিয়া গাঁথনি।
গোপিকার নাম ধরি ডাকে ব্রজমণি॥ ১৭
মধুর সুস্বরে ডাকে আইস ত্বরা করি।
তৃপ্তময় কর হেরি বনের মাধুরী॥ ১৮
সে বাঁশীর শব্দ শুনি ব্রহ্মাণ্ড মোহিত।
ব্রজ গোপীগণ সব ধাইল ত্বরিত॥ ১৯
এইরূপ বাঁশী শুনি গোপিকা অস্থির।
যেহ যেই রূপে ছিলা হইল বাহির॥ ২০
কেহ গাবী দুহিতেছিলেন নিজ ঘরে।
দোহনের ভাণ্ড ফেলি ধাইল সত্বরে॥ ২১
স্বামিসেবা ছাড়িয়া ধাইল কোনজন।
শিশু ভূমে ফেলি কেহ করিল গমন॥ ২২
কেহ কেহ করিতেছিলেন কেশ বেশ।
অর্দ্ধবেশে ধাইলেন নাহি বান্ধে কেশ॥ ২৩
ভরমে উলটাবেশে কেহ কেহ ধায়।
মুক্তাহার পরে কটি কিঙ্কিনী গলায়॥ ২৪

করেতে নূপুর কেহ পদেতে কঙ্কণ।
পদাঙ্গুলে অঙ্গুলি পরিলা কোনজন ॥ ২৫
নাসায় কুণ্ডল কেহ, গজ মুক্তা কাণে।
একচক্ষে কৈলা কেহ কজ্জল লেপনে ॥ ২৬
এইরূপে গোপীগণ উন্মত্ত হইয়া।
বংশী শুনি ধাইলেন স্বভাব ভুলিয়া ॥ ২৭
বান্ধিল কাহার পতি যাইতে না দিল।
বন্ধন করিয়া গৃহে মুদিয়া রাখিল ॥ ২৮
বিকল হইয়া সেই মুদিয়া নয়ন।
কৃষ্ণপদ ধ্যান করে হয়ে একমন ॥ ২৯
সেই পদ ধ্যানেতে ঘুচিল অমঙ্গল।
পাপ পুণ্য ফল তার ঘুচিল সকল ॥ ৩০
প্রেমময় হৈয়া সেই কৃষ্ণ কাছে গেল।
হরি-আলিঙ্গন আগে ধ্যানেতে পাইল ॥ ৩১
তবে সব গোপী পরস্পর অলক্ষিতে।
উন্মত্ত হইয়া আইলা শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাতে ॥ ৩২
সারি সারি দাণ্ডাইলা হরি বিগ্নমানে।
সবার ঈষৎ দৃষ্টি গোবিন্দ-বদনে ॥ ৩৩
গোপীর সমাজে দেখি গোপীর জীবন।
হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে মঙ্গল কারণ ॥ ৩৪
কহ ভাগ্যবতীগণ আইলে কুশলে।
গমন কারণ কিবা কহ রাত্রিকালে ॥ ৩৫
ব্রজে কি বিপদ হৈল কহ ত্বরা করি।
অসুরে কি পীড়িলেক গোপের নগরী ॥ ৩৬
ব্রজের অকার্য্য আমি দেখিতে না পারি।
বিপদ করিব মুক্ত কহ ত্বরা করি ॥ ৩৭
কিবা মোরে দেখিতে আইলে বা এখানে।
ইবে দেখা হৈল, গৃহে করহ গমনে ॥ ৩৮
এ ঘোর রজনী তাতে তোমরা স্ত্রীজাতি।
বিলম্বে কুযশ হবে যাহ শীঘ্রগতি ॥ ৩৯
মাতা পিতা পুত্র ভ্রাতা পতি বন্ধুগণ।
খুঁজিয়া আকুল ঘরে করহ গমন ॥ ৪০
ইষ্টদেব সম নিজ পতিরে জানিবে।
মুখরা হইলে তবু ভক্তিতে সেবিবে ॥ ৪১
বনশোভা দেখিতে যগুপি আগমন।
শোভা নিরখিলে, ইবে করহ গমন ॥ ৪২
এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিঠুর বাণী শুনি।
বিষণ্ণ বদন সব গোপের রমণী ॥ ৪৩
মাথা নামাইয়া সবে ধরণী নিরখে।
মেদিনী বিদরে পদ অঙ্গুলের নখে ॥ ৪৪
কতক্ষণ গোপীগণ মৌনভাবে রয়ে।
সক্রোধে কহয়ে কিছু নিশ্বাস ছাড়িয়ে ॥ ৪৫
শুন নাথ যার হেতু ত্যজি ঘর দ্বার।
ঘোর বনে আমরা করিনু অভিসার ॥ ৪৬
এতেক নিঠুর বাক্য তার যোগ্য নয়।
আপনি বিচার কর যাহা যুক্তি হয় ॥ ৪৭
সত্য সে পরম ধর্ম্ম পতির সেবন।
সকলের পতি তুমি সবার জীবন ॥ ৪৮
তোমা ছাড়া পতি নাথ কেবা আছে আর।
অন্য জনে পতি জ্ঞান সেই ধিক্ ছার ॥ ৪৯
এইরূপে গোপীর করুণা বাক্য শুনি।
তুষ্ট হৈয়া আশ্বাস করিলা ব্রজমণি ॥ ৫০
সবা লইয়া গেল তবে যমুনা-পুলিনে।
সবার মনের আশা করিলা পূরণে ॥ ৫১
মণ্ডলী করিয়া হরি করে রাসলীলা।
কৃষ্ণের সহিত সুখে নাচে ব্রজবালা ॥ ৫২
কৃষ্ণ পাইয়া বিহ্বল হইলা নারীগণ।
মনে মনে নিজ ভাগ্য করে প্রশংসন ॥ ৫৩
জগতের মাঝে মাত্র আমরা প্রধান।
আমাদের বশ মাত্র হন ভগবান ॥ ৫৪
এইরূপে গর্ব্বিতা হইলা গোপীগণ।
মনে মনে জানিলেন যশোদানন্দন ॥ ৫৫
প্রিয়গণে অনুগ্রহ অধিক কারণে।
অন্তর্দ্ধান হৈলা হরি রাধিকার সনে ॥ ৫৬
মণ্ডলীর মাঝে সবে নাহি হেরে হরি।
হায় হায় করি কান্দে বিলাপ আচরি ॥ ৫৭
কিবা অপরাধ নাথ না দেহ দর্শন।
তোমা হীন বৃথা প্রাণ করি হে ধারণ ॥ ৫৮

দরশন দেহ ব্রজরমণীর বন্ধু।
পার কর গোপীনাথ আর দুঃখসিন্ধু ॥ ৫৯
করুণা করিয়া কেন কর নিঠুরালি।
তোমাহীন গোপীগণ মরিব সকলি ॥ ৬০
এত বলি কান্দি কান্দি সব গোপী ধায়।
মালতী মল্লিকা জাতি দেখিয়া সুধায় ॥ ৬১
শুনহ মালতী সখী গোপীর জীবনে।
এ পথে যাইতে কিবা দেখেছ আপনে ॥ ৬২
মল্লিকা দেখেছ কিবা কৃষ্ণেরে যাইতে।
উত্তর না পা'য়া পুনঃ যায় তথা হৈতে ॥ ৬৩
শুন যূথী জানি তুমি আমাদের সখী।
গোবিন্দ উদ্দেশ কহি কর সবে সুখী ॥ ৬৪
তবে তুলসীরে দেখি কহে নম্র বাণী।
সত্য কথা কহ গোবিন্দের প্রিয়া তুমি ॥ ৬৫
উত্তর না পায়ে জিজ্ঞাসেন বৃক্ষগণে।
কহ আম্র কদম্বাদি সুসত্য কথনে ॥ ৬৬
রামের অনুজে কিবা দেখেছ যাইতে।
উত্তর না পা'য়ে কোথা কান্দয়ে ব্যথিতে ॥ ৬৭
তবে সব গোপী কৃষ্ণ বিচ্ছেদে ডুবিল।
কৃষ্ণময় হয়ে নিজ দেহ বিস্মরিল ॥ ৬৮
কৃষ্ণের যতেক লীলা করয়ে প্রকাশ।
কেহ বলে কৃষ্ণ আমি করহ বিশ্বাস ॥ ৬৯
দেখ এই পুতনার বধিনু জীবন।
তৃণাবর্ত্তে এই দেখ করিনু নিধন ॥ ৭০
এই দেখ যমল-অর্জ্জুন কৈনু ভঙ্গ।
কালীয় মস্তকে দেখ মোর নৃত্য-রঙ্গ ॥ ৭১
এই দেখ গোবর্দ্ধন ধরি বাম হাতে।
বস্ত্র হরি রাখি এই কদম্বশাখাতে ॥ ৭২
এইরূপ পরস্পর হরি-লীলা-রসে।
ডুবি গেল তনু মন বাহ্য না প্রকাশে ॥ ৭৩
কতক্ষণে পুনর্ব্বাহ্য হইল উদয়।
'হা নাথ' বলিয়া সবে বিলাপ করয় ॥ ৭৪
বনে বনে ভ্রমে বুলে পাগলিনী প্রায়।
প্রাণনাথে না দেখিয়া ধুলায় লোটায় ॥ ৭৫

ওথা রাধা সনে হরি নিভৃত কাননে।
পুষ্প তুলি বিহরয়ে হরষিত মনে ॥ ৭৬
প্রিয়া অঙ্গে পুষ্পবেশ করিলা শ্রীহরি।
কৃষ্ণ কৃত বেশে আরো সাজিল সুন্দরী ॥ ৭৭
একেলা কৃষ্ণেরে পায়ে হৈলা গর্ব্ববতী।
মনে জানি অন্তর্দ্ধান হৈলা গোপীপতি ॥ ৭৮
অন্তর্দ্ধান হৈলা রাগ-বৃদ্ধির কারণ।
কৃষ্ণ হারাইয়া রাই করয়ে রোদন ॥ ৭৯
সেই কালে গোপী সব আইল সেইখানে।
ক্রন্দনের শব্দে গেলা রাই-সন্নিধানে ॥ ৮০
রাধিকার দশা দেখি কাতর ললিতা।
কোলে করি ধূলা ঝাড়ি ঘুচাইল ব্যথা ॥ ৮১
তবে রাধা সহ সবে পুলিনে আইলা।
কৃষ্ণগুণ বিলাপিয়া গাইতে লাগিলা ॥ ৮২
তবে সবে এক মেলি হইয়া
কৃষ্ণগুণ সুপদে গাথিয়া।
গান করে যত গোপীগণ
প্রেমজলে ঝরয়ে নয়ন ॥ ৮৩
নাথ তব কথামৃত সার
নাশ করে কল্মষ বিকার।
তপ্ত প্রাণ করয়ে শীতল
শ্রবণের করয়ে মঙ্গল ॥ ৮৪

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥

মন্মথ-বিষ-তাপে মরি
চরণ হৃদয়ে দেহ হরি।
ফণি-ফণা বিষ আছে তথি
অতএব মাগি প্রাণ পতি ॥ ৮৫
হৃদয়েতে মদন-হুতাশ
বিষের মিলনে হইবে নাশ।
অধর-অমৃত দেহ দান
যাহাতে সুরত উপাদন ॥ ৮৬

কমল সমান সে চরণে
কেমনে ভ্রমণ কর বনে।
গোপীকুচ কঠিন ভাবিয়া
হৃদয়ে সাধয়ে ভয় পাইয়া ॥ ৮৭
সে পদে কণ্টক কুশা বাজে
আসি মোরা করিনু অকাজে।
ছাড় বরং আমা সবাকায়
আর না হাঁটিও রাঙ্গাপায় ॥ ৮৮
যত বাজে তোমার চরণে
বাজে তত আমাদের প্রাণে।
এই দুঃখে কর নাথ পার
আর প্রাণ না কর সংহার ॥ ৮৯

যৎ তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয়দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতিধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥

শুকদেব কহে রাজা শুন সাবধানে।
এইরূপে গোপীগণ করে বিলপনে ॥ ৯০
লজ্জিত হইলা রসিকের চূড়ামণি।
গলে পীতাম্বর ধরি আইলা তখনি ॥ ৯১
মদনের মন মোহে বদন সুন্দর।
হাস্যমুখ শিরে চূড়া রঙ্গিম অধর ॥ ৯২
মনোহর মুরলী ধরিয়া বাম হাতে।
গোপী মাঝে দাণ্ডাইলা অবনত মাথে ॥ ৯৩

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥

প্রাণনাথ দেখে সবে পাইলেন প্রাণ।
ঈষৎ কটাক্ষ করি কৃষ্ণ-মুখ চান ॥ ৯৪
কেহ কৃষ্ণ করে ধরে কেহ বা চরণে।
কেহ একদৃষ্টে মুখ করে নিরীক্ষণে ॥ ৯৫
সবা লয়ে গেলা কৃষ্ণ কালিন্দী-পুলিনে।
নানাজাতি কুসুম শোভিত সেইখানে ॥ ৯৬

তবে গোপীগণ বক্ষ কাচলী বসনে।
থরে থরে রাখি উচ্চ করিল যতনে ॥ ৯৭
তাহে বসাইয়ে কৃষ্ণে কহে নম্রবাণী।
নিবেদন শুন পণ্ডিতের চূড়ামণি ॥ ৯৮
ভজিলে না ভজে আর ভজয়ে ভজিলে।
না ভজিলে ভজে কেহ জগত-মণ্ডলে ॥ ৯৯
ইহার কারণ কিবা কহ বিস্তারিয়া।
শুনিয়া গোবিন্দ কহে ঈষৎ হাসিয়া ॥ ১০০
ভজিলে ভজয়ে এই লোক ব্যবহার।
ইহাতে সৌহৃদ্য নহে স্বার্থ আপনার ॥ ১০১
না ভজিলে পুত্র পিতা ভজে করুণায়।
ভজিলে না ভজে তাহা কহি যে তোমায় ॥ ১০২
আত্মারামগণ আদি ভজিলে না ভজে।
আমি কভু নহি প্রিয়ে এই সব মাঝে ॥ ১০৩
আমারে যে ভজে তারে প্রসন্ন কারণ।
অনুরাগ বৃদ্ধি তার করি সর্ব্বক্ষণ ॥ ১০৪
দরিদ্র পাইয়া ধন যদি সে হারায়।
পুনঃ তাহা পাইলে দেখ কত সুখ পায় ॥ ১০৫
এইরূপ যারে মোর দয়া অতিশয়।
তারে এইমত করি জানিহ নিশ্চয় ॥ ১০৬
যেরূপ তোমরা মোরে করিলে ভজন।
সত্য ঋণী হইলাম তোমাদের স্থান ॥ ১০৭
দেবতা সমান যদি পরমায়ু পাই।
তথাপি শুধিতে ধার মোর শক্তি নাই ॥ ১০৮

ন পারয়েহং নিরবদ্য সংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জর-গেহ-শৃঙ্খলাং
সংবৃশ্চ্যতদ্বঃ প্রতিযাতু সাধনা ॥

এত বলি সন্তুষ্ট করিল গোপীগণে।
প্রেমায় পূর্ণিতা গোপী কৃষ্ণের বচনে ॥ ১০৯

—০—

শ্রীকৃষ্ণের রাস কেলি।

তবে হরষিতে হরি যমুনার তীরে।
গোপীগণ সহ রাস করে মনোহরে ॥ ১
কিবা সে যমুনা শোভা না যায় কহনে।
ঝলমল করে জল তাহার কিরণে ॥ ২
নানাজাতি পুষ্প বিকশিত তার তীরে।
মধুগন্ধে মাতি সব ভ্রমর ঝঙ্কারে ॥ ৩
কুহু কুহু নিনাদে ডাকয়ে পিকগণ।
শুক শারী আদি সব গায় মনোরম ॥ ৪
তবে পূর্ণ করিতে সবার অভিলাষ।
যত কান্তা তত রূপ হইলা প্রকাশ ॥ ৫
এক গোপী এক কৃষ্ণ করে করে ধরি।
মণ্ডলী করিয়া নাচে বিনোদ-মাধুরী ॥ ৬
মণ্ডলীর মধ্যে কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে।
করে করে ধরি ধরি নাচে অতি রঙ্গে ॥ ৭
দুই দিকে দুই গোপী মাঝে শ্রীগোবিন্দ।
দুই দিকে কৃষ্ণ মাঝে গোপী মহানন্দ ॥ ৮
এক এক কনক-কমল মাঝে মাঝে।
এক এক ইন্দীবর মাঝে মাঝে সাজে ॥ ৯
তাল-মান-অঙ্গহাবে নাচয় হরিষে।
সুযন্ত্র মিশায়ে গায় প্রতি মন তোষে ॥ ১০
পদে তালবাদ্য নূপুরের রণরণি।
সংহতি মিলিয়া বাজে বলয়া কিঙ্কিণী ॥ ১১

বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাম্।
স্বপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে ॥

স ঋ গ ম প ধ নি আলাপে সপ্ত স্বর।
পঞ্চদশ প্রকার গমক মনোহর ॥ ১২
মোল্লার কর্ণাট গৌরী কামোদ কেদার।
দেশাগ বসন্ত বেলাবেলী শ্রীগান্ধার ॥ ১৩
মাগধী কৌশিকী পালি তোড়ি গোণ্ডকিরী
বারাড়ি ললিত রামকিরী আশাবরী ॥ ১৪
এ আদি রাগেতে গায় মধুর সুস্বরে।
নিঃসর্ব্ব শব্দযুক্ত অতি মনোহরে ॥ ১৫
কন্দর্প রূপক রঙ্গ একতাল যতী।
এ আদি তালেতে নৃত্য মন্দ দ্রুতগতি ॥ ১৬
মুরজ ডমুরু ডম্ফ বিপঞ্চী মহতী।
বংশী বীণা আদি বাদ্য সুমধুর অতি ॥ ১৭
বাজে তথ থৈয়া তিগড় তিথৈয়া।
গাইছে আআতি অই অতি আআ ॥ ১৮
কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করে কণ্ঠস্বরে।
মোহিত ত্রিদিববাসী অনিমিষে হেরে ॥ ১৯
সংহতি রাগিণীগণ রাগের মণ্ডলী।
স্তব্ধ হয়ে আছে সবে করি কৃতাঞ্জলি ॥ ২০
মহারাস স্বর্গ হৈতে দেখে দেবগণ।
স্থগিত হইয়া দেখে না চলে নয়ন ॥ ২১
মণ্ডলে বসিয়া শশী হইলা মোহিত।
রথ রাখি সভা দেখে হইয়া স্থগিত ॥ ২২
কতকাল করে রাস না যায় লিখন।
ব্রহ্মাণ্ড স্থগিত স্তব্ধ চরাচরগণ ॥ ২৩
তবে হরি সবা লয়ে জলে করি কেলি।
নিকুঞ্জে প্রবেশ কৈল মহা কুতূহলী ॥ ২৪
সাধে গোপীগণ কৃষ্ণে করাইলা ভোজন।
হরষিত হইলেন গোপীর জীবন ॥ ২৫
মহানন্দ প্রকাশিয়া রাধার বল্লভ।
গোপীগণে কহে অতি করিয়া গৌরব ॥ ২৬
যাহ গোপীগণ এবে আপন আলয়।
তোমা সব ছাড়া আমি নহি সুনিশ্চয় ॥ ২৭
গোবিন্দ বচনে গোপী বিচ্ছেদে কাতর।
কাতরে ব্যথিত সবে গেলা নিজঘর ॥ ২৮
কেহ কিছু না জানিল মায়ার কারণে।
গোবিন্দের প্রেম জাগে সবাকার মনে ॥ ২৯
ব্রহ্মরাত্রি বিলসিয়া প্রভু ভগবান।
আনন্দে আপন গৃহে করিলা প্রয়াণ ॥ ৩০
এই লীলা শ্রবণে উথলে সুখসিন্ধু।
অতএব শ্রদ্ধা মনে শুন সব বন্ধু ॥ ৩১
অতি সুবিস্তার লীলা বর্ণিতে কে পারে।
পূর্ণ নহে মনস্কাম সুবিস্তারের ডরে ॥ ৩২

অতএব ভক্তগণ করহ করুণা।
যা লিখি শুনিয়া পূর্ণ করহ কামনা॥ ৩১

—•—

অক্রূর সংবাদ। শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের মথুরা যাত্রা।

জৈমিনি বলয়ে শুন অপূর্ব্ব কথন।
এইমত বিহরয়ে ব্রজের জীবন॥ ১
শঙ্খচূড় দৈত্য কংস করিল প্রেরণ।
তারে বধি মণি পাইলেন নারায়ণ॥ ২
কোন দিন গেল কৃষ্ণ গোধন চারণে।
গোপীগণ কৃষ্ণগুণ করিলেন গানে॥ ৩
সে বিস্তার লীলা রহিল বর্ণিতে।
পুস্তক বিস্তার ভয়ে নারিনু লিখিতে॥ ৪
তবে বৃষাসুরে হরি বিনাশ করিল।
শুনিয়া কংসের মনে ভয় উপজিল॥ ৫
হেনকালে নারদ আইলা কংসস্থানে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কংস বসায় আসনে॥ ৬
মুনি কহে কংস তুমি না জান কারণ।
কৃষ্ণ বলরাম বসুদেবের নন্দন॥ ৭
দেবকীতনয় কৃষ্ণ, রাম রোহিণীর।
করহ উপায় ইথে শুন মহাবীর॥ ৮
তব অপচয় আমি না পারি দেখিতে।
পাইবামাত্র সন্ধান আইলাম কহিতে॥ ৯
শুনি ক্রোধানলে জ্বলে কংস দুরাশয়।
আজি বসুদেবে আমি নাশিব নিশ্চয়॥ ১০
এত বলি আদেশ করিল দৈত্যগণে।
বসুদেবে নিরাশ করহ এইক্ষণে॥ ১১
শুনিয়া নিবর্ত্ত তারে করিলেন মুনি।
রাম কৃষ্ণ হেতু চেষ্টা করহ আপনি॥ ১২
তবে কংস আদেশ করিল দৈত্যগণে।
লৌহময় পাশে বদ্ধ কর দুইজনে॥ ১৩
আদেশ পাইয়া দৈত্যগণ কোপভরে।
বন্ধন করিল বসুদেব দেবকীরে॥ ১৪
নারদ বিদায় হৈয়া গেলা যথাস্থানে।
কেশী নামে অসুরে পাঠায় বৃন্দাবনে॥ ১৫
অশ্বরূপ ধরি কেশী মহা ভয়ঙ্কর।
শব্দ করি প্রবেশিল ব্রজেতে সত্বর॥ ১৬
সশঙ্কিত ব্রজবাসী তাহার গর্জ্জনে।
লীলায় শ্রীহরি তারে করিলা নিধনে॥ ১৭
তবে ব্যোমাসুরে নষ্ট করিলা গোবিন্দ।
বৃন্দাবনে বিহরেন পরম আনন্দ॥ ১৮
তথা কংস শুনিয়া এ সব বিবরণ।
দুষ্ট দৈত্যগণে ডাকি বলে ততক্ষণ॥ ১৯
রাম কৃষ্ণ বিনাশ উপায় করিয়া।
এত বলি অক্রূরেরে বলয়ে ডাকিয়া॥ ২০
তুমি মাত্র বন্ধু মোর এই মথুরায়।
ব্রজেতে গমন তুমি করহ ত্বরায়॥ ২১
ধনুর্যজ্ঞ হেতু নন্দে করি নিমন্ত্রণে।
রাম কৃষ্ণ সহ আন মথুরা ভবনে॥ ২২
রথে করি দুইজনে আনিবে সত্বরে।
মিত্রকার্য্য করি তুষ্ট করহ আমারে॥ ২৩
শুনিয়া অক্রূর শীঘ্র বিদায় হইল।
কৃষ্ণ-দরশন হেতু উৎসাহ বাড়িল॥ ২৪
অক্রূর আনন্দ মনে করিলা গমন।
সন্ধ্যাকালে প্রবেশিলা নন্দের ভবন॥ ২৫
কংস-নিমন্ত্রণ ব্রজরাজে জানাইলা।
শুনি ব্রজপতি অতি হরিষ হইলা॥ ২৬
অক্রূর কহয়ে নন্দ রামকৃষ্ণ সনে।
মথুরানগরে যাবে কংস সন্নিধানে॥ ২৭
শুনি নন্দ ব্রজমাঝে দিলেন ঘোষণা।
মথুরানগরে যাব কালি সর্ব্বজনা॥ ২৮
কৃষ্ণ বলরাম আর ব্রজবাসী সনে।
মথুরানগরে কালি যাব সর্ব্বজনে॥ ২৯
কৃষ্ণ বলরাম ইহা করিলা শ্রবণ।
প্রভাতে মথুরা যাইতে করিলেন মন॥ ৩০
এত শুনি যশোদার বিষাদিত মন।
কৃষ্ণেরে কহয়ে কিবা করিয়ে শ্রবণ॥ ৩১

কালি নাকি গমন করিবে মথুরায়।
প্রাণ স্থির নহে বাপ কহরে ত্বরায়॥ ৩২
শুনি মৌন হয়ে হরি না দিল উত্তর।
যশোদা ক্রন্দন করে হইয়া কাতর॥ ৩৩
হায় হায় কিবা এই দুর্দ্দৈব ঘটিল।
বুঝি ব্রজপতি অতি অবোধ হইল॥ ৩৪
তিল এক চিত্ত স্থির নহে যাহা বিনে।
সে যাবে মথুরা আমি বাঁচিব কেমনে॥ ৩৫
রাম কৃষ্ণ কভু আমি যাইতে না দিব।
না শুনিলে নিশ্চয়ই পরাণ ত্যজিব॥ ৩৬
জননীর ক্রন্দনে অস্থির হৈল হরি।
প্রকারে করিলা শান্ত সুপ্রবোধ করি॥ ৩৭
ওথা সখী সঙ্গে রাধা বসিয়া নির্জ্জনে।
শ্রীকৃষ্ণের গুণ কহে হরষিত মনে॥ ৩৮
হেনকালে করিলেন ঘোষণা শ্রবণ।
অকস্মাৎ যেন কোটি বজ্রের নিস্বন॥ ৩৯
কি শুনি কি শুনি বলি পড়ে মূর্চ্ছা হয়ে।
প্রাণ-হত প্রায় রহে স্তম্ভিত হইয়ে॥ ৪০
শ্বাসমাত্র নাহি আর বহয়ে নাসায়।
দেখি ব্রজগোপীগণ করে হায় হায়॥ ৪১
কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে কহে শ্যামনাম।
সে নাম শ্রবণে কতক্ষণে হৈল জ্ঞান॥ ৪২
বাহ্যজ্ঞান পায়ে রাই করয়ে রোদন।
বিধাতারে নিন্দা করে অতি দুঃখ মন॥ ৪৩

তথাহি—

অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যাপ্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং
বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা॥

অহো বিধি তব দয়া নাহিক কখন।
উভয়ে করিয়া তুমি মৈত্র নিয়োজন॥ ৪৪
বিচ্ছেদ করহ আশা না হতে পূর্ণিত।
বালকের চেষ্টা প্রায় তোমার চরিত॥ ৪৫

এইরূপ রাধা আদি সব গোপীগণ।
অনেক বিলাপ করি করিলা রোদন॥ ৪৬
আমার শকতি নহে সে সব বর্ণিতে।
পাষাণ গলিত হয় রোদন শ্রবণে॥ ৪৭
প্রাতঃকালে উঠি কৃষ্ণ ভাবেন অন্তরে।
অঙ্গীকার করিয়াছি গোপীর গোচরে॥ ৪৮
কভু না ছাড়িব করিয়াছি অঙ্গীকার।
কেমনে মথুরা যাব করয়ে বিচার॥ ৪৯
মরিবেক ব্রজবাসী আমা অদর্শনে।
জননীর প্রাণ না রহিবে কদাচনে॥ ৫০
আমাগত হয় সব ব্রজবাসি-প্রাণ।
আমার গমনে সবে হইবে অজ্ঞান॥ ৫১
এতেক চিন্তিয়া হরি উপায় করিয়া।
বলরাম সহ চলে বিমানে চাপিয়া॥ ৫২
রোহিণী যশোদা কান্দে কুলনারীগণ।
পশু পক্ষী আদি সব করয়ে রোদন॥ ৫৩
অক্রুর সহিত যান দোঁহে রথোপরে।
নন্দ সহ গোপ আইসে পশ্চাৎ সত্বরে॥ ৫৪
অক্রুরেরে বহু লীলা দেখাইয়া পথে।
সায়ংকালে প্রবেশ করিলা মথুরাতে॥ ৫৫
রথ হৈতে নামি দুই ভাই হরষিতে।
পুরী শোভা দেখিয়া চলিল রাজপথে॥ ৫৬
বহু লীলা কৈল পথে বলরাম হরি।
রজকের মস্তক কাটিল হাতে করি॥ ৫৭
বসন লইল তার বাছিয়া বাছিয়া।
বস্ত্র পরে তন্তুবায়ে করুণা করিয়া॥ ৫৮
মালাকার ঘরে গিয়া পরিলেন মালা।
রাজপথে চলিলেন দিক করি আলা॥ ৫৯
কুব্জীর চন্দন পরিলা গিরিধারী।
কুঁজ ঘুচাইয়া কৈল পরম সুন্দরী॥ ৬০
প্রসন্ন হৃদয়ে তারে করুণা করিয়া।
রাম সহ চলিলেন মহা সুখী হৈয়া॥ ৬১
নগরের মাঝে হরি করয়ে গমন।
মথুরার নরনারী করে দরশন॥ ৬২

ধাইল যতেক লোক কৃষ্ণেরে দেখিতে।
কুলের কামিনী ধায় চিত্ত পুলকিতে ॥ ৬৩
পঙ্গু কান্ধে করি অন্ধ গেল দরশনে।
দেখি পদ চক্ষু পাইলেক দুইজনে ॥ ৬৪
কৃষ্ণেরে দেখিয়া যত মথুরানগরী।
একদৃষ্টে করে পান রূপের মাধুরী ॥ ৬৫
গোপীর সৌভাগ্য সব করে প্রশংসন।
ধন্য ব্রজনারী ধন্য সবার নয়ন ॥ ৬৬
হেনরূপ নিরবধি দেখিলে নয়নে।
তাহাদের ভাগ্য সীমা না যায় কহনে ॥ ৬৭
এইরূপে প্রশংসা করয়ে সর্ব্বজন।
দুই ভাই রাজদ্বারে করিলা গমন ॥ ৬৮
কংসের ভবনে হরি হৈলা উপনীত।
ধনুর্যজ্ঞ যথা তথা গেলেন ত্বরিত ॥ ৬৯
দুইজনে যজ্ঞস্থানে গমন করিয়া।
বাম হাতে তুলি ধনু শ্রীহরি হাসিয়া ॥ ৭০
মধ্যে ভাঙ্গি ফেলে যেন ভাঙ্গে ইক্ষুদণ্ড।
ঘোরতর শব্দ তার হইল প্রচণ্ড ॥ ৭১
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল শব্দে পূর্ণ হৈল।
শব্দ শুনি কংস ভয়ে কাঁপিতে লাগিল ॥ ৭২
তবেত রক্ষকগণ আইল কুপিয়া।
তা সবে নাশিলা ভগ্নধনু প্রহারিয়া ॥ ৭৩
তবে নন্দ আদি সঙ্গে মিলিয়া শ্রীহরি।
উত্তম ভবনে গেলা সুখে ত্বরা করি ॥ ৭৪
প্রক্ষালন করি পদ শীতল হইলা।
নিশিতে উত্তম ভোগ ভোজন করিলা ॥ ৭৫
সুখে নিদ্রা গেলা দুঁহে গোপগণ সঙ্গে।
মথুরানিবাসী গুণ প্রশংসয়ে রঙ্গে ॥ ৭৬
ওথা কংস ধনুর্ভঙ্গ সংবাদ পাইল।
বিপরীত কথা শুনি হৃদয় কাঁপিল ॥ ৭৭
আপনি আলয়ে দুষ্ট করিল শয়নে।
বহু অমঙ্গল স্বপ্নে দেখিল নয়নে ॥ ৭৮
মরণ নিশ্চয় দুষ্ট জানিয়া অন্তরে।
তথাপি সে কাল হেতু সাহস আচরে ॥ ৭৯

প্রভাতে উঠিয়া সব মল্লেরে ডাকিল।
রাম কৃষ্ণ বধিবারে আদেশ করিল ॥ ৮০
মল্লযুদ্ধ রাজ্যমাঝে করিল ঘোষণ।
শুনিয়া দেখিতে ধায় পুরবাসীগণ ॥ ৮১
শত শত রাজা বসিলেন চারি ভিতে।
মাঝে মঞ্চে বৈসে কংস অতি দুঃখ চিতে ॥ ৮২
সুবর্ণ পর্ব্বতে যেন ভূষিত অঙ্গার।
হেনই কুৎসিত সভা মাঝে দুরাচার ॥ ৮৩
প্রাতঃকালে রাম কৃষ্ণ জাগিয়া ত্বরিতে।
প্রাতঃকৃত্য করিয়া সাজিলা হরষিতে ॥ ৮৪
নন্দ আদি গোপগণ আনন্দে চলিলা।
পশ্চাৎ শ্রীরাম কৃষ্ণ গমন করিলা ॥ ৮৫
উপনীত দুই ভাই হৈল রাজ-দ্বারে।
মনোহর বেশ দোঁহে জগন্মনোহরে ॥ ৮৬
সেই দ্বারে আছে মত্ত কুবলয় করী।
গভীর শব্দেতে ডাকি বলে তবে হরি ॥ ৮৭
শীঘ্র করি কুবলয়ে রাখহ অন্তরে।
নতুবা পাঠাই শীঘ্র অন্তক-নগরে ॥ ৮৮
কৃষ্ণের বচন শুনি রক্ষক কুপিত।
কৃষ্ণের উপর করী চালায় ত্বরিত ॥ ৮৯
কালান্তক যম যেন আইসে করিবর।
হাসিয়া তাহার শুণ্ড ধরে গদাধর ॥ ৯০
যেমন সুপর্ণ অবহেলে সর্প ধরে।
সেইরূপ ধরি তুলে শূন্যের উপরে ॥ ৯১
দুই তিন পাক মারি দিলেন আছাড়।
প্রাণ-হত হৈল হস্তী, চূর্ণ হৈল হাড় ॥ ৯২
তবে তার দন্ত উপাড়িয়া গদাধর।
প্রহার করিলেন সেই রক্ষক উপর ॥ ৯৩
এক প্রহারে সেই পরাণ ত্যজিল।
একে একে বারিগণে বিনাশ করিল ॥ ৯৪
তবে দুই ভাই হস্তিদন্ত করি স্কন্ধে।
সভামাঝে প্রবেশ করিলা মহানন্দে ॥ ৯৫
যার যেই ভাব কৃষ্ণে সে দেখে সেরূপ।
মল্লগণে দেখে ইন্দ্র-বজ্রের স্বরূপ ॥ ৯৬

নরে দেখে নরবর, নারীতে মদন।
স্বজনে দেখয়ে গোপ, শাস্তা দুষ্টগণ ॥ ৯৭
নন্দ মহাশয় করে নিজ শিশুজ্ঞান।
মৃত্যুরূপী ভোজপতি করে অনুমান ॥ ৯৮
কংস-পক্ষ বিপ্র দেখে বিরাটস্বরূপ।
যোগিগণ দেখে পরতত্ত্বের স্বরূপ ॥ ৯৯
নিজ কুলদেব দেখে যত বৃষ্ণিগণে।
বলরাম সঙ্গে রঙ্গে আইল যখনে ॥ ১০০

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ
স্ত্রীণাং স্মরোমূর্ত্তিমান্,
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং
শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড় বিদুষাং
তত্ত্বং পরং যোগিনাং,
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো
রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥

চানুর মুষ্টিক বধ।

চানুর কহয়ে তবে রাম কৃষ্ণ প্রতি।
শুন রাম দামোদর আমার ভারতী ॥ ১
বৃন্দাবনে দুই ভাই কৈলে গোচারণ।
মল্লযুদ্ধে কুশল শুনিয়াছি দুজন ॥ ২
আজি যুদ্ধ কর দুঁহে রাজা সন্নিধানে।
সন্তোষ হবেন রাজা যুদ্ধ দরশনে ॥ ৩
শ্রীকৃষ্ণ কহেন রাজা মথুরার পতি।
উচিত করিতে হয় রাজার পীরিতি ॥ ৪
কিন্তু শিশু আমরা চাহিয়ে সম সমর।
তোমার সহিত নহে উচিত সমর ॥ ৫
চানুর কহয়ে তুমি শিশুবেশধারী।
কুবলয়ে বিনাশিলে শিশু কি বিচারি ॥ ৬
কপট ছাড়িয়া যুদ্ধ কর আমা সনে।
অবধি করিলা হরি তাহার মরণে ॥ ৭

সভায় বসিল তবে যত বীর চয়।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে প্রফুল্ল হৃদয় ॥ ৮
অসুর করিবে যুদ্ধ রাম কৃষ্ণ সনে।
চমকিত ব্রজরাজ ভাবি মনে মনে ॥ ৯
রক্ষা কর জগন্নাথ প্রভু নারায়ণ।
বিপদে রাখহ আজি আমার নন্দন ॥ ১০
দুই ভাই রণস্থলে করয়ে বিহার।
দেখি সব সভাবাসী মানে চমৎকার ॥ ১১
চানুর মুষ্টিক তবে রণস্থলে আসি।
গভীর গর্জ্জন করে কাঁপে সভাবাসী ॥ ১২
চানুর সহিত যুদ্ধ আরম্ভিলা হরি।
দেখয়ে সকল লোক মহানন্দে ভরি ॥ ১৩
বাহু বাহু ছাঁদি ছাঁদে চরণে চরণ।
ঘন মালসাট মারে গভীর গর্জ্জন ॥ ১৪
ক্ষণে ক্ষণে লম্ফ কভু কভু আস্ফালন।
লীলায় ক্ষণেক রঙ্গ কৈলা নারায়ণ ॥ ১৫
তবে ক্রুদ্ধ হয়ে হরি কহেন চানুরে।
আরে দুষ্ট আসিয়াছ যুদ্ধ করিবারে ॥ ১৬
এইক্ষণে পাঠাইব অন্তক-আলয়।
ঘরে ফিরি (আর) না যাইবে দুরাশয় ॥ ১৭
এতেক বলিয়া চুলে ধরিল তাহার।
তুলিয়া ঘুরান উর্দ্ধে চক্রের আকার ॥ ১৮
কতক্ষণ ঘুরাইয়া দিলেন আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হৈল হাড় ॥ ১৯
পরাণ ছাড়িয়া সেই মুক্ত হৈয়া গেল।
তবে রাম মুষ্টিকেতে যুদ্ধ আরম্ভিল ॥ ২০
বাহু বাহু ভিড়ি দোঁহে করে মহারণ।
মাথে মাথে ঠেলাঠেলি গভীর গর্জ্জন ॥ ২১
দোহাঁকার মালসাট হুঙ্কার গর্জ্জনে।
ঘোরতর শব্দ কিছু নাহি শুনি কানে ॥ ২২
লম্ফ দিয়া উঠে কভু উর্দ্ধের উপর।
ত্রাসিত দেবতাগণ দেখিয়া সমর ॥ ২৩
কতক্ষণ রঙ্গযুদ্ধ করি বলরাম।
উদ্যম করিল তার বধিবার প্রাণ ॥ ২৪

করিল মুষ্টিকাঘাত মুষ্টিক উপরে ।
প্রাণ-হত হৈল দুষ্ট সেইত প্রহারে॥ ২৫

কংস বধ

তবে কুটশল তোশলাদি মল্লগণে ।
একে একে দুই ভাই করিলা নিধনে ॥ ২
দেখিয়া ত্রাসিত হৈল কংস দুষ্টমতি ।
নাহি জানে ওই রূপ আপনার গতি ॥ ৩
অতি ক্রোধে পাড়ে গালি যাহা আইসে মনে
বসুদেব দেবকী দেব উগ্রসেনে ॥ ৪
মহাক্রোধ হৈয়া তবে প্রভু যদুবর ।
লম্ফ দিয়া উঠিলেন মঞ্চের উপর ॥ ৫
খড়্গ উঠাইল কংস কৃষ্ণেরে হানিতে ।
কেশ ধরি কংসেরে ফেলিলা ধরণীতে ॥ ৬
বুকের উপরে তার বৈসে যদুবীর ।
সহিতে না পারে ভার হইল অস্থির ॥ ৭
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি হইলেন যদুবর ।
পর্ব্বত উপরে যেন শৃঙ্গ মনোহর ॥ ৮
কাহার শকতি সহিবারে এই ভার ।
পরাণ ছাড়িল কংস করিয়া হুঙ্কার ॥ ৯
কংস তেজ মিশাইল গোবিন্দ চরণে ।
স্বর্গ হৈতে কুসুম বরিষে দেবগণে ॥ ১০
তবেত টানিয়া সেই কংসের শরীর ।
দূরে লইয়া চলিল যদুবীর ॥ ১১
ধরণী কম্পিত হৈল কংসের নিধনে ।
গোপকুল যদুকুল আনন্দ সঘনে ॥ ১২
কংসের নিধনে দেবপুরে কোলাহল ।
জয় জয় দুন্দুভি বাজয়ে সুমঙ্গল ॥ ১৩
কংস-পরিবার সব ব্যাকুল কান্দিয়া ।
সবা প্রবোধিলা হরি আশ্বাস করিয়া ॥ ১৪
তবে রামকৃষ্ণ দুহেঁ হরিষে চলিলা ।
বন্ধ হৈতে বাপ মায়ে মোচন করিলা ।
প্রথমে ঈশ্বর-ভাব দুহাঁর হইল ॥ ১৫
মায়ায় মোহিয়া শেষে পুত্র-বুদ্ধি কৈল ॥ ১৬
বসুদেব দেবকী, নন্দন করি কোলে ।
সিঞ্চিলা দোহাঁর অঙ্গ নয়নের জলে ॥ ১৭
তবে দুহাঁ প্রবোধিলা জগতের পতি ।
উগ্রসেনে বন্ধ মুক্ত কৈলা শীঘ্রগতি ॥ ১৮
যযাতির শাপ হেতু রাজা না হইলা ।
রাজসিংহাসনে উগ্রসেনে বসাইলা ॥ ১৯
আনন্দিত সর্ব্বজন নিরখি বদন ।
মহানন্দ তরঙ্গে ডুবিল যদুগণ ॥ ২০
একদিন সংহতি লইয়া হলধরে ।
দুঃখ মনে গেলা নন্দ পিতার গোচরে ॥ ২১
কৃষ্ণে দেখি কহে নন্দ চল বৃন্দাবনে ।
কহিতে না আইসে কিছু কৃষ্ণের বদনে ॥ ২২
নন্দ কহে কেন তাত নাহি কহ বাণী ।
বলরাম কহে গৃহে চলহ আপনি ॥ ২৩
দিন কতক থাকি মোরা মথুরা নগরে ।
দুষ্টগণে নষ্ট করি যাব ব্রজপুরে ॥ ২৪
এতেক শুনিয়া নন্দ মূর্চ্ছিত হইল ।
দেখিয়া সকলে তবে কান্দিতে লাগিল ॥ ২৫

শ্রীকৃষ্ণ অদর্শনে বৃন্দাবনবাসীর বিলাপ ।

মূর্চ্ছাগত ব্রজপতি, দেখিয়া বিকল অতি,
কহিলেন রাম জনার্দ্দন ।
বদনে সিঞ্চিয়া নীর, করিলেন কিছু স্থির,
কহে পিতা দুঃখ কি কারণ ॥ ১
তুমি যাহ ব্রজমাঝে, আমরা অতি অব্যাজে,
গমন করিব বৃন্দাবনে ।
শুনিয়া ব্রজের পতি, চলিলেন দুঃখমতি,
রামকৃষ্ণ রহিলা বিমানে ॥ ২
নন্দ ব্রজে প্রবেশনে, যশোমতী শুনিলেন,
ধাইলেন কৃষ্ণে দেখিবারে ।

দেখে একা আসে নন্দ, নাহি সঙ্গে নেত্রানন্দ,
জিজ্ঞাসিলেন কৃষ্ণ কতদূরে ॥ ৩
শুনিয়া রাণীর কথা, করিলেন হেটমাথা,
কহিতে বচন নাহি স্ফুরে।
ফুকরি কান্দয়ে নন্দ, আর সব গোপবৃন্দ,
কান্দি কহে কৃষ্ণ মধুপুরে ॥ ৪
বজ্রাঘাত সম বাণী, শুনি তবে নন্দরাণী,
পড়ে তথা মূর্চ্ছিত হইয়া।
বুঝি দেহে নাহি প্রাণ, করে সবে অনুমান,
বিলপয়ে রাণীরে ঘেরিয়া ॥ ৫
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি, সবে গড়ি যায় ধূলি,
কান্দে সব ব্রজবধূগণে।
হায় কোথা চন্দ্রানন, দেহ ত্বরা দরশন,
না রহে জীবন তোমা বিনে ॥ ৬
শ্রীদামাদি সখা কান্দে, চিত্ত স্থির নাহি বান্ধে,
কান্দে বৃন্দাবনবাসী সব।
গাভী তৃণ নাহি খায়, শুক শারী নাহি গায়,
পিকগণ হইল নীরব ॥ ৭
বিরহাব্ধি উথলিল, সকলে তাহে ডুবিল,
প্রবোধ করিবে কে বা কার।
উপায় শ্রীকৃষ্ণ বিনে, আর কেহ নাহি জানে,
এ বিপদে করহ উদ্ধার ॥ ৮
ভাবাবেশে কতক্ষণে, করে সবে দরশনে,
যেন কৃষ্ণ সম্মুখে আসিয়া।
কহে সুধা-মাখা কথা, আমিত না যাই কোথা,
তোমরা কান্দহ কি লাগিয়া ॥ ৯
এই বৃন্দাবন ভূমি, ত্যজিয়া কোথায় আমি,
তিল এক না করি গমন।
সত্য সত্য সুনিশ্চয়, সত্য এই সুনিশ্চয়,
সকলে ত্যজহ দুঃখমন ॥ ১০
এ কথা শুনিয়া সবে, দুঃখ মন ত্যজি তবে,
যেন কৃষ্ণে হৃদয়ে পাইল।
স্বরভাবে ভোর হয়ে, ভাবাবেশে কৃষ্ণে লয়ে,
সুখে সবে । ১১

জরাসন্ধ দলন।

ওথা হরি মথুরায় বলরাম সঙ্গে।
রাত্রি দিন বিহার করয়ে অতি রঙ্গে ॥ ১
তবে কত দিন সুখে মথুরা বিহারি।
অবন্তী নগরে গেলা বলরাম হরি ॥ ২
অবন্তী নগরে মুনি সান্দীপনি নাম।
তথা বিদ্যা শিখিলেন হরি বলরাম ॥ ৩
মৃত পুত্র অন্তক-নগর হৈতে আনি।
গুরুরে দক্ষিণা দিল যদুচূড়ামণি ॥ ৪
তবে গুরুস্থানে দোহেঁ বিদায় লইয়া।
মথুরা নগরে গেলা মহাসুখী হইয়া ॥ ৫
তবেত উদ্ধবে পাঠাইলা বৃন্দাবনে।
তিঁহো গিয়া শান্তাইলা ব্রজবাসীগণে ॥ ৬
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়বাক্য কহি সবাকারে।
বুঝাইয়া আইলেন কৃষ্ণের গোচরে ॥ ৭
ব্রজবাসী হেতু হরি অতি উৎকণ্ঠিত।
সেইত প্রসঙ্গ সদা উদ্ধব সহিত ॥ ৮
পূর্ব্বেতে সুন্দরী হরি কৈলা কুবুজারে।
বাঞ্ছা পূর্ণ কৈল তার হরিষ অন্তরে ॥ ৯
কংসের শ্বশুর তবে জরাসন্ধ রাজা।
মগধে নিবাস করে বলে মহাতেজা ॥
শুনিল কংসেরে কৃষ্ণ করিল নিধন।
যুদ্ধ করিবারে সেই করিল গমন ॥ ১১
ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণী সেনা সাথে করি।
আসিয়া বেড়িল দুষ্ট মথুরানগরী ॥ ১২
দেখিয়া তাহার কাজ প্রভু ভগবান।
পৃথ্বী ভার বিনাশিব কৈলা অনুমান ॥ ১৩
দিব্য দুই রথ উপস্থিত সেইক্ষণে।
দারুক সারথি আছে হরির বিমানে ॥ ১৪
তবে অতি ক্রোধভরে হরি সঙ্কর্ষণ।
সংগ্রামের স্থলে দোঁহে করিলা গমন ॥ ১৫
গদা হাতে গদাধর গমন করিলা।
বলরাম হাতে হল মুষল ধরিলা ॥ ১৬

দুই ভাই গদা হল মুষলের ঘাতে।
বিপক্ষের সেনাগণে করিল নিপাতে ॥ ১৭
ভগ্ন-সৈন্য জরাসন্ধ যায় পলাইয়া।
পাছে বলরাম তারে যান খেদাড়িয়া ॥ ১৮
নিবৃত্ত করিল কৃষ্ণ বিনয় বচনে।
দুই ভাই গেলা তবে নিজ নিকেতনে ॥ ১৯
এই মতে জরাসন্ধ সপ্তদশ বার।
পূর্ব্ববৎ সেনা সনে আইল দুরাচার ॥ ২০
সেইরূপ দুইভাই সকলে নাশিল।
পৃথিবীর ভার তবে অনেক ঘুচিল ॥ ২১
ঈশ্বরের মন-ইচ্ছা কে পারে বুঝিতে।
আর বার জরাসন্ধ আইল যুঝিতে ॥ ২২
কাল যবনের সহ মৈত্রতা করিল।
তিনকোটি ম্লেচ্ছ আসি মথুরা বেড়িল ॥ ২৩
বেড়িল ম্লেচ্ছের হাট শ্রীহরি দেখিয়া।
বলরাম সনে তবে যুকতি করিয়া ॥ ২৪
স্থির কৈল সমুদ্রেতে নির্ম্মাইব পুরী।
বিশ্বকর্ম্মা স্মরণ করিলা ত্বরা করি ॥ ২৫
আসি বিশ্বকর্ম্মা যোড়হাতে দাণ্ডাইলা।
তাহারে দেখিয়া হরি আদেশ করিলা ॥ ২৬
সমুদ্রেতে পুরী এক করহ নির্ম্মাণ।
মনোহর পুরী হবে দ্বারকা আখ্যান ॥ ২৭
বিচিত্র করিয়া স্থান কর মনোহর।
শত কোটি অট্টালিকা রচিবে সুন্দর ॥ ২৮
আজ্ঞা মাত্র বিশ্বকর্ম্মা রচিয়া সত্বরে।
আসি নিবেদন কৈলা গোবিন্দ-গোচরে ॥ ২৯
শুনি হরষিত হৈল গোবিন্দের মন।
যোগবল প্রকাশ করিয়া ততক্ষণ ॥ ৩০
জ্ঞাতি বন্ধু পরিবার কুটুম্বের গণে।
মুহূর্ত্তেকে আনিলেন দ্বারকাভুবনে ॥ ৩১
দ্বারকা-নিবাসে হরি রাখি সবাকারে।
রাম সহ আইলেন মথুরানগরে ॥ ৩২
শঙ্খ-রথ-অস্ত্র প্রভু চতুর্ভুজ হইয়ে।
আইলা গড়ের দ্বারে বলরাম লইয়ে। ৩৩

দেখিয়া যবন রাজা জানিল তাঁহারে।
এই বসুদেব-সুত চারি হাত ধরে ॥ ৩৪
কৃষ্ণে মারিবারে ধায় যবন রাজন।
দেখিয়া দিলেন রড় প্রভু নারায়ণ ॥ ৩৫
পাছু খেদাইয়া ধায় ম্লেচ্ছ অধিকারী।
পর্ব্বত উপরে উঠিলেন চক্রধারী ॥ ৩৬
পর্ব্বতে উঠিল কাল যবন পশ্চাতে।
দেখি প্রবেশিলা হরি পর্ব্বত গুহাতে ॥ ৩৭
গুহা প্রবেশিল কাল যবন তখন।
মুচুকুন্দ রাজা তথা আছয়ে শয়ন ॥ ৩৮
পদাঘাত করে তারে বজ্রের সমান।
নিদ্রা ভাঙ্গি নরপতি চক্ষু মেলি চান ॥ ৩৯
দৃষ্টিমাত্রে ভস্মরাশি হৈল দুরাশয়।
মুচুকুন্দে দয়া হরি কৈলা অতিশয় ॥ ৪০
বহুবিধ স্তব কৃষ্ণে করিলা রাজন।
তাহাতে প্রসন্ন হইলেন নারায়ণ ॥ ৪১
প্রণাম করিয়া রাজা বিদায় হইলা।
বহুতীর্থ ভ্রমি বদরিকাশ্রমে গেলা ॥ ৪২
পুনঃ আর বার হরি মথুরা আসিয়া।
তিন কোটি ম্লেচ্ছে তবে বিনাশ করিয়া ॥ ৪৩
ধন সব লয়ে চলে দ্বারকানগরে।
পথে জরাসন্ধ পুনঃ সেনাসহ বেড়ে ॥ ৪৪
কিরূপে কি লীলা করে কে পারে জানিতে।
ব্রহ্মাদির অগোচর অন্ত কি ইহাতে ॥ ৪৫
পুনঃ ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণীতে বেড়িল।
ভয়বিনাশন ভয়ে ভীতপ্রায় হৈল ॥ ৪৬
ধন জন ফেলি পলাইলা দুই জন।
পাছে ধায় জরাসন্ধ করিয়া গর্জ্জন ॥ ৪৭
অতি উচ্চ পর্ব্বতে উঠিলা দুইজনে।
দেখি জরাসন্ধ রাজা চিন্তে মনে মনে ॥ ৪৮
বেড়া অগ্নি দিয়া আজি মারিব দুর্জ্জন।
তবে দুঃখ দূরে যায় কংসের নিধন ॥ ৪৯
এত ভাবি বেড়া অগ্নি দিলেক পর্ব্বতে।
অতি বিপরীত অগ্নি উঠে চতুর্ভিতে ॥ ৫০

চটচটি শব্দেতে গিরির কাষ্ঠ পুড়ে।
নানাজাতি পক্ষী নানা পশু পুড়ি মরে॥ ৫১
তবে রামকৃষ্ণ সেই পর্ব্বত হইতে।
লম্ফ দিয়া মালসাটে পড়িলা ভূমিতে॥ ৫২
এগার যোজন উচ্চ হইতে পড়িলা।
নিজ জন কাছে পুনঃ আসিয়া মিলিলা॥ ৫৩
ধনঞ্জন লয়্যা দুহেঁ গেলা দ্বারকাতে।
জরাসন্ধ মনে করে মরিল নিশ্চিতে॥ ৫৪
নিষ্কণ্টক হইল করিয়া অনুমান।
সেনাসহ মগধেতে করিল প্রয়াণ॥ ৫৫
এথা হরি দ্বারকায় করিলা নিবাস।
নিতি নব নব লীলা করেন প্রকাশ॥ ৫৬
দ্বারকার শোভা কিছু না যায় বর্ণন।
স্থানে স্থানে শোভয়ে বিচিত্র উপবন॥ ৫৭
স্থানে স্থানে নির্ম্মাণ সুন্দর সরোবর।
অমৃত সমান জল স্বাদু মনোহর॥ ৫৮
কুমুদ কহ্লার পদ্ম সরোবর জলে।
হংস সারসাদি পক্ষী খেলে কুতূহলে॥ ৫৯
সরোবর ধারে কুসুমিত তরুগণ।
প্রতিবিম্ব জলে তার শোভা মনোরম॥ ৬০
নগরের দুই পার্শ্বে বকুলের শ্রেণী।
স্থানে স্থানে উদ্যান পক্ষীর রব শুনি॥ ৬১
কত কত অট্টালিকা কনকে নির্ম্মাণ।
প্রতি স্থানে এক এক কুসুম উদ্যান॥ ৬২
নগরের মধ্যে পুরী মণিতে নির্ম্মাণ।
তাতে পরিবার সনে রহে ভগবান॥ ৬৩
অষ্টাদশ মাতা রহে অষ্টাদশ পুরে।
শত কোটি অট্টালিকা পুরীর ভিতরে॥ ৬৪
নীলমণি রক্তমণি শ্বেত পীত মণি।
স্ফটিক হীরকস্তম্ভে মুকুতা ঝুলনি॥ ৬৫
চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্ত মণি পদ্মরাগে।
প্রতি গৃহে শোভিত নয়নে ছটা লাগে॥ ৬৬
দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ হয় দ্বারকা নগর।
সুখে নিবসিলা তথি হরি হলধর॥ ৬৭

রুক্মিণীর বিবাহ।

রেবত রাজার কন্যা রেবতী নামেতে।
বিবাহ করিলা রাম অতি হরষিতে॥ ১
রুক্মিণীকে বিবাহ করিলা ভগবান।
শুনি পরীক্ষিত জিজ্ঞাসিল মুনি স্থান॥ ২
কিরূপে বিবাহ করিলেন যদুবর।
সেই কথা বিস্তারিয়া কহ মুনিবর॥ ৩
জৈমিনি বলয়ে সুখে এ কথা শুনিয়া।
কিরূপে কহিল তাহা শুন মন দিয়া॥ ৪
বিদর্ভ নগরে রাজা ভীষ্মক নামেতে।
মহাসাধু ধর্ম্মশীল বিখ্যাত জগতে॥ ৫
রাজার নন্দন পঞ্চ মহাবলবান।
রুক্মী জ্যেষ্ঠ রুক্মিরথ রুক্মবাহু নাম॥ ৬
রুক্মকেশ রুক্মমালী রুক্মিণী নন্দিনী।
সেই কন্যা রূপে পৃথ্বী-প্রধানা বাখানি॥ ৭
গোরোচনা গলিত কাঞ্চন জিনি অঙ্গ।
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে মূর্চ্ছা করয়ে অনঙ্গ॥ ৮
কৃষ্ণ পতি বাঞ্ছি গৌরী করে আরাধনা।
কৃষ্ণে পতি দেহ এই করয়ে প্রার্থনা॥ ৯
ভীষ্মকরাজার ইচ্ছা কৃষ্ণে কন্যা দিতে।
রুক্মী দুরাচার হৈল পাষণ্ড তাহাতে॥ ১০
দমঘোষ-পুত্রসহ সম্বন্ধ করিল।
বিবাহের দিন সবে নির্ণয় হইল॥ ১১
রাজগণে রুক্মী পাঠাইল নিমন্ত্রণ।
বিবাহ শুনিয়া শিশুপাল হৃষ্টমন॥ ১২
ভীষ্মক নৃপতি অতি হৈল বিষাদিত।
দুষ্ট পুত্র জানি অতি হইল মনে ভীত॥ ১৩
হায় হায় হেন ভাগ্য কেমনে পাইব।
ত্রিজগত-গুরুপদে কন্যা সমর্পিব॥ ১৪
বিলাপ করিয়া রাজা করয়ে রোদন।
রুক্মিণী এ সব কথা করিল শ্রবণ॥ ১৫
কান্দিয়া কান্দিয়া দেবী কহে সখীগণে।
অভাগিনী হেন ভাগ্য পাইব কেমনে॥ ১৬

এ সব কর্ম্মের দোষ কারে কি বলিব।
কৃষ্ণে পতি না পাইলে নিশ্চয় মরিব ॥ ১৭
হায় কোথা আছ কৃষ্ণ বিপদ ভঞ্জন।
নিজ দাসী মরে তব করহ রক্ষণ ॥ ১৮
এত বলি প্রিয়া তবে চিন্তি মনে মন।
পুরোহিত আনাইয়া করে নিবেদন ॥ ১৯
ত্বরিতে গমন কর দ্বারকানগরে।
মোর নিবেদন কহ শ্রীকৃষ্ণ গোচরে ॥ ২০
শোকনীরে ডুবিল রুক্মিণী তব দাসী।
ত্রাণ কর দীননাথ বিদর্ভেতে আসি ॥ ২১
দীনবন্ধু নাম তুমি করহ ধারণ।
ছাড়িবে সে নাম হৈলে রুক্মিণী-মরণ ॥ ২২
ভুবনসুন্দর তুমি তব গুণ শুনি।
প্রাণ মন ও চরণে দিয়াছে রুক্মিণী ॥ ২৩
এইরূপে বহুবিধ করিয়া মিনতি।
দ্বারকায় বিপ্রে পাঠাইলা শীঘ্রগতি ॥ ২৪
জৈমিনি বলয়ে তবে শুন মুনিগণ।
দ্বারকানগরে দ্বিজ করিলা গমন ॥ ২৫
দ্বারকার শোভা দেখি ব্রাহ্মণ বিস্ময়।
মনে ভাবে মনুষ্যের সাধ্য এত নয় ॥ ২৬
সাক্ষাৎ ঈশ্বর কৃষ্ণ অখিলের পতি।
দরশন করি আজ পাব অব্যাহতি ॥ ২৭
এই মনে চিন্তা করি গেলেন সভায়।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া উঠিলেন যদুরায় ॥ ২৮
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বিপ্রে করিয়া পূজন।
সুধাসার স্বাদু দ্রব্য করাইলা ভোজন ॥ ২৯
উত্তম শয্যায় বিপ্র করিলা শয়ন।
আপনি করেন হরি পাদ সংবাহন ॥ ৩০
ব্রাহ্মণের প্রিয় সে ব্রহ্মণ্যদেব হয়।
ব্রাহ্মণের মহিমা অন্যেতে বিজ্ঞ নয় ॥ ৩১
বিনয় করিয়া কৃষ্ণ জিজ্ঞাসে ব্রাহ্মণে।
এদেশ পবিত্র হেতু আইলে কি কারণে ॥ ৩২
দ্বিজবর কহে হরি নিবেদন করি।
রুক্মিণী ভীষ্মককন্যা ভুবনসুন্দরী ॥ ৩৩
শিশুকাল হৈতে পতি তোমারে বাঞ্ছিয়া।
সেবিল গৌরীর পদ একান্ত হইয়া ॥ ৩৪
পিতা তার ভীষ্মক তোমারে কন্যা দিতে।
মন কৈল রুক্মী হৈল পাষণ্ড তাহাতে ॥ ৩৫
দমঘোষ-পুত্র শিশুপাল চেদীপতি।
সম্বন্ধ করিল রুক্মিণী তাঁহার সংহতি ॥ ৩৬
এ কথা শুনিয়া রুক্মিণী দুঃখ মনে।
আমারে পাঠাইয়া দিলা তব সন্নিধানে ॥ ৩৭
বিলম্ব করহ যদি তথায় যাইতে।
রুক্মিণী ত্যজিবে প্রাণ কহিল নিশ্চিতে ॥ ৩৮
যেই কথা কহিলেন করি নিবেদন।
এত কহি কহে দ্বিজ রুক্মিণী বচন ॥ ৩৯

তথাহি রুক্মিণী বচনম্।
শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে,
নির্ব্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপং।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে ॥

ভুবনসুন্দর কৃষ্ণ করি নিবেদন।
তোমার বিনোদ গুণ করিয়া শ্রবণ ॥ ৪০
হৃদি প্রবেশিয়া সেই গুণ কর্ণদ্বারে।
শীতল হইল অঙ্গ তাপ গেল দূরে ॥ ৪১
অখিল মোহনরূপ নয়ন আরতি।
শুনিয়া দেখিতে সাধ হয় প্রাণপতি ॥ ৪২
দেহ প্রাণ সমর্পণ কৈনু ও চরণে।
দাসীরে করহ দয়া আপনার গুণে ॥ ৪৩
শুন হে পুরুষ-সিংহ করি নিবেদন।
সিংহ-ভাগ লইতে শৃগাল করে মন ॥ ৪৪
তব পাদপদ্ম যোগী নাহি পায় ধ্যানে।
উমাপতি বাঞ্ছে সদা যে দুই চরণে ॥ ৪৫
তাহার উদয় যদি মম ভাগ্যে হয়।
তবেত জানিব দয়াময় সুনিশ্চয় ॥ ৪৬
এই মতে বহুবিধ রুক্মিণীবচন।
কহিয়া বলেন বিপ্র মধুর বচন ॥ ৪৭

রুক্মিণীর নিবেদন কহিনু তোমায়।
যাহা ইচ্ছা করহ এখন যদুরায় ॥ ৪৮
রুক্মিণীর সন্দেহ শুনিয়া যদুবীর।
অতি উৎকণ্ঠিত মনে হইলা অস্থির ॥ ৪৯
হাসিয়া কহিলা বিপ্র বিদর্ভে যাইব।
শোকসিন্ধু হইতে রুক্মিণী উদ্ধারিব ॥ ৫০
এত বলি উৎকণ্ঠায় রাত্রি শেষ করি।
প্রভাতে দারুকে আজ্ঞা দিলেন শ্রীহরি ॥ ৫১
শীঘ্র সজ্জা কর রথ বিদর্ভে যাইব।
ত্বরা যত্ন করহ বিলম্ব না সহিব ॥ ৫২
আজ্ঞায় দারুক রথ অনে ততক্ষণে।
বিপ্রসহ মহানন্দে চাপিয়া বিমানে ॥ ৫৩
এক রাত্রে বিদর্ভেতে আইলা শ্রীহরি।
ভীষ্মক পুত্রীর স্নেহ এড়াইতে নারি ॥ ৫৪
শিশুপালে কন্যা দিতে উদ্‌যোগ করিল।
বিবাহের দিনে রাজগণ তথা আইল ॥ ৫৫
জয় জয় সুমঙ্গল বিদর্ভনগরে।
সেই রাত্রিযোগে হরি আইলা তথাকারে ॥ ৫৬
বিদর্ভনগর রাজা সাজাল যতনে।
সারি সারি রোপিল কদলীতরুগণে ॥ ৫৭
চিত্রধ্বজ পতাকা সাজায়ে পথ মাঝে।
মাঙ্গল্য তোরণ পুষ্পমালা ভাল সাজে ॥ ৫৮
তবে সুমঙ্গল কর্ম্ম করয়ে যতনে।
পিতৃদেবে পূজিলেন বিবিধ বিধানে ॥ ৫৯
কন্যারে মঙ্গল স্নান করায়ে রাজন।
দাসীগণে আজ্ঞা দিল বেশের কারণ ॥ ৬০
আজ্ঞা মাত্রে দাসীগণ অঙ্গবেশ কৈল।
যথাযোগ্য ভূষণে সে অঙ্গ সাজাইল ॥ ৬১
একে সে রূপ অসীম বেশ কৈল তায়।
কি কহিব সেই শোভা বর্ণন না যায় ॥ ৬২
তবে শিশুপালে আভ্যুদয়িক করাইল।
শিশুপাল সহায় অনেক রাজা আইল ॥ ৬৩
জরাসন্ধ দন্তবক্র পৌণ্ড্রকাদি করি।
সভায় বসিয়া কহে অতি গর্ব্ব করি ॥ ৬৪
ওহে শুনিয়াছি কৃষ্ণ গোপের নন্দন।
ক্ষত্রিয় সহিত চাহে করিতে মিলন ॥ ৬৫
মহারাজা শিশুপাল কুলেতে প্রধান।
কৃষ্ণের বাসনা হৈতে ইহার সমান ॥ ৬৬
এইমত গর্ব্ব করি কহে বার বার।
সাধু রাজগণ শুনি দুঃখিত অপার ॥ ৬৭
ওথায় রুক্মিণী দেবী ধরি সখীকরে।
অত্যন্ত করিয়া খেদ কহয়ে তাহারে ॥ ৬৮
কহ সখি আর প্রাণে কিবা প্রয়োজন।
না আইলা যদুবর আমার জীবন ॥ ৬৯
না আইল সেই দ্বিজ সংবাদ লইয়া।
নিশ্চয় মরিব আমি কিছু না শুনিয়া ॥ ৭০

কাঁদিছে রুক্মিণী, আমি অভাগিনী,
চাহিব কত পথ তার গো।
খাইব বিষ আমি, নিশ্চয় এই বাণী,
মানা না শুনিব আর গো ॥ ৭১
সে দ্বিজ না আইল, না জানি কি হইল,
বিবাহ নিশি সখি আজি গো।
হরির পদ বিনে, ত্যজিব এ জীবনে,
বৃথায় ইথে কিবা কাজ গো ॥ ৭২
মহেশ অনুকূল, কেন গো না হইল,
কিবা অপরাধ গো।
বিমুখী মহেশানী, দেখিয়া এ পাপিনী,
না দিল মম মন সাধ গো ॥ ৭৩
এতেক বিলপন, শুনিয়া সখীগণ,
প্রবোধে কেন তুমি কাঁদ গো।
ভক্তবৎসল সেই, শুনেছি দৃঢ় এই,
আসিবে তোর শ্যামচাঁদ গো ॥ ৭৪
এ তোর বাম আঁখি, স্ফুরিছে হেন দেখি,
বিলাপ না করহ আর গো।
দেখগো এক সখী, বাহির হয়ে দেখি,
আইল কিবা ভূমিসার গো ॥ ৭৫
তাহার শুনি কথা, হইয়া উনমতা,
বাহির হয়ে কেহ চায় গো।

দেখয়ে রথোপর, নবীন জলধর,
নূপুর সাজে রাঙ্গা পায় গো ॥ ৭৬
দেখিয়া সেই সখী, হয়্যা হরিষমুখী,
হাসিয়া তাঁরে আসি কয় গো।
ত্যজহ বিলপন, আইল প্রাণধন,
ঘুচিল তব সব ভয় গো ॥ ৭৭
তাহার বাণী শুনি, হরিষ রুক্মিণী,
পুলকে পূর্ণিত কায় গো।
আনন্দে আঁখি ঝুরে, বচন নাহি স্ফুরে,
* হাসিয়া সখী মুখ চায় গো ॥ ৭৮
রাজার আদেশনে, অম্বিকা-ভবনে,
সখীর সনে তবে যায় গো।
হইয়া উপনীত, পরম হরষিত,
পূজিল অম্বিকা মায় গো ॥ ৭৯
দুকর যুড়ি তবে, কহয়ে আগো শিবে,
মাগিয়ে এই তব পায় গো।
কৃষ্ণেরে দেহ পতি, কহি প্রণমি সতী,
সখীরা পুনঃ তবে যায় গো ॥ ৮০
চলিতে মঞ্জীর, বাজয়ে সুমধুর,
নিতম্বে কিঙ্কিণী দাম গো।
দেখিয়া মুখশশী, কিরণ ঢাকে শশী,
হইল কম্পিত-কায় গো ॥ ৮১
কুটিল কুন্তলে, বিনোদ বেণী দোলে,
সখীর করে ধরি যায় গো।
হৃদয়ে ভাবি হরি, চলিছে ধীরি ধীরি,
গগনপথে ঘন চায় গো ॥ ৮২
শ্যামে না নিরখিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
সখীরে করে ধরি কয় গো।
কোথায় প্রাণপতি, দেখাও ত্বরা অতি,
তা বিনে প্রাণ নাহি রয় গো ॥ ৮৩
কহিছে এই বাণী, তখনি যদুমণি,
আসিয়া তথা কহে তায় গো।
আর না কাঁদ প্রিয়ে, এতেক কহিয়ে,
লইয়া রথোপরে যায় গো ॥ ৮৪

শ্যামের বাম ভিতে, রুক্মিণী শোভে রথে,
দুজনে ভাল শোভা পায় গো।
অসত নৃপ যত, হইয়া চমকিত,
কে নিল বলি সবে চায় গো ॥ ৮৫
তবে দুষ্ট রাজাগণ দেখি এত কায।
অপমান পাইয়া সবে বলে সাজ সাজ ॥ ৮৬
সমুদ্র সমান সেনা বেড়িল হরিরে।
চারিদিকে অস্ত্র সব বরিষণ করে ॥ ৮৭
শক্তি জাঠা মুষল মুদ্গর শেল আর।
ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল খরশান ধার ॥ ৮৮
অর্দ্ধচন্দ্র গারুড়াস্ত্র ত্রিশূল তোমর।
বায়ু বরুণাস্ত্র আদি অস্ত্র খরতর ॥ ৮৯
শরজালে অন্ধকার হইল অম্বর।
ত্রাসিত রুক্মিণী দেবী রথের উপর ॥ ৯০
আশ্বাসিয়া কহে হরি মধুর বচন।
ভয় দূরে ত্যজ প্রিয়ে কর স্থির মন ॥ ৯১
এসব পতঙ্গ বিনাশিব এইক্ষণে।
এত বলি শরজাল কাটেন তখনে ॥ ৯২
আপনার অস্ত্র মারি প্রভু ভগবান।
বিপক্ষের সেনাগণে কৈলা খান খান ॥ ৯৩
কত হাতী ঘোড়া সেনা পড়িল অপারে।
রক্তে নদী বহে সেনা তাহাতে সাঁতারে ॥ ৯৪
এইরূপে ভগবান করেন সংগ্রাম।
হেনকালে তথা উপনীত বলরাম ॥ ৯৫
নীল ধটি কটি আঁটি মত্ত হলধর।
ঢলি ঢলি গতিভরে কাঁপে ধরাধর ॥ ৯৬
লাঙ্গল মুষল করে আইলা রণস্থলে।
বিপক্ষ দেখিয়া রাম জলে কোপানলে ॥ ৯৭
লাঙ্গল ঘুরাইয়া তবে প্রভু সঙ্কর্ষণ।
বিপক্ষের সেনারাশি করিলা মর্দ্দন ॥ ৯৮
পলাইল রাজগণ সহিতে না পারে।
জরাসন্ধ দন্তবক্র পশ্চাৎ না হেরে ॥ ৯৯
ভয়ে সৈন্তে ধায় দুঁহে আর কাশীশ্বর।
আর যত দুষ্টগণ ধাইল সত্বর ॥ ১০০

জরাসন্ধে শিশুপাল কান্দি তবে কয়।
আমার কি গতি হবে কহ মহাশয়॥ ১০১
জরাসন্ধ কহে তুমি স্থির কর মন।
জয় পরাজয় সব দৈবের ঘটন॥ ১০২
এইরূপে জরাসন্ধ তারে প্রবোধিল।
তবে রাজগণ নিজ নিজ স্থানে গেল॥ ১০৩
তবে রুক্মী অপমান না পারি সহিতে।
অক্ষৌহিণী সেনা লয়ে আইল যুঝিতে॥ ১০৪
রহ রহ গোপাল না পলাইহ ডরে।
এত বলি সেনা লয়ে ধায় কোপভরে॥ ১০৫
রথ ফিরাইয়া হরি মারে তারে বাণ।
হাতের ধনুক কাটি কৈলা দুই খান॥ ১০৬
পুনঃপুনঃ ধনু রুক্মী যত হাতে নিল।
চক্ষুর নিমেষে হরি সকল কাটিল॥ ১০৭
খড়্গ চর্ম্ম লয়ে ধায় কৃষ্ণেরে হানিতে।
তাহাও কাটিয়া হরি ফেলে ধরণীতে॥ ১০৮
তবে ক্রোধযুক্ত হৈয়া প্রভু ভগবান।
অস্ত্র হাতে নিলা তার বধিতে পরাণ॥ ১০৯
ভ্রাতৃবধ হয় দেখি রুক্মিণী কাতরে।
হরির চরণে ধরি নিবেদন করে॥ ১১০
শ্যালকে বধিতে নাথ উপযুক্ত নয়।
ভিক্ষা মাগি ভ্রাতৃদান দেহ দয়াময়॥ ১১১
ঈষৎ হাসিয়া অস্ত্র রাখিয়া শ্রীহরি।
বসনে বন্ধন তারে কৈলা ত্বরা করি॥ ১১২
এইরূপ যত্নে হরি বাঁধিল রুক্মিরে।
হেনকালে বলরাম আইলা তথাকারে॥ ১১৩
রুক্মির বিতথা দেখি কহেন হরিরে।
যুক্ত নহে শ্যালকে এমন করিবারে॥ ১১৪
বন্ধমুক্ত কর ভাই আমার বচনে।
নতুবা অকীর্ত্তি দুষিবেক সর্ব্বজনে॥ ১১৫
এতেক কহিয়া তারে মুক্ত করি দিল।
অপমান পায়ে দুষ্ট নিজ স্থানে গেল॥ ১১৬
রাম কৃষ্ণ বিজয় করিলা দ্বারকাতে।
হরষিত লোক সব আইল দেখিতে॥ ১১৭

বসুদেব দেবকী বধূর মুখ দেখি।
আনন্দ-সাগরে ডুবি হইলেন সুখী॥ ১১৮
আইলা যাদবগণ রুক্মিণী দেখিতে।
রূপ দেখি সবে লাগিলেন প্রশংসিতে॥ ১১৯
হরষিত পুরবাসী সবার আনন্দ।
নয়ন ভরিয়া দেখে রুক্মিণী গোবিন্দ॥ ১২০
তবে শুভ দিনে করিলেন সুমঙ্গল।
বিবাহ ঘোষণা হইল দ্বারকা মণ্ডল॥ ১২১
আয়োগণ করে সব মঙ্গল আচার।
হুলাহুলি দেয় সবে আনন্দ অপার॥ ১২২
মণিতে খচিত দিব্য সুবর্ণপীঠেতে।
বসিলা রুক্মিণী কৃষ্ণ অতি হরষিতে॥ ১২৩
ভাবে গদগদ দুঁহে দুঁহা নিরখিয়া।
তবে কুলনারীগণ মঙ্গল করিয়া॥ ১২৪
আনন্দেতে করয়ে স্ত্রী-আচার বিধান।
হুলাহুলি দেয় বাজে নানা বাদ্য তান॥ ১২৫
জালিল সাতাইশ কাঠি ঘৃতেতে মাখিয়া।
নিরখি দোঁহার রূপ আহ্লাদিল হিয়া॥ ১২৬
বর কন্যা প্রদক্ষিণ করি সাতবার।
মঙ্গল বিধান করে আনন্দ অপার॥ ১২৭
গর্গাচার্য্য বিবাহ দিলেন শুভক্ষণে।
বাসর গৃহে গমন করিলা দুজনে॥ ১২৮
কুলনারীগণ সব গাইছে নকুল।
মধুর মধুর ঘন বাদ্য কোলাহল॥ ১২৯
নাচয়ে নর্ত্তকীগণ অঙ্গভঙ্গী-ঠামে।
স্বর্গ হৈতে কুসুম বরিষয়ে দেবগণে॥ ১৩০
নিজ নিজ ঘরে সবে বিদায় হইলা।
প্রসন্ন হৃদয়ে দোঁহে কৌতুকে রহিলা॥ ১৩১
রুক্মি-বাক্য-অনলে তাপিত ছিল মন।
শ্রীকৃষ্ণে পাইয়া হৈল অমৃতে সিঞ্চন॥ ১৩২
রুক্মিণী বিবাহ যেবা শ্রদ্ধা করি শুনে।
কৃষ্ণের চরণ লভ্য হয় সেই জনে॥ ১৩৩
জৈমিনি বলয়ে শুন মুনির মণ্ডলী।
এইরূপে বিবাহ করিলা বনমালী॥ ১

কতদিনে রুক্মিণী হইলা গর্ভবতী।
সেই গর্ভে জনম লভিলা রতিপতি ॥ ২
প্রসব কালেতে শিশু হরিল সম্বরে।
সমুদ্রে ফেলিয়া গেল আপনার পুরে ॥ ৩
গিলিল বৃহৎ মৎস্য কৃষ্ণের নন্দনে।
ধরিল ধীবর তারে দৈবের ঘটনে ॥ ৪
ধীবর বেচিল মৎস্য সেইত সম্বরে।
মৎস্য-গর্ভে পাইল সেই সুন্দর কুমারে ॥ ৫
সম্বরের গৃহে মায়ারূপে ছিলা রতি।
নারদ বচনে জানিলেন নিজপতি ॥ ৬
অতি স্নেহে পালিলেন সেই কামদেবে।
নানা শাস্ত্র যুদ্ধ মায়া শিখাইল তবে ॥ ৭
সময়ে সকল কথা কহিলা সুন্দরী।
তত্ত্ব জানি কাম তবে সম্বরেরে মারি ॥ ৮
রতিসহ চলিলেন দ্বারকাভুবনে।
প্রণাম করিল গিয়া রুক্মিণী চরণে ॥ ৯
পুত্রশোকে আছিলেন ব্যাকুলা হইয়া।
পুত্র অনুমান করে প্রদ্যুম্নে দেখিয়া ॥ ১০
কামদেব কহিলা সকল বিবরণ।
তত্ত্ব জানি মহানন্দে হইল অচেতন ॥ ১১
তবে কাম বন্দিয়া সকল গুরুজনে।
পুনরপি আইলেন মাতা সন্নিধানে ॥ ১২
পুত্র পুত্রবধূ গৃহে সাদরে লইলা।
সুখের সমুদ্রে পুরবাসী ডুবি গেলা ॥ ১৩
হরষিত হৈলা হরি পাইয়া তনয়।
এইরূপে নিতি নরলীলা প্রকাশয় ॥ ১৪
সত্রাজিত মণি হরণের অপযশে।
জাম্বমানে জিনি মণি আনিলা হরিষে ॥ ১৫
জাম্ববতী কন্যা সহ পাইলেন মণি।
বিবাহ করিলা তারে দ্বারকায় আনি ॥ ১৬
সত্রাজিতে মণি দিলা দেবকী-নন্দন।
লজ্জিত হইল রাজা শুকাইল বদন ॥ ১৭
মণি সহ সত্যভামা কন্যা কৈল দান।
তবে ইন্দ্রপ্রস্থে গেলা প্রভু ভগবান ॥ ১৮
যুধিষ্ঠির ভীমে হরি করিয়া বন্দনে।
আলিঙ্গন কৈলা পার্থ যমক-সুজনে ॥ ১৯
তবেত অর্জ্জুন সহ চাপিয়া বিমানে।
যমুনার তীরে গেলা আনন্দ বিধানে ॥ ২০
মৃগয়া করয়ে পার্থ মহানন্দ ভরে।
বহু মৃগ মারি রাশি কৈলা থরে থরে ॥ ২১
হেনকালে তথায় দেখয়ে যদুমণি।
কালিন্দী নামেতে কন্যা ভুবনমোহিনী ॥ ২২
কৃষ্ণে পতি বাঞ্ছি তপ করে রূপবতী।
তারে আনি বিবাহ করিলা যদুপতি ॥ ২৩
দিনকত ইন্দ্রপ্রস্থে রহি ভগবান।
কালিন্দী লইয়া কৈলা দ্বারকা প্রয়াণ ॥ ২৪
তবে মিত্রবৃন্দা নগ্নজিতা দুইজনে।
বিবাহ করিলা হরি কৌতুক বিধানে ॥ ২৫
ভদ্রা নামে রূপবতী কীর্ত্তির নন্দিনী।
তাহারে বিবাহ কৈলা যদুচূড়ামণি ॥ ২৬
তবেত লক্ষণা নামে কন্যা রূপবতী।
বিবাহ করিলা তারে অখিলের পতি ॥ ২৭
রুক্মিণ্যাদি অষ্ট কন্যা বিবাহ করিয়া।
সত্যভামা সহ তবে গরুড়ে চাপিয়া ॥ ২৮
নরক রাজার দেশে গেলা যদুবর।
সেনা সহ নষ্ট তারে কৈলা গদাধর ॥ ২৯
ষোড়শ সহস্র কন্যা পাইলা তথায়।
সবে বিভা করিলেন আনি দ্বারকায় ॥ ৩০
তবে চূর্ণ করিয়া ইন্দ্রের অভিমান।
পারিজাত আনিলেন প্রভু ভগবান ॥ ৩১
তবে মহাব্রত করিলেন সত্যভামা।
যাহাতে প্রকাশ হরি নামের মহিমা ॥ ৩২
তবে যদুবংশ ক্রমে বাড়িতে লাগিল।
প্রতি মহিষীর দশ দশ পুত্র হৈল ॥ ৩৩
সে পুত্র সবার কত হৈল পুত্রগণ।
অসংখ্য সে যদুবংশ না যায় গণন ॥ ৩৪

উষাবতীর বিবাহ।

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ।
অনিরুদ্ধ হৈলা কামদেবের নন্দন ॥ ১
[illegible]ান হইল তাঁর উষাবতী সনে।
[illegible] অতি কৌতুক কথা শুন সাবধানে ॥ ২
প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন দৈত্যেশ্বর।
তাহার নন্দন বলি মহাভক্তবর ॥ ৩
শত পুত্র পৃথিবীতে রাখিয়া রাজন।
হরিদান ছলে গেলা পাতাল ভুবন ॥ ৪
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ বাণ হৈল মহাবলবান।
সকল দৈত্যের মধ্যে হইল প্রধান ॥ ৫
বৈসয়ে শোণিতপুরে বাণ মহারাজ।
যেন সুরপতি রহে সুরপুরী মাঝ ॥ ৬
মহারুদ্র তপ করি আরাধিল হরে।
সাক্ষাৎ হইয়া শিব বর দিলা তারে ॥ ৭
সহস্রেক বাহু দিলা তাহার শরীরে।
বলেতে বলিষ্ঠ হৈল ভুবন ভিতরে ॥ ৮
তার পুরে রহে সদা গৌরী পঞ্চানন।
শূল হস্তে পুরী রক্ষা করে ষড়ানন ॥ ৯
একদিন মহাদেবে করিল প্রার্থন।
মহারণে ইচ্ছা সদা হয় মম মন ॥ ১০
বাঞ্ছা পূর্ণ কর মহারণ মিলাইয়া।
শুনি সদানন্দ কহে সক্রোধ হইয়া ॥ ১১
অতি শীঘ্র মহারণ পাইবে রাজন।
সংগ্রামের মধ্যে আমি করিব গমন ॥ ১২
এত বলি অন্তর্দ্ধান হইলা শঙ্কর।
বর পায়ে বাণ রাজা হরিষ অন্তর ॥ ১৩
উষাবতী নামে তার কন্যা রূপবতী।
হর গৌরী আরাধিল করিয়া ভকতি ॥ ১৪
সাক্ষাৎ হইয়া গৌরী বর দিলা তারে।
উত্তম পুরুষ বর মিলিবে তোমারে ॥ ১৫
স্বপ্নযোগে যার সহ হইবে মিলন।
সেই সে তোমার পতি নিশ্চয় কথন ॥ ১৬

তবে সেই উষাবতী, গৌরী পূজে নিতি নিতি,
কায়মনোবাক্যে শ্রদ্ধা করি।
পূজিয়া পরমেশ্বরী, স্তব করে কর যুড়ি,
দয়া কর দাসীরে শঙ্করী ॥ ১৭
এইরূপে দিনে দিনে, পূজিয়ে একান্ত মনে,
শুদ্ধভাবে বাণের তনয়া।
দেখি তার শুদ্ধমতি, সুপ্রসন্না হৈমবতী,
করুণা করিলা মহামায়া ॥ ১৮
এক দিন নিশা কালে, শুইয়াছে কুতূহলে,
বিচিত্র পালঙ্কে উষাবতী।
নিদ্রা যায় অচেতন, স্বপ্নে করে দরশন,
মিলে এক পুরুষ সংহতি ॥ ১৯
কি নীল-জীমূত জিনি, মনোহর সুলাবণি,
যথাযোগ্য অঙ্গে অলঙ্কার।
আসি গৃহে আচম্বিতে, তার সহ হরষিতে,
বাঞ্ছা ভরি করয়ে বিহার ॥ ২০
পরশি শীতল অঙ্গ, বাড়ে কত রসরঙ্গ,
ভাবে অঙ্গ পড়ে এলাইয়া।
সে সুখ সম্ভোগ রসে, হইলেন রসাবেশে,
রসিক পুরুষে দেহ দিয়া ॥ ২১
এইরূপে রসবতী, ভুঞ্জি সেই উষাবতী,
আচম্বিতে নিদ্রা হৈল ভঙ্গ।
চমকি চৌদিকে চায়, কারে না দেখিতে পায়,
সঘনে কম্পিত সব অঙ্গ ॥ ২২
বিরহ সমুদ্র জলে, কাম তিমিঙ্গিলে গিলে,
ঘন ঘন ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
হায় বলি খাটে হৈতে, পড়ে রামা আচম্বিতে,
শব্দ শুনি সখীগণে ত্রাস ॥ ২৩
ধাইয়া দেখয়ে তায়, পড়িয়াছে মৃতপ্রায়,
শ্বাসহীন দেখি হৈল ভয়।
বদনে সিঞ্চয়ে নীর, ক্ষণেক হইয়া স্থির,
সখী প্রতি মৃদুস্বরে কয় ॥ ২৪
চেতন করিলে মোরে, কেবল দুঃখের তরে,
প্রাণ যায় প্রাণনাথ বিনে।

যদি বাঁচাইতে চাহ, হৃদয়ের নাথ দেহ,
নতুবা মরিব বিষ পানে ॥ ২৫
এইরূপে উষাবতী করয়ে রোদন।
নানা বাক্যে প্রবোধ করিছে সখীগণ ॥ ২৬
চিত্ররেখা নামে সখী কহে যোড়করে।
কিবা মনঃকথা তব বলহ আমারে ॥ ২৭
জগতে অসাধ্য কিছু নাহিক আমার।
কি বেদনা কহ শীঘ্র করি প্রতিকার ॥ ২৮
উষা কহে অতি গুপ্ত মম মনঃকথা।
কহিতে তোমারে লজ্জা বাসি যে সর্ব্বথা ॥ ২৯
চিত্ররেখা কহে সখী বলগো আমায়।
উপায় করিয়া শীঘ্র তুষিব তোমায় ॥ ৩০
তবে উষা বিরলে কহিলা সব তারে।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত কহে সখেদ অন্তরে ॥ ৩১
অচেতন নিদ্রা যাই পালঙ্ক উপর।
হেনকালে আইল পুরুষ মনোহর ॥ ৩২
নানাবিধ কৌতুক করিয়া মোর সনে।
কোথা গেল পোড়ে মন তাহার কারণে ॥ ৩৩
যদি বা তাহার সহ না হয় মিলন।
নিশ্চয় হইবে সখী আমার মরণ ॥ ৩৪
চিত্ররেখা কহে শোক ত্যজ গুণবতী।
সাক্ষাতে দেখহ তুমি আমার শকতি ॥ ৩৫
ত্রিভুবন মধ্যেতে বৈসয়ে যত জনে।
সবারে লিখিতে পারি দেখহ নয়নে ॥ ৩৬
চিনি লহ নিজ পতি হয় কোন জনে।
তাহারে আনিয়া তবে দিব এইক্ষণে ॥ ৩৭
এত কহি তিন দিনে লিখে ত্রিভুবন।
একে একে উষাবতী করে নিরীক্ষণ ॥ ৩৮
স্বর্গ আর পাতাল দেখিল গুণবতী।
তথায় না দেখিলেক আপনার পতি ॥ ৩৯
পৃথিবীনিবাসীগণে করে নিরীক্ষণ।
অনিরুদ্ধে দেখি উষা হৈল অচেতন ॥ ৪০
সম্বিৎ পাইয়া কহে অঙ্গুলি দেখায়া।
লুটিল যৌবন এই এথায় আসিয়া ॥ ৪১
চিত্ররেখা বলে তব বড় ভাগ্য হয়।
শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র এই কামের তনয় ॥ ৪২
এইক্ষণে আনি আমি মিলাব তোমারে।
সর্ব্বস্থানে গতি মোর হয় মুনিবরে ॥ ৪৩
উষা কহে বিলম্বে ত্যজিব আমি প্রাণ।
শীঘ্র কর সহচরী ইহার বিধান ॥ ৪৪
উষা শান্ত করি চিত্ররেখা চড়ে রথে।
ত্বরিতে মিলিল অনিরুদ্ধের সাক্ষাতে ॥ ৪৫
এথা অনিরুদ্ধ কামদেবের কুমার।
স্বপ্নে উষা সহ করে বিবিধ বিহার ॥ ৪৬
নিদ্রাভঙ্গে উষা সম ব্যাকুল হইয়া।
উষা রূপ ধ্যানে ভূমে আছয়ে বসিয়া ॥ ৪৭
কেমনে মিলিবে সেই উত্তমা রমণী।
কোথা তার ঘর কিছু না জানি না শুনি ॥ ৪৮
এইরূপ অনিরুদ্ধ ভাবে নিরবধি।
দরিদ্রের নিধি তারে মিলাইল বিধি ॥ ৪৯
চিত্ররেখা সম্মুখেতে আসিয়া তাহার।
বলে উঠ ভাব্য নিধি মিলাব তোমার ॥ ৫০
চক্ষুঃ মেলি অনিরুদ্ধ চমকিয়া চায়।
পরম সুন্দরী দেখি জিজ্ঞাসে তাহায় ॥ ৫১
কেবা তুমি দুর্গ লঙ্ঘি আইলে মোর পুরে।
সখী কহে তার দূতী ভাবিতেছ যারে ॥ ৫২
বাণসুতা উষা তোমা স্বপ্নেতে দেখিল।
তোমার অধিক দশা তাহার হইল ॥ ৫৩
উঠহ কুমার শীঘ্র করহ গমন।
এতক্ষণ বাঁচে মরে না জানি কারণ ॥ ৫৪
শুনি অনিরুদ্ধ মুখে বাক্য নাহি স্ফুরে।
হরিষ উৎকণ্ঠা মনে চলিল সত্বরে ॥ ৫৫
মনোধিক-গতি রথে উত্তরিল গিয়া।
চিত্ররেখা কহে সখী দেখগো আসিয়া ॥ ৫৬
আনন্দে অস্থির উষা উঠিয়া সত্বরে।
অভিন্ন মদন সম পতি রূপ হেরে ॥ ৫৭
মূর্চ্ছিত পড়িল উষা পাদ্য অর্ঘ দিয়া।
অনিরুদ্ধ হইল মূর্চ্ছা উষারে দেখিয়া ॥ ৫৮

দুহাঁ মুখে নীর সিঞ্চি সহচরীগণে।
চেতন করিল তবে অনেক যতনে॥ ৫৯
আনন্দে আকুল হয়ে সহচরীগণ।
গন্ধর্ব্ব বিবাহ দুঁহার দিল ততক্ষণ॥ ৬০
পালঙ্কে বসিয়া দোঁহে মিলন করিল।
নানারঙ্গে রসাবেশে রজনী বঞ্চিল॥ ৬১
কৃপণের হেম সম উভয় মিলন।
আনন্দ সলিলে দুঁহে হইল মগন॥ ৬২
উদয় অস্ত নাহি জানে কিবা দিবা রাতি।
সদা রসমদে মত্ত যুবক যুবতী॥ ৬৩

অনিরুদ্ধের সহিত বাণরাজার যুদ্ধ।

এইমতে হরষিতে আছে দুইজনে।
উষা গর্ভবতী তবে হৈল কত দিনে॥ ১
দেখি সখীগণ ত্রাসে নৃপে গিয়া কয়।
প্রমাদ উষার গৃহে শুন মহাশয়॥ ২
কোথা হৈতে আইল পুরুষ সুন্দর।
উষা সনে বিহার করয়ে নিরন্তর॥ ৩
কি দেব মানুষ সেই আমরা না জানি।
ইহার বিধান যাহা কর নৃপমণি॥ ৪
শুনিয়া সক্রোধে কহে বলির নন্দন।
মোর পুরী লঙ্ঘে হেন আছে কোন জন॥ ৫
সম্মুখে দেখিল বাণ চারি সেনাপতি।
আজ্ঞা দিল বান্ধি চোরে আন শীঘ্রগতি॥ ৬
রাজ-আজ্ঞা পায়্যা তারা চলিল ধাইয়া।
ঘেরিল উষার গৃহে বহু সৈন্য লয়্যা॥ ৭
উষা সনে পাশা খেলে কামের নন্দন।
যুদ্ধ সাজ দেখিয়া উঠিল ততক্ষণ॥ ৮
চারি সেনাপতি স্থানে যত অস্ত্র ছিল।
চাপড় মারিয়া সব কাড়িয়া লইল॥ ৯
সেই অস্ত্র বরিষণ অনিরুদ্ধ করি।
সেনাপতি সনে সব সৈন্যগণ মারি॥ ১০
পুনরপি খেলিতে লাগিল উষা সনে।
ভগ্ন সৈন্য কহে গিয়া রাজ-সন্নিধানে॥ ১১
শুনিয়া সক্রোধে বাণ করিল গমন।
সংহতি চলিল তার বহু সেনাগণ॥ ১২
মার মার শব্দে ধায় উষার ভবনে।
বাণ দেখি অনিরুদ্ধ উঠে ক্রোধ মনে॥ ১৩
চরণেতে ধরি উষা করয়ে মিনতি।
রণে কার্য্য নাহি প্রভু রাজার সংহতি॥ ১৪
পলাইয়া যাহ প্রাণ লইয়া আপনে।
উষারে তুষিল বীর মধুর বচনে॥ ১৫
বীরদর্প করি বাণ অগ্রে দাণ্ডাইল।
দুইজনে বাক্যযুদ্ধে দ্বন্দ্ব উপজিল॥ ১৬
দিব্য দিব্য বাণ বাণ করে অবতার।
নিমেষে কাটিল সব কামের কুমার॥ ১৭
তবে সর্পবাণ বাণ এড়িল তাহারে।
শত শত সর্প আইসে গিলিতে কুমারে॥ ১৮
এড়িল গরুড় অস্ত্র কামের নন্দন।
সর্পগণে গিলি চলে গিলিতে রাজন॥ ১৯
অনলাস্ত্র এড়ি বাণ পক্ষী পোড়াইল।
বরুণাস্ত্রে অনিরুদ্ধ অগ্নি নিবাইল॥ ২০
ঘোরতর বরিষণ করে জলধর।
বায়ুবাণে মেঘ উড়াইল নরবর॥ ২১
এইমত নানা অস্ত্র ফেলে দুইজন।
দুঁহে সম শরযুদ্ধে কেহ নহে উন॥ ২২
শক্তি জাঠা মুষল মুদ্গর অর্দ্ধচন্দ্র।
ব্রহ্মজাল বিষ্ণুজাল আদি অস্ত্রবৃন্দ॥ ২৩
যেই যাহা জানে ফেলে অন্যের উপর।
কাটিল দুঁহার অস্ত্র দুই ধনুর্দ্ধর॥ ২৪
সব বাণ কাটি গেল বাণ ক্রুদ্ধবান।
ভীষণ দর্শন হাতে তুলে শক্তিখান॥ ২৫
ঝলকে ঝলকে অগ্নি উঠে শক্তিমুখে।
শক্তি দেখি অনিরুদ্ধ কাঁপিলেন বুকে॥ ২৬
শক্তি এড়িলেক বাণ বীরদর্প করি।
গর্জ্জিয়া চলিল অস্ত্র কুমার উপরি॥ ২৭
গোবিন্দচরণাম্বুজ চিন্তি এক মনে।
শক্তিখান অনিরুদ্ধ কাটে দিব্যবাণে॥ ২৮

শক্তি কাটা গেল বাণ হৈয়া মনে ভীত।
নাগপাশ বাণ তবে এড়িল ত্বরিত ॥ ২৯
বাণ এড়ি বাণ রাজা বলয়ে ডাকিয়া।
করিতে আইলে যুদ্ধ ছাওয়াল হইয়া ॥ ৩০
শিবদত্ত বাণ এই দিলা যত্ন করি।
কেমনে ত্বরিবে ইথে যাবে যমপুরী ॥ ৩১
নাগপাশ গিয়া তবে কুমারে বাঁধিল।
কাতর হইয়া বীর ভূমেতে পড়িল ॥ ৩২
রণ জয় করিয়া চলিল নৃপমণি।
উষার মন্দিরে উঠে ক্রন্দনের ধ্বনি ॥ ৩৩

—•—

ঊষাবতীর বিলাপ।

পূজিনু গৌরী হরে, বর দিলেন মোরে,
পাবে উত্তম বরে, তাহা না হইল।
প্রসন্না ভগবতী, দিলা সুন্দর পতি,
তবে এমন গতি, কেন বা ঘটিল ॥ ১
বুঝি সে সুরেশানী, দেখিয়া এ পাপিনী,
নিদয়া হলো তিনি, আগো আগো সখী।
আন গরল খাব, পরাণ না রাখিব,
নিশ্চয় মরিব, নাথে নাহি দেখি ॥ ২
পতিরে করি কোলে, তিতয়ে আঁখির জলে,
সকল সখী মিলে, প্রবোধিছে তায়।
বদন সিঞ্চে নীরে, রামা না হয় স্থিরে,
কঙ্কণ মারে শিরে, করে হায় হায় ॥ ৩
ঊষার বিলপন, বর্ণিবে কোন জন,
দেহে না রহে প্রাণ, সে সব কহিতে।
কামের সুত তবে, হইয়া এক ভাবে,
হরির পদ ভাবে, হৃদয় মাঝেতে ॥ ৪
কোথায় নারায়ণ, রাখহে দীনজন,
কেবল ও চরণ, ভরসা আমার।
বিষম বিষদাহে, পরাণ নাহি রহে,
কৃপায় এ দীনে হে, করহ উদ্ধার ॥ ৫
কোথায় ভগবতী, তুমি ত্রিলোকের গতি,
করুণা মোর প্রতি, করহ ভবানী।
ত্বরিতে আগমন, করিয়া রাখ প্রাণ,
ডাকয়ে দীনজন, শুন সুরেশানী ॥ ৬
এতেক স্তুতি যবে, করিল এক ভাবে,
শঙ্করী আসি তবে, বলেন সাক্ষাৎ হইয়া।
শুন শুন সার, দুঃখ না ভাব আর,
শ্রীহরি প্রতিকার, করিবে আসিয়া ॥ ৭
কহিয়া এত কথা, অদেখ সুরমাতা,
নারদ আসি তথা, আশ্বাসে কুমারে।
না ভাব আর তুমি, দ্বারকা যাই আমি,
হরিরে, এথা আনি, উদ্ধারিব তোরে ॥ ৮
কুমারে আশ্বাসিয়া, ঊষারে প্রবোধিয়া,
অতি ত্বরিত হয়্যা, চলে মহাঋষি।
এথা দ্বারকাপুরে, না দেখি কুমারে,
গোবিন্দ গোচরে, কহে দূত আসি ॥ ৯
বিষণ্ণ নারায়ণ, চিন্তিয়া মনে মন,
জানিলা সে কারণ, ঊষা হরি নিল।
বাণ বিষম শরে, বাঁধিয়া কুমারে,
রাখি নিজ পুরে, বহু দুঃখ দিল ॥ ১০
অন্তর্যামী নারায়ণ, জানিয়া সে কারণ,
করিলা সুগোপন, নরলীলা তরে।
পাঠায় দূতগণে, খুঁজিতে স্থানে স্থানে,
রতির নন্দনে, আনি দেহ মোরে ॥ ১১
না দেখি তনু দহে, প্রাণ নাহি রহে,
শ্রীহরি এত কহে, উপনীত মুনি।
দেখিয়া নারদেরে, উঠিয়া সত্বরে,
পাদ্য অর্ঘ্য তারে দিলা যদুমণি ॥ ১২
যুড়িয়া দুই কর, কহেন গদাধর,
কি ভাগ্য মুনিবর, আইলে মোর পুরে।
কহেন ঋষিবর, শুনহ গদাধর,
কামের কোঙর, শোণিত নগরে ॥ ১৩
নৃপতি বাণ নাম, শোণিতে পাবে ধাম,
তার সুতার নাম, ঊষা রূপবতী।
করিয়া চুরি তারে, কুমার বিভা করে,
জানিয়া নরবরে, বাঁধিলেক তথি ॥ ১৪

বিষম বিষশরে, দগধ সুকুমারে,
করহ প্রতিকারে, তথায় যাইয়া।
শুনিয়া যদুবর, কান্দিয়া বহুতর,
হইলা সত্বর, সাজহ বলিয়া ॥ ১৫

—০—

শ্রীকৃষ্ণ ও মহাদেবের যুদ্ধ।

সাজিয়া চলিল হরি বলরাম সঙ্গে।
প্রদ্যুম্ন সাত্যকি আদি চলে চতুরঙ্গে ॥ ১
বার অক্ষৌহিণী সেনা শ্রীহরি লইয়া।
ঘেরিলা বাণের পুরী চৌদিকে বেড়িয়া ॥ ২
অগ্নিগড় আছে তার পুরীর বাহিরে।
আকাশ পরশে শক্তি নহে যাইবারে ॥ ৩
দেখি আজ্ঞা দিলা হরি গরুড়ের প্রতি।
মহা অগ্নি নির্ব্বাণ করহ শীঘ্রগতি ॥ ৪
আজ্ঞা পায়্যা বৈনতেয় স্বর্গ-গঙ্গায় গিয়া।
ঠোঁটে জল লয়ে দেন অগ্নিতে ঢালিয়া ॥ ৫
সকল অনল ক্রমে করিয়া নির্ব্বাণ।
উপনীত হইল শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান ॥ ৬
তুষ্ট হইয়া পুরে প্রবেশিলা গদাধর।
যুদ্ধবার্ত্তা শুনি বাণ প্রফুল্ল অন্তর ॥ ৭
নাচিতে নাচিতে রাজা হরিষ হইয়া।
সৈন্যসহ রণস্থলে প্রবেশিল গিয়া ॥ ৮
সহস্রেক হাতে করে বাণ বরিষণ।
বৃষপৃষ্ঠে চাপি যুদ্ধে আইলা পঞ্চানন ॥ ৯
কৃষ্ণের উপরে বাণ এড়িলা শঙ্কর।
দুই জনে ঘোর যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর ॥ ১০
কার্ত্তিকেয় সহ কামদেব করে রণ।
দুইজনে শরজালে ছাইল গগন ॥ ১১
প্রলয় কালেতে যেন উথলে অর্ণব।
এইমতে ঘোর যুদ্ধ দেখে দেব সব ॥ ১২
শূল হস্তে মহাদেব করে মহারণ।
শূল দেখি চক্র লইলেন নারায়ণ ॥ ১৩
দেখি দেবগণ সব মনে পাইল ত্রাস।
বিষম অনলে পুড়ে এ ভূমি আকাশ ॥ ১৪
অগ্নির দহনে পুড়ে বাণ সৈন্যগণ।
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিলেন রাজন ॥ ১৫
মহাদেব এড়ি কৃষ্ণ চক্র হাতে লয়্যা।
বাণেরে কাটিতে যান সক্রোধ হইয়া ॥ ১৬
বিষম চক্রের অগ্নি শিবেরে বেড়িল।
বিপদ দেখিয়া দুর্গা মধ্যে দাণ্ডাইল ॥ ১৭
পার্ব্বতী দেখিয়া হরি বিস্ময় হইয়া।
চক্র লয়ে যুদ্ধ করে ঈষৎ হাসিয়া ॥ ১৮
অবসর পায়ে রাজা গেল নিজ ঘরে।
মহেশ্বর জ্বর ধায় যুদ্ধ করিবারে ॥ ১৯
তিন পদ ত্রিনয়ন শিরে জটাভার।
ছয় হাতে অস্ত্র ধরি বলে মার মার ॥ ২০
জ্বর দরশনে কৃষ্ণ মোহিত হইল।
সম্বিৎ পাইয়া নিজ জ্বর সৃষ্টি কৈল ॥ ২১
ধাইল বৈষ্ণব জ্বর শিবজ্বর স্থানে।
দুই জ্বরে ঘোর যুদ্ধ কাঁপে দেবগণে ॥ ২২
তবে ত বৈষ্ণবজ্বর ধরি শিবজ্বরে।
জটে ধরি অবনীতে ফেলিল সত্বরে ॥ ২৩
মোহিত হইল জ্বর দুষ্কর তাড়নে।
করপুটে স্তব করে হরির চরণে ॥ ২৪
নমোনমঃ জগন্নাথ প্রণতপালন।
নমোনমঃ পরমাত্মা নমো নারায়ণ ॥ ২৫
আপনি সৃজিয়া কেন সংহার আপনি।
তোমার প্রভাব কেবা জানে চক্রপাণি ॥ ২৬
জ্বরের এতেক স্তব শুনি নারায়ণ।
দয়া করি নিজ জ্বর হরিল তখন ॥ ২৭
শ্রদ্ধা করি এই কথা শুনে যেই নরে।
জ্বরশক্তি তার কিছু করিতে না পারে ॥ ২৮

—:—

শিবের শ্রীকৃষ্ণস্তব।

তবে শিবজ্বর কৃষ্ণে প্রণাম করিয়া।
নিজ স্থানে চলি গেল বিদায় হইয়া ॥ ১
জ্বর ব্যর্থ দেখি বাণ কাঁপিল অন্তরে।
সহস্রেক হস্তে রাজা বাণবৃষ্টি করে ॥ ২

কাটিলা সকল অস্ত্র প্রভু চক্রধর।
শূলহস্তে লৈল রাজা অতি ভয়ঙ্কর ॥ ৩
শূল দেখি চক্র হস্তে নিলা গদাধর।
বিপদে পড়িল বাণ দেখিলা শঙ্কর ॥ ৪
যোড়হাতে স্তব করে পার্ব্বতীর পতি।
নমো নমো নারায়ণ অখিলের গতি ॥ ৫
অচ্যুত অনন্ত অজ অব্যয় আকার।
আত্মারাম আদি রূপ আব্রহ্ম আধার ॥ ৬
ইঙ্গিতে ইতরে ইষ্টপদ কর দান।
ঈষৎ ঈক্ষণে ঈশ কর পরিত্রাণ ॥ ৭
উপেন্দ্র উজ্জ্বল রসোন্মাদী সর্ব্বোত্তম।
উর্দ্ধ সবাকার উর্দ্ধে নাহি যার সম ॥ ৮
ঋত্তি ঋষভ দেবরিপু-অন্তকারী।
এ ঘোর বিপাকে এইবার রাখ হরি ॥ ৯
ওই পদ বিনে আর নাহিক উপায়।
ঔৎসুক্যে মাগিয়ে দয়া খণ্ড এই দায় ॥ ১০
অংশরূপে অসংখ্য তোমার অবতার।
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সর্ব্ব সারাৎসার ॥ ১১
করুণানিধান কৃষ্ণ কমলা-জীবন।
খেচর গজেন্দ্রপতি খলবিনাশন ॥ ১২
গোপীনাথ গো-গোপ-গোপিনীহিতকারী।
ঘন ডাকি ঘনশ্যাম রাখ কৃপা করি ॥ ১৩
নমো নারায়ণ নিত্যানন্দ নিত্যরূপ।
চতুর্ভুজ চিন্তামণি চৈতন্যস্বরূপ ॥ ১৪
ছলা ছাড়ি মোরে পদছায়া কর দান।
জয় জগদীশ জগন্নাথ ভগবান ॥ ১৫
ঝলকে ঝলকে অগ্নি উঠে সুদর্শনে।
নিরখিয়া নারায়ণ ত্রাস হয় মনে ॥ ১৬
টলহীন অটল-বিহারী ভগবান।
ঠেকিয়াছি ঠাকুর করহ পরিত্রাণ ॥ ১৭
ডম্বুরু বাজায়ে সদা ডাকি তব নাম।
ঢল ঢল জলদবরণ করি ধ্যান ॥ ১৮
নিন্দিয়া নীরজ নীল-নয়ন তোমার।
তার কোণে এ তাপিতে চাহ এইবার ॥ ১৯
থর থর কাঁপি ভয়ে স্থির হইতে নারি।
দয়াময় দোষ ক্ষমা কর দয়া করি ॥ ২০
ধরাধর-ধারী তুমি ধর্ম্মের ঈশ্বর।
নমো নারায়ণ নরসিংহ কলেবর ॥ ২১
পতিতপাবন প্রভু পরম আশ্রয়।
ফেরে পড়িয়াছি ফিরে চাহ দয়াময় ॥ ২২
বিঘ্ন-বিনাশক বিষ্ণু বৈষ্ণবের প্রাণ।
ভয়ে ভীতজনেরে অভয় দেহ দান ॥ ২৩
মায়ায় মোহিনীরূপে মোহিলে অসুরে।
যমের যন্ত্রণা যায় যে ভাবে তোমারে ॥ ২৪
রামরূপে রাবণে করিয়া বিনাশন।
লক্ষ্মী লক্ষ্মণেরে লয়ে অযোধ্যা গমন ॥ ২৫
বিধির বাসনা পূর্ণ কর অনিবার।
শরণ্যে শুভদ শান্তিদাতা শিবাকার ॥ ২৬
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণময় ষোড়শ কৈশোর।
সর্ব্বসেধ সর্ব্বসিদ্ধি স্বভক্ত গোচর ॥ ২৭
হরিপ্রিয় হবির্ভোক্তা হব্যবাহ রূপ।
ক্ষীণ জনে ক্ষম দোষ না হও বিরূপ ॥ ২৮
তোমার প্রসাদে মহাদেব মম নাম।
বাণ-প্রাণ দান মোরে দেহ ভগবান ॥ ২৯
শিবের স্তবেতে হরি প্রসন্ন হইয়া।
কহিলেন তাঁরে কিছু ঈষৎ হাসিয়া ॥ ৩০
নাহি লব বাণ-প্রাণ প্রহলাদ বচনে।
বাহু সব ঘুচাইব করিয়া ছেদনে ॥ ৩১
সহস্রেক হস্ত মদে মত্ত অতিশয়।
চারি হাত রাখি সব কাটিব নিশ্চয় ॥ ৩২
এত শুনি মহাদেব অনুমতি দিলা।
চক্রে করি হস্ত সব কাটিয়া ফেলিলা ॥ ৩৩
অবশেষে চারি হস্ত ছাড়ি দিল হরি।
তবে শিব তারে আনিলেন কোলে করি ॥ ৩৪
কহেন বিনয় করি শ্রীকৃষ্ণ গোচরে।
পদ্মহস্ত দেহ প্রভু ইহার শরীরে ॥ ৩৫
চক্রের জ্বালায় দগ্ধ নৃপ কলেবর।
শ্রীকর পরশে সুস্থ কর গদাধর ॥ ৩৬

মহাদেব বাক্যে কৃষ্ণ স্পর্শিলা তাহারে।
চারি হাত হৈল রাজা দ্বিগুণ সুন্দরে ॥ ৩৭
তবে শ্রীকৃষ্ণেরে রাজা বড়জে পূজিয়া।
গৃহে আনিলেন বহু স্তবন করিয়া ॥ ৩৮
তবেত সম্ভ্রমে অনিরুদ্ধে মুক্ত করি।
উষাবতী কন্যা দান দিল দণ্ডধারী ॥ ৩৯
নানা রত্ন যৌতুকে ভুষিয়া নরপতি।
গোবিন্দে দিলেন অনিরুদ্ধ উষাবতী ॥ ৪০
কৌতুকে শ্রীহরি তবে বিদায় হইয়া।
দ্বারকা গেলেন প্রভু নিজগণ লৈয়া ॥ ৪১
উষা দেখি হরষিত পুরবাসীগণ।
পুত্র পুত্রবধূ গেলা রতি নিকেতন ॥ ৪২
অমৃত বারিধি লীলা অতি সুবিস্তার।
বাঞ্ছা ভরি সদা সাধ হয় বর্ণিবার ॥ ৪৩
পুথি বিস্তারের ভয়ে লিখিতে না পারি।
শ্রোতা সব শুনিবেন মোরে দয়া করি ॥ ৪৪

—:—

বিবিধ লীলা বর্ণন।

এইরূপে দ্বারকা বিহরে ভগবান।
নিতি নব নব লীলা করে উপাদান ॥ ১
তবে বলরাম ব্রজে করিলা গমন।
বলরামে দেখি সবে পাইলা জীবন ॥ ২
ব্রজেতে নিবাস রাম কৈলা দুই মাস।
নিজগণ গোপী সহ করিলেন রাস ॥ ৩
জলকেলি ছলে কৈলা কালিন্দী দমন।
দ্বারকানগরে পুনঃ করিলা গমন ॥ ৪
বহুবিধ লীলাগণ ইথি মাঝে হয়।
লিখিতে নারিনু পুথি বিস্তারের ভয় ॥ ৫
একদিন নারদ ভাবয়ে মনে মন।
দ্বারকানগরে আমি করিব গমন ॥ ৬
বিবাহ করিলা ষোল সহস্র কামিনী।
কিরূপে বিহার একা করে যদুমণি ॥ ৭
এত বলি গেলা মুনি রুক্মিণী মন্দিরে।
তথা কৃষ্ণ তাঁর সহ পাশক্রীড়া করে ॥ ৮
সম্ভ্রমে নারদে দেখি উঠি ভগবান।
যোড় হাতে দাণ্ডাইলা তাঁর বিদ্যমান ॥ ৯
কি ভাগ্য আমার গৃহ পবিত্র হইল।
তোমার চরণধূলি গৃহেতে লাগিল ॥ ১০
মুনি কহে আপনি সাক্ষাৎ ভগবান।
এসব করুণা বাক্য হয় অবিধান ॥ ১১
এত বলি অন্য গৃহে করিল গমন।
তথা দিব্যাসনে বসি করেন ভোজন ॥ ১২
তবে অন্য গৃহে প্রবেশিলা মুনিবরে।
পুত্র কোলে করি তথা বহু স্নেহ করে ॥ ১৩
অন্য গৃহে গিয়া পুনঃ করয়ে দর্শন।
সভায় বসিয়া বিচারয়ে পাত্রগণ ॥ ১৪
অন্য গৃহে গেলা মুনি উৎকণ্ঠ হইয়া।
জলকেলি করে তথা প্রিয়াগণে লইয়া ॥ ১৫
কোনখানে নৃত্য গীত করে দরশন।
কোনখানে বালকে করায় অধ্যয়ন ॥ ১৬
এইমতে ষোড়শ সহস্র অষ্ট স্থানে।
ভিন্ন ভিন্ন লীলা করিলেন দরশনে ॥ ১৭
চমৎকার হইয়া মুনি হরিরে বন্দিয়া।
যথাস্থানে চলি গেলা আনন্দ হইয়া ॥ ১৮
এইরূপ ব্রহ্মা কভু আইলা দর্শনে।
জানিয়া তাহার মন গোবিন্দ আপনে ॥ ১৯
অন্য ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা করিলা স্মরণ।
সকলে আইলা হরি দর্শনকারণ ॥ ২০
এইত ব্রহ্মার মাত্র চারি মুখ হয়।
সে সব দ্বিগুণ ক্রমে চমৎকারময় ॥ ২১
অষ্ট মুখ ষোড়শ দ্বাত্রিংশৎ চতুঃষষ্টি।
যেমন বদন সেইমত অঙ্গ পুষ্টি ॥ ২২
সহস্র অযুত লক্ষ নিযুত বদন।
কোটি অর্ব্বুদ মুখ অতি মনোরম ॥ ২৩
আসি সে সকল ব্রহ্মা মুকুট সহিতে।
গোবিন্দের পদে প্রণময়ে সাবহিতে ॥ ২৪
কুশল জিজ্ঞাসি সবে করিলা বিদায়।
দেখি চতুর্মুখ ব্রহ্মা পড়ে হরি পায় ॥ ২৫

কি আশ্চর্য্য আজি করিলাম দরশন।
কহ প্রভু ভগবান ইহার কারণ॥ ২৬
হরি কহে যত ব্রহ্মা দেখিলে নয়নে।
ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ হয় শরীর বদনে॥ ২৭
এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা হও তুমি।
উপযুক্ত ইহার শরীর দিনু আমি॥ ২৮
যেমন ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মা হৈনু তেন মত।
শুনি প্রজাপতি অতি হইলা বিস্মিত॥ ২৯
অপার অগাধ তত্ত্ব নাহি পারাবার।
দেখি শুনি হইলেন অতি চমৎকার॥ ৩০
প্রণাম করিয়া সুখে বিদায় হইলা।
গাইতে গাইতে গুণ নিজস্থানে গেলা॥ ৩১
আর বার ইন্দ্রপ্রস্থে গেলা নারায়ণ।
রাজসূয় যজ্ঞ করে ধর্ম্মের নন্দন॥ ৩২
ভীমার্জ্জুন সঙ্গে হরি মগধে যাইয়া।
ভীমদ্বারা জরাসন্ধে বিনাশ করিয়া॥ ৩৩
বন্ধ মুক্ত করি দিলা যত রাজাগণে।
ইন্দ্রপ্রস্থে আইলেন ভীমার্জ্জুন সনে॥ ৩৪
নিন্দা শুনি শিশুপালে বধিলা সভায়।
রাজসূয় পূর্ণ করি গেলা দ্বারকায়॥ ৩৫
তবে শাল্ব দন্তবক্রে বিনাশিলা হরি।
আর যত দুষ্টগণে নাশিলা মুরারি॥ ৩৬
এইরূপে পৃথিবীর হরি সব ভার।
আনন্দে করেন হরি দ্বারকা বিহার॥ ৩৭
তবে কুরুক্ষেত্র তীর্থে করিলা গমন।
সত্যভামা আদি গেলা কৌতুক বিধানে॥ ৩৮
তথায় মিলিলা বৃন্দাবনবাসীগণে।
গোপীগণে সম্ভোষিলা মধুর বচনে॥ ৩৯
তথায় দ্রৌপদী আদি করিলা গমন।
মহিষীগণের সহ কথোপকথন॥ ৪০
সে সব বিস্তার লীলা রহিল বর্ণিতে।
তবে প্রিয়গণ সনে গেলা দ্বারকাতে॥ ৪১
বৃন্দাবনবাসীগণ গেলা নিজস্থানে।
দ্রৌপদী সুভদ্রা গেলা হস্তিনাভুবনে॥ ৪২
সুখেতে দ্বারকা বিহরেন ভগবান।
নিতি নব নব সুখ হয় উপাদান॥ ৪৩

লীলাখণ্ডের উপসংহার।

অগাধ অপার সিন্ধু লীলার কথন।
সূত্র পাইয়া কণা মাত্র করিনু বর্ণন॥ ১
এই কৃষ্ণলীলা জাগে যাহার অন্তরে।
আনন্দ-জলধি মাঝে সে সদা সন্তরে॥ ২
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা নাহি করে।
নিরবধি ভাসে লীলা রসের মাঝারে॥ ৩
কৃষ্ণলীলা চরিত্র শুনয়ে যেই জন।
প্রেমময় হৈয়া পায় শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥ ৪
অতএব নিবেদন শুন সর্ব্বজন।
পুরুষোত্তমে বাস করি ভজ নারায়ণ॥ ৫
সেই দ্বারকার নাথ দারু দেহ ধরি।
প্রকাশ করয়ে লীলা জগমনোহারি॥ ৬
অতএব ছাড় মনে অন্য অভিলাষ।
জগন্নাথ পাদপদ্মে করহ বিশ্বাস॥ ৭
এইত কহিনু লীলাখণ্ড বিবরণ।
ক্ষেত্রখণ্ড কথা কহি শুনহ এখন॥ ৮

ক্ষেত্রখণ্ড।

ইন্দ্রদ্যুম্নের শ্রীক্ষেত্রগমনানন্তর কার্য্য।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গৌরধাম।
জয় জয় নিত্যানন্দ ভকতের প্রাণ ॥ ১
জয়াদ্বৈতাচার্য্য গদাধর শ্রীনিবাস।
জয় রূপ সনাতন রঘুনাথ দাস ॥ ২
জয় শ্রীগোপাল ভট্ট ভট্টরঘুনাথ।
জয় জয় ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ ॥ ৩
জয় রামানন্দ শ্রীস্বরূপ দামোদর।
জয় জয় হরিদাস প্রেমকলেবর ॥ ৪
জয় গুরু শিক্ষাগুরু রসময় তনু।
হৃদিতমে উদয় করাও ভক্তিভানু ॥ ৫
জয় জয় জগন্নাথ জয় বলরাম।
জয় ভদ্রা সুদর্শন করিয়ে প্রণাম ॥ ৬
জয় জয় ক্ষেত্রবাসী শ্রীবৈষ্ণব চরণ।
করুণা করিয়া লীলা করহ স্ফুরণ ॥ ৭
লীলাখণ্ড কথা সবে করিলে শ্রবণ।
এবে ক্ষেত্রখণ্ড শুন হৈয়া একমন ॥ ৮
মুনিগণ কহে তবে জৈমিনি চাহিয়া।
কৃতার্থ করিলে কৃষ্ণ লীলা শুনাইয়া ॥ ৯
তবে কি করিলা কহ ইন্দ্রদ্যুম্ন রায়।
ক্ষেত্র গিয়া কি করিলা কহ সবাকায় ॥ ১০
মুনিসহ রথে চড়ি চলিলা যখন।
কোথায় চলিলা কিবা কৈলা দুইজন ॥ ১১
জৈমিনি বলয়ে শুন আশ্চর্য্য কাহিনী।
নারদ সহিত রথে যায় নৃপমণি ॥ ১২
পুরোহিত কনিষ্ঠ সোদর বিদ্যাপতি।
তিনিও আছেন রথে দুঁহার সংহতি ॥ ১৩
চলিয়া আইল রথ নীলকণ্ঠপুরে।
সেই লিঙ্গ রহেন ক্ষেত্রের পূর্ব্বধারে ॥ ১৪
পথে যাইতে অমঙ্গল দেখেন রাজন।
বামচক্ষুঃ বামভুজ করয়ে নর্ত্তন ॥ ১৫
পুনঃপুনঃ এইরূপ হয় অমঙ্গল।
দেখিয়া নৃপতি অতি হইলা বিকল ॥ ১৬
মুনিবরে জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয়।
হেন অকুশল কেন দেখি মহাশয় ॥ ১৭
বাম আঁখি নাচে মোর বাম বাহু স্ফুরে।
কারণ না জানি প্রভু কহত আমারে ॥ ১৮
রাজচক্রবর্ত্তী আমি ভুবন ভিতর।
তার বিঘটিত কিছু নাহি মুনিবর ॥ ১৯
মঙ্গল এ যাত্রা হরি দর্শন কারণ।
তবে অমঙ্গল কেন কহ কি কারণ ॥ ২০
কিবা দুঃখ হবে মুনি কহ সুনিশ্চিত।
তিনকালতত্ত্ব সব তুমি সুবিদিত ॥ ২১
ইন্দ্রদ্যুম্ন বাক্য তবে শুনি তপোধন।
সান্ত্বনা করিয়া কহে ব্রহ্মার বচন ॥ ২২
শুন রাজা বিষাদ না ভাবিহ অন্তর।
অল্প বিঘ্ন শুভ তব হইবে বিস্তর ॥ ২৩
ভাগ্যবান যেই জন হয় নরবর।
শুভ পুনঃ মিলে তারে বিঘ্নের অন্তর ॥ ২৪
সত্য তুমি রাজচক্রবর্ত্তী নহে আন।
সত্য এই বিষ্ণুক্ষেত্রে আইলে মতিমান ॥ ২৫
কিন্তু যেই হেতু যাত্রা করিলে আপনে।
অন্তর্দ্ধান সেই প্রভু হইলা এক্ষণে ॥ ২৬
যে দিনে দর্শন কৈলা এই বিদ্যাপতি।
তার পর দিনে অন্তর্দ্ধান রমাপতি ॥ ২৭
সুবর্ণ বালুকাতে আবৃত হৈয়া হরি।
পাতালে গেলেন ভূমিলোক পরিহরি ॥ ২৮
নারদের মুখে শুনি দারুণ উত্তর।
অতিশয় ব্যথিত হইলা নরবর ॥ ২৯

সেই কথা কোটি বজ্রাঘাত সম মানি।
অচেতন হৈয়া রাজা পড়িলা ধরণী ॥ ৩০
অতি উচ্চ রথে হৈতে পড়িলা রাজন।
প্রাণ-হত হৈল হেন দেখে সর্ব্বজন ॥ ৩১
হাহাকার করি ডাকে পাত্র মিত্রগণ।
পুরোহিত আদি সবে করয়ে রোদন ॥ ৩২
প্রজাগণ কান্দে অতি বিকল হইয়া।
কোথা গেল নরনাথ সবারে ত্যজিয়া ॥ ৩৩
নারীগণ কান্দে সব করি হাহাকার।
আত্মনাদ করি কান্দে রাজার কুমার ॥ ৩৪
কর্পূরবাসিত সুশীতল জল লয়ে।
ঘন ঘন মুখে সিঞ্চে বিলাপ করয়ে ॥ ৩৫
কর্পূর অগুরু আর শীতল চন্দন।
সর্ব্ব অঙ্গে রাজার করয়ে বিলেপন ॥ ৩৬
কেহ কেহ তালবৃক্ষের চামর লইয়া।
রাজারে ব্যজন করে উৎকণ্ঠা হইয়া ॥ ৩৭
দেখিয়া নারদ মুনি পরম বিস্ময়।
ত্রস্ত হৈয়া যোগেতে বসিলা মহাশয় ॥ ৩৮
রাজার ভবিষ্য শুভ জানি মতিমান।
ধারণ করিয়া যোগ রাখিলেন প্রাণ ॥ ৩৯
এইরূপে বহু যত্ন করিতে করিতে।
বহুক্ষণে চেতন পাইলা নরনাথে ॥ ৪০
উঠিয়া নারদ পদে পড়িলা রাজন।
কান্দিতে কান্দিতে কহে গদ্গদ বচন ॥ ৪১
কোন বড় পাপ আমি কৈনু জন্মান্তরে।
যার ফলে এত দুঃখ ফলিল আমারে ॥ ৪২
এজনমে নিজজ্ঞানে পাপ নাহি করি।
তবে কেন আমারে বিমুখ হইলা হরি ॥ ৪৩
কায়মনোবচনে স্বপনে বা কথনে।
অপরাধ নাহি করি গো বিপ্র সদনে ॥ ৪৪
রাজধর্ম্মে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মগণ।
সেই কর্ম্ম আমি না ছাড়ি কখন ॥ ৪৫
দেবতা অতিথি ভৃত্য আর পিতৃগণ।
বন্ধুবর্গ আমাতে আশ্রিত যত জন ॥ ৪৬
এই সব জনে অপমান নাহি করি।
তবে কেন আমা দীনে ত্যজিলা শ্রীহরি ॥ ৪৭
পঞ্চদশ অপরাধ কালসর্প ন্যায়।
বিষ্ণুতে না করি কভু ত্যজিয়ে সদায় ॥ ৪৮
তবে কেন পরিত্যাগ কৈলা দয়াময়।
অতএব আমি মহাপাতকী নিশ্চয় ॥ ৪৯
কি ভাগ্য চরিত্র সেই কৈলা বিদ্যাপতি।
চর্ম্মচক্ষে সাক্ষাৎ দেখিল রমাপতি ॥ ৫০
কহিতে কহিতে অনুরাগ বাড়ি গেল।
নারদে চাহিয়া পুনঃ কহিতে লাগিল ॥ ৫১
ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতি, বিষাদে বিকল অতি,
কান্দি কান্দি করে নিবেদন।
শুন শুন মহামুনি, তুমি এত তত্ত্ব জানি,
রাজ্যচ্যুত কৈলে কি কারণ ॥ ৫২
যাত্রাকালে না কহিলে, বিপ্রসবে সাথে নিলে,
ইহারাই ভ্রষ্ট হৈলা স্থান।
বৃত্তি ছাড়ি প্রজাগণ, কৈলা হেথা আগমন,
কেমনে বাঁচিবে সবাপ্রাণ ॥ ৫৩
আমার সুদৃঢ় পণ, না দেখিলে নারায়ণ,
পরাণ ত্যজিব সুনিশ্চয়।
আমি নষ্ট হৈলে শেষে, প্রজাগণে পালি কিসে,
এত কৈলে তুমি মহাশয় ॥ ৫৪
যা হৈল ললাট মানি, এবে নিবেদিগে মুনি,
মোর পুত্র মালবে লইয়া।
তথায় করহ রাজা, পালন করুন প্রজা,
মোর সম চক্রবর্ত্তী হয়ে ॥ ৫৫
মোর সহ রাজগণ, আইলেন যতজন,
পুত্র সহযাক্ মালবেতে।
যেন মোর আজ্ঞাবর্ত্তী, তেন পুত্রে চক্রবর্ত্তী,
মানিয়া থাকুন হরষিতে ॥ ৫৬
আর দেশে না যাইব, নিরাহারে ক্ষেত্রে রব,
নীলমাধবের পদ ধ্যানে।
সফল করিব জন্ম, এই মোর নিরূপণ,
সত্য নিবেদিলাম চরণে ॥ ৫৭

এতেক বিলাপ করি, কান্দিছেন দণ্ডধারী,
শুনিয়া তাপিত মুনিবর।
সান্ত্বনা করিয়া তাঁরে, উঠাইলা ধরি করে,
কহে শোক ঝাড় নরবর ॥ ৫৮
নারদ বলয়ে রাজা তুমি সুপণ্ডিত।
পরম বৈষ্ণব ধৈর্য্য সিন্ধুগুণান্বিত ॥ ৫৯
কহিলাম বিঘ্নসহ বহু সুমঙ্গল।
কেননা শুনিয়া তাহা হয়েছে বিকল ॥ ৬০
মূর্ত্তিময় সাক্ষাৎ কৃষ্ণের দরশন।
অনেক জন্মের এই মঙ্গল কারণ ॥ ৬১
অবাধিত হরিলীলা কে করে নিশ্চয়।
জীবন্মুক্ত আমিহ না জানিয়ে নির্ণয় ॥ ৬২
সদাই আমার বাস প্রভু নিকটেতে।
দৃঢ় ভক্তি করি কিবা না হই বঞ্চিতে ॥ ৬৩
সে হরির মায়া হয় সমুদ্র অপার।
বহু জন্মে পার হৈতে শকতি কাহার ॥ ৬৪
দেখ তাঁর নাভিপদ্মে ব্রহ্মার উৎপত্তি।
নিত্য একভাবে ব্রহ্মা করিছেন স্তুতি ॥ ৬৫
তথাপি তাঁহার মায়া না পারে জানিতে।
অন্য জন কেবা আর আছয়ে ইহাতে ॥ ৬৬
কহিলাম সেই মায়াধারির স্বভাবে।
বিশেষ কহি যে আর শুন এক ভাবে ॥ ৬৭
শুন ইন্দ্রদ্যুম্ন তুমি মহাভাগ্যবান।
ত্রিভুবনে নাহি কেহ তোমার সমান ॥ ৬৮
সেইত হরির চারি দারুময় মূর্ত্তি।
যতন করিয়া তুমি কর নরপতি ॥ ৬৯
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষদাতা মূর্ত্তিগণ।
কৃতার্থ হইবে সবে করি দরশন ॥ ৭০
সেই শ্রীহরির অনুগ্রহ তোমা প্রতি।
ভুবন যুড়িয়া রাজা হইবেক খ্যাতি ॥ ৭১
সাক্ষাৎ যে ব্রহ্মা সৃজিলেন চরাচর।
এই কার্য্যে সহায় আছেন নিরন্তর ॥ ৭২
আমারে কহিলে যাহা তোমার কারণে।
সেই কথা কহি রাজা শুন এক মনে ॥ ৭৩
শুনহ নারদ তুমি আমার বচন।
ইন্দ্রদ্যুম্ন কাছে শীঘ্র করহ গমন ॥ ৭৪
নীলাচল যায় রাজা মাধব দর্শনে।
সেথা অন্তর্দ্ধান এবে যমের প্রার্থনে ॥ ৭৫
ঈশ্বরের ইচ্ছা কার শক্তি করে আন।
ইথে যেন শোক নাহি করে মতিমান ॥ ৭৬
পঞ্চম নন্দন মোর ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রতি।
কহিবে নারদ তুমি আমার ভারতী ॥ ৭৭
সহস্রেক অশ্বমেধ করিলে রাজন।
প্রসন্ন করিয়া আমি প্রভু নারায়ণ ॥ ৭৮
শ্বেতদ্বীপ হৈতে তথা যাইব লইয়া।
এইক্ষণে বাস রাজা ক্ষেত্রেতে করিয়া ॥ ৭৯
সহস্রেক অশ্বমেধ করিয়া রাজন।
বিষ্ণুপদ যতনে করুণ আরাধন ॥ ৮০
যজ্ঞ অন্তে দেখিবেন বিষ্ণু দারুময়।
সে দারু প্রতিষ্ঠা আমি করিব নিশ্চয় ॥ ৮১
সকলে প্রশংসা করি কহিবে রাজারে।
ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাগ্যে এই অবতার করে ॥ ৮২
পূর্ব্বেতে পাষাণময় ইন্দ্রনীলমণি।
চারি মূর্ত্তি ভগবান আছিলা আপনি ॥ ৮৩
দরশন করিয়া তাঁহার পুরোহিত।
তাঁহার সাক্ষাতে গিয়া করিলা বিদিত ॥ ৮৪
এবে সেই ভগবান দারুমূর্ত্তি ধরি।
চারি রূপে অবতার হবে নীলগিরি ॥ ৮৫
অতএব মহারাজ কাতর না হবে।
অবশ্য তোমার বাঞ্ছা সফল হইবে ॥ ৮৬
শঙ্খাকার ক্ষেত্র অগ্রে নীলকণ্ঠ হর।
পার্ব্বতীর সহিত বিহরে নিরন্তর ॥ ৮৭
সেই স্থান সুন্দর সুগম মনোহর।
উপযুক্ত হৈতে অশ্বমেধ যজ্ঞবর ॥ ৮৮
যজ্ঞ হেতু সেই স্থানে নির্ম্মাইয়া ঘর।
সেই গৃহে বাস করি সহস্র বৎসর ॥ ৮৯
সর্ব্ব বিঘ্ন নাশে ফল বৃদ্ধির কারণ।
নৃসিংহের মূর্ত্তি এক করিবে স্থাপন ॥ ৯০

নিত্য পূজা সারি তুমি পূজিবে তাঁহারে।
তবে যজ্ঞ আরম্ভিবে আনন্দ অন্তরে ॥ ৯১
এই কার্য্যে বিলম্ব কর্ত্তব্য নাহি হয়।
ব্রহ্মার বচন ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ ৯২

—:—

রাজার নীলাদ্রিতে গমন

জৈমিনি বলয়ে সবে করহ শ্রবণ।
নারদের বাক্যে রাজা হরষিত মন ॥ ১
নীলকণ্ঠ স্থানে গেলা নারদ সংহতি।
হরগৌরী পূজিয়া করিলা বহু স্তুতি ॥ ২
সেইখানে রথ রাখি সেনাগণ সনে।
চলিলেন নৃপতি নীলাদ্রি দরশনে ॥ ৩
অতি সে দুর্গম পথ পর্ব্বতে উঠিতে।
মনুষ্যের সাধ্য কভু না হয় নিশ্চিতে ॥ ৪
তথাপি নারদসহ গমন কারণে।
দেবগতি হৈয়া গিরি উঠে সর্ব্বজনে ॥ ৫
উচ্চ নীচ স্থান সব নহে সমসর।
স্থানে স্থানে সর্প সব অতি ভয়ঙ্কর ॥ ৬
বনহস্তিগণ সব করয়ে গর্জ্জন।
সিংহ ব্যাঘ্র গণ্ডার আছয়ে অগণন ॥ ৭
নির্ভয়ে ফিরয়ে সব পর্ব্বত উপরে।
মর্ত্ত্যজন ভয়ে প্রবেশিতে কেহ নারে ॥ ৮
কোটি কোটি নৃপগণ করয়ে ভ্রমণ।
বহুবিধ তরুলতা করয়ে শোভন ॥ ৯
নীলশিলাগণ পড়িয়াছে স্থানে স্থানে।
তাহা দেখি ভ্রমরমণ্ডলী হয় জ্ঞানে ॥ ১০
গিরির নিতম্বে লাগে সিন্ধু-ঢেউগণ।
সেই শোভা হেরিয়া মোহিল সবা মন ॥ ১১
শ্বেতবর্ণ সিন্ধু-জল নীলবর্ণ গিরি।
একত্র মিলনে কিবা অপূর্ব্ব মাধুরী ॥ ১২
দেখি ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা আপনা পাসরে।
অনন্ত সহিত কিবা মাধব বিহরে ॥ ১৩

অনুমান করি পুনঃ নিশ্বাস ছাড়িয়া।
গিরির উপরে উঠে দ্বিজগণ লৈয়া ॥ ১৪
সেইখানে কৃষ্ণাগুরু তরুর তলায়।
বিরাজয়ে ভগবান নরসিংহকায় ॥ ১৫
কোটি ব্রহ্মহত্যা নাশে যাঁহার দর্শনে।
সকল আপদ ভয় করয়ে নাশনে ॥ ১৬
ভয়ঙ্করমূর্ত্তি প্রভু মিলিত বদন।
স্কন্ধে জটাভার অতি বিকট দর্শন ॥ ১৭
উগ্র তিন আঁখি তাঁর অতি ভয়ঙ্কর।
অগ্নিশিখা জ্বলে যেন নয়ন ভিতর ॥ ১৮
আপনার উরু'পরে দৈত্যেরে ফেলিয়া।
বক্ষ বিদারয়ে বজ্রনখেতে করিয়া ॥ ১৯
মুখে অট্টহাস দীপ্ত অরুণ রসন।
অগ্নিশিখাসম দেখি সুদীপ্ত বদন ॥ ২০
ভেদিলা মেদিনী প্রভু চরণ আঘাতে।
দুই পাদপদ্ম কৈল প্রবেশ তাহাতে ॥ ২১
দুই হাতে দৈত্যবক্ষঃ বিদারণ করে।
আর দুই হাতে প্রভু শঙ্খচক্র ধরে ॥ ২২
মস্তকে কিরীটী আর মুকুট শোভন।
তথায় যাইয়া সবে করিলা দর্শন ॥ ২৩
নারদ সংসর্গ হেতু নির্ভয় হইয়া।
আনন্দিত হৈলা সবে দর্শন করিয়া ॥ ২৪
দূরে হৈতে প্রণাম করিলা সর্ব্বজন।
সকল সন্তাপ হৈতে হইলা মোচন ॥ ২৫
ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা দেখি নৃসিংহ চরণ।
সত্য বলি মানিলেন নারদ বচন ॥ ২৬
ভাবিকার্য্যে প্রত্যয় হইয়া নরপতি।
নারদে চাহিয়া কহে বিনয় ভারতী ॥ ২৭
শুন মহামুনি মহাজ্ঞাননিধি তুমি।
এত দিনে চরিতার্থ হইলাম আমি ॥ ২৮
যদ্যপিও নরহরি মহাভয়ঙ্কর।
তব তুল্যগণের আরাধ্য নিরন্তর ॥ ২৯
আমা সম সবে ভয়ে পলাইয়ে দূরে।
তবু তব সঙ্গ হেতু দেখিনু প্রভুরে ॥ ৩০

অশেষ পাতকে মুক্ত হইনু এখানে।
কৃতার্থ হইনু তব প্রসাদ কারণে ॥ ৩১
অতি ভয়ঙ্কর ভগবান নরহরি।
অল্পজন কোনরূপে আরাধিতে নারি ॥ ৩২
এবে এক নিবেদন শুন দয়াময়।
কোথায় আছিলা নীলমণি কৃপাময় ॥ ৩৩
কৃপা করি সেই স্থান দেখাও আমারে।
শুনি করে ধরি মুনি দেখালে রাজারে ॥ ৩৪
কল্পবট বৃক্ষ এই দেখহ রাজন।
যোজনেক পরিসর উচ্চ দ্বিযোজন ॥ ৩৫
মুক্তিদাতা এই তরু পরম পাবন।
পরশিলে ছায়া পাপ সমুদ্রে তরণ ॥ ৩৬
এই বৃক্ষমূলে রাজা যার মৃত্যু হয়।
সেইজন মুক্তি পায় নাহিক সংশয় ॥ ৩৭
বটবৃক্ষরূপ এই প্রভু নারায়ণে।
দরশন মাত্রে পাপে মুক্ত নরগণে ॥ ৩৮
যে জন পূজয়ে স্তব করয়ে ইহারে।
তাহার কি হয় তাহা কে কহিতে পারে ॥ ৩৯
বটমূল-পশ্চিমে নৃহরির উত্তরে।
আছিলা মাধব ধরি চারি কলেবরে ॥ ৪০
সেই প্রভু পুন তোমা অনুগ্রহ করি।
এইথানে অবতার হবে দণ্ডধারী ॥ ৪১
শ্বেতদ্বীপে যেমন বিষ্ণুর নিজালয়।
জম্বুদ্বীপে তেন এই নিজ স্থান হয় ॥ ৪২
অতি গুপ্ত স্থান এই শ্রীপুরুষোত্তম।
প্রকাশ না করি হরি করেন গোপন ॥ ৪৩
মোক্ষ-অধিকারী রাজা এই স্থান জনে।
অবিশ্বাস ইহারে করয়ে পাপিগণে ॥ ৪৪
বিষ্ণুর প্রতিমা যেবা গঠিয়া এখানে।
প্রতিষ্ঠা করয়ে তিনি মুক্তি করে দানে ॥ ৪৫
এই স্বয়ং দারুব্রহ্ম আপনি আসিবে।
আপনি আসিয়া ব্রহ্মা প্রতিষ্ঠা করিবে ॥ ৪৬
সে বিগ্রহ মুক্তিদাতা কি কহিব আর।
সত্য নরপতি বহু ভাগ্য সে তোমার ॥ ৪৭
অবতার আর যে প্রভুর অন্তর্দ্ধান।
নিমিত্ত আছয়ে ইহা শুন মতিমান ॥ ৪৮
যুগে যুগে অনুগ্রহ হেতু সাধুগণে।
নানা অবতার হরি হয়েন আপনে ॥ ৪৯
কারণ ফুরাইলে পুন অন্তর্দ্ধান হয়।
কারণ রহিত নিত্য এই ক্ষেত্রে রয় ॥ ৫০
শ্বেতদ্বীপে যেমন প্রভুর নিত্য স্থান।
তথা হৈতে অবতার গণ উপদান ॥ ৫১
এথাও থাকিয়া প্রভু আপনে শ্রীহরি।
আপনার অংশ গণ সর্ব্বত্র প্রচারি ॥ ৫২
প্রকাশে মন্দার কাঞ্চী পুষ্কর আদিতে।
অঙ্কুর উৎপত্তি যেন তরুমূল হৈতে ॥ ৫৩
নানা তীর্থে নানাদেশে ক্ষেত্রপুরীগণে।
অংশ অবতারগণ ইহায় রাজনে ॥ ৫৪
ইথে কদাচিৎ তুমি না কর সংশয়।
সকলের মূল এই দারুব্রহ্ম হয় ॥ ৫৫
ক্ষণ এক প্রভু নাহি ত্যজে নিজ স্থান।
দেহ ছাড়ি আত্মা যেন না করে বিশ্রাম ॥ ৫৬
এখন হইবে সেই প্রভু অবতার।
সকলে প্রথমে জ্ঞান হইবে তোমার ॥ ৫৭
তবে সেই প্রকাশ জানিবে অন্য জন।
নিশ্চয় জানিহ রাজা এসব কথন ॥ ৫৮
এইরূপে সেইস্থান করাইলা দর্শন।
দেখি রাজা প্রেম জলে পূর্ণিত নয়ন ॥ ৫৯
বিকসিত হৈল অঙ্গে পুলকের দাম।
অষ্টাঙ্গ হইয়া তথা করয়ে প্রণাম ॥ ৬০
প্রকাশ আছেন প্রভু মনেতে করিয়া।
যোড়হাতে করে স্তব গদগদ হইয়া ॥ ৬১

ইন্দ্রদ্যুম্নের পুরুষোত্তমস্তুতি।

ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতি, করযোড়ে করে স্তুতি,
নমো দেব দেবের ঈশ্বর।
ঘোর ভব-সিন্ধুনীরে, ডুবিয়াছে যে পামরে,
তারে উদ্ধারহ দামোদর

পরম ঈশ্বর হরি, দুঃখগণ-ধ্বংসকারী,
একমাত্র তুমি নারায়ণে।
সুখলোভে ক্ষুদ্রগণ, করে ক্ষুদ্র নিষেবণ,
তোমার মহিমা নাহি জানে ॥ ২
ত্রিবিধ যে পাপে গড়, ছেদন দুষ্কর বড়,
নিরবধি বৃদ্ধি হয় তার।
অনায়াসে তব নাম, লইলে আনন্দ ধাম,
সেই সব পাপের সংহার ॥ ৩
ভক্তিভাবে সেই নাম, লয় যেই অবিরাম,
মুক্তি কোন তুচ্ছ তার আগে।
আপন পার্ষদ করি, তাহারে রাখহ হরি,
তব পদ সেবে অনুরাগে ॥ ৪
কর্ম্মের অধীন করি, তোমারে যে বলে হরি,
অতি মূঢ় সেই সব জন।
তারা তত্ত্ব নাহি জানে, সত্য এই নারায়ণে,
তোমার প্রেরিত কর্ম্মগণ ॥ ৫
অজামিল বিপ্রসুত, বর্ণাশ্রম কর্ম্ম যত,
ত্যজিয়া কি পাপ না করিল।
মৃত্যুকালে যমদূতে, বান্ধে তারে ক্রোধচিত্তে,
সেইকালে ভয় উপজিল ॥ ৬
পুত্র তার নারায়ণে, ডাকিল ভয়ার্ত্ত মনে,
আভাসে হইল তব নাম।
সে নাম করি স্মরণ, হয়ে বন্ধে বিমোচন,
পাইল বৈকুণ্ঠ তব ধাম ॥ ৭
সকল উপায়গণ, শাস্ত্রগণে নিরূপণ,
সব তব দর্শন কারণ।
দেখিলে চরণ তব, গ্রন্থি পাপ নাশে সব,
ততক্ষণ সংশয় মোচন ॥ ৮
আমি দীন দুরাচার, মহাপাপী নিরন্তর,
তুমি মাত্র আশ্রয় আমার।
কাহার আশ্রয় নহি, কেবল তোমার বহি,
অনুগ্রহ কর এই বার ॥ ৯
পূর্ব্বে যেই মূর্ত্তি ধরি, পক্ষে মুক্তি দিলে হরি,
পুন সেই মূর্ত্তি এনয়নে।
দর্শন করিব আমি, এই দয়া কর তুমি,
অন্য কিছু নাহি প্রয়োজনে ॥ ১০
এইরূপে নরনাথ, যোড় করি দুই হাত,
স্তব কৈলা শ্রীমধুসূদন।
অঙ্গ তিতে আঁখিজলে, প্রেমে হৈল টলবলে,
ভূমে পড়ি করয়ে বন্দন ॥ ১১

রাজার নৃসিংহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা

এইরূপে রাজা বহু করিলা স্তবন।
অন্তরীক্ষে রহি কহে প্রভু নারায়ণ ॥ ১
শুন রাজা বিষাদ না ভাবিহ অন্তরে।
যাহা কহে নারদ করহ ত্বরা করে ॥ ২
শুনি রাজা মুনির বচনে শ্রদ্ধা কৈল।
নিশ্চয় করিব যজ্ঞ মনে দৃঢ়াইল ॥ ৩
নারদেরে আগে কহে করিয়া বিনয়।
অশ্বমেধ উদ্‌যোগ করহ মহাশয় ॥ ৪
শুনি মুনি বলে শুন গোপতিনন্দন।
নীলকণ্ঠ স্থানে তুমি করহ গমন ॥ ৫
বিশ্বকর্ম্মসুত তথা আমার স্মরণে।
আইলা নৃসিংহালয় রচন কারণে
পশ্চিম মুখেতে তথা মন্দির করিবে।
নৃসিংহের মূর্ত্তি তুমি তথায় স্থাপিবে ॥ ৭
প্রতিমূর্ত্তি নৃসিংহের লয়ে পঞ্চদিনে।
তথায় যাইব আমি শুনহ রাজনে ॥ ৮
প্রতিমায় স্থাপিব ইন্দ্রিয় প্রাণ মন।
দীপ হৈতে দীপ যেন জানিহ রাজন ॥ ৯
এত শুনি রাজা তথা গমন করিল।
বিশ্বকর্ম্মপুত্র কীর্ত্তিমন্তেরে দেখিল ॥ ১০
রাজার আদেশে সেই বিশ্বকর্ম্মসুত।
চারিদিনে মন্দির গঠিল অদ্ভুত ॥ ১১
তবে পঞ্চদিনান্তে নারদ মুনিবর।
নৃসিংহের মূর্ত্তি লয়ে রথের উপর ॥ ১২
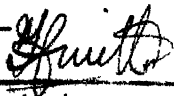
সুগন্ধি কুসুম ঘন হয় বরিষণ।
চারিদিগে স্তব করে স্বর্গ ঋষিগণ ॥ ১৩
দিব্য রথে নরসিংহে লয়ে মুনিবর।
নীলকণ্ঠ স্থানে আইলা হরিষ অন্তর ॥ ১৪
মনোহর মূর্ত্তি বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।
নারদ প্রতিষ্ঠা তাহে করিয়াছে প্রাণ ॥ ১৫
আদ্য মূর্ত্তি নৃসিংহের প্রতিমা বলিয়া।
জানিলেন সব লোক নৃসিংহ দেখিয়া ॥ ১৬
তবে উঠি ইন্দ্রদ্যুম্ন হরিষ অন্তরে।
প্রদক্ষিণ করি দণ্ডবত নতি করে ॥ ১৭
তবে শুভক্ষণ জানি নারদ আপনে।
মন্দির ভিতরে দেবে নিলা হর্ষমনে ॥ ১৮
বহুবিধ নৃপতির প্রতিষ্ঠা সম্ভার।
নৃসিংহের আগে ধরে শত শত ভার ॥ ১৯
ধরা রমা সহ রত্নবেদীর উপর।
উজ্জ্বল করয়ে নরহরি কলেবর ॥ ২০
রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নারদাদিগণ সনে।
বেদ স্মৃতি অনুসারে করিলা স্তবনে ॥ ২১
জ্যৈষ্ঠ শুক্ল দ্বাদশী নক্ষত্র বায়ু নামে।
নৃসিংহে প্রতিষ্ঠা মুনি কৈলা সেই দিনে ॥ ২২
বৈশাখের শুক্ল চতুর্দ্দশী শনিবার।
সেই দিনে নৃসিংহের আদি অবতার ॥ ২৩
এই দুই দিনে পূজে বহু উপহারে।
অন্তে ব্রহ্মলোক পায় পুরাণ প্রচারে ॥ ২৪

রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ।

জিজ্ঞাসিল মুনিগণ করিয়া বিনয়।
তবে কি করিলা ইন্দ্রদ্যুম্ন মহাশয় ॥ ১
নরসিংহ প্রতিষ্ঠা করিয়া নৃপমনি।
কোন কোন কার্য্য কৈলা কহ দেখি শুনি ॥ ২
জৈমিনি বলয়ে সবে শুন সাবধানে।
যে কালে প্রতিষ্ঠা দেবে করিলা রাজনে ॥ ৩
যজ্ঞ আর প্রতিষ্ঠার দুই নিমন্ত্রণ।
একেকালে কৈলা রাজা সূর্য্যের নন্দন ॥ ৪
নিমন্ত্রণ কৈলা ইন্দ্র আদি দেবগণে।
ঋষি মুনি বেদজ্ঞ যাজ্ঞিক যতজনে ॥ ৫
বেদশাস্ত্রগণে রাজা কৈল নিমন্ত্রণ।
নিমন্ত্রণ কৈলা যত মীমাংসকগণ ॥ ৬
ধার্ম্মিকের গণে নিমন্ত্রণ কৈলা আর।
অষ্টাদশ বিদ্যায় পণ্ডিত সদাচার ॥ ৭
সত্যবাদিগণে রাজা কৈলা নিমন্ত্রণ।
আদরে বৈষ্ণবগণে বলিলা রাজন ॥ ৮
ত্রৈলোক্যের মধ্যে যত বৈসে নৃপগণ।
সবে নিমন্ত্রণ কৈলা সূর্য্যের নন্দন ॥ ৯
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর শূদ্রগণে।
নিমন্ত্রণ কৈলা রাজা হরষিত মনে ॥ ১০
দুই ক্রোশ করিলেন সভার নির্ম্মাণ।
পাষাণে রচিত কিবা দেখিতে সুঠাম ॥ ১১
অতি উচ্চ সভা সেই সুধাতে লেপিত।
মণি হীরা মানিক্য কনকে বিরচিত ॥ ১২
কোন খানে স্ফটিকে রজতে কোনখানে।
যেখানে যেমন সাজে রচিল সেখানে ॥ ১৩
স্থানে স্থানে উচ্চ স্তম্ভ বসনে বেষ্টিত।
তার মাঝে মাঝে মুক্তঝারা সুশোভিত ॥ ১৪
স্থানে স্থানে গবাক্ষ শোভয়ে মনোহর।
লম্বিত মুক্তার হার তাহার ভিতর ॥ ১৫
চন্দ্রাতপগণে শোভে সভার উপরে।
চারিপাশে চামর দুলিছে মনোহরে ॥ ১৬
অগুরু চন্দন কর্পূরেতে মিশাইয়া।
প্রতিস্থানে সভার দিলেন ছড়াইয়া ॥ ১৭
চারিপাশে বিরচিল বিচিত্র সোপান।
স্ফটিকে নির্ম্মাণ সেই দেখিতে সুঠাম ॥ ১৮
সভাপাশে যেই সব স্থান নিরমিল।
তার সম শোভা অন্য সভার নহিল ॥ ১৯
সেই অতি সুন্দর বসিয়া তার পরে।
দেখিবে সভার শোভা যেই ইচ্ছা করে ॥ ২০

সভাধারে শোভিত সুন্দর উপবন।
সর্ব্ব-ঋতু-কুসুমে পূর্ণিত মনোরম ॥ ২১
তার মাঝে সুশোভিত সরোবরচয়।
কমল কুমুদ তাতে বিকসিত হয় ॥ ২২
চক্রবাক বক হংস সারসের গণ।
সুমধুর করে গান কর্ণরসায়ন ॥ ২৩
সুগন্ধি নির্ম্মল জল শীতল তাহার।
স্ফটিক সোপান গণ তাহে শোভা পায় ॥ ২৪
যজ্ঞশালা শোভা কিবা না যায় বর্ণনে।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিল প্রাণপণে ॥ ২৫
যেমন যজ্ঞের শালা মরুত্তরাজার।
সেইরূপ এ সব তুলনা নাহি আর ॥ ২৬
তবে শুভদিনে শুভনক্ষত্র সুযোগে।
যজ্ঞ আরম্ভিলা ইন্দ্রদ্যুম্ন মহাভাগে ॥ ২৭
যথাযোগ্য স্থানে বসাইলা সর্ব্বজনে।
যথাযোগ্য দ্রব্যে সবা করিলা বরণে ॥ ২৮
নৃপ দেবগণ ঋষিগণ মধ্য স্থানে।
দেবরাজে বসাইয়া পূজিলা বিধানে ॥ ২৯
কুবেরাদি দেবে রাজা করিলা পূজন।
ধন পায়ে হৈলা সবে চমৎকার মন ॥ ৩০
ইন্দ্রেরে কহয়ে তবে করি যোড়হাত।
মোর নিবেদন কিছু শুন শচীনাথ ॥ ৩১
যদি মনে কর আমি ইন্দ্রত্ব কারণে।
এই যজ্ঞ করি হেন না করিহ মনে ॥ ৩২
তোমরা সেবিলে যেই মাধব চরণ।
বালুকার মধ্যে তিনি হৈলা অদর্শন ॥ ৩৩
যজ্ঞ আরম্ভিনু পুন তাঁহার প্রকাশে।
প্রসন্ন হইয়া মোরে করহ আদেশে ॥ ৩৪
যাবৎ না হয় পূর্ণ এই যজ্ঞবর।
দেবগণ সহ রহ সভার ভিতর ॥ ৩৫
শুনি হাসি কহে ইন্দ্র দেবগণ সনে।
সুখে যজ্ঞ কর রাজা হরষিত মনে ॥ ৩৬
তোমার এ চেষ্টা হয় সবার কল্যাণ।
সকলে দেখিব পুন প্রভু ভগবান ॥ ৩৭
আমাদের কপট নাহিক এই কাজে।
সহায় আছিয়ে মোরা দেবতা সমাজে ॥ ৩৮
ইন্দ্রাদি দেবের বোল ইন্দ্রদ্যুম্ন শুনি।
হরষিতে যজ্ঞ আরম্ভিল নরমণি ॥ ৩৯
নানাবিধ উপহারে শ্রীনাথে পূজিয়া।
পিতৃ বিপ্রগণে পূজে সাবধান হৈয়া ॥ ৪০
স্বস্তি ঋদ্ধি পড়িতেছে যতেক ব্রাহ্মণে।
বিধিমতে বরণ করিলা হোতৃগণে ॥ ৪১
সদস্য সকল তবে ভূপে পত্নী সনে।
অগ্নি আবাহন করি পূজে নারায়ণে ॥ ৪২
হয়বর আনি জলে প্রোক্ষণ করিয়া।
জয়পত্র লিখি ঘোড়া দিলেক ছাড়িয়া ॥ ৪৩
লিখিল শকতি যার রহে ঘোড়া ধর।
ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার সহিত যুদ্ধ কর ॥ ৪৪
এইরূপে লিখি তবে ঘোড়া ছাড়ি দিল।
ঘোড়া পাছে সেনা অসংখ্য চলিল ॥ ৪৫
এথা মৃগচর্ম্মাসনে রাজা মতিমান্।
মৌন হৈয়া আছে চন্দ্রচূড়ের সমান ॥ ৪৬
অপাঙ্গে আদেশ কৈলা যত মন্ত্রিগণে।
নিমন্ত্রিতগণে সব করাহ ভোজনে ॥ ৪৭
ইঙ্গিত বুঝিয়া বিচক্ষণ মন্ত্রীগণ।
নির্ম্মাণ করিল রাশি রাশি পাত্রগণ ॥ ৪৮
দেব হেতু রত্নপাত্র মণিতে খচিত।
মুনি রাজগণ হেতু সুবর্ণে নির্ম্মিত ॥ ৪৯
ক্ষত্রী বৈশ্য রজতে কাংস্যে শূদ্রগণ।
ভোজনান্তে পাত্র নিতি ফেলে সর্ব্বজন ॥ ৫০
আইল যতেক লোক রাজ নিমন্ত্রণে।
পঞ্চশত বর্ষ তথি রহে হৃষ্টমনে ॥ ৫১
দুইবিধ ব্রাহ্মণ নিত্যই পাক করে।
মন্ত্রে তন্ত্রে বিশারদ দেবগণ তরে ॥ ৫২
নীতিশাস্ত্রে বিশারদ মানুষ কারণ।
ষড়বিধ অন্নপান করে সমর্পণ ॥ ৫৩
দেবগণ ক্ষুধাতৃষ্ণা-হীন সুধা পানে।
তথাপি ভোজন করি চমৎকার মনে ॥ ৫৪

পাতালের আইল যত নাগরাজগণ।
সুধার অধিক সবে করাইলা ভোজন ॥ ৫৫
সুগন্ধি পুষ্পের মালা কস্তুরী চন্দন।
পট্টবস্ত্র উপাধান সহিত আসন ॥ ৫৬
করিল পালঙ্ক শয্যা সবাকার তরে।
স্বর্ণদণ্ড চামর ব্যজয়ে সবাকারে ॥ ৫৭
কর্পূরলবঙ্গজাতি তাম্বূলের সনে।
সবাকারে সমর্পণ করয়ে যতনে ॥ ৫৮
ভরতের শিক্ষানাট গীত সবে গায়।
এইরূপে সবাকারে তুষিলেন রায় ॥ ৫৯
তিনলোক-বাসির হইল চমৎকার।
হেন যজ্ঞ না হইল না হইবে আর ॥ ৬০
এইরূপে ইন্দ্রদ্যুম্ন যজ্ঞ আরম্ভিল।
পৃথিবী পাতাল স্বর্গ যশেতে পূরিল ॥ ৬১
যাজ্ঞবল্ক্য আদি করি যত মুনিগণে।
যজ্ঞে হোতা হৈয়া যজ্ঞ করায় রাজনে ॥ ৬২
বশিষ্ঠাদি সপ্তঋষি সদস্য হইয়া।
যজ্ঞের হইলা সাক্ষী সভায় বসিয়া ॥ ৬৩
যেই সব জন করে বিধির বিধান।
মন্ত্র বলাইছে তারা হয়ে সাবধান ॥ ৬৪
যোগীকর্ম্ম যোগিগণ কর্ম্মকারী হয়।
অতএব স্বরে বর্ণে মন্ত্রহীন নয় ॥ ৬৫
সভায় বসিয়া যত মুনির মণ্ডলী।
বাক্য উপবাক্য মন্ত্র বলে কুতূহলী ॥ ৬৬
পরস্পর করে হরি-ভক্তির বিচার।
হরিলীলা চরিত্র বাখানে বার বার ॥ ৬৭
অগ্নি মধ্যে সাক্ষাৎ হইয়া দেবগণ।
হরষিত হৈয়া হবি করয়ে ভোজন ॥ ৬৮
সুধার সমান ব্রহ্মা হবিরে সৃজিল।
তাহা ভুঞ্জি বীর্য্যবন্ত চিরজীবী হৈল ॥ ৬৯
অগ্নি মধ্যে হবিভোগ করে দেবগণ।
বাসে পুন উপহার করয়ে ভোজন ॥ ৭০
চিরকাল দেবগণ ত্যজি স্বর্গপুরী।
রাজার পীরিতে তাহা মনে নাহি করি ॥ ৭১
পাতালনিবাসী যত নাগরাজগণ।
তথা হৈতে সুখে এথা করয়ে ভোজন ॥ ৭২
পাতাল গমন ইচ্ছা মনে নাহি করে।
ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরে সবে সুখেতে বিহরে ॥ ৭৩
পৃথিবী ভ্রমণ করি ঘোটক আইল।
ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রতাপেতে কেহ না বাধিল ॥ ৭৪
স্মৃতিকার কল্পকার শাস্ত্রজ্ঞানিগণ।
যজ্ঞে বিশারদ সদাচারেতে ভূষণ ॥ ৭৫
অবভৃথ সমর্পিল অগ্ন্যাধান হৈতে।
বিধিমতে এক যজ্ঞ করিল পূর্ণিতে ॥ ৭৬
পুনঃ আর যজ্ঞ রাজা আরম্ভ করিল।
প্রথম হইতে শ্রদ্ধা অধিক বাড়িল ॥ ৭৭
এইমতে যজ্ঞ করে ইন্দ্রদ্যুম্ন রায়।
ত্রৈলোক্যজনের সদা আনন্দ বাড়ায় ॥ ৭৮
জগন্নাথ দয়া হেতু ব্রহ্মার আদেশ।
ক্রমে সংস্রেক যজ্ঞ করয়ে প্রকাশ ॥ ৭৯
এক-ঊনসহস্র ক্রমেতে সমাপিল।
সহস্রের পূরণ যজ্ঞেতে দীক্ষা হৈল ॥ ৮০

রাজার ভগবদ্দর্শন।

জৈমিনি বলয়ে বাণী, শুন সব দ্বিজমণি,
সুধাসার প্রভুর চরিতি।
সহস্রের পূর্ণযোগে, দীক্ষা হৈলা মহাভাগে,
দিনে দিনে পাইলা দিব্যগতি ॥ ১
সোমরসে যেই দিনে, যজ্ঞ কৈলা দৃঢ়মনে,
সেই হৈতে সপ্তম দিবসে।
তাহার যে রাত্রি সার, চতুর্থ প্রহরে তার,
ধ্যান করে মনের হরিষে ॥ ২
স্ফটিকেতে নিরমাণ, শ্রীশ্বেতদ্বীপ ধাম,
দেখে রাজা প্রত্যক্ষ সমান।
তার চারিদিকে বেড়ি, শোভে ক্ষীরসিন্ধুবারি,
দেখি প্রেমে পূরিল নয়ন ॥ ৩

দেখে কল্পতরুগণ, পুষ্প গন্ধ মনোরম,
দশ দিক্ আমোদিত করে।
শুভ্র রক্ত বর্ণচয়, শঙ্খচক্রাঙ্কিতময়,
প্রতি অঙ্গে অলঙ্কার ধরে॥ ৪
ফলে ডালে বাকলেতে, বাহিরে কি অন্তরেতে,
দেখে শঙ্খচক্র চিহ্নগণ।
সেই কল্পতরু তথি, সাক্ষাৎ বিষ্ণুর মূর্ত্তি,
আঁখি ভরি দেখয়ে রাজন॥ ৫
সেই শ্বেতদ্বীপ মাঝে, অপূর্ব্ব মণ্ডপ সাজে,
মণিতে রচিত মনোহর।
রতনের সিংহাসন, তার মাঝে মনোরম,
ছটা জিনি মধ্যাহ্ন ভাস্কর॥ ৬
মন্দ বাত খেলে জলে, সেই বাত সুশীতলে,
শীতল মণ্ডপ অনুপম।
তাহে রত্নসিংহাসনে, রাজা করে দরশনে,
নবীন কিশোর ঘনশ্যাম॥ ৭
গদা পদ্ম শঙ্খবর, চক্র চারি করোপর,
বনমালা গলে বিভূষিত।
সকল লাবণ্যাগার, সৌন্দর্য্য সম্পত্তিসার,
শ্রীচরণ জগৎ-পূজিত॥ ৮
মহামূল্য মণিগণে, অলঙ্কার বিভূষণে,
অঙ্গতেজে তিরস্কার করে।
দেখি রূপ নরপতি, প্রেমায় আকুল মতি,
নিজ অঙ্গ ধরিতে না পারে॥ ৯
দক্ষপার্শ্বে মনোহর, দেখে মত্ত হলধর,
কোটিচন্দ্র জিনিয়া বদন।
হিমাদ্রিশিখর-সম, তনু অতি মনোরম,
আঁখি ভরি দেখয়ে রাজন্॥ ১০
ফণাগণ শোভে শিরে, মুকুট তাহাতে পরে,
শোভে যেন ছত্রের সমান।
শ্রবণে কুণ্ডল মণি, উজ্জ্বল ভাস্কর জিনি,
সদাই ঘুরয়ে দুনয়ন॥ ১১
লাঙ্গল মুষল করে, শঙ্খচক্র শোভা করে,
চারিবাহু দেখি অনুপম।
ভূষা দিব্য মণিহার, কেয়ূর বলয় আর,
মুদ্রিকাদি কত অব নাম॥ ১২
ক্ষুদ্রঘণ্টি কটি মাঝে, তথি স্বর্ণসূত্র সাজে,
রতনে নির্ম্মাণ মনোহর।
বারুণী মদিরা ভোরা, গর গর মাতোয়ারা,
হাসিমাখা রঙ্গিম অধর॥ ১৩
হরির দক্ষিণদিকে, দেখে তথি মহাভাগে,
পদ্মাসনে লক্ষ্মীঠাকুরাণী।
কমল অভয়বর, হাতে করি নিরন্তর,
কুঙ্কুমাভা সুন্দরলোচনী॥ ১৪
ত্রৈলোক্য যুবতীগণ, জিনি রূপ মনোরম,
রূপের দৃষ্টান্ত সবাকার।
সিন্ধু-কন্যা বলে সবে, করি এই অনুভবে,
লাবণ্যসিন্ধুর কন্যা সার॥ ১৫
সম্মুখেতে প্রজাপতি, যোড়হাতে করে স্তুতি,
বামে শোভে চক্র সুদর্শন।
সনকাদি মুনি যত, স্তুতি করে অবিরত,
স্বপ্নে রাজা করিলা দর্শন॥ ১৬
অতি অদ্ভুতরূপ, জ্যোতির্ম্ময় অপরূপ,
দেখি রাজা আপনা পাসরে।
সেই ধ্যানযোগে রয়ে, প্রেমে গরগর হয়ে,
স্তুতি করে গদগদ স্বরে॥ ১৭
জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ।
ধ্যান যোগে ইন্দ্রদ্যুম্ন করয়ে স্তবন॥ ১৮
নমো জগতের আত্মা জগত-আধার।
ত্রিগুণের পার নমঃ ত্রৈলোক্যের সার॥ ১৯
গুণগণপ্রকাশক প্রকৃতির পার।
নিরমল শুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ তোমার॥ ২০
বেদে কথিত প্রভু তোমার সে নাম।
জগত তোমার রূপ তোমারে প্রণাম॥ ২১
নমঃ সংসারির দুঃখ-অহঙ্কার-হারী।
নমঃ চৌদ্দভুবনের মূলস্তম্ভ হরি॥ ২২
নমঃ শিল্পকার কোটিব্রহ্মাণ্ড রচনে।
করুণাসিন্ধুর বিধু করিয়ে বন্দনে॥ ২৩

নমো দীনোদ্ধার গুপ্ত কৃপার নিধান।
নমঃ সূর্য্যাদির দীপ্তকারী ভগবান॥ ২৪
নমঃ তুমি জঠরাগ্নিরূপ নারায়ণ।
নমো বহ্নিরূপ তুমি পবিত্র কারণ॥ ২৫
অতিগুরু অতিশ্রেষ্ঠ তুমি দীর্ঘ অতি।
অতি সে নিকট তুমি অতিদূরে স্থিতি॥ ২৬
অতি সূক্ষ্মরূপ তুমি, তুমি সর্ব্বোত্তম।
পুরুষোত্তম জিনি তব রূপ নারায়ণ॥ ২৭
তুমি সুগোপিত পঞ্চ কোষের ভিতরে।
আপনি না জানাইলে কে জানিতে পারে॥ ২৮
দীনবন্ধু জগন্নাথ কর মোরে ত্রাণ।
তোমার চরণে নাথ অনন্ত প্রণাম॥ ২৯
ভবাব্ধি তরিনু তোমা তরণী পাইয়া।
দরশনে ক্লেশগণ গেল পলাইয়া॥ ৩০
তুমি চিদানন্দ রূপ যে পায় তোমারে।
সত্য দুঃখ নাশে ভাসে প্রেমের সাগরে॥ ৩১
মধ্যাহ্নের ভানু যদি গগনে উদয়।
দীপ্তে তার অন্ধকার কতক্ষণ রয়॥ ৩২
আমি দীন ডুবিয়াছি ভবাব্ধি ভিতর।
ত্রাণ কর জগন্নাথ জগত-ঈশ্বর॥ ৩৩
ধ্যানে এইরূপ রাজা করিয়া স্তবন।
প্রণমিয়া করিলেন চরণবন্দন॥ ৩৪
ধ্যান অবসানে স্বপ্ন নাহি হয় জ্ঞান।
জাগিয়া দেখিল সব যেন মতিমান॥ ৩৫
তবে স্বপনের অন্তে নৃপতি জাগিল।
আপনা আপনি রাজা স্মরণ করিল॥ ৩৬
অতি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি নৃপবর।
আপনাকে কৃতার্থ মানয়ে বহুতর॥ ৩৭
সহস্রেক যজ্ঞ মম সফল হইল।
মম ভাগ্য সর্ব্বরূপে উদয় করিল॥ ৩৮
নারদের বাক্য কভু নাহি হয় আন।
কোনরূপে কোথাই দেখিব ভগবান॥ ৩৯
এইরূপ চিন্তা করি রাত্রি শেষ কৈল।
প্রাতঃকালে উঠি রাজা নারদে বলিল॥ ৪০
প্রণাম করিয়া রাজা গদগদ স্বরে।
স্বপনের বৃত্তান্ত কহিল মুনিবরে॥ ৪১
শুনিয়া নারদ মুনি আনন্দ হইল।
কারে না কহিয় স্বপ্ন নিষেধ করিল॥ ৪২
এত দিনে তব শোক গেল রাজা দূরে।
প্রভাতে দেখিলে স্বপ্নে দেব গদাধরে॥ ৪৩
প্রাতঃকাল স্বপ্নফল ধরে দশ দিনে।
নিশ্চয় জানিহ রাজা এইত প্রমাণে॥ ৪৪
প্রত্যক্ষ হবেন হরি যজ্ঞের অন্তরে।
পূর্ব্বে প্রজাপতি কহিলেন মোর দ্বারে॥ ৪৫
সেই ব্রহ্মা স্বপ্নে তুমি করেছ দর্শন।
অতএব যজ্ঞ কর হয়ে একমন॥ ৪৬
স্বপ্নজ্ঞান কদাচিৎ না কর রাজন।
হরির চরিত্র এই বুঝিতে বিষম॥ ৪৭
হেন স্বপ্ন অভাগা জনের নাহি হয়।
ভাগ্যবান্ জনে হেন স্বপন মিলয়॥ ৪৮
জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ।
অদ্ভুত অমৃত কথা করহ শ্রবণ॥ ৪৯
হরষিত হয়ে পুনঃ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা।
সোমরসে যজ্ঞ করি করে হরি পূজা॥ ৫০
একঠাঁই বসি সব ত্রৈলোক্যের গণে।
অশ্বমেধ যজ্ঞ দেখে হরষিত মনে॥ ৫১
আকাশ পরশে সব বেদধ্বনিগণ।
অন্য আর শব্দ কিছু না করি শ্রবণ॥ ৫২
দীনহীন অনাথ আইল যত জন।
বাঞ্ছাভরি সবাকারে দিলা বহু ধন॥ ৫৩
গায়ক নর্ত্তক স্তুতিবাদীগণে আর।
বহুধন দিয়া সবে কৈলা পুরস্কার॥ ৫৪
কল্পবৃক্ষ সম হৈল ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরী।
যাহা চাহে তাহা পায় বঞ্চনা না হেরি॥ ৫৫
এইমতে মহারাজা সবে দান দিল।
পৃথিবী পাতাল স্বর্গ যশেতে পুরিল॥ ৫৬
সমুদ্রের তটে বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণে।
যজ্ঞ পূর্ণ হৈলে রাজা অবভৃথ নামে॥ ৫৭

পূর্ব্বে এক বেদী নিরমাণ করি ছিল।
তথায় নিযুক্ত যত সেবক আসিল ॥ ৫৮
ধাইয়া আইল শ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে।
নৃপতিরে নিবেদন করে যোড়হাতে ॥ ৫৯
শুন শুন মহারাজ করি নিবেদন।
অতি অপরূপ এক করিনু দর্শন ॥ ৬০
বড় এক বৃক্ষ দেখি সমুদ্রের তীরে।
অগ্রভাগ ডুবিয়াছে জলের ভিতরে ॥ ৬১
তীরেতে আছয়ে মূল কল্লোলে প্লাবিত।
রক্তবর্ণ তরু শঙ্খচক্রেতে অঙ্কিত ॥ ৬২
এককালে যেন শত সূর্য্যের উদয়।
আশ্চর্য্য দেখিয়া রাজা হয়েছি বিস্ময় ॥ ৬৩
সুগন্ধ গন্ধেতে তীর আমোদিত করে।
স্নানবেদী সমীপে আছয়ে তরুবরে ॥ ৬৪
কল্পবৃক্ষ হয় এই নহে সাধারণ।
কল্পতরু রূপে কেহ কৈল আগমন ॥ ৬৫
রক্ষকগণের বাক্য শুনিয়া নৃপতি।
নারদে চাহিয়া কহে করিয়া মিনতি ॥ ৬৬
কহ কহ মুনিবর ইহার কারণ।
কিবা শ্রেষ্ঠ তরু দেখি কহে দাসগণ ॥ ৬৭
এত শুনি কহে মুনি সহাস্য বদনে।
পূর্ণাহুতি সমাপন করহ রাজনে ॥ ৬৮
এত দিনে যজ্ঞ তব সফল হইল।
তোমার ভাগ্যের ফল উদয় হইল ॥ ৬৯
পূর্ব্বেতে স্বপনে যাহা করেছ দর্শন।
সেই বৈকুণ্ঠের নাথ আইল রাজন ॥ ৭০
পূর্ণব্রহ্ম অবতীর্ণ তরিতে সংসার।
বিবরণ শুন তার সূর্য্যের কুমার ॥ ৭১
শ্বেতদ্বীপে বিশ্বমূর্ত্তি যে কৈলে দর্শন।
সেই হরি লোমরূপ করিল ধারণ ॥ ৭২
স্বেচ্ছায় পড়িয়া প্রভু ক্ষীরসিন্ধুনীরে।
তরুরূপ আপনি হইলা মায়া ধরে ॥ ৭৩
পৃথিবীতে রহিবেন যেই অবতার।
সেইরূপ হৈলা প্রভু তরুর আকার ॥ ৭৪
অলৌকিক তরু এই ইহার দর্শনে।
তোমারই পাত্র পৃথিবীতে নাহি আনে ॥ ৭৫
ইবে তব ভাগ্যহেতু দেখিবে সকলে।
এই কীর্ত্তি তোমার ঘুষিবে ভূমণ্ডলে ॥ ৭৬
সিন্ধুতীরে সমাপিয়া অবভৃথ স্নান।
মহামহোৎসব তুমি কর মতিমান ॥ ৭৭
তরুরূপী যজ্ঞেশ্বরে মঙ্গল করিয়া।
স্থাপন করহ মহাবেদীতে আনিয়া ॥ ৭৮
এইরূপে যুক্তি করি নৃপমণিবর।
দারুব্রহ্ম সন্নিধানে চলিল সত্বর ॥ ৭৯
রাজার সহিত চলে পাত্রমিত্রগণ।
রথ অশ্ব গজ পদাতিক অগণন ॥ ৮০
ধাইল যতেক লোক হরিরে দেখিতে।
পথ নাহি পায় ধায়ে চলে চারি ভিতে ॥ ৮১
ধায় কুল-নারীগণ লজ্জা পরিহরি।
বৃদ্ধগণ চলে সব যষ্টিভর করি ॥ ৮২
জগন্নাথ দেখিতে সবার সাধ মনে।
হরিধ্বনি করি পথে ধায় সব জনে ॥ ৮৩
সমুদ্রকল্লোল শব্দ শব্দে স্তব্ধ কৈল।
তবে সবে সিন্ধুতীরে উপনীত হৈল ॥ ৮৪
দেখে দারুরূপ হরি ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর।
উজ্জ্বল করেছে সিন্ধুতীর মনোহর ॥ ৮৫
শত শত ভানু কি উদিত একবারে।
শঙ্খচক্রচিহ্নময় তরুরে নেহারে ॥ ৮৬
জনম সফল মানিলেক সর্ব্বজন।
দারুব্রহ্মে ইন্দ্রদ্যুম্ন করিল দর্শন ॥ ৮৭
নিমগ্ন হইল রাজা আনন্দ সাগরে।
পুলকে পূর্ণিত মুখে বাক্য নাহি স্ফুরে ॥ ৮৮
স্বপ্নে জগন্নাথে যেন করিলা দর্শন।
সেইরূপ বৃক্ষবরে দেখয়ে রাজন ॥ ৮৯
চারি বড় ডাল চারি শাখা শোভে তায়।
সুধা ঝরে তরুবরে নয়ন জুড়ায় ॥ ৯০
দেখি সবে শ্রম রাজা সফল মানিল।
মাধবের অদর্শনে শোক তেয়াগিল ॥ ৯১

প্রেমজল বেয়ে পড়ে নয়ন বাহিয়া।
পুনঃপুনঃ প্রণময়ে ভূমে লোটাইয়া ॥ ৯২
দিব্যমালাচন্দনাদি নানা অলঙ্কার।
দারু অঙ্গে পরাইল সূর্য্যের কুমার ॥ ৯৩
তবে রাজা বিপ্রগণে করিয়া যতন।
দারুব্রহ্মে গৃহে লৈতে কৈলা নিবেদন ॥ ৯৪
বহিয়া চলিলা বিপ্রগণ হরষিতে।
লক্ষ লক্ষ ঢক্কাগণ লাগিল বাজিতে ॥ ৯৫
পটহ কাহাল শঙ্খ বাজয়ে বিশাল।
তূরী ভেরী ঝর্ঝরী মৃদঙ্গ করতাল ॥ ৯৬
মধুর মুরজ বীণা রবাব মোচঙ্গ।
বাজয়ে দগড়দামা ডিণ্ডিমের সঙ্গ ॥ ৯৭
বাদ্যগীত নাট করি চলে সর্ব্বজন।
জয় জয় শব্দ বিনা না করি শ্রবণ ॥ ৯৮
জয় জয় জগন্নাথ দারুরূপ হরি।
ঘন ঘন এই শব্দ দেয় নরনারী ॥ ৯৯
দেবগণ চলে সব প্রভুরে ঘেরিয়া।
প্রেমে নাগগণ চলে জয় জয় দিয়া ॥ ১০০
পারিজাতপুষ্প বৃষ্টি করে দেবীগণ।
আকাশ হইতে পুষ্প পড়ে ঘনে ঘন ॥ ১০১
অঞ্জলি অঞ্জলি পুষ্প পড়ে দারুগায়।
চলিলেন মহাপ্রভু প্রসন্ন হিয়ায় ॥ ১০২
চারিদিকে ধূপপাত্র কৃষ্ণাগুরু তায়।
মলয়া পবনে গন্ধ নাসিকা মাতায় ॥ ১০৩
সুরূপিণী বেশ্যাগণ মত্ত যৌবনেতে।
রত্নদণ্ড চামর বাজয়ে চারি ভিতে ॥ ১০৪
দিব্য পট্ট পতাকা ধরিয়া চারি ভিতে।
চলিল অনেক লোক ঘেরি জগন্নাথে ॥ ১০৫
রথ গজ অশ্ব চলে অনেক পদাতি।
স্তুতিবাদি মহাঋষিগণ করে স্তুতি ॥ ১০৬
হোতা বিপ্র শ্রোত্রিয় বিদ্বানগণ যত।
ক্ষত্রী বৈশ্য সৎ শূদ্র ঘেরে চলে কত ॥ ১০৭
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণে কথিত স্তুতিগণে।
চারিদিকে স্তব করে যেই যাহা জানে ॥ ১০৮
জয় জয় পরম ঈশ্বর দারুময়।
জয় অগতির গতি সদয় হৃদয় ॥ ১০৯
জয় নীলমাধব অনন্ত ভগবান্।
জয় দারুরূপ হবে কর পরিত্রাণ ॥ ১১০
এইরূপে নানাবিধ করিয়া স্তবন।
মহাবেদী নিকটে আনিলা নারায়ণ ॥ ১১১
সেই মহাবেদী হয় অতি মনোহর।
উপরে চাঁদোয়া তার পরম সুন্দর ॥ ১১২
পট্টবস্ত্রে ঘেরিয়াছে তার চারিভিত।
থাম্বা মাঝে মাঝে মুক্তা ঝারা সুশোভিত ॥ ১১৩
ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার আদেশে বিপ্রগণে।
সেই বেদী উপরে রাখিল নারায়ণে ॥ ১১৪

দারুব্রহ্ম প্রতিমা নির্ম্মাণ।

তবে রাজা অতিশয় আনন্দ পাইয়া।
নারদে প্রণাম করে ভূমে লোটাইয়া ॥ ১
রাজারে করিয়া কোলে মুনি আনন্দিত।
দোঁহে দোঁহা মিলি হৈলা পুলকে পূর্ণিত ॥ ২
তবেত রাজারে চাহি কহে মুনিবর।
পূজা কর দারুময় পরম ঈশ্বর ॥ ৩
মুনির বচনে বহুবিধ উপচারে।
পূজা কৈল দারুব্রহ্মে পরম সাদরে ॥ ৪
পূজা অবসানে পুন মুনিরে জিজ্ঞাসে।
কিরূপ প্রতিমা বিষ্ণু হবে প্রকাশে ॥ ৫
কেবা নির্ম্মাইবে ইহা কহ মহাশয়।
সব কথা কহি মোর খণ্ডাহ সংশয় ॥ ৬
এত শুনি মুনিবর লাগিল কহিতে।
অলৌকিক চেষ্টা তাঁর কে পারে বুঝিতে ॥ ৭
সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তাঁর চেষ্টা নাহি জানে।
অন্য কেবা জানিবেক এ চৌদ্দভুবনে ॥ ৮
এইরূপ দুই জনে করয়ে বিচার।
হেনকালে অন্তরীক্ষে শুনে চমৎকার ॥ ৯

হইল আকাশবাণী সর্ব্বলোক শুনে।
শ্রবণ করিয়া সবে চমৎকার মানে ॥ ১০
শুন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন না ভাব বিস্ময়।
অলৌকিক হরি বিচারের কার্য্য নয় ॥ ১১
মহাবেদী আচ্ছাদন করহ যতনে।
ইতি মাঝে অবতার হবেন আপনে ॥ ১২
পঞ্চদশদিন না খুলিবে আচ্ছাদন।
দৃঢ় করি সর্ব্ব দ্বার করিবে বন্ধন ॥ ১৩
উপস্থিত হৈল যেই বৃদ্ধ সূত্রধর।
নিজ অস্ত্রশস্ত্র লয়ে স্কন্ধের উপর ॥ ১৪
ইহাঁরে বেদীর মধ্যে প্রবেশ করায়ে।
যতন করিয়া দ্বার বাঁধিবে আঁটিয়ে ॥ ১৫
যাবত নির্ম্মাণ হবে প্রতিমা সকল।
তাবত বাহিরে কর বাদ্য কোলাহল ॥ ১৬
শুনিলে গঠন শব্দ কালা কাণা হয়।
নরকে নিবাস পুত্র মরয়ে নিশ্চয় ॥ ১৭
কদাচ কর্ত্তব্য নহে অন্তে প্রবেশন।
নির্ম্মাণের কালে না দেখিবে কদাচন ॥ ১৮
কর্ম্মকারী বিনা যদি অন্য জন দেখে।
রাজ্যের বিতথা আর সেই পায় দুঃখে ॥ ১৯
যুগে যুগে চক্ষুঃ-হীন হয় সেই জন।
অতএব সেকালে না করিবে দর্শন ॥ ২০
যবে সব কার্য্য করিবেন সমাধান।
আপনেই কর্ত্তব্য কহিব ভগবান ॥ ২১
যেই যেই কার্য্যগণ করয়ে যতনে।
সুখের কারণ তাহা হয় সর্ব্বজনে ॥ ২২
এত কহি অন্তরীক্ষে প্রভু ভগবান।
নীরব হইয়া বাক্য কৈল সমাধান ॥ ২৩
এতেক শুনিয়া সবে আকাশ বচন।
সেইরূপ করিতে সবার হইল মন ॥ ২৪
হেনকালে হরি বিশ্বকর্ম্মা রূপ ধরি।
রাজার নিকটে আসিছেন ধীরি ধীরি ॥ ২৫
অতিবৃদ্ধ হইলেন দেব গদাধর।
কাশিয়া কাশিয়া পড়ে ভূমির উপর ॥ ২৬
ঠেঙ্গা হাতে উঠিতে নড়য়ে সব অঙ্গ।
চলিতে চরণ কাঁপে করয়ে বিভঙ্গ ॥ ২৭
চারিদিকে লোক সব করে পরিহাস।
মায়ায় সবার মন মোহে শ্রীনিবাস ॥ ২৮
দেখি অতি বিস্ময় হইলা নরপতি।
লোক নিবারিয়া কিছু কহে বুড়া প্রতি ॥ ২৯
কহ কোন দেশ হৈতে তব আগমন।
কি হেতু আইলা এথা কহ প্রয়োজন ॥ ৩০
বুড়া বলে ঘর মোর দ্বারকা নগরে।
বাসুদেব রাণা নাম বিদিত সংসারে ॥ ৩১
যত কিছু দেখ রাজা এতিন ভুবনে।
সকল গঠন মোর জানহ রাজনে ॥ ৩২
দারুব্রহ্ম গঠিবারে আইনু এথায়।
কোথায় আছয়ে তরু দেখাহ আমায় ॥ ৩৩
রাজা বলে অপরূপ তোমার এ বাণী।
হেন বৃদ্ধ কেমনে গঠিবে চক্রপাণি ॥ ৩৪
নারদ বলয়ে রাজা না কর বিস্ময়।
বুড়ার বচনে তুমি করহ প্রত্যয় ॥ ৩৫
শুনি অতি বিস্ময় হইলা নরপতি।
স্মরিয়া আকাশবাণী স্থির কৈলা মতি ॥ ৩৬
পুন বৃদ্ধ সূত্রধর চাহি রাজা প্রতি।
কহিতে লাগিলা কিছু মধুর ভারতী ॥ ৩৭
শুন শুন মহারাজ আমার বচন।
স্বপ্নে যেহ যেহ রূপ করেছ দর্শন ॥ ৩৮
দারুতে সে সব রূপ করিব প্রকাশ।
এত কহি বেদী মধ্যে গেলা শ্রীনিবাস ॥ ৩৯
সকল জনের হরি করিতে বঞ্চন।
বৃদ্ধ সূত্রধররূপে আইলা নারায়ণ ॥ ৪০
জৈমিনি বলয়ে তবে শুন মুনিগণ।
অন্তরীক্ষবাণী রাজা করিয়া শ্রবণ ॥ ৪১
যেই যেই রূপ শুনিলেন নরপতি।
সেইরূপ করিবারে কৈলা তবে মতি ॥ ৪২
বৃদ্ধ সূত্রধর মাত্র করিলে প্রবেশ।
দ্বারবন্ধ করিবারে করিলা আদেশ ॥ ৪৩

চারিদিকে দ্বার সব করিল বন্ধন।
বেদী চারিদিকে কৈলা বস্ত্রে আচ্ছাদন॥ ৪৪
বহুবিধ বাদ্য তবে বাজিতে লাগিল।
বাদ্যের শবদে যেন সিন্ধু উথলিল॥ ৪৫
এইরূপে নিত্য নিত্য বাজে বাদ্যচয়।
পঞ্চদশ দিন সবে অপেক্ষা করয়॥ ৪৬
পারিজাতপুষ্প বৃষ্টি ভুমি সুদুর্ল্লভ।
তার দিব্য গন্ধ সবে করে অনুভব॥ ৪৭
নিতি নিতি গীতনাট্য করে দেবগণ।
সুখে অনুভব তাহা করে সর্ব্বজন॥ ৪৮
বহুবিধ গীত আর শুনে লোকগণ।
সুক্ষ্মধারে স্বর্গ গঙ্গা জল বরিষণ॥ ৪৯
ঐরাবত আদি গজগণ মদগন্ধ।
সদা অনুভব করে যত লোকবৃন্দ॥ ৫০
যজ্ঞ হেতু আইলেন যত দেবগণ।
হরি দেখি দুঃখ হৈতে হইলা মোচন॥ ৫১
যেইরূপ কৈলা পূর্ব্বে মাধব সেবন।
জগন্নাথে সেইরূপ কৈলা উপাসন॥ ৫২

মূর্ত্তিচতুষ্টয়রূপে ভগবানের আবির্ভাব।

দেবতার উপাসনে প্রভু জগন্নাথ।
দিব্যরূপগণ ধরি হইলা সাক্ষাৎ॥ ১
স্বয়ং নিরমাণ হৈলা পঞ্চদশ দিনে।
চারি মূর্ত্তি ধরিলেন প্রভু নারায়ণে॥ ২
জৈমিনি বলয়ে সবে শুন সাবধানে।
পূর্ব্বে যেই যেই রূপ করিনু বর্ণনে॥ ৩
আবির্ভাব হৈলা প্রভু সেই রূপ ধরি।
দিব্য সিংহাসনে জগতের নাথ হরি॥ ৪
সংহৃতি সুভদ্রা বলরাম সুদর্শন।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণ॥ ৫
লাঙ্গল মুষল চক্র পদ্ম ধরি হাতে।
প্রকাশ হইলা বলরাম হরষিতে॥ ৬
সপ্তফণা শোভে শিরে মুকুট তাহার।
ছত্রের আকার সে অদ্ভুত শোভা পায়॥ ৭
সর্পের আকার দেহ কুণ্ডল শ্রবণে।
আবির্ভাব বলরাম অনন্ত আপনে॥ ৮
সুভদ্রা সুন্দরমুখী আবির্ভাব হৈলা।
কমল অভয়বর করেতে ধরিলা॥ ৯
আবির্ভাব হৈলা এই কমলা আপনি।
সবার হয়েন ইনি চৈতন্যরূপিণী॥ ১০
এই লক্ষ্মী পূর্ব্বেতে শ্রীকৃষ্ণ অবতারে।
জন্মিলেন মহাদেবী রোহিণী-উদরে॥ ১১
বলরামরূপ সদা হৃদয়েতে ভাবি।
বলভদ্র আকার জন্মিলা মহাদেবী॥ ১২
অভেদ শরীর হন কৃষ্ণ বলরাম।
এক বস্তু দুইরূপ জানিহ প্রমাণ॥ ১৩
বিষ্ণুর বিচ্ছেদ লক্ষ্মী তিলেক না সয়।
অতএব বিষ্ণু সহ অবতার হয়॥ ১৪
বলরাম জন্মিলেন রোহিণী-উদরে।
তস্মাৎ ভগিনী কহি লোক ব্যবহারে॥ ১৫
কিন্তু আপনেই লক্ষ্মী সুভদ্রারূপিণী।
এক গর্ভে জন্ম হেতু রামের ভগিনী॥ ১৬
যথায় পুরুষরূপে প্রভু ভগবান।
তথায় স্ত্রীরূপে হন লক্ষ্মী অধিষ্ঠান॥ ১৭
পুরুষ মাত্রেই সব হয় বিষ্ণুময়।
স্ত্রীমাত্র কমলারূপ জানিয় নিশ্চয়॥ ১৮
দেবতা কি পশুপক্ষিমনুষ্যের গণ।
এই দুই বিভিন্ন আছয়ে কোন জন॥ ১৯
বলরাম কৃষ্ণ দুই এক করি জানি।
হরি বিনে ফণাগ্রে কে ধরয়ে ধরণী॥ ২০
সেইত অনন্ত হন প্রভু বলরাম।
নিরন্তর পূর্ণ করে হরি মনস্কাম॥ ২১
এই শক্তিরূপা লক্ষ্মী ব্রহ্মাণ্ড জননী।
তাঁহার ভগিনী করি সকলে বাখানি॥ ২২
যেই সুদর্শনচক্র বিষ্ণু করে স্থিতি।
শাখা অগ্রে হৈলা সেই চতুর্থ মূরতি॥ ২৩

সেইত দারুতে চারিমূর্ত্তি এইরূপে।
নির্ম্মাণ হইলা কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ভূপে ॥২৪
তবে হরি উপকার করিতে সবার।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া বলয়ে আর বার ॥ ২৫
শুন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন অতি সাবধানে।
পটে আচ্ছাদন কর এই মূর্ত্তিগণে ॥ ২৬
দৃঢ় করি আচ্ছাদন করিয়া যতনে।
বর্ণকে করহ চিত্র প্রতিমার গণে ॥ ২৭
নিজ নিজ বর্ণ সবে করাহ ধারণ।
জগন্নাথে নীল বর্ণ করহ রাজন ॥ ২৮
শঙ্খ আর চন্দ্র বর্ণ কর বলরামে।
অরুণ বরণ কর চক্র সুদর্শনে ॥ ২৯
নানা ভক্তিভাবে শোভা নানা অলঙ্কারে।
কুঙ্কুম অরুণ বর্ণ কর সুভদ্রারে ॥ ৩০
কেবল দারুতে যেবা করয়ে দর্শন।
মহাপাপ হয় করে নরকে গমন ॥ ৩১
অতএব শীঘ্র এই তরু-বাকলেতে।
দৃঢ় করি আচ্ছাদন করহ অগ্রেতে ॥ ৩২
তবে পুন পট্টবস্ত্রে কর আচ্ছাদন।
বৃক্ষ আটা পুন তাতে করহ লেপন ॥ ৩৩
তবে পুন বর্ণকেতে চিত্র কর তায়।
শিল্পিগণ দ্বারে করয়ে এসব উপায় ॥ ৩৪
পুন লেপ খুলি রাজা বৎসরে বৎসরে।
অঙ্গরাগ করাইবে এ চারি মূর্ত্তিরে ॥ ৩৫
কিন্তু মহারাজ এক হবে সাবধান।
কদাচিত বল্ক না খুলিবে মতিমান ॥ ৩৬
চিরকাল সে বাকল অঙ্গেতে রহিবে।
বাকল বিহীন দৃষ্টে প্রমাদ হইবে ॥ ৩৭
বাকল ঘুচায়ে যেবা দেখে নরপতি।
চিরকাল হয় তার নরকে বসতি ॥ ৩৮
দুর্ভিক্ষ মরক রাজ্যে হয় ততক্ষণ।
সন্তান মরয়ে তার শুনহ রাজন ॥ ৩৯
কদাচিৎ সেইরূপে প্রভু না দেখিবে।
দেবতা কি মনুষ্য দেখিলে বিঘ্ন হবে ॥ ৪০

অতএব বহুলেপে হৈয়া বিলেপিত।
দরশন দিয়া করে জগতের হিত ॥ ৪১
সুচিত্র পুণ্ডরীকাক্ষ প্রভু দয়াময়।
দরশন কৈলে সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয় ॥ ৪২
মনের কামনা যদি পাইবে রাজন।
সুচিত্র করিয়া কর প্রভু দরশন ॥ ৪৩
তোমারে করিয়া দয়া হরি অবতার।
তোমা উপলক্ষে হবে সবার নিস্তার ॥ ৪৪
নীলগিরি মাঝে যেই কল্পতরু বর।
তার বায়ুদিকে শত হস্তের ভিতর ॥ ৪৫
নৃসিংহের উত্তরে সে হয় মহাস্থান।
তথায় করহ এক দেউল নির্ম্মাণ ॥ ৪৬
সহস্রেক হস্ত উচ্চ দেউল করিবে।
হরিরে প্রতিষ্ঠা করি তথায় স্থাপিবে ॥ ৪৭
পূর্ব্বে বিশ্বাবসু নামে শবরনন্দন।
বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ তিহোঁ জানিহ রাজন ॥ ৪৮
এইত পর্ব্বতে থাকি মাধবে সেবিল।
তার সহ সখ্য তব পুরোহিত কৈল ॥ ৪৯
এইত দারুলেপ সংস্কার কারণ।
সে দোঁহার সন্তানে করহ নিয়োজন ॥ ৫০
ভবিষ্য উৎসব যত হইবে ইহাঁর।
এ দোঁহার পুত্রে দেহ সেই অধিকার ॥ ৫১
এত কহি শূন্যবাণী নীরব হইল।
শুনিয়া রাজার মনে আনন্দ জন্মিল ॥ ৫২
জৈমিনি বলয়ে শুন মুনির মণ্ডলী।
শুনিয়া আকাশবাণী রাজা কুতূহলী ॥ ৫৩
যেই যেই রূপ রাজা পাইল আদেশ।
সেই সব আচরিল করিয়া বিশেষ ॥ ৫৪
নিযুক্ত করিলা তবে শিল্পকার জনে।
চক্ষেতে বসন সেই করিল বন্ধনে ॥ ৫৫
তরুর বাকল ঢাকে দারুব্রহ্ম গায়।
অতি সে সুদৃঢ় করি বান্ধিল তাহায় ॥ ৫৬
বাকলে ঢাকিয়া দেহ নয়ন খুলিল।
পট্টবস্ত্র পুন তার উপরে ঢাকিল ॥ ৫৭

যথাযোগ্য দ্রব্যে অঙ্গ করিল সংস্কার।
বর্ণকেতে চিত্র করি মানে চমৎকার॥ ৫৮
আসি সবে নৃপতিরে কৈল নিবেদন।
শুনিয়া হইল রাজা প্রফুল্লিত মন॥ ৫৯
মহাবেদী বেষ্টন খুলিলা নরপতি।
সকলে দেখয়ে তবে চতুর্ধা মূরতি॥ ৬০
সিংহাসনে রামকৃষ্ণ ভদ্রা সুদর্শন।
কোটি কোটি চাঁদ জিনি উজ্জ্বল বরণ॥ ৬১
কমল আসনে স্থিতি প্রভু বিশ্বম্ভর।
কৃপায় সহাস্য মুখ রঞ্জিম অধর॥ ৬২
পরিসর বক্ষ অল্প উন্নত দেখিতে।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি হাতে॥ ৬৩
প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্ম জিনিয়া নয়ন।
দরশন মাত্র পাপ হৈতে করে ত্রাণ॥ ৬৪
দারুদেহ হইয়াও প্রভু শ্রীনিবাস।
নিজ দেহ তেজে দিক্ করয়ে প্রকাশ॥ ৬৫
নবীন নীরদ তনু করে ঢল ঢল।
মস্তকে কিরীট কর্ণে মকর কুণ্ডল॥ ৬৬
পীতবাস পরিধান বৈজয়ন্তী গলে।
অঙ্গের সুষমা দেখি তনু মন ভুলে॥ ৬৭
শঙ্খচক্রগদাপদ্মবনমালা ধারী।
নাশয়ে সন্তাপ হেরি চরণ মাধুরী॥ ৬৮
শ্রীঅঙ্গ ভূষিত যথাযোগ্য আভরণে।
বলরামে দেখে রাজা শ্রীকৃষ্ণ দক্ষিণে॥ ৬৯
বারুণী মদিরা পানে ঘোরে দুই আঁখি।
সাক্ষাৎ অনন্ত আইলা সর্ব্ব লোক দেখি॥ ৭০
মস্তক উপরে ফণা-মণ্ডল বিস্তার।
কুণ্ডলী আকার দেখে বিগ্রহ তাঁহার॥ ৭১
অল্প নত পৃষ্ঠ উর উচ্চ পরিসর।
চক্র ধরি ফণাবৃন্দ মস্তক উপর॥ ৭২
লাঙ্গল মুষল চক্র কমল ধারণ।
বনমালা হার তার বলয় ভূষণ॥ ৭৩
মাথায় মুকুট আর কিরীট উজ্জ্বল।
কৈলাস পর্ব্বত সম শ্রীঅঙ্গ ধবল॥ ৭৪
দিব্য নীলবাস করিয়াছে পরিধান।
দেখিয়া নৃপতি প্রেমে পূরিল নয়ন॥ ৭৫
সে দোঁহার মধ্যে দেখে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
সুভদ্রা নামেতে সর্ব্ব মঙ্গলদায়িনী॥ ৭৬
সর্ব্বদেব জননী সুভদ্রা মহেশ্বরী।
পাপসিন্ধু-তারিণী তরণে ভবতরি॥ ৭৭
বিকচ কমল জিনি প্রসন্নবদনী।
করেতে অভয় বর কমলধারিণী॥ ৭৮
রূপ লাবণ্যের বাস যাঁহার দেহেতে।
অলঙ্কারে প্রতি অঙ্গ সুন্দর শোভিতে॥ ৭৯
কুঙ্কুম অরুণ দেহ অতুলনা রূপে।
সাক্ষাৎ দেখিয়ে যেন লক্ষ্মীর স্বরূপে॥ ৮০
বিষ্ণুর বামেতে দেখে চক্র সুদর্শন।
বালসূর্য্য প্রভা জিনি অরুণ বরণ॥ ৮১
তীক্ষ্ণধার তেজোময় বিষ্ণুর মূরতি।
দেখি হৈল সবাকার নয়ন আরতি॥ ৮২
ভগবান প্রকাশ হইলা এইমতে।
চতুর্ভুজ সর্ব্বজনে দেখিলা সাক্ষাতে॥ ৮৩
এইরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভগবান।
ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজারে করিব বরদান॥ ৮৪
সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি সাক্ষাৎ দেখিলে।
জীবমাত্র মুক্ত হৈয়া বৈকুণ্ঠেতে চলে॥ ৮৫
তে কারণে উপায় করিব ভগবান্।
যুগ অনুরূপ দিব দরশন দান॥ ৮৬
সত্য আদি যুগে চতুর্ভুজ দরশন।
কলিযুগে দ্বিভুজ দেখিবে জীবগণ॥ ৮৭
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন প্রভু দারুময়।
যখন যে লীলা করে সেই সত্য হয়॥ ৮৮
আর এক গূঢ় কথা ইতিমধ্যে হয়।
অতি গুপ্ত কথা প্রকাশের যোগ্য নয়॥ ৮৯
পূর্ব্বেতে শমন যবে করিলা প্রার্থন।
সূত্রখণ্ডে আছে তাহা বিস্তার বর্ণন॥ ৯০
যমের স্তবেতে বশ হৈয়া ভগবান্।
শ্রীনীলমাধব রূপ হৈলা অন্তর্দ্ধান॥ ৯১

ধর্মে অধিকার দিতে অবিশ্বাসি জনে।
সেই দেব লীলা করিলেই সঙ্গোপনে ॥ ৯২
পুন দারু-দেহ ধরি প্রকাশ হইলা।
বিশ্বাস অবিশ্বাস অপেক্ষা রাখিলা ॥ ৯৩
দারু-দেহ দেখি যেই অবিশ্বাস করে।
ঘোর রৌরবের মাঝে সেই বাস করে ॥ ৯৪
সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম জানে যেই জন।
মরিলে বৈকুণ্ঠে সেই করয়ে গমন ॥ ৯৫
সেই নীলমাধব আপনি জগন্নাথ।
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরি হইলা সাক্ষাৎ ॥ ৯৬
সদা দরশন যদি দেন সেই রূপে।
কেমনে করুণা দান রহে মৃত্যু ভূপে ॥ ৯৭
তেকারণে জগন্নাথ সূক্ষ্মমূর্ত্তি ধরি।
রহিয়াছে মহাপ্রভু প্রতিমা ভিতরি। ৯৮
এইরূপ বলরাম ভদ্রা সুদর্শন।
নিজ নিজ সূক্ষ্মমূর্ত্তি অন্তরে গোপন ॥ ৯৯
বাহেতে দ্বিভুজ সবে করে দরশন।
চতুর্ভুজ মূরতি অন্তরে সুগোপন ॥ ১০০
সেই বাহ্য মূর্ত্তি দেখি বিশ্বাস যে করে।
অনায়াসে ভবাব্ধি হইতে সে তরে ॥ ১০১
সবার উপাস্য দারুব্রহ্ম নারায়ণ।
ভাব অনুরূপ দেখে ভাবসিদ্ধ জন ॥ ১০২

প্রিয়ংবদের গণেশরূপে জগন্নাথ দর্শন।

পুরাতন কথা এক খ্যাত সর্ব্বজনে।
প্রিয়ংবদ আইলা জগন্নাথ দরশনে ॥ ১
গণেশ সেবক সেই মহাভক্তবর।
জগন্নাথ দরশনে আইলা সত্বর ॥ ২
স্নানমঞ্চে জগন্নাথ চতুর্দ্ধা মূরতি।
দেখি হৈলা প্রিয়ংবদ মহাদুঃখমতি ॥ ৩
নিজ ইষ্টদেব মূর্ত্তি না পায় দর্শন।
দুঃখ মনে তথা হৈতে করিলা গমন ॥ ৪
আঠার নালায় তিহোঁ আইলা যখন।
আচম্বিতে ধ্বনি এক করিলা শ্রবণ ॥ ৫
কোথা যাহ ভক্ত মোর আমারে ত্যজিয়া।
তোর প্রভু আমি স্নানমঞ্চেতে বসিয়া ॥ ৬
যাইয়া গণেশ রূপ পাবে দরশন।
শুনি হৈলা প্রিয়ংবদ সবিস্ময় মন ॥ ৭
আচম্বিতে ধ্বনি শুনি চাহে চারিভিতে।
কে কহিল বাক্য কারে না পায় দেখিতে ॥ ৮
সাত পাঁচ বিচার করিয়া তবে মনে।
উলটিল আপন প্রভুর দরশনে ॥ ৯
সিংহদ্বার পার হৈয়া উঠিলা সোপানে।
স্নান মণ্ডপেতে গেলা উৎকণ্ঠিত মনে ॥ ১০
দেখে নিজ ইষ্টদেব গণেশ মূরতি।
স্নান মণ্ডপেতে বসি অখিলের পতি ॥ ১১
চতুর্ভুজ গজানন অঙ্গ দীপ্তিময়।
চারিদিকে দেবগণ করে জয় জয় ॥ ১২
মূষিক উপরে স্থিতি অখিলের পতি।
দেখে মাত্র নাহি দেখে সে চারি মূরতি ॥ ১৩
ইষ্টদেব দেখি তবে সেই ভক্ত রাজে।
দণ্ডবৎ হৈয়া তথি পড়িল অব্যাজে ॥ ১৪
দাণ্ডাইয়া যোড় করে করয়ে স্তবন।
জয় জয় সবার আশ্রয় গজানন ॥ ১৫
জয় সর্ব্ব বন্দনীয় জয় সর্ব্বপাল।
জয় ভক্ত-হিতকারী পরম দয়াল ॥ ১৬
এইরূপ বহুবিধ করিয়া স্তবন।
হরষিতে ক্ষেত্রে বাস করিলেন পণ ॥ ১৭
সেইত অবধি দারুব্রহ্ম নারায়ণে।
ধরেন গণেশ বেশ স্নানযাত্রা দিনে ॥ ১৮
অতএব পরব্রহ্ম যথা অবতার।
চতুর্ভুজ দ্বিভুজ কি তাহাতে বিচার ॥ ১৯
সেই প্রভু সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিতে।
দরশন দেন ভাব অনুরূপ মতে ॥ ২০

এ কথা সুদৃঢ় জানে ভাবসিদ্ধ জনে।
সবার ঈশ্বর দারুব্রহ্ম সে আপনে। ২১
আর এক গূঢ় কথা শুন মন দিয়া।
পুরাণের গুপ্ত অর্থ কহি বিবরিয়া ॥ ২২
দেহ ছাড়া প্রাণ যেন না রহে কখন।
এই দারুদেহ ধরিতেন নারায়ণ ॥ ২৩
অগ্নি যেন দাহিকা শকতি ছাড়া নয়।
তেন এই দারুদেহধারী দয়াময় ॥ ২৪
ক্ষীর যেন আছে সদা গাভীর অন্তরে।
তেন দারুময় ব্রহ্ম জানিহ নির্দ্ধারে ॥ ২৫
অদ্যাপিহ রাজবেশ ধরেন যখন।
সুবর্ণের পাণি পদ দেখে সর্ব্বজন ॥ ২৬
সেই কালে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি সুপ্রকাশ।
কোটি কন্দর্পের দর্পহারী শ্রীনিবাস ॥ ২৭
প্রভুর দর্শন যেন যুগ অনুরূপ।
কল্পবট দেউল দর্শন সেইরূপ ॥ ২৮
অতএব হরিলীলা অতি গূঢ়তর।
ব্রহ্মাদি জানিতে তাঁর লীলা সুদুষ্কর ॥ ২৯
ইথে তর্ক করি যেই অবিশ্বাস করে।
নিশ্চয় নিশ্চয় যমদণ্ডী হৈয়া ফিরে ॥ ৩০
বিশ্বাস করিয়া যেবা করে দরশন।
অন্তকালে পাবে সত্য গোবিন্দচরণ ॥ ৩১
এই সব পুরাণের অর্থ গূঢ়তর।
কহিতে অযোগ্য আমি অজ্ঞান পামর ॥ ৩২
এ সব লীলার অর্থ আমি কিবা জানি।
শাস্ত্র গুরু আজ্ঞারূপে প্রকাশিয়ে বাণী ॥ ৩৩
উৎকল খণ্ডের কথা অতি সুমধুর।
তাতে ক্ষেত্রখণ্ড সুধাখণ্ড সে প্রচুর ॥ ৩৪
বালকের বাক্য বলি না করিহ ঘৃণা।
শ্রোতা সবে শুন মোরে করিয়া করুণা ॥ ৩৫

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের উৎপত্তি কথন।

জৈমিনি বলয়ে শুন যত বিপ্রগণ।
এইরূপে প্রকটিলা জগৎ জীবন ॥ ১
চতুর্ধা মুরতি দেখি প্রভু ভগবান।
আনন্দে ডুবিল রাজা নাহি কিছু জ্ঞান ॥ ২
বাষ্প ছল ছল আঁখি ঈষৎ মিলিয়া।
স্তম্ভপ্রায় কর যোড়ে আছে দাণ্ডাইয়া ॥ ৩
হেনকালে হাস্যমুখে কহে মুনিবর।
শুন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন অবনী-ঈশ্বর ॥ ৪
এতেক করিলে শ্রম যাহার কারণে।
সেই ফল প্রত্যক্ষ হইল এতদিনে ॥ ৫
পৃথিবীর মাঝে তুমি একা ভগবান।
ওই দেখ জগন্নাথ কমলনয়ন ॥ ৬
যাঁহারে দেখিতে যত্ন করে যোগিগণ।
একমন হৈয়া ধ্যান করে অনুক্ষণ ॥ ৭
অনেক যতনে রূপ দেখে কিনা দেখে।
তিহোঁ দারুরূপে প্রকটিলা নরলোকে ॥ ৮
তোমারে করুণা করি জগত-ঈশ্বর।
অনাদির আদি হৈলা সবার গোচর ॥ ৯
অতএব স্তুতি কর এই নারায়ণে।
তুষ্ট হৈয়া মনোবাঞ্ছা করিব পূরণে ॥ ১০
এত শুনি ইন্দ্রদ্যুম্ন যুড়ি দুই কর।
বেদের বিধানে স্তব করিলা বিস্তর ॥ ১১
জগন্নাথ বলরাম ভদ্রা সুদর্শনে।
স্তবন করিলা রাজা হরিষ বিধানে ॥ ১২
তবেত নারদ মুনি বেদ অনুসারে।
জগন্নাথে স্তুতি কৈলা হরিষ অন্তরে ॥ ১৩
স্তুতি কৈলা আর তথি ছিলা যত জন।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর শূদ্রগণ ॥ ১৪
কিবা মন্ত্র কিবা স্তোত্র কবিতা পূরণে।
যার যেই ইচ্ছা সেই করয়ে স্তবনে ॥ ১৫

তবে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন হরষিত হয়ে।
পুরোহিতে চাহি কহে বিনয় করিয়া ॥ ১৬
প্রভু পূজা লাগি কর দ্রব্য সংস্কার।
শুনি পুরোহিত কৈলা অনেক সম্ভার ॥ ১৭
তবে সেই রাজা নারদের উপদেশে।
মন্ত্রের বিধানে পূজা করয়ে হরিষে ॥ ১৮
দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্রে পূজে বলরাম।
যাহা উপাসনে ধ্রুব পাইলা শ্রেষ্ঠ ধাম ॥ ১৯
বেদ মাঝে প্রসিদ্ধ পৌরুষি মন্ত্র দ্বারে।
পূজিলেন মহারাজা জগৎ ঈশ্বরে ॥ ২০
লক্ষ্মীমন্ত্রে সুভদ্রার করিলা পূজনে।
সৌদর্শনি মন্ত্রে পূজিলেন সুদর্শনে ॥ ২১
বহুবিধ উপহারে পুজি মতিমান।
প্রভুর পীরিতে দ্বিজে দিলা বহু দান ॥ ২২
ওম্মা পুরুষাদি আর মহা দানগণ।
কতেক দিলেন রাজা না যায় গণন ॥ ২৩
অশ্বমেধ পূর্ণ হেতু সূর্য্যের তনয়।
কোটি কোটি গাভী দিলা আনন্দ হৃদয় ॥ ২৪
সুবর্ণ মুকুতা ভূষা করি গাভীগণ।
বহু দক্ষিণার রূপে দিলেন রাজন ॥ ২৫
সেই গাভী ক্ষুরাগ্রেতে যে গর্ত্ত করিল।
দান জলে পুরি মহাতীর্থ সে হইল ॥ ২৬
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর হৈল তার নাম।
সাড়ে তিন কোটি তীর্থ যাতে অধিষ্ঠান ॥ ২৭
সেই সরোবরে স্নান করিয়া যোজন।
বিধিমতে পিতৃদেবে করয়ে তর্পণ ॥ ২৮
হয়মেধ সহস্রের ফল সেই পায়।
পিতৃগণে পিণ্ডদান যে করে তাহায় ॥ ২৯
সেই ভাগ্যবান্ কোটি কুল উদ্ধারিয়া।
ব্রহ্মলোকে করে বাস আনন্দ পাইয়া ॥ ৩০
গঙ্গার সমান হয় এই তীর্থবর।
ত্রিভুবনে তীর্থ নাই ইহা সমসর ॥ ৩১

রাজার দেউল প্রতিষ্ঠা।

তবে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জানি শুভযোগ।
দেউল রচন হেতু করিলা উদ্যোগ ॥ ১
শুভক্ষণে বিপ্রগণে করিলা পূজনে।
স্বস্তি ঋদ্ধি বলাইয়া ব্রাহ্মণের গণে ॥ ২
মনে মনে হরিপদ করিয়া স্মরণ।
দেউলের ঘরে অর্ঘ্য কৈলা সমর্পণ ॥ ৩
পৃথিবীরে প্রার্থনা করিলা মতিমান।
চন্দ্র তারাবধি মোরে দেহ এই স্থান ॥ ৪
তবে বাস্তু যাগ রাজা করিলা যতনে।
বহু উপহার দিলা কর্ম্মকারিগণে ॥ ৫
মহা মহোৎসব তবে করিলা রাজন।
কেহ গায় কেহ বায় করয়ে নর্ত্তন ॥ ৬
অনাথ বিপন্ন দীনে বহু ধন দিলা।
পূজা করি রাজাগণে বিদায় করিলা ॥ ৭
কৃতার্থ হইয়া সবে হরি দরশনে।
নিজ নিজ গৃহে গেল হরষিত মনে ॥ ৮
পাষাণ কাটিতে আর পাষাণ বহিতে।
কোটি কোটি ধন তবে দিলা নরনাথে ॥ ৯
হরষিতে কহে রাজা সভায় বসিয়া।
আমি অষ্টাদশ দ্বীপ অধিকারী হয়া ॥ ১০
বাহুবলে যত ধন কৈনু উপার্জ্জন।
দেউল রচনে তাহা করিনু অর্পণ ॥ ১১
ক্ষেত্রযাত্রা কায়ে মোর শত শ্রম হৈল।
দেউল রচনে তাহা সকল মানিল ॥ ১২
ইহার অধিক মোর ভাগ্যে কি হইব।
আপন অর্জ্জিত ধনে হরিরে তুষিব ॥ ১৩
এই ক্ষেত্র হয়েন প্রভুর কলেবর।
আমি বলি যাহাতে কহেন বিশ্বম্ভর ॥ ১৪
আবির্ভাব তিরোভাব নিত্য স্থিতি যাতে।
তিল এক ক্ষেত্র নাহি ছাড়ে জগন্নাথে ॥ ১৫
এইরূপ ইন্দ্রদ্যুম্ন বলে বার বার।
কহিতে কহিতে চক্ষে বহে জলধার ॥ ১৬

সেই সভা মধ্যে এক ছিল দ্বিজবর।
ঋগ্বেদী মহাজ্ঞানী বেদান্তে তৎপর ॥ ১৭
পরম আনন্দ হয়ে নৃপতিরে কয়।
মহাভাগ্যবান তুমি শুন মহাশয় ॥ ১৮
চরাচর গুরু যেই প্রভু জগন্নাথ।
দারুমূর্ত্তি ধরি তিহোঁ হইলা সাক্ষাৎ ॥ ১৯
সাধনবিহীন পাপী মহা দুরাচারে।
দরশন দিয়া প্রভু তারিবে সবারে ॥ ২০
দ্বিজ বাক্য শুনিয়া নারদ মুনিবর।
রাজারে চাহিয়া বলে করুণ উত্তর ॥ ২১
সুসত্য কহিলা এই বিপ্র মতিমান।
নিশ্বাসেতে বেদ যবে হৈল উপাদান ॥ ২২
তার শিরোভাগ অর্থে যেই বিবরণে।
সেই দারুময় ব্রহ্ম দেখিয়ে নয়নে ॥ ২৩
তার অর্থ ভালমতে জানে পদ্মযোনি।
তাঁর মুখে এ সকল শুনিয়াছি আমি ॥ ২৪
তাঁহার আজ্ঞায় পূরিলাম তব আশ।
সুখে প্রভু ভজ যাই তাহার নিবাস ॥ ২৫
শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ করিব নিবেদন।
সম্প্রতি দেউল তুমি করহ রচন ॥ ২৬
এত শুনি ইন্দ্রদ্যুম্ন মুনিবরে কয়।
আমারে সংহতি লয়ে চল মহাশয় ॥ ২৭
তাঁহার প্রসাদে পাইনু প্রভু জগন্নাথ।
প্রভুর প্রতিষ্ঠা লাগি কহিব সাক্ষাৎ ॥ ২৮
আগমন কারণে করিব নিমন্ত্রণ।
যেন স্বয়ং আসিয়া করেন সমাপন ॥ ২৯
অল্পকাল অপেক্ষা করহ মুনিবর।
দেউল প্রতিষ্ঠা করি যাইব সত্বর ॥ ৩০
তবে রাজা শিল্পগণে বহুধন দিলা।
একে একে সবাকারে নিযুক্ত করিলা ৩১
দিনে দিনে বাড়য়ে দেউল মনোহর।
শুক্ল পক্ষে ক্রমে যেন বাড়ে শশধর ॥ ৩২
অতিশয় উচ্চ হৈল আকাশ প্রমাণ।
অল্পক্ষণে নারিয়ে করিতে অনুমান ॥ ৩৩
বহুধন নরপতি ব্যয় করে নিতি।
অকাতরে ব্যয় করে হরষিত অতি ॥ ৩৪
কতেক পাষাণ খণ্ড সংখ্যা যদি হয়।
কত কোটি ধন ব্যয় না হয় নির্ণয় ॥ ৩৫
পৃথিবীর রাজাগণ রাজ-আজ্ঞাকারী।
সবারে নিযুক্ত কাযে কৈল দণ্ডধারী ॥ ৩৬
সে সবে নিযুক্ত কৈল নিজ নিজ জনে।
সবজন এক ঠাঁই হইল মিলনে ॥ ৩৭
হরষিতে মহারব করে সর্ব্বজন।
সেই মহা কলরবে ছাইল গগন ॥ ৩৮
তুষ্ট হৈয়া রাজার ভকতি শ্রদ্ধাগুণে।
কীর্ত্তিসহ বৃদ্ধি হৈলা কমলা আপনে ॥ ৩৯
ত্রিভুবনে অনুপম দেউলের শোভা।
কাঞ্চনে খচিত কোথা কোথা রত্ন আভা ॥ ৪০
নানা মণি হীরক খচিত স্থানে স্থানে।
স্ফটিকে রচিত ভিত্তি শোভে কোনখানে ॥ ৪১
শরৎকালের যেন শুভ্র মেঘোদয়।
হেন সুশোভিত অতি চমৎকারময় ॥ ৪২
কোনখানে নীল পাষাণেতে সুরচিত।
নীল মেঘপুঞ্জ যেন হইল উদিত ॥ ৪৩
এইরূপে মনোহর দেউল রচিল।
দেউল সম্মুখে জগমোহন করিল ॥ ৪৪
শ্রীনাট মণ্ডপ কৈল সম্মুখে তাহার।
শ্রীভোগ মণ্ডপ তথি রচে শিল্পকার ॥ ৪৫
শ্রীনাট মণ্ডপে এক স্তম্ভ নিরমিল।
গরুড়ের মূর্ত্তি স্তম্ভ উপরে রচিল ॥ ৪৬
রচিল তেত্রিশ কোটি দেবের মূরতি।
সবাহনে দেবগণে নির্ম্মাইল তথি ॥ ৪৭
স্ত্রী পুরুষ পুত্তলিকা কৈল শত শত।
নির্ম্মাণ করিল বিপরীত ক্রীড়ারত ॥ ৪৮
রচিল পাতালবাসী যত নাগগণে।
প্রতিমায় অধিষ্ঠান হৈলা সর্ব্বজনে ॥ ৪৯
যেইখানে ছিলা নীলমাধব ঈশ্বর।
রতনের বেদী তথি রচে মনোহর ॥ ৫০

সেই যোগপীঠ হয় অতিগুপ্ত স্থান।
হরি নিত্যস্থিতি যাতে হন অবিরাম॥ ৫১
চারিদিকে বেড়ি কৈল অনেক মন্দির।
চারিদিকে ঘেরি তার রচিল প্রাচীর॥ ৫২
চারিদিকে চারি দ্বার রচিল সুন্দর।
পূর্ব্বদিকে সিংহদ্বার অতি মনোহর॥ ৫৩
দুই সিংহ রহিলেন রক্ষক তাহার।
হনুমান রক্ষা করে দক্ষিণের দ্বার॥ ৫৪
রক্ষয়ে উত্তর দ্বার দুই মত্ত করী।
পশ্চিমেতে রহিলা আপনি নরহরি॥ ৫৫
নীলচক্র দেউলের উপরে ধরিল।
যেমন পর্ব্বতে নীল নীরদ উরিল॥ ৫৬
এইরূপে দেউলের করয়ে নির্ম্মাণ।
তবগর্ত্ত প্রতিষ্ঠা করিলেন মতিমান॥ ৫৭
বজ্রপাত-বারণ-কারণ নরপতি।
মহামূল্য মণিগণ গাঁথাইল তথি॥ ৫৮
ইহা সম পুন আর দেউল রচনে।
বহুমূল্য মণিগণ দেখিল সেখানে॥ ৫৯
যেইরূপ দেউলের হইল নির্ম্মাণ।
না হইল না হইবে ইহার সমান॥ ৬০
জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ।
ক্ষেত্রখণ্ড কথা শুন পীযূষ মিলন॥ ৬১
পৃথিবীতে হইল যত মহা মহারাজ।
মনেহ সম্ভব নাহি করে হেন কায॥ ৬২
পরস্পর মিলি স্বর্গে কহে দেবগণ।
পৃথিবী স্বর্গে বা হেন নহিল গঠন॥ ৬৩
এহেন দেউল কৈল অবনীমণ্ডলে।
কোথা দেখিয়াছ শুনিয়াছ কোনকালে॥ ৬৪
ধন্য ধন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন রাখিলেন কীর্ত্তি।
সহস্রেক অশ্বমেধে তুষিলা শ্রীপতি॥ ৬৫
যাহার সভাতে বসি সব দেবগণে।
রাজভোগ ভুঞ্জিলেন হরষিত মনে॥ ৬৬
এইরূপ দেবগণ কহে পরস্পর।
ইন্দ্রদ্যুম্ন যশ সবে গায় নিরন্তর॥ ৬৭

নারদ সহায় যার তার কি বিস্ময়।
এথা যোড়হাতে রাজা নারদেরে কয়॥ ৬৮
সকল হইল পূর্ণ তোমার প্রসাদে।
এতবলি প্রণমিয়া পড়ে মুনি-পদে॥ ৬৯
উঠাইয়া নারদ করিলা আলিঙ্গন।
তোমায় আমায় ভেদ নাহিক রাজন॥ ৭০
দেখ হরি অবতার তোমার কারণে।
জগন্নাথ পদ ভজ পরম যতনে॥ ৭১
তাঁর পদে যেন তব অনন্য ভকতি।
ইহা হইতে পুরুষের কি পরমগতি॥ ৭২
তীর্থে মন্ত্রে জপে দানে ব্রত অধ্যয়নে।
যজ্ঞে তপে শক্তি নহে যাঁহার অর্চ্চনে॥ ৭৩
তোমার ভক্তিতে তিনি হইয়া সদয়।
অবনীর মাঝে আসি হইলা উদয়॥ ৭৪
অতঃপর শোক সব পরিহরি দূরে।
ভক্তিযোগে মনোল্লাস পরম সাদরে॥ ৭৫
চিরকাল এই পৃথিবীতে বাস করি।
বহু দ্রব্য মহোৎসবে পূজহ শ্রীহরি॥ ৭৬
ব্রহ্মার নিকটে তুমি করিবে গমন।
তিনি কহিবেন সেই যাত্রা বিবরণ॥ ৭৭
দেউলে প্রতিষ্ঠা যবে করিব হরিরে।
সেইকালে ব্রহ্মা বর দিবেন তোমারে॥ ৭৮
সপ্তঋষি সহ আমি আসিব তখন।
এবে চল ব্রহ্মলোকে করিয়ে গমন॥ ৭৯
তোমা বিনে শক্তিকার ব্রহ্মলোকে যাইতে।
এত কহে মুনিবর উঠে শূন্যপথে॥ ৮০

রাজার ব্রহ্মলোক গমন।

তবে রাজা যোড়করে, নিবেদয়ে মুনিবরে,
শুন দেব মোর নিবেদন।
এই পুষ্পরথে চড়ি, চল যাই ব্রহ্মপুরী,
মনোধিক যাহার গমন॥ ১

মন্দিরাধিকারিগণে, করি শীঘ্র নিযোজনে,
যার যেই উপযুক্ত কাযে।
হরি প্রদক্ষিণ করি, ত্বরিতে আসিব ফিরি,
কিঞ্চিৎ দাণ্ডাহ মুনিরাজে ॥ ২
এতেক শুনিয়া মুনি, বচনে আনন্দ মানি,
প্রেমায় ধরিয়া রাজা করে।
মহাবেদী প্রবেশিয়া, জগন্নাথে নিরখিয়া,
দণ্ডবৎ প্রণমে সাদরে ॥ ৩
বলরাম সুভদ্রারে, প্রণমি আনন্দভরে,
প্রণমিল চক্র সুদর্শনে।
ব্রহ্মলোক গতি হেতু, আজ্ঞা মাগে ধর্ম্ম সেতু,
বার বার করিয়া স্তবন ॥ ৪
তবে ইন্দ্রদ্যুম্ন রায়, মনোবাক্যে আর কয়,
প্রদক্ষিণ করি জগন্নাথে।
প্রণময়ে বার বার, চক্ষে বহে জলধার,
আজ্ঞা মাগে ব্রহ্মলোক যাইতে ॥ ৫
বিদায় হইয়া রায়, পালটি পালটি চায়,
জগন্নাথে ছাড়ি যাইতে নারে।
পুনরপি প্রণমিয়া, আঁখিজলে পূর্ণ হৈয়া,
আইলেন বেদীর বাহিরে ॥ ৬
অলঙ্কার পরে অঙ্গে, পুষ্পরথে চড়ে রঙ্গে,
সংহতি নারদ মুনিবর।
রবি প্রদক্ষিণ করি, চলিলেন দণ্ডধারী,
রথ মাঝে দ্বিতীয় ভাস্কর ॥ ৭
রথ উঠে আকাশেতে, চলে দোঁহে হর্ষচিত্তে,
মুনি যায় দোঁহে মুক্তদ্বার।
হরিগুণ গায় মুখে, উপরে উঠয়ে সুখে,
দেখি স্বর্গবাসী চমৎকার ॥ ৮
উপরি উপরি গিয়া, ভুবর্লোক পার হৈয়া,
মহর্লোকে গেলা দুইজন।
তথি সিদ্ধগণ যত, দোহেঁ পূজে বিধিমত,
তবে পুন করয়ে গমন ॥ ৯
জনলোক বাসিগণে, ত্রস্ত হৈয়া দুই জনে,
নতমুখে করয়ে দর্শন।

বিষ্ণুভক্তি বলে রাজা, পাইয়া সবার পূজা,
ব্রহ্মলোকে করয়ে গমন ॥ ১০
ব্রহ্মাণ্ডের বস্তুচয়, ভক্তের অসাধ্য নয়,
অবহেলে মিলে যারে মুক্তি।
ক্রমে ঊর্দ্ধগতি গিয়া, সিদ্ধগণে নিরখিয়া,
ধরে রাজা দেবতার মূর্ত্তি ॥ ১১
ইচ্ছা মাত্র প্রাপ্তি শক্তি, ধরিলেন নরপতি,
ভুলি বাস না হয় স্মরণ।
ইন্দ্রদ্যুম্ন ভক্ত সার, এ কোন মহিমা তাঁর,
যাঁর বশ প্রভু নারায়ণ ॥ ১২
ভূমিতলে কর্ম্ম যত, কৈলা রাজা অবিরত,
তার ফল আশা না করিল।
শ্রীহরির প্রীতি তরে, কৈলা সব নরবরে,
অতএব এ শক্তি ধরিল ॥ ১৩
তবে রথে নরপতি, আচম্বিতে দুঃখমতি,
হইলেন দেউল চিন্তিয়া।
ব্রহ্মলোকে আইনু আমি, শত্রুগণ ইহা জানি,
পাছে বিঘ্ন করয়ে আসিয়া ॥ ১৪
কর্ম্মিগণে নিয়োজিনু, সকল বেতনা দিনু,
শীঘ্র নাহি দেউল গঠিবে।
বিধাতারে সঙ্গে করি, যাবত না আসি ফিরি,
তাবত দেউল না হইবে ॥ ১৫
ব্রহ্মলোকে আইসে যেই, মর্ত্ত্যে নাহি ফিরে সেই,
মন্ত্রিগণ ইহা মনে করি।
রাজা বা লইল হরি, সেবিতে না পাইনু হরি,
হায় কি বা উপায় আচরি ॥ ১৬
এইরূপ ভাবে রায়, জানি মুনি কহে তায়,
দুঃখ মন কেন নরপতি।
কিবা চিন্তা কর মনে, আইলাম যেই স্থানে,
চিন্তার বিষয় নাহি ইথি ॥ ১৭
আধি ব্যাধি জরা মৃতি, কভু নাহি হয় ইথি,
আনন্দস্বরূপ এই স্থান।
হরি দেখিয়াছ তথা, নারদে আইলে হেথা,
তুমি রাজা মহাভাগাবান ॥ ১৮

এখানে আইসে যেই, সংসার না চিন্তে সেই,
অনিত্য সংসার দুঃখময়।
তুমি মহা ভাগ্যধারী, কিবা দুঃখ মনে করি,
চিন্তা করিতেছ মহাশয় ॥ ১৯
জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ।
মুনির বচন শুনি বলয়ে রাজন ॥ ২০
শোক নাহি করি রাজ্য বন্ধুর কারণে।
দেউল না হবে পূর্ণ শোক তেকারণে ॥ ২১
শুনিয়া রাজার বাক্য বিধির নন্দন।
হাসিয়া বলয়ে তাঁরে মধুর বচন ॥ ২২
ব্রহ্মার সমান তুমি হও মহারাজ।
সামান্য না হও তুমি ধরণীর মাঝ ॥ ২৩
তোমার কার্য্যেতে বিঘ্ন কাহার শকতি।
সহায় হয়েন তব দেব প্রজাপতি ॥ ২৪
বিশেষে রহিবে জগন্নাথ যে মন্দিরে।
কাহার শকতি তাহে বিঘ্ন করিবারে ॥ ২৫
অতএব চিন্তা দূর করহ রাজন।
অগ্রে ওই ব্রহ্মপুরী কর দরশন ॥ ২৬
কোটি চন্দ্র সমান উজ্জ্বল তেজোময়।
হর্ষদাতা কোটি সুধা সিন্ধুসম হয় ॥ ২৭
এইরূপ দুইজনে কহিতে কহিতে।
ব্রহ্মলোক সমীপে হইলা উপনীত ॥ ২৮
দূরে হৈতে দুইজন করয়ে শ্রবণ।
ব্রহ্মঋষিগণ করে বেদ উচ্চারণ ॥ ২৯
স্পষ্টাক্ষর সুপদ সুছন্দ সব গান।
কত ইতিহাস শুনে কতেক পুরাণ ॥ ৩০
রাজারে চাহিয়া বলে ব্রহ্মার নন্দন।
এই ব্রহ্মলোকে রাজা আইনু এখন ॥ ৩১
সত্যলোক মহারাজা বলিয়ে ইহারে।
আর কিছু লোক নাহি ইহার উপরে ॥ ৩২
অতি অল্প উপরেতে ইহার রাজন।
ঊর্দ্ধখোল ব্রহ্ম তারে আছে নিরূপণ ॥ ৩৩
সেই খোল উপরে তাহার অধঃস্থলে।
শ্রীবৈকুণ্ঠধাম শোভে পরম বিরলে ॥ ৩৪
সেই ধামে সচ্চিৎ-আনন্দময় হরি।
সকলের কর্ত্তা তিহোঁ শুন দণ্ডধারী ॥ ৩৫
এইরূপে ইন্দ্রদ্যুম্নে কহিতে কহিতে।
সভার দ্বারেতে গিয়া হৈলা উপনীতে ॥ ৩৬
সুবর্ণ নির্ম্মিত পুরী মাণিকে খচিত।
কত মণি হীরক তাহাতে সুশোভিত ॥ ৩৭
দ্বার পার্শ্বে মণিতে নির্ম্মাণ এক ঘরে।
ইন্দ্র আদি দেব আছে তাহার ভিতরে ॥ ৩৮
পিতৃগণ মন্বন্তর অধিকারীগণে।
সবে আছে বিধাতার দর্শন কারণে ॥ ৩৯
দ্বারী নিবারণ হেতু যাইতে নারিয়া।
দীনজন সম সবে আছে দাণ্ডাইয়া ॥ ৪০
ইন্দ্রদ্যুম্নে সহিত নারদ মুনিবরে।
দূরে হৈতে দেখি দ্বারী প্রণমে সাদরে ॥ ৪১
দ্বারী বলে মুনিবর কি ভাগ্য আমার।
বহুদিনে দেখিলাম চরণ তোমার ॥ ৪২
বিধাতার সভা শোভা নহে তোমা বিনে।
তুরিতে প্রবেশ কর পিতৃ-সন্নিধানে ॥ ৪৩
নারদ বলয়ে দ্বারী শুন সাবধানে।
এই রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দেখ মোর সনে ॥ ৪৪
সকল ভূমির পতি মহাপুণ্যবান।
ব্রহ্মার দর্শনে আইলা ভূপতি প্রধান ॥ ৪৫
যদি তুমি কহ যান দর্শন করিতে।
এতেক শুনিয়া দ্বারী কহে যোড়হাতে ॥ ৪৬
শুন প্রভু রাজা আইলেন তব সাতে।
সামান্য না হন ইনি জানি ভালমতে ॥ ৪৭
যেইখানে আছেন সকল দেবগণে।
কিঞ্চিৎ থাকুন তাহাদের সন্নিধানে ॥ ৪৮
আপনি ব্রহ্মারে গিয়া জানাহ কারণ।
তবে তাঁর নিকটে করুন প্রবেশন ॥ ৪৯
কিংবা দেবগণ সহ পশ্চাৎ যাইব।
উচিত করহ প্রভু আমি কি কহিব ॥ ৫০
এইক্ষণে গানে মন আছে বিধাতার।
কিরূপেতে যাইয়া কহিব সমাচার ॥ ৫১

আমি তব দাস আর তোমার পিতার।
উচিত আমারে ক্রোধ নহে করিবার ॥ ৫২
এত শুনি নারদ হইল হৃষ্টমন।
ইন্দ্রদ্যুম্নে রাখি তথা করিল গমন॥ ৫৩
উপনীত হৈলা গিয়া ব্রহ্মা সন্নিধানে।
অষ্টাঙ্গে পড়িয়া বন্দে পিতার চরণে ॥ ৫৪
ইন্দ্রদ্যুম্ন আগমন কহে যোড় হাতে।
ইঙ্গিতে আদেশ ব্রহ্মা করিলা আসিতে ॥ ৫৫
হরিগান রসেতে আবিষ্ট ভগবান।
বাক্য না কহিলা কিছু কটাক্ষে জানান ॥ ৫৬
ইঙ্গিতে আদেশ পেয়ে নারদ সত্বরে।
শীঘ্র আসি ধরিলেন ইন্দ্রদ্যুম্ন করে ॥ ৫৭
ইন্দ্র আদি দেবগণ দেখয়ে নয়নে।
নারদ সহিত রাজা কৈলা প্রবেশনে ॥ ৫৮
দূরে হৈতে ব্রহ্মারে দেখিয়া নরবর।
সাক্ষাৎ মানিলা দারুব্রহ্ম কলেবর ॥ ৫৯
অল্পে অল্পে নরপতি করয়ে গমন।
পুনঃপুনঃ প্রণমে করয়ে স্তবন ॥ ৬০
চলিতে চরণ কাঁপে ত্রাস হয় মনে।
কিছু দূরে দাণ্ডাইলা নারদ বচনে ॥ ৬১
শুনিয়া ভূপতি গুণ পরম পবিত্র।
দুই দণ্ড শুনে ব্রহ্মা হৈয়া একচিত্ত ॥ ৬২
দুইপার্শ্বে সাবিত্রী শারদা দুইজনে।
চামর ব্যজন করে হরষিত মনে ॥ ৬৩
মূর্ত্তিমান চারি বেদ করয়ে স্তবন।
কলা কাষ্ঠা নিমেষে যাইছে যুগক্ষণ ॥ ৬৪
জরা জন্ম মরণ নাহিক সেই স্থানে।
যে যেরূপে আছে সেই আছয়ে তেমনে ॥ ৬৫
মন্বন্তর আবর্ত্তন কল্প যুগক্ষণে ॥
তবে গীত অবসানে প্রভু পদ্মযোনি।
রাজারে চাহিয়া হাসি কহে মর্ম্মবাণী ॥ ৬৬
ইন্দ্রদ্যুম্ন তুমি মহাসত্ত্ব ভাগ্যবান।
হরির সেবক তুমি বৈষ্ণব প্রধান ॥ ৬৭
এই সত্যলোক সুদুর্ল্লভ অন্যজনে
সাক্ষাৎ দেখিলে তুমি আপন নয়নে ॥ ৬৮
পুণ্যবানগণ বাঞ্ছে আমার গমন।
কল্পাবধি বৈসে ইথি তপোনিষ্ঠগণ ॥ ৬৯
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে প্রাণী আছে যত।
সবার সম্ভব কিবা ব্রহ্ম সুবিদিত ॥ ৭০
যদি বা রাজার মন গদগদ জানি।
তথাপি তাঁহারে পুন কহে পদ্মযোনি ॥ ৭১
কহ মহারাজ তুমি কোন কার্য্য তরে।
আগমন করিয়াছ আমার গোচরে ॥ ৭২
অপ্রাপ্তি না হয় কিছু আমার দর্শনে।
তোমার মনের আশা করিব পূরণে ॥ ৭৩
এত শুনি ইন্দ্রদ্যুম্ন কহে যোড়হাতে।
শুন ভগবান তব কিবা অবিদিতে ॥ ৭৪
সকল জানহ নাথ তুমি দয়াময়।
তবু যে জিজ্ঞাসা মোরে দয়া হেতু হয় ॥ ৭৫
নারদের মুখে তব আদেশ শুনিয়া।
করিনু সহস্র যজ্ঞ মস্তকে ধরিয়া ॥ ৭৬
তবমত ভগবান ধরি দারুকায়।
আবির্ভাব হইলেন আসিয়া তথায় ॥ ৭৭
তোমার দয়ায় হেন কমল নয়নে।
নয়ন ভরিয়া আমি করিয়ে দর্শনে ॥ ৭৮
তাঁহার দেউল এক আরম্ভ করিনু।
বিবরণ নিবেদিতে তোমারে আইনু ॥ ৭৯
আপনি যাইবা যদি প্রভু জগন্নাথে।
স্থাপন করহ প্রভু সেই দেউলেতে ॥ ৮০
তবে তব অনুগ্রহ সফল আমারে।
এই হেতু আইলাম তোমার গোচরে ॥ ৮১
তব শ্রীচরণবৃন্দ করিনু দর্শন।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু করহ গমন ॥ ৮২
জগন্নাথ হও তুমি তুমি জগন্নাথ।
তোমা দোহেঁ ভিন্ন নহ ভালে জানি নাথ ॥৮৩
তুমি স্থাপ্য স্থাপক জগৎ অন্তর্যামী।
তুমি বেদ্য বেদয়িতা অখিলের স্বামী ॥ ৮৪
বহুরূপ নরপতি করয়ে স্তবন।

হেনকালে আইলা দুর্ব্বাসা তপোধন ॥ ৮৫
অষ্টাঙ্গ হইয়া মুনি করিলা প্রণাম।
যোড়করে কহেন ব্রহ্মার বিদ্যমান ॥ ৮৬
শুন প্রভু দ্বারে সব দেবতার গণে।
পিতৃ মন্বন্তর অধিকারীগণ সনে ॥ ৮৭
দ্বারী হৈতে নিবারিত হইয়া তথায়।
বহুকাল আছে সবে দীনগণ প্রায় ॥ ৮৮
আজ্ঞা হয় দ্বারে হৈতে করিয়া গমন।
তোমার চরণ পদ্ম করুণ দর্শন ৮৯

—•—

ব্রহ্মার উক্তি।

দুর্ব্বাসার বাক্য তবে শুনি প্রজাপতি।
হাসি কহে নহে ইহা দেবের ভারতী ॥ ১
আপনি রচনা করি কহে মহামুনি।
কিংবা তারা বলিল রাজারে ঈর্ষ্যা মানি ॥ ২
দেখিয়া মোহিত হয় সেই দেবগণে।
ইন্দ্রদ্যুম্নে ঈর্ষ্যা হয় এইত কারণে ॥ ৩
কোথা জীবন্মুক্ত কর্ম্ম রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন।
হরির ভকত মোর পঞ্চম নন্দন ॥ ৪
কোথা কর্ম্মফল-ভোগী এই দেবগণে।
ইন্দ্রদ্যুম্ন সম চাহে আসিতে এখানে ॥ ৫
তপস্যা করুণ আগে সেই দেবগণ।
তবে আমা করিতে পাইবে দরশন ॥ ৬
আমার দয়ায় ব্রহ্মলোকে যে আইল।
এই বড় ভাগ্য তাহা সবার হইল ॥ ৭
তথাপি দুর্ব্বাসা তুমি করিলে যতন।
অতএব আসিয়া করুন দরশন ॥ ৮
এত শুনি দুর্ব্বাসার জ্ঞান উপজিল।
বিষ্ণুভক্ত প্রতি শ্রদ্ধা তাঁহার বাড়িল ॥ ৯
তবে মুনি তথায় আনিলা সবাকারে।
দূরে হৈতে বিধাতারে দরশন করে ॥ ১০
দেবগণ গায়কগণের সন্নিধানে।
ব্রহ্মারে প্রণাম করে, দুর্ব্বাসা বচনে ॥ ১১
তবে প্রণমিল ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃপবরে।
ব্রহ্মার সমুখে রাজা আছে যোড়করে ॥ ১২
ইন্দ্রদ্যুম্নসহ বাক্য কহে প্রজাপতি।
কটাক্ষে করিলা দয়া দেবগণ প্রতি ॥ ১৩
ইন্দ্রদ্যুম্ন নারদ ব্রহ্মার সন্নিধানে।
রাজারে কহেন ব্রহ্মা মধুর বচনে ॥ ১৪
দেউল করিলে সত্য তুমি নরপতি।
কিন্তু সেইকালে রাজা না হয় সংপ্রতি ॥ ১৫
সেই রাজ্য না হইবে শুন নরপতি।
অবনীতে নাহি কেহ তোমার সন্ততি ॥ ১৬
যে অবধি গান বাদ্য করিলে শ্রবণ।
বহুকাল গেল তব শুনহ রাজন ॥ ১৭
এথা আইলে স্বায়ম্ভুব মনু অধিকারে।
সেই মনু গত হইল শুন নৃপবরে ॥ ১৮
স্বারোচিষ দ্বিতীয় মনুর অধিকারে।
তার আদি যুগ এই তপন কুমার ॥ ১৯
একাত্তর দিব্যযুগে এক মন্বন্তর।
এতকাল এথায় আছহ নরবর ॥ ২০
তব বংশে বহু বহু হইল রাজন।
রাজ্য পালি তারা সবে হইল নিধন ॥ ২১
ইবে তব বংশের সম্বন্ধ নহে ক্ষিতি।
তবে তথি হৈল কোটী কোটী নরপতি ॥ ২২
সবে গত হৈল অবশেষ কিছু নাই।
কেবল দেউল আর আছেন গোঁসাই ॥ ২৩
এথা জরা মৃত্যু নাহি ঋতু-বিপর্য্যয়।
কাল পরিণাম এথা কভু নাহি হয় ॥ ২৪
অতএব না জানিলে এ সব কারণ।
ত্বরা করি পৃথিবীতে তুমি করহ গমন ॥ ২৫
আপন সম্বন্ধ করি দেব দেউলেরে।
পুনরপি শীঘ্র করি আইস এথাকারে ॥ ২৬
কিংবা তব পাছে পাছে করিব গমন।
আগে গিয়া কর প্রতিষ্ঠার আয়োজন ॥ ২৭
বহু আয়োজন তুমি করিতে করিতে।
ইথি মাঝে আমি গিয়া হব উপনীতে ॥ ২৮

রাজারে এতেক কহি দেব প্রজাপতি।
দয়া করি চাহিলেন দেবগণ প্রতি ॥ ২৯
মাথা নোওয়াইয়া সবে আছে যোড়করে।
সবাকার দৃষ্টি ব্রহ্মা চরণ উপরে ॥ ৩০
ব্রহ্মা কহে দেবগণ আইলে কি কারণে।
শীঘ্র কহ কোন কার্য্য করিব এক্ষণে ॥ ৩১
এত শুনি দেবগণ ব্রহ্মার বচন।
হরষিতে যোড়হাতে করে নিবেদন ॥ ৩২
শুন প্রভু পূর্ব্বে মোরা শ্রীনীলকন্দরে।
উপাসনা করিলাম নীলমাধবেরে ॥ ৩৩
অন্তর্দ্ধান হৈলা কেন সেই ভগবান।
যজ্ঞান্তরে দারু দেহে কেন অধিষ্ঠান ॥ ৩৪
ইহার কারণ মোরা জানিবার তরে।
আইলাম পদ আরাধনা করিবারে ॥ ৩৫
প্রসন্ন হইয়া দেব কহত কারণ।
উদ্বেগ সবার নাথ করহ মোচন ॥ ৩৬
এতেক দেবের বাক্য শুনি পদ্মাসন।
কৃপায় কহেন সবে মধুর বচন ॥ ৩৭
অতি গুপ্ত তত্ত্ব যে কহিতে অনুচিত।
তথাপি তোমরা সবে হৈলে উপস্থিত ॥ ৩৮
বহুকাল এই হেতু কৈলে উপাসন।
অতএব অতি গুপ্ত করহ শ্রবণ ॥ ৩৯
দ্বিপরার্দ্ধ পরমায়ু জানিহ আমার।
পূর্ব্ব পরার্দ্ধেতে নীলমাধব প্রচার ॥ ৪০
শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে করেন বিলাস।
কভু না ছাড়য়ে ক্ষেত্র প্রভু শ্রীনিবাস ॥ ৪১
দ্বিতীয় পরার্দ্ধ মোর উপস্থিতে।
যেইত পরার্দ্ধে শ্বেতবরাহ কল্পেতে ॥ ৪২
স্বায়ম্ভুব প্রথম মনুর অধিকার।
আদি দিবসের প্রাতঃকাল এ বিচার ॥ ৪৩
সেইকালে এই হরি দা
ভুবনেতে প্রকটিব করুণা প্রচারি ॥ ৪৪
আমার প্রসাদু হরি জানিলা প্রমাণ।
পৃথিবীতে রহিবেন পুরুষ প্রধান ॥ ৪৫

আমি দেহ মাত্র মোর আত্মা সেই হরি।
আমি হরিময় ইহা বুঝহ বিচারি ॥ ৪৬
স্থাবর জঙ্গমে এই আত্মা তাঁহা বিনে।
অন্য আর কিছু না জানিহ দেবগণে ॥ ৪৭
ক্ষীরোদসমুদ্র মাঝে শ্বেতদ্বীপধামে।
অনন্ত শয্যায় হরি আছেন শয়নে ॥ ৪৮
যোগনিদ্রা মানি শুইয়াছে ভগবান।
জগদাদি মূল তেঁহো পুরুষ প্রধান ॥ ৪৯
তাঁর অঙ্গে কল্পবৃক্ষসম রোমগণ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্মে চিহ্ন মনোরম ॥ ৫০
তার মধ্যে এ তরু চৈতন্য অধিষ্ঠান।
স্বয়ং সিন্ধু সলিলে হইলা উপাদান ॥ ৫১
অলৌকিক তরু এই শুন দেবগণ।
ভোগ ভুঞ্জিবার হেতু প্রভু নারায়ণ ॥ ৫২
দারুরূপ ধরি প্রভু হইলা প্রচার।
ধ্যানযোগ বিনা মুক্তি দেন অনিবার ॥ ৫৩
এই রাজা বহু জন্ম তপস্যা করিলা।
ভক্তিতে হইয়া বশ প্রকাশ হইলা ॥ ৫৪
পূর্ব্বে সৃষ্টিভারে আমি হইয়া পীড়িত।
প্রার্থনা করিনু লাগি জগতের হিত ॥ ৫৫
রাজার তপস্যা আর মোর প্রার্থনায়।
দারুব্রহ্ম হইলেন প্রকাশ তথায় ॥ ৫৬
দারুময় সাক্ষাৎ আপনি ভগবান।
যেইরূপ দেখ তাহা সত্য কর জ্ঞান ॥ ৫৭
আচ্ছন্ন আছয়ে দেহ এমতি না জানি।
চক্ষে যাহা দেখি সেইরূপ সত্য মানি ॥ ৫৮
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষদাতা জগন্নাথ।
দরশন কৈলে মুক্তি দেন অচিরাৎ ॥ ৫৯
এত শুনি দেবগণ ব্রহ্মার বচন।
অমৃত সিঞ্চিল যেন হৃষ্ট হৈল মন ॥ ৬০
সকল দেবতা চিন্তা করয়ে মনে মনে।
অনিত্য দেহ ত্যজি গিয়া সেইখানে ॥ ৬১
জগন্নাথ পাদপদ্ম করি আরাধন।
কর্ম্মকূপ হৈতে সবে হইব মোচন ॥ ৬২

প্রেমে পূর্ণ দেবগণ নেত্রজল ঝরে।
দেখি তুষ্ট হৈয়া ব্রহ্মা বলয়ে সবারে ॥ ৬৩
ইন্দ্রদ্যুম্নে দয়া করি শ্রীহরি প্রকাশ।
বহু বহু রাজারে দিবেন শ্রীনিবাস ॥ ৬৪
প্রতি মাসে যেই যেই যাত্রা নিরূপণ।
আপনেই কহিবেন প্রভু নারায়ণ ॥ ৬৫
রাজার দেউলে প্রভু প্রতিষ্ঠা কারণে।
আপনি যাইব আমি শুন দেবগণে ॥ ৬৬
তোমরাও ত্বরা করি যাইবে তথায়।
দ্রব্য আয়োজন হেতু আগে যান রায় ॥ ৬৭
তথায় সহায় হও তোমরা সকলে।
ইন্দ্রদ্যুম্ন সহ সবে যাহ ভূমিতলে ॥ ৬৮
প্রথম মনুর ইবে গেল অধিকার।
দেউল প্রতিমাকর সম্বন্ধ ইহাঁর ॥ ৬৯
তবে রাজা সব কাজে হবে শক্তিমান্।
অবনীতে নাহি কেহ ইহাঁর সন্তান ॥ ৭০
এই পদ্মনিধি মোর সব শক্তি ধরে।
বস্তু আয়োজন হেতু যাবেন তথারে ॥ ৭১

ব্রহ্মলোক হইতে রাজার প্রত্যাগমন।

তবে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন হরষিত হয়ে।
নয়নে ব্রহ্মার সব সম্পত্তি দেখিয়া ॥ ১
চমৎকার মানি রাজা প্রফুল্লিত মনে।
ভূমে পড়ি প্রণমিয়া ব্রহ্মার চরণে ॥ ২
বিদায় হইয়া তাঁর আজ্ঞা শিরে ধরি।
দেবগণ সহ ভূমে আইলা দণ্ডধারী ॥ ৩
উৎকণ্ঠিতচিত্ত হৈয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন রায়।
জগন্নাথ দরশনে ব্যগ্র হৈয়া ধায় ॥ ৪
দূরে হৈতে প্রভু দেখি প্রণাম করিল।
প্রেমে পরিপূর্ণ রাজা স্তুতি আরম্ভিল ॥ ৫

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ।
প্রণতার্ত্তিবিনাশায় চতুর্ব্বর্গৈকহেতবে ॥
হিরণ্যগর্ভবপুষে প্রধানাব্যক্তরূপিণে।
বাসুদেবায় শুদ্ধায় শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপিণে ॥

ব্রহ্মণ্যদেবেরে বহু নমস্কার করি।
গোব্রাহ্মণ হিতৈষী প্রণত-ভয়-হারী ॥ ৬
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ দানে এক রাজা।
যাঁর নাভিপদ্ম হৈতে জন্মিলা বিধাতা ॥ ৭
প্রধান অব্যক্তরূপ যেঁহ সর্ব্বাশ্রয়।
নির্ম্মল বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ যে হয় ॥ ৮
এত বলি পুনঃপুনঃ করয়ে স্তবন।
প্রদক্ষিণ করি প্রণময়ে ঘনে ঘন ॥ ৯
তথায় আইল যত অন্য দেবগণ।
বিধিমতে জগন্নাথে করিলা স্তবন ॥ ১০
প্রণাম করিয়া সবে বাহিরে আইলা।
নৃসিংহে প্রণাম করি নীলাচলে গেলা ১১
পদ্মনিধি সহিত সম্ভার বাঞ্ছা করি।
উপনীত হৈলা গিরিশিখর উপরি ॥ ১২
দেখে মহাজ্যোতির্ম্ময় হরির আলয়।
কিরণেতে গগনমণ্ডল প্রকাশয় ॥ ১৩
কিবা বিন্ধ্যগিরি সূর্য্যপথ রুধিবারে।
উপনীত হৈলা নীলগিরির উপরে ॥ ১৪
নানা মণি মাণিকে রচিত শ্রীমন্দির।
দেখি দেবগণ প্রেমে হইলা অস্থির ॥ ১৫
দেউল দেখিয়া রাজা আপনা পাসরে।
নয়নে দেখিনু পুন বহুদিন পরে ॥ ১৬
একি অদ্ভুত মন্বন্তর গত হইল।
চন্দ্র সূর্য্য সবাকার অধিকার গেল ॥ ১৭
তথাপি দেউল আছে পূর্ব্বের সমান।
মোরে দয়া করি গৃহ রাখে ভগবান্ ॥ ১৮
তবে দেবগণে রাজা লাগিলা কহিতে।
এ দেউল কৈনু আমি হরির নিমিত্তে ॥ ১৯
দারুরূপ ধরি আইলেন ভগবান্।
আকাশবাণীতে মোরে কৈলা আজ্ঞাদান ॥ ২০

অতএব এ দেউল করিনু রচনে।
প্রতিষ্ঠা করিতে ব্রহ্মা আসিবে এথানে ॥ ২১
সিদ্ধ ব্রহ্মঋষি দেবগণের সহিতে।
আসিবেন প্রজানাথ আমার সভাতে ॥ ২২
অতএব দেবগণ করি নিবেদন।
আজ্ঞাকর করি আমি কিবা আয়োজন ॥ ২৩
শুনি দেবগণ তবে কহিতে লাগিলা।
আমরা না জানি রাজা ব্রহ্মা না কহিলা ॥ ২৪
সেকালে জিজ্ঞাসা মোরা না করি এ কথা।
কিরূপে কহিব ইবে তিহোঁ নাহি হেথা ॥ ২৫
এইরূপে বিচার করয়ে সর্ব্বজনে।
হেনকালে পদ্মনিধি কহে বিদ্যমানে ॥ ২৬
শুন নরপতি ব্রহ্মা আদেশিলা মোরে।
তোমাসহ আইনু সম্ভার করিবারে ॥ ২৭
আজ্ঞা দেহ কিবা বস্তু করি আয়োজনে।
আজ্ঞা পাইলে প্রস্তুত করিব এইক্ষণে ॥ ২৮

দেউল প্রতিষ্ঠার আয়োজন।

এইরূপ সবে মেলি করয়ে বিচার।
হেনকালে উপনীত ব্রহ্মার কুমার ॥ ১
বীণাস্কন্ধে প্রেমানন্দে ঢলি ঢলি গতি।
কৃষ্ণরাম অবিরাম মুখে মহামতি ॥ ২
হে কেশিমথন মথুরেশ জগন্নাথ।
হে দারু পরম ব্রহ্ম বিদিত সাক্ষাৎ ॥ ৩
হলধর রমা সুদর্শন সাথে করি।
জয় নীলগিরিমাঝে অবতার হরি ॥ ৪
এইরূপে হরিগুণ গাইতে গাইতে।
উপনীত হইলেন রাজার সাক্ষাতে ॥ ৫
নারদে দেখিয়া রাজা উঠিয়া সত্বরে।
অষ্টাঙ্গে পড়িয়া ভূমে প্রণমে সাদরে ॥ ৬
কনক আসনে বসিলেন তপোধন।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে করিলা পূজন ॥ ৭

দেবগণ প্রণমিলা নারদ চরণে।
মনুষ্য আকারে সবে ভ্রমে সেইখানে ॥ ৮
তবে যোড়হাতে রাজা করে নিবেদন।
প্রতিষ্ঠার হেতু কি করিব আয়োজন ॥ ৯
পুরোহিত-হীন আমি কিছু নাহি জানি।
যেই যেই দ্রব্য চাহি কহ মহামুনি ॥ ১০
এই পদ্মনিধি দেব তব আদেশনে।
যথাযোগ্য দ্রব্য করিবেন আয়োজনে ॥ ১১
এত যদি ইন্দ্রদ্যুম্ন কৈলা নিবেদন।
বিধান লিখিয়া মুনি দিলেন তখন ॥ ১২
পদ্মনিধি হাতে পত্র দিলা নরপতি।
বিনয় করিয়া বলে মধুর ভারতী ॥ ১৩
ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবতার।
গন্ধর্ব্ব অপ্সর নাগ রাজাগণ আর ॥ ১৪
যার যেই যোগ্য স্থান করহ রচন।
রতন হীরক মণি কনক ভবন ॥ ১৫
যথাযোগ্য কর আয়োজন প্রতিষ্ঠার।
বিশ্বকর্ম্মা হইবেন সহায় তোমার ॥ ১৬
পদ্মনিধি প্রতি রাজা কহে এইরূপ।
হেনকালে মুনিবর কহে শুন ভূপ ॥ ১৭
এ সব সম্ভার ভিন্ন আছে কিছু আর।
সাবধানে কর তাহা ভানুর কুমার ॥ ১৮
স্বর্ণময় তিন রথ করহ রচন।
বহুমূল্য রত্নে নিরমিবে অনুপম ॥ ১৯
জগন্নাথ রথধ্বজে গরুড় রহিবে।
বলরাম রথে তালধ্বজ নিরমিবে ॥ ২০
পদ্মধ্বজ সুভদ্রার করহ রচনে।
প্রতিষ্ঠা করিব আদি ব্রহ্মার বচনে ॥ ২১
এত শুনি নরপতি হরিষ হৃদয়।
পদ্মনিধি প্রতি চাহিলেন মহাশয় ॥ ২২
হেনকালে বিশ্বকর্ম্মা আইলা সেথানে।
দিব্য তিন রথ গঠিলেন একদিনে ॥ ২৩
আপনি হইল চক্র রথের উপর।
মনোহর রথ আড়ে দীর্ঘে পরিসর ॥ ২৪

মুকুতার ঝারা ঝুলে সে রথের দ্বারে।
নানা চিত্রে নির্ম্মিত পতাকা থরে থরে ॥ ২৫
তাল পদ্ম গরুড় শোভয়ে তিন ধ্বজে।
স্ত্রী পুরুষ পুত্তলিকা শত শত সাজে ॥ ২৬
সুন্দর হাটক স্বর্ণে রথের নির্ম্মাণ।
সূর্য্যের রথের সম রথের বাথান ॥ ২৭
গভীর মেঘের শব্দ চক্রের নিস্বন।
দৃঢ়গুণে যুক্ত রথ জগত-মোহন ॥ ২৮
বায়ুগতি শত শ্বেত ঘোড়া রথে সাজে।
হেন তিন রথ হৈল নীলাচল মাঝে ॥ ২৯
রথ দেখি মহারাজা আনন্দ অপার।
পুলকে পূর্ণিত দেহ চক্ষে জলধার ॥ ৩০
নারদের আগে গদ গদ ভাষে কয়।
তিন রথ প্রতিষ্ঠা করহ মহাশয় ॥ ৩১
এত শুনি মুনিবর হৈয়া হরষিত।
সুলগ্ন সুক্ষণ তিথি করি নিরূপিত ॥ ৩২
শাস্ত্র বিধি অনুসারে প্রতিষ্ঠা করিল।
রথ দেখি সবাকার উৎসাহ বাড়িল ॥ ৩৩
তবেত নারদ মুনি ইন্দ্রদ্যুম্ন সনে।
মহাবেদী প্রবেশিলা হরষিত মনে ॥ ৩৪
প্রণাম করিয়া জগন্নাথে করি স্তুতি।
নিবেদন কৈলা যাইতে নীলাচল প্রতি ॥ ৩৫
মহাবেদী ত্যজি নাথ চল নীলাচলে।
রতন বেদীতে তথা রহিবে দেউলে ॥ ৩৬

জগন্নাথদেবের রথযাত্রা।

এতেক প্রার্থন, করিয়া রাজন,
পট্টডুরি আনাইল।
সে চারি দেবের, বান্ধি কটি'পর,
বেদী হৈতে নামাইল ॥ ১
সকল ব্রাহ্মণে, ঘন ঘন টানে,
নাড়িতে নারিল হরি।
শ্রমেতে পুরিয়া, অধোমুখ হৈয়া,
বসিল ধরণী'পরি ॥ ২
দেখিয়া বিস্ময়, রাজা মহাশয়,
জিজ্ঞাসিল মুনিবরে।
কহ তপোধন, ইহার কারণ,
বাঞ্ছা করি জানিবারে ॥ ৩
শুনি মহাঋষি, কহে মৃদু হাসি,
শুন শুন নরপতি।
জগত-ঈশ্বর, মূর্ত্তি বিশ্বম্ভর,
নাড়িতে কার শকতি ॥ ৪
এত কহি মুনি, করি পুটপাণি,
নিবেদয়ে জগন্নাথে।
অখিলের পতি, নীলাচল প্রতি,
বিজয় করহ রথে ॥ ৫
কহিয়া এতেক, চাহিয়া যতেক,
ব্রাহ্মণগণের প্রতি।
কহে হরি লৈয়া, রথে বসাইয়া
চল চল শীঘ্রগতি ॥ ৬
মুনির আদেশে, সবাই হরিষে,
আর বার ধরি ডুরি।
সহজেতে টান, দিয়া ভগবান,
লয়ে চলে ত্বরা করি ॥ ৭
রথ সন্নিধানে, আনিয়া যতনে,
বিমানে সোপান পথে।
তুলে হরষিতে, হয়ে পুলকিতে,
বসাইয়া তুলিকাতে ॥ ৮
হরি পদাঘাত, বজ্রের নিপাত,
সমান শব্দ তাহার।
তুলি সব ছিঁড়ে, তুলারাশি উড়ে,
দেখি অতি চমৎকার ॥ ৯
তবে জগন্নাথে, বসাইয়া রথে,
গেলা বলরাম আগে।
পূর্ব্বের প্রকারে, রথের উপরে,
বসাইয়া অনুরাগে ॥ ১০

তবে সুভদ্রারে, আর চক্রবরে,
কসাইয়া এক রথে।
নীলাচল মুখে, লয়ে চলে সুখে,
রজ্জু ধরি হরষিতে ॥ ১১
জয় জগন্নাথ, নীলাচল নাথ,
জয় জয় হলধর।
জয় ভদ্রা রমা, গুণে অনুপমা,
জয় জয় চক্রধর ॥ ১২
জয় বিশ্বগুরু, বাঞ্ছাকল্পতরু,
ভকত জনার প্রাণ।
জয় দামোদর, অখিল ঈশ্বর,
অগতি পতিত ত্রাণ ॥ ১৩
এইরূপে স্তব, করি লোক সব,
তিন রথ ধরি টানে।
লীলায় শ্রীহরি, চলে নীলগিরি,
হরষিত অতি মনে ॥ ১৪
দখি চাঁদমুখ, ঘুচে সব দুঃখ,
নয়ন কমলদল।
নীরদ নবীন, অঙ্গের বরণ,
কর কোকনদ দল ॥ ১৫
গণ্ড ঝলমল, মকর কুণ্ডল,
দোলে অতি মনোহরে।
নাসা তিলফুল, ভুবনে অতুল,
জিনিয়াছে খগবরে ॥ ১৬
কম্বুকণ্ঠ মাঝে, মুকুতা বিরাজে,
দোলয়ে হৃদয়োপরি।
কটিতে কিঙ্কিণী, বাজে কিনি কিনি,
চরণে মঞ্জীর হেরি ॥ ১৭
হীরক রতন, খচিত বসন,
পরিয়াছে জগন্নাথ।
রূপে আলো করে, রথের উপরে,
সকল অখিল নাথ ॥ ১৮
চারি করে শঙ্খ, গদা পদ্ম চক্র,
সোনার মুকুট শিরে।
রাজরাজেশ্বর, বিমান উপর,
তিনলোকবাসী হেরে ॥ ১৯
কভু চলে বলে, কভু মৃদু চলে,
রথের অপূর্ব্ব গতি।
গিরি সন্নিধানে, আইলা তখনে,
সকল অখিল পতি ॥ ২০
জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণে।
এইরূপে জগন্নাথ আইলা সেইখানে ॥ ২১
বহু বাদ্য নাট্য গীত করে কুতূহলে।
দেউলের নিকটে আইলা শুভকালে ॥ ২২
তবে বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রদ্যুম্নের বচনে।
নির্ম্মাইল গৃহ সব রতন কাঞ্চনে ॥ ২৩
বড় বড় গৃহ সব অতি মনোহর।
দেবের দুর্ল্লভ সে আঁখির অগোচর ॥ ২৪
হেন সব গৃহ নির্ম্মাইলা ক্ষিতি মাঝে।
সভার অর্চ্চন দ্রব্য তাহে বহু সাজে ॥ ২৫
কলসে কলসে ঘৃত গন্ধ কাষ্ঠগণ।
রাশি রাশি কুশ তাহে সুন্দর শোভন ॥ ২৬
ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার অনেক প্রকার।
রাজচক্রবর্ত্তী সম সকল ভাণ্ডার ॥ ২৭
পূর্ব্বে যজ্ঞকালে রাজা যত দ্রব্য কৈল।
সেইরূপ দ্রব্য এবে উপস্থিত হৈল ॥ ২৮
তবে রাজা উত্তম উত্তম বিপ্রগণ।
দেউল প্রতিষ্ঠা কাজে কৈল নিয়োজন ॥ ২৯
ইতি মধ্যে চমৎকার করহ শ্রবণ।
যবে ইন্দ্রদ্যুম্ন গেলা ব্রহ্মার সদন ॥ ৩০
গাল নামে হৈল তথা এক নরপতি।
মাধব প্রতিমা এক কৈল মহামতি ॥ ৩১
ইন্দ্রদ্যুম্ন দেউলেতে পূর্ব্বে রাখিছিলা।
তবে এক কনিষ্ঠ দেউল বিরচিলা ॥ ৩২
তথায় রাখিয়া তাঁরে করয়ে সেবন।
ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই বার্ত্তা করিল শ্রবণ ॥ ৩৩
বড় দেউলেতে রাজা অধিকার কৈল।
দূত মুখে শুনি সেই কুপিত হইল ॥ ৩৪

স্বসৈন্যে সাজিয়া আইল যুদ্ধ করিবারে।
রাজার ঐশ্বর্য্য দেখি বিস্ময় অন্তরে॥ ৩৫
সবান্ধবে লইল সে রাজার শরণ।
আশ্বাসিয়া তারে রাজা বলয়ে বচন॥ ৩৬
প্রভু সেবা তোমারে করিয়া সমর্পণ।
পুনঃ ব্রহ্মলোকে আমি করিব গমন॥ ৩৭
এতেক শুনিয়া তবে গাল নরপতি।
অভিলাষ পূর্ণ জানি হৃষ্ট হৈল মতি॥ ৩৮
দাণ্ডাইয়া রহিলেন রাজা বিদ্যমানে।
যখন যে আজ্ঞা দেন করে সাবধানে॥ ৩৯
এইরূপ কৈল রাজা সকল সম্ভার।
ইন্দ্রদ্যুম্ন ঐশ্বর্য্যের নাহি পারাবার॥ ৪০

—*—

দেবগণসহ ব্রহ্মার নীলাচলে আগমন।

বসিয়াছে মহারাজা রত্ন সিংহাসনে।
চারিদিকে ঘেরিয়াছে যত দেবগণে॥ ১
দেব মাঝে ইন্দ্রদ্যুম্ন ইন্দ্রের সমান।
অঙ্গ তেজে দিক দীপ্ত করে মতিমান॥ ২
এইরূপে আছে রাজা সবার সহিতে।
আকাশে দুন্দুভি শব্দ শুনে আচম্বিতে॥ ৩
মৃদঙ্গ মুরজ বীণা বেণু করতাল।
সুমধুর বাজে ডঙ্ক ঝাঝরী কাহাল॥ ৪
ঐরাবত আদি করি হস্তির গর্জ্জন।
চারিদিকে জয় শব্দ পুষ্প বরিষণ॥ ৫
মন্দ বায়ু স্বর্গগঙ্গাজলকণা সহে।
মিলি দিব্য মাল্যধূপাদির গন্ধ বহে॥ ৬
বিমানে চাপিয়া আইসে যত দেবগণ।
মধুর শুনিয়া কিবা কিঙ্কিণী নিস্বন॥ ৭
মহাতেজ প্রকাশিল গগনমণ্ডলে।
দেখিতে দেখিতে দীপ্ত হৈল ক্ষিতিতলে॥ ৮
নয়ন মুদিল নর মেদিনীর জনে।
মহাদীপ্ত সাধ্য নাহি হয় নিরীক্ষণে॥ ৯
এক দৃষ্টে আছে সবে ঊর্দ্ধমুখ করি।
প্রজাপতি আগমন দেখে নেত্র ভরি॥ ১০
তবে ক্রমে ক্রমে সবে করয়ে দর্শন।
বরবিমানেতে বসি কমল আসন॥ ১১
স্বর্ণবর্ণ শত হংস বহে সেই রথ।
দেবগণে চামর ঢুলায় অবিরত॥ ১২
জাহ্নবী যমুনা জলে ব্যাপ্ত কলেবর।
দুই পার্শ্বে চন্দ্র সূর্য্য হয় ছত্রধর॥ ১৩
মন্দ পবনেতে চালে ছত্রের বসন।
ব্রহ্মঋষি গৌতমাদি করয়ে স্তবন॥ ১৪
তার মধ্যে প্রজাপতি বসি হরষিতে।
দেখি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দেবগণ সাথে॥ ১৫
জয় জয় শব্দ করি করয়ে স্তবন।
পুনঃপুনঃ নরপতি করয়ে বন্দন॥ ১৬
রম্ভা আদি বেশ্যা নাচে ব্রহ্মার সম্মুখে।
হাহা হুহু গন্ধর্বাদি গুণ গায় সুখে॥ ১৭
সিদ্ধ বিদ্যাধরগণ বীণা লয়ে করে।
গাইছে ব্রহ্মার গুণ সুমধুর স্বরে॥ ১৮
যোড়হাত করি যত তপস্বির গণ।
দূরে থাকি প্রজানাথে করিছে স্তবন॥ ১৯
সাবিত্রী শারদা চিত্রবাক্যের প্রবন্ধে।
ব্রহ্মারে তোষয়ে দুঁহে পরম আনন্দে॥ ২০
অন্য কার সাধ্য আছে ব্রহ্মার তোষণে।
এইরূপে প্রজাপতি কৈল আগমনে॥ ২১
সিদ্ধ গন্ধর্বের গণ নারদাদি সনে।
পথ দেখাইয়া আগে করয়ে গমনে॥ ২২
ঠেলাঠেলি দেবগণ আইসে চারিভিতে।
কেবা কোন পথে আইসে না পারি লিখিতে॥ ২৩
আগে আসিবার হেতু সবার বাসন।
উৎকণ্ঠা গমন হেতু টলিছে বাহন॥ ২৪
সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কর্ত্তা পদ্মযোনি।
স্বয়ং তিঁহো আইলা দেবতা কিসে গণি॥ ২৫
দেখি ইন্দ্রদ্যুম্ন আর যত দেবগণ।
সম্ভ্রমে ভূমেতে পড়ি বন্দিলা চরণ॥ ২৬

জৈমিনি কহয়ে নিবেদন।
শুনহ সকল মুনিগণ ॥ ২৭
তবে রত্ন কাঞ্চনে নির্ম্মাণ।
শূন্য হৈতে পড়িল সোপান ॥ ২৮
লগ্নে সেই প্রজাপতির রথে।
মূল ছুঁইলেক ধরণীতে ॥ ২৯
চারি বাম আড় পরিসর।
পুষ্ট সব সোপান সুন্দর ॥ ৩০
বিধাতার নামিবার তরে।
উদয় সোপান মনোহরে ॥ ৩১
তবে প্রজাপতি আচম্বিতে।
রথ হৈতে নামে পৃথিবীতে ॥ ৩২
আগেতে গন্ধর্ব্ব রাজগণ।
রত্নবেত্র করে বিলক্ষণ ॥ ৩৩
পথ দেখাইয়া সবে চলে।
সোপানে নাময়ে কুতূহলে ॥ ৩৪
দুর্ব্বাসা নারদ হাতে ধরি।
ব্রহ্মা নামিছেন ধীরি ধীরি ॥ ৩৫
কটাক্ষেতে যেই দিকে চায়।
পাপ সব দূরেতে পলায় ॥ ৩৬
রথ আর দেউল-ভূভিতে।
মধ্যে নামিলেন হরষিতে ॥ ৩৭
জিনি ইন্দ্রধনুর কিরণ।
অঙ্গছটা অতি মনোরম ॥ ৩৮
দেখি রথ দেউল সুন্দর।
হাস্যমাখা হইল অধর ॥ ৩৯
গৃহ সব দেখি দীর্ঘতর।
রত্নস্তম্ভে শোভিত সুন্দর ॥ ৪০
পূর্ণ সেই সকল সম্ভারে।
ডুবিলা আনন্দ সিন্ধুনীরে ॥ ৪১
জৈমিনি বলয়ে সবে করহ শ্রবণ।
এইরূপে প্রজাপতি করিলা গমন ॥ ৪২
দেব ব্রহ্মঋষি আর যত রাজাগণে।
কিরীট অঞ্জলি রাখি করয়ে স্তবনে ॥ ৪৩
যেই দিকে প্রজাপতি করে নিরীক্ষণ।
সেইদিকে স্তুতি করে কোটী কোটী জন ॥ ৪৪
তবে ইন্দ্রদ্যুম্ন পড়ে ব্রহ্মা পদতলে।
পদ ধুইলেন রাজা নিজ আঁখি জলে ॥ ৪৫
পদতলে পড়ি রাজা ব্রহ্মা নিরখিয়া।
বিনয় বচনে কহে ঈষৎ হাসিয়া ॥ ৪৬
অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে কহেন তাহারে।
দেখ রাজা তব ভাগ্য কে কহিতে পারে ॥ ৪৭
যাহাতে করিলে বশ সপ্তলোকগণে।
সকলে একত্রে দেখ তোমার কারণে ॥ ৪৮
চন্দ্র সূর্য্য অনল বরুণ বৃহস্পতি।
কুবের পবন ইন্দ্র গ্রহ যোগ তিথি ॥ ৪৯
ব্রহ্মঋষি সিদ্ধ যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
অপ্সর মণ্ডল দেখে যত বিদ্যাধর ॥ ৫০
রাজারে এতেক কহি ব্রহ্মা জগৎপতি।
জগন্নাথ রথ অগ্রে গেলা শীঘ্রগতি ॥ ৫১
অষ্টাঙ্গে ভূমেতে পড়ি করে নমস্কার।
উঠি ব্রহ্মা প্রদক্ষিণ কৈলা তিন বার ॥ ৫২
আনন্দ সাগরে ডুবি দেহ রোমাঞ্চিতে।
গদগদ স্বরে স্তব লাগিলা করিতে ॥ ৫৩
জয় জয় জগন্নাথ করুণাসাগর।
জয় সকলের মূল জয় দামোদর ॥ ৫৪
এইরূপে ক্রমে চারি দেবে স্তুতি করি।
প্রণমিয়া উঠিলেন নীলাদ্রি উপরি ॥ ৫৫
দেউল দেখিয়া ব্রহ্মা প্রশংসি রাজারে।
যথাযোগ্য স্থানে বসাইল সবাকারে ॥ ৫৬
তি-নলোক-বাসিগণে বসায়ে আসনে।
আপনি বসিলা ব্রহ্মা হরষিত মনে ॥ ৫৭
শান্তি পুষ্টি হেতু ভরদ্বাজ মুনিবরে।
ব্রহ্মার আদেশে রাজা বরিলা সাদরে ॥ ৫৮
প্রতিষ্ঠা বিষয়ে পূজ্য যেই দেবগণে।
স্বয়ং রূপে সবে পূজা ল লা সেখানে ॥ ৫৯
তবে মহাধীর ভরদ্বাজ মুনি হৈতে।
আরম্ভ হইল কর্ম্ম মঙ্গলরূপেতে ॥ ৬০

তবে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন হরষিতে।
ব্রহ্মা আদি দেবে পূজা করিলা সাক্ষাতে ॥ ৬১
সর্ব্ব আগে সাঙ্গোপাঙ্গে পূজি প্রজাপতি।
ত্রৈলোক্যবাসিরে পূজা কৈল মহামতি ॥ ৬২
মাঝে ব্রহ্মা চারিদিকে ত্রৈলোক্যের গণে।
পূজা লইলেন সবে হরষিত মনে ॥ ৬৩
দেহধারী ব্রহ্মরূপ প্রভু জগৎপতি।
সাক্ষাৎ দেখিয়া সবে পাইলা অব্যাহতি ॥ ৬৪
হরি দেহ স্বরূপ দেউল মনোহর।
প্রতিষ্ঠা করিয়া ভরদ্বাজ মুনিবর ॥ ৬৫
ব্রহ্মারে কহিল হরি করহ স্থাপন।
এত কহি উঠিলেন মহাতপোধন ॥ ৬৬
তবে প্রজাপতি সর্ব্ব মঙ্গল করিয়া।
রথ সন্নিধানে চলে হরষিত হৈয়া ॥ ৬৭
সংহতি নারদ আদি যত ঋষিগণ।
বিদ্যাবান বিপ্র রাজা ক্ষত্রি নাগগণ ॥ ৬৮
মঙ্গল উচিত রাগ মধুর সুস্বরে।
গাইছে গন্ধর্ব্বগণ অতি মনোহরে ॥ ৬৯
অপ্সর কিন্নরগণ নাচিছে হরিষে।
বিপ্রগণ বেদ গায় মিলিল বিশেষে ॥ ৭০
মুরজ কাহাল শঙ্খ ভেরী বীণাগণ।
রাগেতে মিশিয়া বাজে অতি মনোরম ॥ ৭১
তবে ব্রহ্মা আদি যত দেবতামণ্ডলী।
রথের উপরে উঠে মহাকুতূহলী ॥ ৭২
রথে হৈতে জগন্নাথে নামায় যতনে।
সোপানের পথে আনে অতি সাবধানে ॥ ৭৩
পার্শ্বে ভুজে শিরে পদে ধরি জগন্নাথে।
বার বার বসায়ে তুলিকা সকলেতে ॥ ৭৪
অল্পে অল্পে লইল দেউল সন্নিধানে।
কল্পতরু কুসুম বরিষে ঘনে ঘনে ॥ ৭৫
পাছে চন্দ্র সূর্য্য রত্নছত্র ধরে শিরে।
সঙ্গে প্রজাপতি স্তব করে যোড়করে ॥ ৭৬
জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ সর্ব্বপাপহারী।
জয় বাঞ্ছাকল্পদাতা দারুদেহধারী ॥ ৭৭
সংসারে নিমগ্ন জনে তারহ লীলায়।
জয় কৃপাজলনিধি বন্দি তব পায় ॥ ৭৮
জয় দীন দুঃখিতের পরম আশ্রয়।
অচ্যুত অনন্ত জয় ঈশ্বর অব্যয় ॥ ৭৯
বীণাযন্ত্রে সুস্বরে নারদ মুনিবর।
প্রভুগুণ গানে স্তব করে মনোহর ॥ ৮০
ধূপ পাত্র হাতে করি দেবতামণ্ডলী।
সুধূপিত করে সবে মহাকুতূহলী ॥ ৮১
দুই পার্শ্বে সারি সারি চামর করেতে।
বাজন করয়ে দেবগণ হরষিতে ॥ ৮২
এইরূপে বলাই সুভদ্রা সুদর্শনে।
কৌতুকেতে আনিলা দেউল সন্নিধানে ॥ ৮৩

প্রতিষ্ঠা বিধান।

জৈমিনি বলয়ে শুন সাধু মুনিগণ।
প্রতিষ্ঠাবিধান কথা পীযূষ মিলন ॥ ১
দেউলের দ্বারেতে মণ্ডপ মনোহর।
রতনের স্তম্ভে সেই রচিত সুন্দর ॥ ২
অভিষেক হেতু বসাইয়া দেবগণে।
সুবর্ণ দর্পণ ধরে সম্মুখে যতনে ॥ ৩
পূর্ণ রত্নকুম্ভ পল্লবাদি তীর্থজলে।
তাতে অভিষেক ব্রহ্মা করে কুতূহলে ॥ ৪
লক্ষ্মীসূক্তে বিষ্ণুসূক্তে কৈলা অভিষেকে।
অভিষেক কার্য্য শিখাইলা সব লোকে ॥ ৫
গন্ধমাল্যে শোভিত সুন্দর দেবগণে।
আরতি করিয়া ব্রহ্মা বিধির বিধানে ॥ ৬
রত্ন সিংহাসনে বসাইলা মঞ্চোপরি।
প্রার্থনা করয়ে ব্রহ্মা দুই কর যুড়ি ॥ ৭

প্রার্থনা। ব্রহ্মোবাচ—

অশেষজগদাধার সর্ব্বলোকপ্রতিষ্ঠিত।
সুপ্রতিষ্ঠাখিলব্যাপিন্ প্রাসাদে সুস্থিরো ভব।
ত্বয়ি প্রতিষ্ঠিতে নাথ নধং সর্ব্বে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
ভবাজ্ঞয়া প্রতিষ্ঠেয়ং পূর্ণা চ ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥

তুমি প্রভু হও সর্ব্ব জগত-আধার।
তোমা হৈতে লোক সব হইল প্রচার॥ ৮
নির্ম্মল তোমার গুণ তুমি সর্ব্বাশ্রয়।
দেউলে সুস্থির হয়ে রহ দয়াময়॥ ৯
আমরা সুস্থির নাথ তোমার সুস্থিরে।
অতএব স্থির রহ এইত মন্দিরে॥ ১০
এই প্রতিষ্ঠা নাথ তব আদেশনে।
তোমার প্রসাদে পূর্ণ হইল এক্ষণে॥ ১১
এইরূপে স্থাপন করিয়া জগন্নাথে।
তাহার হৃদয় পরশিয়া সাবহিতে॥ ১২
মন্ত্ররাজ সহস্র জপিলা পদ্মাসন।
প্রেমায় পূর্ণিত দেহ সজল নয়ন॥ ১৩
বৈশাখেতে শুক্লপক্ষ অষ্টমী তিথিতে।
পুষ্যা নামে নক্ষত্র সংযোগ হৈল তাতে॥ ১৪
তাহে বৃহস্পতিবার সুন্দর শোভন।
সেই দিনে প্রতিষ্ঠা হইলা নারায়ণ॥ ১৫
মহাপুণ্য সেই দিন সর্ব্বপাপহারী।
স্নান দান তপ হোম অক্ষয় আচারি॥ ১৬
সেই দিনে রামকৃষ্ণ ভদ্রা সুদর্শনে।
ভক্তিভাবে যেই জন করয়ে দর্শনে॥ ১৭
সকল বিপাকে সেই হইয়া উদ্ধার।
মুক্তিভাগী হয় অন্য নাহিক বিচার॥ ১৮
বৈশাখ মাসেতে শুক্ল অষ্টমীর দিনে।
শুক্ল পুষ্যা যোগ তাহে হয়েন যখনে॥ ১৯
সেই দিনে করে যেই হরির অর্চ্চন।
কোটি জন্ম পাপ তার নাশে ততক্ষণ॥ ২০
সকল বন্ধন হৈতে সেই মুক্ত হয়ে।
অন্তে বৈকুণ্ঠেতে চলে আনন্দ পাইয়ে॥ ২১
এই কথা শ্রবণে অশেষ তাপ হরে।
সর্ব্ব কাম সিদ্ধ হয় শ্রবণ যে করে॥ ২২
ভক্তি করি শুন ভাই হরিগুণগাথা।
তবে মহাপীড়নে না পাবে কভু ব্যথা॥ ২৩
বালকের বাক্য বলি না কর হেলন।
ঔষধ আপন গুণ না ত্যজে কখন॥ ২৪
শ্রীমহাপ্রসাদ যদি কাকমুখ হৈতে।
গলিত হয়েন শক্তি ধরেন তারিতে॥ ২৫
তেমতি যদি বা আমি করিনু বর্ণন।
তবু হরিগুণ শক্তি না ত্যজে কখন॥ ২৬
অতএব শুন ভাই করিয়া বিশ্বাস।
যে কিছু লিখয়ে ব্যাস বচন আভাস॥ ২৭
উৎকলখণ্ডের কথা অতি সুমধুর।
শুনিলে পরমানন্দ পাপ যায় দূর॥ ২৮

প্রভুর নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ।

জৈমিনি বলয়ে শুন চমৎকার বাণী।
মন্ত্ররাজ হৃদয়ে জপিতে পদ্মযোনি॥ ১
ধরিলেন জগন্নাথ নৃসিংহ আকার।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি লাগে চমৎকার॥ ২
জলদগ্নি জিহ্বা দেখি সবে লাগে ভয়।
কাল অগ্নি রুদ্র যেন হইল উদয়॥ ৩
বহু মুখ আঁখি কর পদ বহু কর্ণ।
দেখি ত্রাসে তিন লোক হইল বিবর্ণ॥ ৪
ব্যগ্র হৈয়া নারদ পিতারে জিজ্ঞাসিল।
কেন জগন্নাথ হেন মুরতি ধরিল॥ ৫
ব্রহ্মা বলে দারুব্রহ্ম প্রভু ভগবানে।
দারু বলি অবজ্ঞা করিবে মূঢ়গণে॥ ৬
তথির কারণে জপিলাম মন্ত্ররাজ।
যাহে নরহরি হৈলা দেউলের মাঝ॥ ৭
এত বলি ব্রহ্মা বহু করিয়া স্তবন।
সিংহমন্ত্র ভূমিতলে করিয়া লিখন॥ ৮
ইন্দ্রদ্যুম্নে প্রবেশ করায়ে তথি মাঝ।
দীক্ষা করাইলা নৃসিংহের মন্ত্ররাজ॥ ৯
বত্রিশ অক্ষর মন্ত্র প্রণব সহিতে।
মন্ত্র পায়্যা মহারাজা লাগিল দেখিতে॥ ১০
শান্তদেহ নরহরি হৃদয়ে কমলা।
দুই করে চক্র ধনু হাতে বনমালা॥ ১১

কমলা বত্রিশ দলে যোগপাট্টা সনে।
বসিয়াছে অট্টহাস হাসিছে বদনে ॥ ১২
মন্ত্রের অক্ষরময় সেই পদ্মদল।
মন্ত্রের প্রণব মাঝে কর্ণিকা উজ্জ্বল ॥ ১৩
কার শক্তি নিরখিলে শ্রীমুখকমল।
জটাতে মণ্ডিত মুখ পরম উজ্জ্বল ॥ ১৪
দিব্য রত্ন ভূষণ পরিল সব অঙ্গে।
পাছে বলরাম শিরে ছত্র ধরে রঙ্গে ॥ ১৫
সহস্রেক ফণা ছত্র আকার করিয়া।
আছে মহানন্দে হল মুষল ধরিয়া ॥ ১৬
দেখি নরপতি কহে ব্রহ্মার চরণে।
জগন্নাথে হেন রূপ দেখি কি কারণে ॥ ১৭
পূর্ব্বে চারি দারুমূর্ত্তি ধরিলেন হরি।
প্রতিষ্ঠা হইতে কেন অন্যরূপ হেরি ॥ ১৮
মায়া কি নিশ্চয় ইহা কহ প্রজাপতি।
যোগ্য যদি জান মোরে কহ শীঘ্রগতি ॥ ১৯
ব্রহ্মা বলে নরপতি শুন সাবধানে।
আত্মমূর্ত্তি নরহরি দেব-নারায়ণে ॥ ২০
প্রকাশিলা সে রূপ তোমারে দয়া করি।
এই দারুব্রহ্ম চারি বেদমূর্ত্তিধারী ॥ ২১
ঋগ্বেদ বলরাম সাম নারায়ণ।
যজুর্ব্বেদ সুভদ্রা অথর্ব্ব সুদর্শন ॥ ২২
অতএব মহারাজ শুনহ উপায়।
সিন্ধুতীরে রহি সেব এই দারু পায় ॥ ২৩
এই মন্ত্ররাজে কর ইহার অর্চ্চন।
পাইবে পরম গতি শুনহ রাজন ॥ ২৪
জৈমিনি বলয়ে সবে শুন মন দিয়া।
এইরূপে পদ্মযোনি রাজারে কহিয়া ॥ ২৫
আপন হৃদয়ে রাখি সিংহের আকার।
পূর্ব্ববৎ চারিরূপ করিলা প্রচার ॥ ২৬
যেই চারি মূর্ত্তি রথে হৈতে নামাইলা।
সেইরূপ সকলেতে দেখিতে লাগিলা ॥ ২৭
দ্বাদশ অক্ষরে পূজিলেন বলরামে।
পুরুষসূক্তেতে পূজা কৈলা নারায়ণে ॥ ২৮
লক্ষ্মীমন্ত্রে ভদ্রা চক্র দ্বাদশ অক্ষরে।
পূজন করিয়া ব্রহ্মা নিবেদন করে ॥ ২৯

স্নানযাত্রা।

শুন প্রভু ভগবান ভকত জীবন।
সহস্র জনম ভক্তি করিয়া রাজন ॥ ১
শেষে তব চরণ করিল দরশন।
তোমার দর্শন হয় মুক্তির কারণ ॥ ২
যদ্যপিও ভক্তিযোগে সেবিল তোমারে।
সেই আজ্ঞা কর ভক্তিযোগে সেবিবারে ॥ ৩
দেশ কাল ব্রত আদি নানা উপচার।
কি মতে সেবিবে কহ করিয়া বিস্তার ॥ ৪
তব মুখকমল-গলিত-আজ্ঞামৃত।
সেই রস পানে তৃষ্ণাযুক্ত অবিরত ॥ ৫
অতএব জগন্নাথ করি নিবেদন।
সাক্ষাতে করহ আজ্ঞা করুন শ্রবণ ॥ ৬
এতেক শুনিয়া হরি ব্রহ্মার বচন।
অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন নারায়ণ ॥ ৭
দারুদেহ হইয়াও হাসিয়া হাসিয়া।
গম্ভীর বচনে কহে রাজারে চাহিয়া ॥ ৮
শুন মহারাজ তব ভকতি কারণ।
প্রসন্ন হইনু আমি তোমারে রাজন ॥ ৯
তোমা বিনে শক্তি কার হেন উপার্জ্জনে।
বর দিনু ভক্তি রহু আমার চরণে ॥ ১০
যে মোর দেউল হেতু করিয়া যতন।
কোটি কোটি ধন ব্যয় করিলে রাজন ॥ ১১
ভাঙ্গিলেও সে দেউল স্থান না ত্যজিব।
কালান্তরে অন্য যেবা দেউল হইব ॥ ১২
সেই তব কীর্ত্তি রাজা হইবে নিশ্চিতে।
বসতি করিব তাহে তোমার পীরিতে ॥ ১৩
সত্য সত্য পুনঃ সত্য সত্য পুনঃপুনঃ।
দেউল প্রতিমা যদি ভাঙ্গয়ে রাজন ॥ ১৪

তবু না ত্যজিব আমি তোমার এ স্থান।
এই দারুদেহ ইথি করিব বিশ্রাম ॥ ১৫
দ্বিতীয় পরার্দ্ধ পুনঃ ব্রহ্মার যাবত।
এই স্থানে এই দেহে রহিব তাবত ॥ ১৬
স্বায়ম্ভুব মনুর দ্বিতীয় চতুর্যুগে।
সত্যের প্রথম জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যা যোগে ॥ ১৭
সেই দিনে অশ্বমেধ হৈল তব পূর্ণ।
জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে আমি হৈনু অবতীর্ণ ॥ ১৮
সেই মহাপুণ্য দিন মোর জন্মতিথি।
সেই দিনে স্নান মোরে করাবে নৃপতি ॥ ১৯
বিধিমতে উপচারে অধিবাস করি।
মহাপূজা আমার করিবে দণ্ডধারী ॥ ২০
পূজিত হইয়া আমি সেই মহাদিনে।
কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ করিব নাশনে ॥ ২১
সর্ব্ব-তীর্থ সর্ব্ব-যজ্ঞ সর্ব্ব-দান ফল।
সে দিনে যে দেখে মোরে মিলয়ে সকল ॥ ২২
বটের উত্তর সর্ব্বতীর্থময় কূপ।
স্নানহেতু আগে নিরখিয়া আমি ভূপ ॥ ২৩
পশ্চাৎ হইল অবতার এইখানে।
সে কূপ মুদিল হবে বালির চাপনে ॥ ২৪
মুক্ত কর সেই কূপ সুযুক্তি করিয়া।
স্নান মোরে করাইবে সে জল তুলিয়া ॥ ২৫
চতুর্দ্দশী দিনে কূপ সংস্কার করিবে।
ক্ষেত্রপাল দিক্পাল রক্ষক পূজিবে ॥ ২৬
মুরজ কাহাল কম্বু করিবে বাজন।
স্বর্ণকুম্ভ করি জল তুলিবে ব্রাহ্মণ ॥ ২৭
জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে অতি প্রাতে অবসরে।
ব্রহ্মা আর রাম সুভদ্রার সহ মোরে ॥ ২৮
স্নান করাইবে অতি হরিষ বিধানে।
মোর লোক পাইবে সে নিশ্চয় বচনে ॥ ২৯
স্নান কৃত মোরে যেবা করয়ে দর্শন।
দেহবন্ধ কভু নাহি পায় সেই জন ॥ ৩০
ঈশানভাগেতে বড় মঞ্চ বিরচিবে।
চন্দ্রাতপ খাটাইয়া সুশোভা করিবে ॥ ৩১
চন্দনের জল ছড়াইবে সেইখানে।
তথি স্নান করাইবে বেদের বিধানে ॥ ৩২
দক্ষিণ মুখেতে আমি করিতে গমন।
সেইকালে যেই মোরে করিবে দর্শন ॥ ৩৩
যেইরূপ হইতে করিবে মনে আশে।
সেইরূপ প্রাপ্তি তার হবে অনায়াসে ॥ ৩৪
তবে পঞ্চদশ দিন না দেখিবে মোরে।
সেরূপ থাকিব আমি গৃহের ভিতরে ॥ ৩৫
এই জ্যৈষ্ঠ স্নান মোর পরম পাবন।
করে কিবা দেখে যেবা হইবে মোচন ॥ ৩৬

অন্যান্য যাত্রার বিবরণ।

হরি বলে শুন রাজা হরিষ হইয়া।
প্রধান প্রধান যাত্রা কহি বিবরিয়া ॥ ১
গুণ্ডিচা নামেতে যাত্রা পরমপাবনী।
সাবধানে তাহা আচরিবে নৃপমণি ॥ ২
মাঘী শুক্লপঞ্চমী চৈত্রের শুক্লাষ্টমী।
এই দুই কাল এই যাত্রা মধ্যে গণি ॥ ৩
অশেষে আষাঢ় মাসে দ্বিতীয়া পুষ্যায়।
মোর মহাপ্রীতি রাজা এই ত যাত্রায় ॥ ৪
নক্ষত্রবিহীন যদি হয় সেইদিনে।
তিথিতে প্রসিদ্ধা যাত্রা জানিহ রাজনে ॥ ৫
আষাঢ়ের সিতপক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যাতে।
রাম ভদ্রা মোরে রাজা আরোপিবে রথে ॥ ৬
মহামহোৎসব করি তুষিবে ব্রাহ্মণে।
আমার প্রসাদ বিতরিবে সর্ব্বজনে ॥ ৭
গুণ্ডিচা মন্দির নাম পূর্ব্ব মোর স্থিতি।
অশ্বমেধ সহস্রেক মহাবেদী যথি ॥ ৮
তাহা হৈতে পুণ্যস্থান নাহি ক্ষিতিমাঝে।
যথা পঞ্চাশতবর্ষ যজ্ঞ কৈলে রাজে ॥ ৯
ধরণীর মাঝে অতি প্রীতিকর স্থান।
কোনখানে নাহি রাজা তাহার সমান ॥ ১০

বৃন্দ অনুরোধে আর তোমার ভক্তিতে।
বসতি করিনু যেন এ নীলপর্ব্বতে ॥ ১১
মহাপ্রীতিকর যেন হয় এই স্থান।
নরসিংহ ক্ষেত্রে তেন বেদীর বাখান ॥ ১২
মোর জন্মস্থান সেই মহাপ্রীতিকর।
বহুকাল তথায় আছিনু নরবর ॥ ১৩
মোর দেহ পদ্মযোনি এমত মন্দিরে।
স্থাপন করিলা অতি করিয়া আদরে ॥ ১৪
অনুরোধ ইহার তোমার ভকতিতে।
নিত্য রহিলাম রাজা শুন সাবহিতে ॥ ১৫
নয় দিন যাব আমি গুণ্ডিচা মন্দিরে।
যেন তথা হৈতে আইলাম এথাকারে ॥ ১৬
তথা তব সরোবর সর্ব্বতীর্থময়।
সপ্ত দিন তার তীরে রহিব নিশ্চয় ॥ ১৭
তথি যাইয়া মোরে যেবা করয়ে দর্শন।
মোর লোক পায় সেই নিশ্চয় বচন ॥ ১৮
সাড়ে তিন কোটি তীর্থ হয় ত্রিভুবনে।
তব সরোবরে রহে মম সমাগমে ॥ ১৯
বিধিমতে তাহে স্নান করি ভাগ্যবানে।
ভকতি করিয়া মোরে দেখয়ে নয়নে ॥ ২০
জননী জঠর ক্লেশ পুনঃ নাহি পায়।
সত্য সত্য মহারাজা কহিনু তোমায় ॥ ২১
নবমী দিবসে পুনঃ রথেতে চাপিয়া।
দক্ষিণ মুখেতে আমি আসিব ফিরিয়া ॥ ২২
মোরে দরশন যেবা করে সেইকালে।
প্রতিপদে অশ্বমেধ ফল তারে মিলে ॥ ২৩
ইন্দ্রের সমান ভোগ ভুঞ্জিয়া সে জন।
অন্তকালে পাইবেক আমার চরণ ॥ ২৪
জগন্নাথ বলয়ে রাজা করহ শ্রবণ।
বিশেষ কহি যে সব যাত্রা-নিরূপণ ॥ ২৫
আমার শয়ন আর পার্শ্ব-প্রবর্ত্তন।
আমার উত্থান যত্নে করিবে রাজন ॥ ২৬
আরম্ভণ যাত্রা অগ্রহায়ণে করিবে।
পৌষে করিবে পুষ্যা স্নান মহোৎসবে ॥ ২৭
ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে করিবে দোলকাজ।
দোলয় দক্ষিণ মুখ যে দেখয়ে রাজ ॥ ২৮
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপে মুক্ত সেই হয়।
কদাচিৎ ইথে রাজা না ভাব সংশয় ॥ ২৯
দরশন পূজন প্রণাম সেই কালে।
প্রত্যেকে সহস্র অশ্বমেধ ফল ফলে ॥ ৩০
শুন রাজা চৈত্র শুক্ল ত্রয়োদশী দিনে।
কামদেবে পূজন করিবে সাবধানে ॥ ৩১
বৈশাখের শুক্ল পক্ষে অক্ষয় তৃতীয়া।
সেই দিনে চন্দনেতে আমারে লেপিয়া ॥ ৩২
মহাপ্রীতি করে মোরে শুনহ রাজন।
এই কহিলাম মোর যাত্রার লক্ষণ ॥ ৩৩
বহুবিধি যাত্রা রাজা ইথি মধ্যে হয়।
তোমার পীরিতে সদা করিব নিশ্চয় ॥ ৩৪
প্রতি এক যাত্রা হয় চতুর্ব্বর্গদাতা।
ইহা জানি ভাগ্যবান করিবে সর্ব্বথা ॥ ৩৫
ইন্দ্রদ্যুম্নে বর দান যেই জন শুনে।
সকল কামনা পূর্ণ ব্যাসের বচনে ॥ ৩৬

—:—

ব্রহ্মা ও দেবগণের স্বস্থানে গমন।

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণে।
এই বর ইন্দ্রদ্যুম্নে দিয়া নারায়ণে ॥ ১
ঈষৎ হাসিয়া হরি কহেন ব্রহ্মারে।
শুন শুন চতুর্মুখ কহি যে তোমারে ॥ ২
তোমার পীরিতে সব কৈনু সমাপন।
তোমায় আমায় ভেদ নাহি কদাচন ॥ ৩
তোমার যে ইচ্ছা সেই সম্মতি আমার।
অভিলাষ পূর্ণ সব করিনু তোমার ॥ ৪
আমার মাধব মূর্ত্তি আছিল যখন।
সেইকালে যাহা তুমি করিলে প্রার্থন ॥ ৫

তাহা পূর্ণ হেতু কৈনু এই অবতার।
মোরে এথা দেখি জীব পাইবে নিস্তার॥ ৬
দর্শন পূজন করি সব জীবগণ।
অন্তকালে পাইবেক আমার চরণ॥ ৭
ক্রমে তোমাসহ সবে পাইবে আমারে।
শুনহ নিশ্চয় ব্রহ্মা কহিনু তোমারে॥ ৮
তুমি আর ইন্দ্রদ্যুম্ন মিলিল এথানে।
মোর প্রীতি স্থান এই তথির কারণে॥ ৯
যাহা ইচ্ছা করি জীব এথায় সেবিবে।
অবশ্য সে অভিলাষ সে জন পাইবে॥ ১০
ইবে সত্যলোক যাত্রা করহ আপনে।
দেবতা সকল স্বর্গে করুন গমনে॥ ১১
তব পরমায়ুঃ পূর্ণ হইবে যাবৎ।
নিশ্চয় এথায় আমি রহিনু তাবৎ॥ ১২

শ্রীভগবদ্বাক্যম্ :—

ব্রহ্মেদানীং সত্যলোকং ত্রিদিবং যান্তু দেবতাঃ।
তবায়ুঃপূর্ণপর্য্যন্তং অহমত্র স্থিতোধ্রুবম্॥

তবে ব্রহ্মা ব্রহ্মঋষি সুর সিদ্ধগণ।
ভূমে পড়ি জগন্নাথে করিয়া বন্দন॥ ১৩
নিজ নিজ আলয়েতে করিলা গমন।
প্রভুও প্রতিজ্ঞারূপ ধরিলা তখন॥ ১৪
স্থির হৈয়া রহিলেন দেউল ভিতরে।
জগৎ-আনন্দদাতা দরশন দ্বারে॥ ১৫
বিষ্ণুভক্ত দৃঢ়ব্রত ধর্ম্মাত্মা রাজন।
পদ্মযোনি অনুব্রজি করিলা গমন॥ ১৬
তবে ব্রহ্মা চাহি কহে ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রতি।
ভগবান আজ্ঞা যাহা করিলা নৃপতি॥ ১৭
সেই সব যাত্রাগণ কর সাবধানে।
চরাচর তুষ্ট তাঁর তুষ্টির কারণে॥ ১৮
এখন আপন গৃহে করহ গমন।
এত বলি ব্রহ্মা গেল নিজ নিকেতন॥ ১৯
ব্রহ্মার আদেশে রাজা ফিরিলা মন্দিরে।
সেইত আদেশ ধরি মস্তক উপরে॥ ২০

বিধিমতে বহু উপচারে মহারাজা।
মহাভক্তি করি কৈল জগন্নাথ-পূজা॥ ২১
নারদ সহিত রাজা পরম শ্রীমান।
জ্যৈষ্ঠ স্নানযাত্রা আদি কৈলা সমাধান॥ ২২
এই কথা যেই জন শ্রদ্ধা করি শুনে।
জগন্নাথ-পাদপদ্ম মিলয়ে সে জনে॥ ২৩
আমি শিশু মূর্খ কিছু না জানি বর্ণন।
হরিতত্ত্ব জানি সবে করিবে শ্রবণ॥ ২৪
গলিত নির্ম্মাল্য যদি কাকের বদনে।
সাধু জন ত্যাগ তাহা না করে কথনে॥ ২৫
ইহা জানি এ পুস্তক করহ শ্রবণ।
হরিগুণ হেতু ইহা পরম কারণ॥ ২৬
বিদ্যা নাহি পড়ি নাহি করি অধ্যয়ন।
যে কিছু লিখান হরি করি যে লিখন॥ ২৭
মোর কিবা শক্তি হয় বর্ণন করিতে।
ইচ্ছায় পরকাশ লীলা কৈলা দীননাথে॥ ২৮

শ্বেতরাজে সেবা সমপর্ণ পূর্ব্বক রাজার ব্রহ্মলোক গমন।

জৈমিনি বলয়ে তবে শুন মুনিগণে।
বর পাইয়া মহারাজা নারায়ণ স্থানে॥ ১
আজ্ঞা অনুসারে তবে সব যাত্রগণ।
বহু উপচার করি করিলা রাজন॥ ২
জগন্নাথ সেবা কৈলা কায়-বাক্য-মনে।
পরম পীরিতে আর ভকতি বিধানে॥ ৩
তবে সেই গাল রাজা শ্বেত নাম হৈল।
ত্রেতাযুগ জানি রাজা তাঁহারে ডাকিল॥ ৪
সজল নয়নে কহে শ্বেত নরবরে।
এই জগন্নাথ সেবা দিলাম তোমারে॥ ৫
সাবধানে সেবন করিবে মহারাজ।
অতি যোগ্য হও তুমি ধরণীর মাঝ। ৬

যত পরিশ্রমে অবতার হৈলা হরি।
কিছু অবিদিত তুমি নহ দণ্ডধারী ॥ ৭
অতএব অর্পণ করিনু যোগ্য জানি।
সাবধানে সকল করিবে নৃপমণি ॥ ৮
এত বলি কাতরে কান্দয়ে নরবর।
সে খেদ বর্ণন হয় অতি সুদুষ্কর ॥ ৯
জগন্নাথ-অগ্রে দাণ্ডাইয়া যোড়হাতে।
স্তব করি ভূমেতে পড়িলা দণ্ডবতে ॥ ১০
পুনঃপুনঃ প্রণমিয়া যোড়হাতে কয়।
জন্মে জন্মে ও চরণ দিও দয়াময় ॥ ১১
এই মতে স্তব করি বিদায় হইলা।
শ্বেতরাজে উপদেশ সকল করিলা ॥ ১২
এইমতে সেবা ধন তারে সমর্পিয়া।
ব্রহ্মলোক গেলা রাজা প্রভুরে বন্দিয়া ॥ ১৩
ইন্দ্রদ্যুম্নে দেখি ব্রহ্মা অতি হরষিতে।
জগন্নাথ প্রসঙ্গেতে রহিলা পীরিতে ॥ ১৪
শ্বেতরাজ সেবা তবে করিলা প্রচার।
এক দিন দরশনে কৈলা আগুসার ॥ ১৫
দেউলের দ্বারে গিয়া হৈল উপনীতে।
প্রণাম করিয়া দাণ্ডাইলা যোড়হাতে ॥ ১৬
একচিত্তে জগন্নাথে করয়ে দর্শন।
পূজার সম্ভার দেখি সবিস্ময় মন ॥ ১৭
শত শত স্বর্ণ থালে বহু উপহার।
সিন্ধুসুতা উপস্কৃত অতি চমৎকার ॥ ১৮
সুপক্ক সুস্বাদু নানাবিধ ফলগণ।
আম্র জম্বু পনস খর্জ্জুর মনোরম ॥ ১৯
কামরাঙ্গা নারঙ্গ কেশর পানিফল।
বাদাম ছোহারা দ্রাক্ষা দাড়িম্ব শ্রীফল ॥ ২০
ইক্ষু শশা আদ্রক কমলা মিষ্টপুর।
বাতাবি জম্বীর রম্ভা স্বাদু সুমধুর ॥ ২১
নানাবিধ মিষ্টান্ন দেখয়ে থরে থরে।
অমৃত কর্পূর কেলী আর ক্ষীর সরে ॥ ২২
চন্দ্রকান্তি কদম্ব অমৃত মৃদু ফেণি।
খাজাখণ্ড সর ছানা পদ্মিশ্র মথনী ॥ ২৩
মতিচুর মনোহরা ঘৃতে ভাজা চিঁড়া।
সরভাজা সরপুলি পেড়া চন্দ্রচূড়া ॥ ২৪
জিলিপী রসকরা পাটি তিল লাড়ু ঝুরি।
বহুবিধ মিষ্টান্ন দেখয়ে দণ্ডধারী ॥ ২৫
থালে থালে অন্নরাশি ঘৃতেতে সিঞ্চিত।
চারিপাশে তাহার ব্যঞ্জন সুশোভিত ॥ ২৬
সাদরে শ্রীহরিপ্রিয়া করিছেন পাক।
অমৃতনিন্দিত স্বাদু নানাবিধ শাক ॥ ২৭
মানকচু কুষ্মাণ্ডবটিকা আলু দিয়া।
সুক্তা রান্ধিয়াছে দেবী সাদর করিয়া ॥ ২৮
দুগ্ধ নারিকেল কুষ্মাণ্ডের সম্মিলন।
কাঁচাকলার গর্ভ থোড়ে আলু কচু মাণ ॥ ২৯
রান্ধিয়াছে রমা সুখে ব্যঞ্জন প্রধান।
বহুবিধ ব্যঞ্জন সে কত কব নাম ॥ ৩০
মুদগসূপ মাষসূপ অনেক প্রকার।
ভৃষ্ট নারিকেল পুষ্প বটিকাদি আর ॥ ৩১
অম্ল মধুরাম্ল আদি অনেক প্রকার।
আম্রতক আম্র আর জম্বীরি আচার ॥ ৩২
লবণ মিশ্রিত লেবু তিন্তিড়ীর রসে।
রুচি হেতু দিলা দেবী হৃদয় উল্লাসে ॥ ৩৩
মাষবড়া মুদগবড়া গোধূমের রুটি।
সারি সারি শোভিত দেখিতে পরিপাটি ॥ ৩৪
দধি পরমান্ন পিঠা শোভা থরে থরে।
দেখি শ্বেতরাজা হৃষ্ট হইল অন্তরে ॥ ৩৫
পূজার সম্ভার সব দেখিয়া নয়নে।
ধ্যান করি মহারাজা ভাবে মনে মনে ॥ ৩৬
যেই জগন্নাথে যত্ন করি দেবগণ।
বহু উপচারে নারে করিতে পূজন ॥ ৩৭
যোগিগণ যাঁহারে মানস উপচারে।
সতত হৃদয় মাঝে পূজয়ে সাদরে ॥ ৩৮
মনুষ্যের দ্রব্য কি গ্রহণ হয় তাঁর।
এইরূপ মহারাজা করয়ে বিচার ॥ ৩৯
ভাবিতে ভাবিতে রাজা করয়ে দর্শন।
কনক আসনে বসি প্রভু নারায়ণ ॥ ৪০

ভোজন করয়ে প্রভু পরম কৌতুকে।
রমা পরিবেশন করেন মহাসুখে ॥ ৪১
দিব্য মালা অলঙ্কার লক্ষ্মীর দেহেতে।
পরিধান নীল শাড়ী অতি সুশোভিতে ॥ ৪২
অমূল্য মঞ্জীর পদে করয়ে বাজন।
শব্দেতে করয়ে পূর্ণ দেবতাভবন ॥ ৪৩
মন্থরগামিনী দেবী পরম আদরে।
পুনঃপুনঃ বড়রস সমর্পণ করে ॥ ৪৪
চারিদিকে ঘেরি সব প্রতিমূর্ত্তিগণ।
জগন্নাথ সহ বসি করয়ে ভোজন ॥ ৪৫
দেখিয়া কৃতার্থ মানে শ্বেত নরবর।
চক্ষু মেলি সেইরূপ দেখিয়ে গোচর ॥ ৪৬
সেইত অবধি রাজা মহাভক্তি করি।
আত্মসমর্পণ করি সেবিলা শ্রীহরি ॥ ৪৭
অকালে না মরে রাজ্যে মৈলে মুক্তি হয়।
এই হেতু তপ করে শ্বেত মহাশয় ॥ ৪৮
মন্ত্ররাজ জপিয়া নৃসিংহ আরাধিল।
শতেক বৎসর অন্তে দর্শন পাইল ॥ ৪৯
যোগাসনে বসি প্রভু লক্ষ্মীর সহিত।
দিব্য অলঙ্কারে সব অঙ্গ বিভূষিত ॥ ৫০
নির্ম্মল স্ফটিক জিনি অঙ্গের বরণ।
মৃদু মৃদু হাসিমাখা শ্রীচন্দ্রবদন ॥ ৫১
চারিদিকে স্তব করে দেবতামণ্ডলী।
দেখিয়া হইলা রাজা মহাকুতূহলী ॥ ৫২
প্রসীদ প্রসীদ বলে পড়ে ভূমিতলে।
অনিবার বহে ধারা নয়নযুগলে ॥ ৫৩
তপস্যার কৃশ তাঁরে দেখি নারায়ণ।
আশ্বাস করিয়া কহে গম্ভীর বচন ॥ ৫৪
ভগবান বলে বৎস মাগ তুমি বর।
[illegible] মুক্তি দুই কর ॥ ৫৫
[illegible] বর।
[illegible] ॥ ৫৬
কালে মৈলে মুক্তি পাইবেক সুনিশ্চিত।
এই বর দিয়া নাথ কর মম হিত ॥ ৫৭

সারূপ্য পাইয়া থাকি তব সন্নিধান।
হাসিয়া হাসিয়া তারে বলে নারায়ণ ॥ ৫৮
তব রাজ্যে যেই মম প্রসাদ ভুঞ্জিবে।
অকালে মরণ তার কদাচ না হবে ॥ ৫৯
সহস্র বৎসর তুমি কর রাজ্যভোগ।
প্রসাদ ভুঞ্জিয়া ক্ষীণ হয় পাপ রোগ ॥ ৬০
নির্ম্মল হৃদয়ে পাবে সারূপ্য আমার।
আমার সমীপে স্থিতি হইবে তোমার ॥ ৬১
বৎসরূপে আছি আমি শ্বেত গঙ্গাতীরে।
তথায় নিবাস তব হবে নরবরে ॥ ৬২
ধরিবেন মূর্ত্তি শুদ্ধ স্ফটিক সমান।
ভূলোকে হইবে শ্বেত মাধব আখ্যান ॥ ৬৩
তোমা দুই অগ্রে প্রাণ যে জন ত্যজিবে।
নিশ্চয় নিশ্চয় সেই আমারে পাইবে ॥ ৬৪
এত কহি দেউলে রহিলা স্থির হৈয়া।
শ্বেত নিজ গৃহে গেলা প্রণাম করিয়া ॥ ৬৫

শ্রীমহাপ্রসাদ তত্ত্ব।

তবে মুনিগণ জৈমিনিরে কহে বাণী।
মহাপ্রসাদের তত্ত্ব কহ কিছু শুনি ॥ ১
জৈমিনি বলয়ে শুন সাধু মুনিগণ।
উত্তম জিজ্ঞাসা কৈলে করহ শ্রবণ ॥ ২
আপনি করয়ে লক্ষ্মী পাকের বিধান।
সাক্ষাৎ ভোজন করে তথি ভগবান ॥ ৩
পরামৃত সে প্রসাদ নাহি সম যার।
মস্তকে ধরিলে সর্ব্ব পাপের সংহার ॥ ৪
মদিরাপানাদি দোষ নাশে ততক্ষণে।
আঘ্রাণে মানস পাপ করয়ে নাশনে ॥ ৫
দৃষ্টিপাপ নাশয়ে প্রসাদ দর্শনেতে।
বাক্যপাপ শ্রুতপাপ নাশে আস্বাদেতে ॥ ৬
পরশনে নাশয়ে ইন্দ্রিয় কৃত পাপ।
গাত্রবিলেপনে যায় শরীরের তাপ ॥ ৭

পরম পবিত্র এই হরি নিবেদিত।
পিতৃদেব কার্য্যে যে করে নিয়োজিত॥ ৮
অতি তৃপ্ত হৈয়া সেই পিতৃদেবগণ।
বৈকুণ্ঠনগরে তারা করয়ে গমন॥ ৯
এমন পবিত্র বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
দেবগণ নররূপে করয়ে ভোজনে॥ ১০

স্বর্গস্পরিত্যজ্য সমস্তদেবা ভ্রমন্তি ভূমৌ-পুরুষোত্তমস্থ। শুনিমুখে ভ্যোপিচ কাক-তুণ্ডাদ্বিড়ালবক্ত্রাচ্চ্যুতভক্ত লোভাৎ॥

বিড়াল কুক্কুর কিবা কাকমুখ হৈতে।
পড়ে যদি প্রসাদ পাইবে এ লোভেতে॥ ১
স্বর্গসুখ পরিত্যাগ করি দেবগণ।
শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে করয়ে ভ্রমণ॥ ২
মহা অভিমান ইথি হরির আছয়।
কেবা মান্য করে কেনা মানে বিচারয়॥ ৩
হরি অর্দ্ধ দেহ লক্ষ্মী করয়ে রন্ধন।
সুধাময় ভোগ ভুঞ্জে প্রভু নারায়ণ॥ ৪
সেইত উচ্ছিষ্ট ভোগ সর্ব্বপাপ যায়।
পৃথিবীতে হেন বস্তু নাহিক কোথায়॥ ৫
যত প্রায়শ্চিত্ত আছে ধরণী মণ্ডলে।
মহাপ্রসাদের সম কোথাহ না মিলে॥ ৬
লক্ষ্মীর সম্পর্কে যত পাককারিগণ।
পাক যাহা করে দুষ্ট নহে কদাচন॥ ৭
বিষ্ণুর প্রসাদ সেই চণ্ডাল ছুইলে।
দুষ্ট নহে মহিমা না যায় কোন কালে॥ ৮
ব্রতী আর বিধবাদি বিপ্র আদি করি।
প্রসাদ ভোজনে তার নিয়ম না ধরি॥ ৯
দরিদ্র কৃপণ কিবা গৃহস্থের গণ।
দেশী পরদেশী দুঃখী ধনবান জন॥ ১০
অভিমান নাহি কারো প্রসাদ ভোজনে।
যে সে মতে ভুঞ্জিলে পাতক বিমোচনে॥ ১১
সর্ব্ব রোগ নাশে পুত্র পৌত্র বৃদ্ধি করে।
বিদ্যা আয়ু শুভ দেয় দরিদ্র তাহারে॥ ১২
নিরবধি আপনে বিচারে নারায়ণ।
পণ্ডিততা অভিমানে যে করে নিন্দন॥ ১৩
মহাপ্রসাদের নিন্দা সহিতে না পারে।
আপনি করয়ে দণ্ড জগত ঈশ্বরে॥ ১৪
যেই জনে দণ্ড নাহি করে নারায়ণ।
কুম্ভীপাক মহাঘোরে পড়ে সেই জন॥ ১৫
বিকি কিনি প্রসাদের নাহিক বারণ।
নিয়ম করিয়া খাইলে বৈকুণ্ঠ গমন॥ ১৬
বাসি বহু দিনের আনীত দূরে হৈতে।
তবু সেই শুদ্ধ পাপ নাশে অচিরাতে॥ ১৭
প্রসাদ গঙ্গার জল সম দুই ভাসে।
দর্শন স্পর্শন চিন্তা ভোগে পাপনাশে॥ ১৮
বৈদিক অগ্নিতে পাক করে জগন্মাতা।
যুগ মন্বন্তর ভুঞ্জে জগতের পিতা॥ ১৯
অতএব জান এই ক্ষেত্রের সমান।
সপ্তদীপ মহী মধ্যে নাহি হেন স্থান॥ ২০
সেই ব্রহ্ম সনাতনে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
যতন করিয়া সদা ভুঞ্জান আপনি॥ ২১
সেইত উচ্ছিষ্টে কহে শ্রীমহাপ্রসাদ।
মুক্তির কারণ তাহা ইতে কি বিবাদ॥ ২২
অল্প পুণ্যজনের বিশ্বাস নাহি হয়।
ভাগ্যবান সুখী হয় শুনিলে নিশ্চয়॥ ২৩
শ্রীমহাপ্রসাদ তত্ত্ব কে পারে কহিতে।
কহিতে বিশেষ রূপে শুন সাবহিতে॥ ২৪
কলিযুগে জীব সব হয় পাপাচার।
পরদ্রোহী পরহিংসা রত পরদার॥ ১
প্রজারে পীড়য়ে দুষ্ট রাজাগণ যত।
ধর্ম্ম কর্ম্ম ত্যজি কর-গ্রহণেতে রত॥ ২
ধর্ম্ম পত্নী ত্যজি ঘরে করে পরদার।
তত্ত্বজ্ঞানহীন হয় পশুর আকার॥ ৩
ব্রাহ্মণ আপন ধর্ম্ম দূরে তেয়াগিয়া।
উদর ভরণে সদা ভ্রমিবে ধাইয়া॥ ৪
এই ঘোর কলিকাল কালান্তের ন্যায়।
ব্রাহ্মণ শ্রীহরি কলিযুগে গতি হয়॥ ৫

পাপ কলিযুগে সবাকার গতি হরি।
সবার জীবন ক্ষেত্রে দারুরূপধারী॥ ৬
শালগ্রাম ক্ষেত্র আদি হরি নারায়ণ।
নীলাচলে আছে জীব উদ্ধার কারণ॥ ৭
নীলাচলে আপনে সবার উপকারে।
দেহ ধরি রহিয়াছে জগত ঈশ্বরে॥ ৮
কলির কলুষ নাশ করে জগন্নাথে।
তার যে দর্শন শুধ প্রসাদ দানেতে॥ ৯
হরির উচ্ছিষ্টে ব্যপ্ত কলেবর যার।
পাপ পরশিতে অঙ্গে না রহে তাহার॥ ১০
জগন্নাথ মূর্ত্তি অন্য প্রতিমার গণে।
সেই বস্তু সকল করয়ে নিবেদনে॥ ১১
পরম পবিত্র বলি জানিয়ে তাঁহারে।
উচ্ছিষ্ট মুক্তির হেতু জানিহ নির্দ্ধারে॥ ১২
আপনি শ্রীপতি এথা করয়ে ভোজন।
অন্যত্র নয়ন কোণে কর বিলোকন॥ ১৩
পূর্ব্বে কোন যোগী কৈলা হরিরে প্রার্থন।
অবতরি করয়ে উচ্ছিষ্ট বিতরণ॥ ১৪
নির্ম্মাল্য করিয়া ভোগ্য যত জীবচয়।
জিনিবে তোমার মায়া নিঃশঙ্ক হৃদয়॥ ১৫
অঙ্গীকার করি কহি ছিলা অম্বিকায়।
দেব নর পশু পাবে প্রসাদ হেলায়॥ ১৬
রমাসহ মহাপ্রভু ক্ষেত্রে সুবিহরে।
অত্যন্ত পাতকী জড় করয়ে উদ্ধারে॥ ১৭
বেদ মাঝে আছে এই সকল কথন।
বেদবাণী রাখি লীলা করে নারায়ণ॥ ১৮
বেদ রক্ষা হেতু যুগে যুগে অবতার।
কভু নাহি করে বেদ বিরুদ্ধ আচার॥ ১৯
বিরুদ্ধ আচার যদি আপনে করিবে।
সকল জগত তেন বিরুদ্ধে চলিবে॥ ২০
[illegible]ব বেদে যাহা কহে আচরণ।
সেইত প্রমাণে চলিবেক জীবগণ॥ ২১

শ্রীমহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য।

শৌনকাদি জিজ্ঞাসিলা জৈমিনীর স্থানে।
অম্বিকায় অঙ্গীকার কৈলা কি কারণে॥ ১
দেব নর পশু হেলে পাইবে প্রসাদ।
সেই উপাখ্যান কহি খণ্ডাহ বিষাদ॥ ২
জৈমিনী কহয়ে শুন চমৎকার বাণী।
শ্রীবৈকুণ্ঠে গেলেন নারদ মহামুনি॥ ৩
প্রণমিয়া কমলার কমল চরণে।
নিজ ইষ্ট বাঞ্ছা করিলেন নিবেদনে॥ ৪
শুন জগদম্বে মর্ম্ম হৃদয়ের কথা।
সদা উৎকণ্ঠিত চিত্ত নাহি ঘুচে ব্যথা॥ ৫
জগতে আমার নাম কহে কৃষ্ণদাস।
কিন্তু পূর্ণ নহিল আমার মন আশ॥ ৬
হরির অধরামৃত স্বাদুসুধাসার।
তাহা ভুঞ্জিবারে সাধ সতত আমার॥ ৭
তাহা যদি দেহ জানি তনয়ে করুণা।
মাতা লইয়া সুতে কেবা করয়ে বঞ্চনা॥ ৮
শুনিয়া বিষণ্ণ চিত্তে কহয়ে কমলা।
নাহি পারি দিতে হরি নিষেধ করিলা॥ ৯
উচ্ছিষ্ট প্রদানে আজ্ঞা নাহি কোন জনে।
আমার অসাধ্য বৎস হয় তেকারণে॥ ১০
শুনিয়া নারদ তবে বিষাদিত মনে।
কান্দিতে কান্দিতে প্রবেশিলা ঘোর বনে॥ ১১
মহা উগ্র তপ তবে করে মুনিবর।
দেব মানে তপ করে দ্বাদশ বৎসর॥ ১২
দেবতার দিন মনুষ্যের সম্বৎসরে।
এই মানে তপস্যা করিলা অনাহারে॥ ১৩
তপস্যায় লক্ষ্মী তবে অস্থির হৈলা।
নারদ সমীপে গিয়া কহিতে লাগিলা॥ ১৪
হরির উচ্ছিষ্ট ভিন্ন মাগিবে যে বর।
সেই বর দিব বাছা মাগহ সত্বর॥ ১৫
নারদ বলয়ে অন্যে নাহি প্রয়োজন।
যদি নাহি দিবে মাতা করহ গমন॥ ১৬

অসাধ্য জানিয়া লক্ষ্মী গমন করিলা।
তবে মুনিবর এক উপায় সৃজিলা॥ ১৭
গুপ্ত দাসী বেশ মুনি করিয়া ধারণে।
বৈকুণ্ঠেতে রহিলেন অতিসঙ্গোপনে॥ ১৮
ব্রহ্মমূর্ত্তির পূর্ব্বে উঠি প্রতিদিনে।
প্রাঙ্গণের সংস্কার করয়ে সাবধানে॥ ১৯
নিত্য দাসীগণ দেখে কৃত সংস্কার।
পরস্পর জিজ্ঞাসিয়া মনে চমৎকার॥ ২০
একদিন কমলারে বিদিত করিলা।
আশ্চর্য্য শুনিয়া দেবী বিস্মিতা হইলা॥ ২১
কৌতুক দেখিতে মাতা রহিলা জাগিয়া।
নিরূপিতকালে তবে নারদ আসিয়া॥ ২২
দাসী বেশে করেন প্রাঙ্গন সংস্কার।
দেখিয়া হইলা রমা অতি চমৎকার॥ ২৩
বাহির হইয়া তাঁরে জিজ্ঞাসে কারণ।
সত্য বাক্য কহ তুমি হও কোন্ জন॥ ২৪
লক্ষ্মীর বচনে মুনি পড়িলা চরণে।
শ্রীব্রজনাথ পদে বিশ্বম্ভর ভণে॥ ২৫

লক্ষ্মীর বচন শুনি ব্রহ্মার নন্দন।
নতমাথে যোড়হাতে করে নিবেদন॥ ১
কাল্পনিক দাসীরূপে নারদ এখানে।
নিত্য হেন করে হরির উচ্ছিষ্ট কারণে॥ ২
শুনি ভয়ে কম্পিতা হইলা সর্ব্বেশ্বরী।
নারদে বলয়ে অতি সবিনয় করি॥ ৩
হায় যেই হেতু বৎস করহ যতন।
আমার অসাধ্য তাহা জানহ কারণ॥ ৪
তথাপি তোমার লাগি সুযত্ন করিব।
সাধ্য হয় সুসত্য তোমারে আনি দিব॥ ৫
এত কহি দুঃখিতা হইয়া জগন্মাতা।
মনে ভাবে কোনরূপে কহিব এ কথা॥ ৬
ভাবিতে ভাবিতে অতি দুঃখিতা হইলা।
শুষ্কমুখে গোবিন্দের সম্মুখে বসিলা॥ ৭
কমলায় বিষণ্ণা দেখিয়া নারায়ণ।
ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসিলা দুঃখের কারণ॥ ৮
কহ প্রিয়ে কেন হেন দেখি যে তোমারে।
শুনি অবনত মাথে কহে মৃদু স্বরে॥ ৯
শুন নাথ কেহ কিছু হইলে স্বীকার।
নাহি দিলে কিবা হয় কহ সারোদ্ধার॥ ১০
লক্ষ্মীর শুনিয়া প্রশ্ন কহে লক্ষ্মীপতি।
অঙ্গীকার ব্যর্থ হৈলে হয় অধোগতি॥ ১১
প্রশ্নের কারণ কিবা কহ সুরেশ্বরী।
শুনিয়া কহেন দেবী সবিনয় করি॥ ১২
পূর্ব্বে নিষেধিলে তব উচ্ছিষ্ট বিষয়।
কারে নাহি দেই তব আজ্ঞা-ভঙ্গ-ভয়॥ ১৩
নারদ ইহার কারণ তপস্যা করিল।
পুনঃ গুপ্তদাসীরূপে অনেক সেবিল। ১৪
তাহার কঠোর দেখি উপজিল দয়া।
কহিনু প্রসাদ দিব সম্মতি করিয়া॥ ১৫
যদি অনুচিত অতি এ ভিক্ষা আমার।
তথাপিও চাহি দায় খণ্ডাহ এইবার॥ ১৬
দাসীরে করিয়া দয়া প্রভু দয়াময়।
নারদে প্রসাদ দেহ হইয়া সদয়॥ ১৭
কমলার অসম্ভব অঙ্গীকার শুনি।
মনে মনে চিন্তিত হইলা চিন্তামণি॥ ১৮
কারণ করণ সব জানেন কারণ।
হাসিয়া বলেন তাঁরে মধুর বচন॥ ১৯
যদি হেন বস্তু অন্ন পাইতে না পারে।
তবু তোমা বচনে দিলাম নারদেরে॥ ২০
অভিলাষ পূর্ণ হৈল লক্ষ্মী হরষিতে।
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন রান্ধিলা ত্বরিতে॥ ২১
ভোজন করিলা তবে প্রভু নারায়ণ।
প্রসাদ লইয়া লক্ষ্মী করিলা গমন॥ ২২
আনন্দে ধাইয়া গেলা মুনি সন্নিধানে।
লহ বলি দিলা তাঁরে হরষিত মনে॥ ২৩
পরম দুর্ল্লভ বস্তু পাইয়া মুনিবর।
লক্ষ্মীর চরণে নতি করিলা বিস্তর॥ ২৪
শ্রীমহাপ্রসাদ তবে মস্তকে বন্দিয়া।
ভোজন করিলা কৃতকৃতার্থ মানিয়া॥ ২৫

লক্ষ্মী নারায়ণ পদে প্রণাম করিয়া।
চলিলেন মুনিবর বিদায় হইয়া॥ ২৬
শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জি মহামুনিবর।
ধরিলা উজ্জ্বল তেজঃ জিনিয়া ভাস্কর॥ ২৭
আনন্দ না ধরে অঙ্গে চলিতে না পারে।
ক্ষণে চলে ক্ষণে গায় হুহুঙ্কার করে॥ ২৮
মহানন্দে চলিলেন শিবের গোচর।
শ্রীব্রজনাথ পদে কহে বিশ্বম্ভর॥ ২৯

বীণা স্কন্ধে, প্রেমানন্দে, নারদ চলিলা।
হরষিতে কৈলাসেতে, উপনীত হইলা॥ ১
শিবপদে, অতি সাধে, করিয়া প্রণতি।
ত্রস্ত হয়ে, আলিঙ্গিয়ে, কহে পশুপতি॥ ২
কি কারণ, দেখি হেন, আনন্দ তোমার।
মুনি বলে, পদতলে, আইনু কহিবার॥ ৩
কল্পতরু, তুমি গুরু, শিষ্য যে তোমার।
অসংশয়, কিবা হয়, অসাধ্য তাহার॥ ৪
সে কেবল, পদতল, স্মরণ প্রভাব।
বিবরণ, কহি শুন, যাতে এই ভাব॥ ৫
শ্রীনাথ, অধরামৃত, ভুঞ্জিয়াছি আমি।
বহু ক্লেশে, পাইনু শেষে, অখিলের স্বামী॥ ৬
শুনি হর, বহুতর, প্রশংসি মুনিরে।
আলিঙ্গন, কৈলা পুনঃ, মহানন্দভরে॥ ৭
কহে ত্রস্ত, সেই বস্তু, আছয়ে কোথায়।
ত্বরা দেহ, না করিহ, বঞ্চনা আমায়॥ ৮
শুনি এত, সলজ্জিত, হয়ে মুনিবর।
নতমুখে, হস্ত দেখে, শিবের গোচর॥ ৯
নখকোণে, অনুমানে, প্রসাদের বিন্দু।
তুষ্ট হয়ে, দিল লয়ে, লহ কৃপাসিন্ধু॥ ১০
পায়ে অতি, হর্ষমতি, হৈয়া গঙ্গাধরে।
মহানন্দে, শিরে বন্দে, অতি প্রেমভরে॥ ১১
বহু স্তব, করি ভব, ভুঞ্জিলা প্রসাদ।
চিরদিনে, হর্ষমনে, পাইলাম সাধ॥ ১২
প্রেম নন্দে, সদানন্দে হইলা মগন।
উথলিল, নেত্রজল, নহে সম্বরণ॥ ১৩
সাত্ত্বিকাদি, নানাবিধি, ভাব সঞ্চারিল।
হর্ষমনে, মুনি সনে, নৃত্য আরম্ভিল॥ ১৪
পদভার, শক্তি কার, পারে সহিবারে।
ব্রহ্ম অণ্ড, খণ্ডখণ্ড, হয় হুহুঙ্কারে॥ ১৫
অতিব্যস্ত, হৈয়া ত্রস্ত, কূর্ম্ম শেষ চায়।
বসুমতী, কম্পবতী, কহিলা দুর্গায়॥ ১৬
শুনি গৌরী, শীঘ্র করি, শিব স্থানে গেলা।
কহে প্রভু, হেন কভু, তুমি না করিলা॥ ১৭
এই ভার, শক্তি কার, করিতে ধারণ।
পরমেষ্ঠি, কৈলা সৃষ্টি, নাশ কি কারণ॥ ১৮
গৌরী কয়, নাহি হয়, বিদিত তাঁহারে।
নৃত্য করে, হর্ষভরে, জানিতে না পারে॥ ১৯
বিপরীত, দেখে এত, ভাবিলা ভবানী।
ত্যজি স্তুতি, কহে সতী, সকর্কশ বাণী॥ ২০
ঘোরতর, বাণী তাঁর, কহে উচ্চৈঃস্বরে।
একি কর, গঙ্গাধর, ভুবন সংহারে॥ ২১
কি আচার, এত মোর, সকল বিনাশ।
শুনি কথা, মনে ব্যথা, পাইল ব্যোমকেশ॥ ২২
ক্রুদ্ধ হইয়া, তারে চাহিয়া, কহে বিশ্বরায়।
দুঃখ অতি, দিলে সতী, কেনবা আমায়॥ ২৩
শ্রীহরির, কি মধুর, অধর অমৃত।
মুনি আনি, দিল আনি, ভুঞ্জি উন্মত্ত॥ ২৪
সে আবেশ, হৈল শেষ, তোমার বচনে।
শুনি মায়া, লজ্জা পাইয়া, পড়িলা চরণে॥ ২৫
সবিনয়, তবে কয়, খণ্ডাহ বিষাদ।
অর্দ্ধদেহ, মোরে কহ, দেহ সে প্রসাদ॥ ২৬
শিব কয়, নাহি হও, তুমি যোগ্য ইথে।
শুনি এত, বিষাদিত, হইলা মনেতে॥ ২৭
অভিমানে, যোগাসনে, বসিয়া শঙ্করী।
এক চিত্ত, জগন্নাথে, ভাবে দৃঢ় করি॥ ২৮
দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু, কর মোরে দয়া।
ডাকে দাসী, ত্বরা আসি, দেহ পদছায়া॥ ২৯
জগন্নাথ, হৈলা ব্যস্ত, গৌরীর স্মরণে।
কাছে আসি, হাসি হাসি, কহেন বচনে॥ ৩০

কহ শিবা, হেতু কিবা, করিলা স্মরণে।
কহ তুর্ণ, আশা পূর্ণ, করিব এক্ষণে ॥ ৩১
হরি হেরি, কহে গৌরী, প্রণাম করিয়া।
মন-আশ, শ্রীনিবাস, কহি বিবরিয়া ॥ ৩২
মম সাধ, শ্রীপ্রসাদ, করিব ভোজন।
নাহি দিলা, প্রতারিলা, প্রভু পঞ্চানন ॥ ৩৩
তেকারণ, নারায়ণ, করিনু নিশ্চয়।
দেব নরে, অবিচারে প্রসাদ ভঞ্জন ॥ ৩৪
তব ভক্তি,—ময়ী মূর্ত্তি, বলিলে আমারে।
সেই পুনঃ, রাথ পুনঃ, নিবেদি তোমারে ॥ ৩৫
শুনি হরি, হাস্য করি, বলিলা তাঁহারে।
ইচ্ছা যাহা, কৈলে তাহা, করিব সত্বরে ॥ ৩৬
কহি এত, তাঁর দত্ত, দ্রব্য ভুঞ্জি তুর্ণ।
শ্রীপ্রসাদ, দিয়া সাধ, করিলেন পূর্ণ ॥ ৩৭
হরগৌরী, পূজা হরি, করিয়া গ্রহণ।
নিজ স্থানে, হর্ষ মনে, করিলা গমন ॥ ৩৮
এ কারণ, নারায়ণ, দারুদেহ ধরি।
অবিচারে, সবে তারে, প্রসাদ বিতরি ॥ ৩৯
শ্রীদুর্গার, দয়া সার, প্রসাদ পাইতে।
অতিগুপ্ত, কৈনু ব্যক্ত, বুঝ সাবহিতে ॥ ৪০

ক্ষেত্রখণ্ড কথা।

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ।
ক্ষেত্রখণ্ড কথা এই পীযুষ মিলন ॥ ১
মধ্যদেশে জনম শাণ্ডিল্য তপোধন।
শিষ্য সহ নীলাচলে করিলা গমন ॥ ২
শিষ্টাচারে বিমল শাস্ত্রেতে সুপণ্ডিত।
শান্ত দান্ত ধর্ম্মশীল কর্ম্মে নিয়মিত ॥ ৩
গৃহস্থ ধর্ম্মেতে বিপ্র পরম তৎপরে।
হরি পূজে তীর্থ যাত্রা বিধি অনুসারে ॥ ৪
জগন্নাথে দরশন করিলা ব্রাহ্মণ।
দেখিলা প্রভুর ভোগ অতি বিলক্ষণ ॥ ৫
যজ্ঞ শেষ গৃহস্থ ভুঞ্জিবে শাস্ত্রমত।
ইহা বিচারিয়া সেই হৈল বুদ্ধিহত ॥ ৬
জগন্নাথ উচ্ছিষ্ট না করিল ভোজন।
অন্যপাক কেমনে বা করিব গ্রহণ ॥ ৭
দেবল ব্রাহ্মণে এই পাক কার্য্য করে।
এই অন্ন দেবতার যোগ্য হৈতে নারে ॥ ৮
অতএব সুনিশ্চয় অগ্রাহ্য হইল।
এত বলি গণসেন প্রসাদ ত্যজিল ॥ ৯
ততক্ষণে ব্যাধি আসি ঘেরিল শরীরে।
শিষ্য সব বাক্‌রোধ হইল সত্বরে ॥ ১০
উঠিতে শকতি নাই সর্ব্বাঙ্গ ভাঙ্গিল।
অবশ হইয়া ভূমে পড়িয়া রহিল ॥ ১১
মনে মনে চিন্তা তবে করয়ে ব্রাহ্মণ।
অকারণে হেন পীড়া হৈল কি কারণ ॥ ১২
কুটুম্ব সকল সহ মোর একবারে।
সর্ব্বাঙ্গ ভঞ্জন পীড়া ঘটিল শরীরে ॥ ১৩
এইরূপ মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে।
তিন দিন অন্তে বুদ্ধি হইল উদিতে ॥ ১৪
একেবারে হেন পীড়া সবার হইল।
কিবা অপরাধ এই ক্ষেত্রেতে করিল ॥ ১৫
কোন পাপ নাহি করি আপনার জ্ঞানে।
তবে সবাকার ব্যাধি হৈল কি কারণে ॥ ১৬
এইমত দণ্ড দুই ভাবিয়া ব্রাহ্মণে।
ধ্যান করি করে স্তব শাস্ত্রের বিধানে ॥ ১৭

চতুর্দ্দশ বিদ্যা যেই, ধর্ম্ম নির্ণয়েতে সেই,
তব মুখ কমল বচন।
ধর্ম্ম আচরণ কাযে, যুগে যুগে দেবরাজে,
অবতরি কর প্রবর্ত্তন ॥ ১
তাহা যেই নাহি মানে, দ্রোহী হয় সেইজনে,
আমি ক্ষার বচন মনেতে।
ধর্ম্মশাস্ত্র অতিক্রম, করি প্রভু নারায়ণ,
কভু নাহি চলি কোন পথে ॥ ২

অনেক সহস্র জন্ম, সঞ্চিত পাতকগণ,
দগ্ধ হেতু আইনু এথায় ।
কিবা কৈনু অপরাধ, যাহাতে সর্ব্বাঙ্গ ব্যাধ,
উগ্র পীড়া ঘটিল আমায় ॥ ৩
বোধে কিবা অবোধেতে, তব পদ কমলেতে,
অপরাধ যে কিছু আমার ।
তাহা ক্ষমা দেহ মোরে, ভূমিতলে যেই পড়ে,
ভূমি অবলম্বন তাহার ॥ ৪
বহ্নি দগ্ধে যেই ব্রণ, বহ্নির তাপেতে পুনঃ,
নাশ হয় এই সত্যবাণী ।
তব অপরাধী আমি, ক্ষমিতে ঈশ্বর তুমি,
দীনে দয়া কর চক্রপাণি ॥ ৫
এইত দুর্দ্দশা সেতু, পাপবীজ ফল হেতু,
ঘটিল আমারে সুনিশ্চয় ।
লীলাপাঙ্গে চাহি মোরে, উদ্ধারহ দামোদরে,
জয় জয় প্রভু দয়াময় ॥ ৬
তব পদ যেই দেখে, তাহার না দুঃখ থাকে,
মজে সেই আনন্দ জলেতে ।
অল্প ভাগ্য নহি আমি, তোমারে দেখিনু স্বামী,
মোরে পার করহ ত্বরিতে ॥ ৭
এ ব্যাধি ঘটিল মোরে, মুক্তির কারণ তরে,
সত্য আমি দ্রোহী সুনিশ্চয় ।
সেব্য সেবক ভাবে, অপরাধ ক্ষমা দিবে,
লইলাম চরণে আশ্রয় ॥ ৮
এই মতে মুনিবর, কৈলা স্তব বহুতর,
দেহ পীড়া গেল সেইক্ষণে ॥
জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ ।
সেইক্ষণে শাণ্ডিল্য করয়ে দরশন ॥ ১
বসিয়া নৃসিংহ দেব দিব্য সিংহাসনে ।
দিব্য অলঙ্কার সব অঙ্গ বিভূষণে ॥ ২
পরমান্ন দিতেছেন লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ।
পদ্মহস্তে লয়ে তাহা ভুঞ্জে চক্রপাণি ॥ ৩
গ্রাস অবশেষ পাত্রে ফেলে ক্ষণে ক্ষণে ।
যেই কিছু দেন দেবী করেন ভোজনে ॥ ৪
মৃদুহাসি-মাখা মুখ লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ।
অপাঙ্গে হরির মন হরেন আপনি ॥ ৫
দেখিয়া শাণ্ডিল্য সবিস্ময় হৈলা অতি ।
প্রসাদ হলেন মনে হৈলা শীঘ্রগতি ॥ ৬
অপরাধ মানি দ্বিজ করয়ে আকুতি ।
কোথায় তুমি সর্ব্বজ্ঞান্ নিধি শ্রিয়ংপতি ॥ ৭
কোথায় প্রমাদী আমি অধম অজ্ঞান ।
কোথা-ভবতত্ত্ব পার তুমি ভগবান ॥ ৮
নিরঙ্কুশ তব মায়া বচনের পার ।
ইচ্ছায় করয়ে সৃষ্টি ইচ্ছায় সংহার ॥ ৯
হেন মায়া আমি মূঢ় জানিব কেমনে ।
অপরাধ ক্ষমা দেহ কৈনু নিবেদনে ॥ ১০
এইরূপ মুনিবর করিলা স্তবন ।
তুষ্ট হইলেন তারে কমললোচন ॥ ১১
সেইত উচ্ছিষ্ট হাতে গ্রাস শেষ লয়ে ।
শাণ্ডিল্যের সব অঙ্গে দিলা ছড়াইয়ে ॥ ১২
সুধাতে সিঞ্চিত যেন হৈলা মুনিবর ।
দিব্য দেহ ধরি দীপ্ত করে মনোহর ॥ ১৩
আনন্দে ডুবিল মুখে গদ গদ বাণী ।
যোড় হাত হৈয়া পুনঃ বলে মহামুনি ॥ ১৪
ভক্তির মহিমা তব জানয়ে ভকতে ।
বন্ধ্যা প্রসূতির পীড়া জানিবে কি মতে ॥ ১৫
এত বলি পাত্র হৈতে উচ্ছিষ্ট লইয়া ।
কৃতার্থ মানিলা মুনি ভোজন করিয়া ॥ ১৬
মনে মনে চিন্তা তবে মুনিবর করে ।
সাধারণ ধর্ম্মশাস্ত্র ক্ষেত্রে না বিচারে ॥ ১৭
আচারেতে ধর্ম্ম, হরি ধর্ম্মের ঈশ্বরে ।
পরমধরম সেই হরি যাহা করে ॥ ১৮
এতেক ভাবিয়া নিজ কুটুম্ব কারণে ।
এক মুষ্টি প্রসাদান্ন লইল ব্রাহ্মণে ॥ ১৯
ধ্যান ভঙ্গ হইলা শাণ্ডিল্য তপোধন ।
স্বপ্ন মনে করি সবিস্ময় হৈল মন ॥ ১
এই মোর অপরাধ ঈশ্বর হেলিনু ।
আশ্চর্য্য প্রসাদ তত্ত্ব জানিতে নারিনু ॥ ২

গঙ্গাজলে ব্রহ্মা যাঁর ধুয়ায় চরণে।
সে জল পরশে আপনাকে ধন্য মানে ॥ ৩
দিব্য ভাবে যাঁহারে পূজয়ে পুরুহুত।
এখানে ভোজন তাঁর এ অতি অদ্ভুত ॥ ৪
এতেক আশ্চর্য্য মানি সেই তপোধন।
স্বপনে প্রসাদ যাহা করিলা গ্রহণ ॥ ৫
সেই প্রসাদেতে নিজ কুটুম্বের গণে।
মার্জ্জনা করিল অঙ্গে হরষিত মনে ॥ ৬
সেইক্ষণে দেহ-পীড়া গেল সবাকার।
সকল ব্রাহ্মণগণ মানে চমৎকার ॥ ৭
পুনর্জ্জন্ম মানি ক্ষেত্র করে প্রশংসন।
ধন্য এই ক্ষেত্র কোথা নাহি ইহা সম ॥ ৮
যাহাতে উচ্ছিষ্ট দানে পাপ করে নাশ।
স্বর্গভোগ মুক্তি যথা করতলে বাস ॥ ৯
ভ্রান্তজন ভবনেতে করয়ে ভ্রমণ।
ভাগ্যে এই ক্ষেত্র পায়্যা হয় বিমোচন ॥ ১০
ক্ষেত্রে আসি নানা ভোগী মুক্তি হয় তার।
এই মতে পরস্পর করয়ে বিচার ॥ ১১
তবেত শাণ্ডিল্য নিজ শিষ্যগণ লৈয়া।
যথেষ্ট প্রসাদ ভুঞ্জে পীরিত পাইয়া ॥ ১১
প্রসাদ ভোজনে সবে হইল নির্ম্মল।
নব রবি সম তেজ করে ঝলমল ॥ ১২
দেবতা সমান সেই সকল ব্রাহ্মণ।
আনন্দ সাগর মাঝে হইলা মগন ॥ ১৩
প্রসাদে ভোজন তত্ত্ব কহিনু সবারে।
শুনিলেও মহাপাপে হইবে উদ্ধারে ॥ ১৪
ভোজনের কি ফল বলিতে কিবা পারি।
হরি বাস করে যেই ক্ষেত্রে দেহধরি ॥ ১৫

ভোগোপি সাধয়তি যোগফলানি যত্র জাতিং বিশোধয়তি ভোজনমব্যবস্থং। এবং বিচিত্র মহিমা পুরুষোত্তমস্য দাসাপদদ্বয় রজাংসি পুণন্তি দেবান্॥

পুরুষোত্তম মহিমা কহিতে কেবা জানে।
ভোগ করি যোগ-বল মিলে যেইখানে ॥ ১
অব্যবস্থা ভোজনে শোধন করে জাতি।
দেবতা পবিত্র দানী পদরজে তথি ॥ ২
কুসুম চন্দনমালা নির্ম্মাল্যের গণ।
মস্তকে ধারণ আর অঙ্গেতে মার্জ্জন ॥ ৩
সাড়ে তিন কোটি তীর্থ অভিষেক ফল।
এই সব নির্ম্মাল্য ধরেন দিতে বল ॥ ৪
ভক্ষণেতে গুরুতল্প আদি পাপ নাশে।
এই সব সত্য সত্য জানিহ বিশেষে ॥

দ্বাদশ-যাত্রা।

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ।
সংক্ষেপে দ্বাদশ যাত্রা করি নিবেদন ॥ ১
জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে স্নান মহোৎসব করি।
পঞ্চদশ দিবস না দেখিবেক হরি ॥ ২
পরে নেত্রোৎসব করি প্রভু জগন্নাথে।
নানা ভোগে সেবনে করিবে বিধিমতে ॥ ৩
আষাঢ়ের শীতপক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যাতে।
রথযাত্রা করিবেক অতি হরষিতে ॥ ৪
তিন রথে হরি রাম ভদ্রা সুদর্শনে।
বসাইয়া লইবেক গুণ্ডিচা ভবনে ॥ ৫
সহস্রাশ্বমেধ মহা বেদীর উপরে।
যতনে রাখিবে লৈয়া সে চারি দেবেরে ॥ ৬
তথি ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে হয় সরোবরে।
ব্রহ্মাণ্ডের তীর্থগণ তাহাতে বিহারে ॥ ৭
তথি স্নানদান করি যে করে দর্শন।
সপ্তকুল উদ্ধারিয়া বৈকুণ্ঠে গমন ॥ ৮
সপ্ত দিন জগন্নাথ রহিয়া তথায়॥
পুনঃ রথে আরোহিয়া শ্রীমন্দিরে যায় ॥ ৯
এই মহা যাত্রা হয় পরম পাবন।
শ্রবণে দর্শন তুল্য ফল প্রাপ্ত জন ॥ ১০
আষাঢ় মাসের শুক্ল একাদশী দিনে।
হরির প্রতিমা এক করিবে রচনে ॥ ১১

দিব্য খট্টা উপরে পাতিয়া দিব্যাসন।
তাহার উপরে তারে করাবে শয়ন॥ ১২
শয়নৈকাদশী নাম কহি যে ইহারে॥
বিধিমতে সেই দিনে পূজিবে সাদরে॥ ১৩
শ্রাবণে করিবে ব্রত দক্ষিণ অয়ন।
বিধিমতে পূজিবেক প্রভু নারায়ণ॥ ১৪
তবে ভাদ্রমাসে শুক্ল একাদশী দিনে।
হরির শয়ন দ্বারে করিবে গমনে॥ ১৫
নানাবিধ স্তবে করি পার্শ প্রবর্ত্তন।
বিধিমতে করিবেক হরির পূজন॥ ১৬
তবে জগন্নাথে পূজি কৌমুদী উৎসবে।
পাশক্রীড়া আদি লীলা করাইবে তবে॥ ১৭
কার্ত্তিক মাসের শুক্ল একাদশী দিনে।
স্তব করি নিদ্রাভঙ্গ করিবে যতনে॥ ১৮
অগ্রহায়ণেতে শুক্লষষ্ঠীর দিবসে।
আবরণ উৎসবে পূজিবে হৃষীকেশে॥ ১৯
নূতন বসনে প্রভু শ্রীঅঙ্গ ঢাকিবে।
পুষ্যা স্নান মহোৎসব পৌষে করিবে॥ ২০
উত্তর অয়ন ব্রত মাঘ সংক্রান্তিতে।
করিবে উৎসব করি হরির পীরিতে॥ ২১
এই ব্রত পূর্ব্বেতে কশ্যপ মুনিবরে।
করিয়া করিলা তুষ্ট প্রভু দামোদরে॥ ২২
ফাল্গুনে পূর্ণিমা তিথি দোলা আরোহণ।
বিধিমতে পূজন করেন নারায়ণ॥ ২৩
চৈত্র শুক্ল ত্রয়োদশী চতুর্দ্দশী দিনে।
দমনক ভঞ্জন করিবে সাবধানে॥ ২৪
বৈশাখ তৃতীয়াবধি পূর্ণিমা দিবসে।
চন্দনে হরির অঙ্গ লেপিবে বিশেষে॥ ২৫
এই ব্রত করি পূর্ব্বে দক্ষ প্রজাপতি।
সন্তুষ্ট করিলা তিঁহো অখিলের পতি॥ ২৬
এইত দ্বাদশ যাত্রা পরম পাবন।
শ্রবণে অন্তেতে পায় গোবিন্দ চরণ॥ ২৭
উৎকল খণ্ডেতে হয় বিস্তার বর্ণন।
পুথি বিস্তারের ভয়ে কৈনু সঙ্কোচন॥ ২৮

দোলারোহণ যাত্রা।

জিজ্ঞাসিল মুনিগণ করিয়া বিনয়।
দোলারোহণ যাত্রা কিছু কহ মহাশয়॥ ১
জৈমিনি বলয়ে তাহা শুন মুনিগণ।
যেই রূপে কহি সব যাত্রা বিবরণ॥ ২
ফাল্গুন মাসেতে এই যাত্রা মনোহর।
যাহাতে গোবিন্দ দোলে দোলার উপর॥ ৩
জগন্নাথ প্রতিমূর্ত্তি গোবিন্দ আখ্যান।
যাহা হৈতে হয় দোল যাত্রার বিধান॥ ৪
ফাল্গুনী পূর্ণিমা পূর্ব্ব দিনে সন্ধ্যাকালে।
মণ্ডপ রচিবে এক অতি কুতুহলে॥ ৫
দেউল সম্মুখে তাহা রচিবে সুন্দর।
তার মধ্যে বেদীকা রহিবে মনোহর॥ ৬
চান্দোয়া চামর মালা ধ্বজে বিভূষিত।
বটফলের বৃক্ষ তাহে আসন নির্ম্মিত॥ ৭
পঞ্চ কিম্বা তিন উৎসব করিবে।
প্রতিদিন মহানন্দে গোবিন্দে পূজিবে॥ ৮
তৃণ রাশি তৃণ পশু করিয়া রচন।
বিধিমতে হোমকর্ম্ম করি সমাপন॥ ৯
প্রদক্ষিণ সপ্তবার করায়ে গোবিন্দে।
অগ্নি নিক্ষেপণ তাহা করিবে আনন্দে॥ ১০
তবেত গোবিন্দ রাত্রি চতুর্থ প্রহরে।
জগন্নাথ অগ্রে লয়ে বসাবে সাদরে॥ ১১
পূজন করিয়া তুঁহা বহু উপহারে।
প্রতিমায় তেজোমূর্ত্তি আনি মন্ত্রদ্বারে॥ ১২
সাক্ষাৎ সে প্রতিমা যখন হইবে।
রতন দোলায় স্নান মণ্ডবে লইবে॥ ১৩
বাদ্যগীত নাট আর পুষ্প বরিষণ।
সারি সারি দীপদান চামর ব্যজন॥ ১৪
আকাশের পথে ব্রহ্মা আদি দেবগণ।
জয় জয় শব্দে বহু করয়ে স্তবন॥ ১৫
তবে তত্র আসনে বসায়ে শ্রীগোবিন্দে।
বহুবিধ উপচারে পূজিবে আনন্দে॥ ১৬

পঞ্চামৃতে মহাস্নান করাইয়া তাঁরে।
চন্দনের জল সিঞ্চিবেক কলেবরে॥ ১৭
আরতি করিয়া তবে মঙ্গল বিধানে।
বিধিমতে দেউলে করায়ে প্রদক্ষিণে॥ ১৮
দোলামণ্ডপের তলে যাইবে লইয়া।
বিধিমতে তথা প্রদক্ষিণ করাইয়া॥ ১৯
দোলার উপর গোবিন্দেরে বসাইবে।
বৃন্দাবন লীলা তথি মনেতে চিন্তিবে॥ ২০
বৃন্দাবন মধ্যে মত্ত ভ্রমরের চয়।
গুণ্ গুণ্ শব্দে গান জানিহ নিশ্চয়॥ ২১
উৎকল খণ্ডের কথা পরম মধুর।
শ্রবণে পরমানন্দ পাপ যায় দূর॥ ২২

জগন্নাথ লীলা।

জৈমিনী বলয়ে শুন মুনির মণ্ডলী।
জগন্নাথ লীলা শুন কর্ণ-কুতূহলী॥ ১
পূর্ব্বে দমনক নামে এক দৈত্য রাজ।
সদাই নিবাস করে সমুদ্রের মাঝ॥ ২
কভু কভু জলে হৈতে উঠি মহাসুরে।
মানুষে ধরিয়া খায় উপদ্রব করে॥ ৩
তবে প্রজাপতি অতি সচিন্তিত হৈলা।
জগন্নাথ পাদপদ্মে নিবেদন কৈলা॥ ৪
মোর সৃষ্টি নাশ হয় প্রভু জনার্দ্দন।
আপনি করহ এই অসুরে নাশন॥ ৫
ব্রহ্মার প্রার্থনা শুনি প্রভু দয়াময়।
প্রবেশ করিলে প্রভু বরুণ-আলয়॥ ৬
জলে জলে অন্বেষণ করি নরহরি।
অসুরে পাইয়া তবে তার জটে ধরি॥ ৭
সমুদ্রের তীরে ফেলি আছাড় মারিলা।
শব্দ করি দমনক প্রাণ ত্যাগিলা॥ ৮
চৈত্রমাসে শুক্ল চতুর্দ্দশীর দিবসে।
হত হৈল দৈত্য, দেব কুসুম বরিষে॥ ৯
তবে সে দানব হরি করসঙ্গ পাইয়া।
হইল সুগন্ধিতৃণ স্বনাম ধরিয়া॥ ১০
চমৎকার হৈলা হরি তৃণের সুগন্ধে।
মাল্য করি হৃদয়েতে পরিলা আনন্দে॥ ১১
যতেক কুসুম আছে অবনীর মাঝ।
সব গন্ধ ঢাকিলেন এই তৃণরাজ॥ ১২
ভগবান সমবস্ত করিলা ধারণ।
সে মালা হরির অতি প্রীতের কারণ॥ ১৩
শুষ্ক কিবা বাসি হৈলে দুষ্ট নাহি হয়।
কৃষ্ণে দিলে তাঁর প্রীতি অত্যন্ত জন্মায়॥ ১৪
কৃষ্ণের নির্ম্মাল্য সেই মহামায়া বরে।
ভকতি করিয়া শিরে ধরে যেই নরে॥ ১৫
সহস্রেক অশ্বমেধ ফল সেই পায়।
অসংশয় এই সব কহিনু সবায়॥ ১৬

নির্ম্মাল্য-মহিমা।

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিচয়।
নির্ম্মাল্য মহিমা শুন আনন্দ হৃদয়॥ ১
নির্ম্মাল্য তুলসী মালা কণ্ঠে দিন যত।
ধরে অশ্বমেধ যজ্ঞ ফল পায় তত॥ ২
নির্ম্মাল্য তুলসী যত ভোজন করায়।
সহস্রেকযুগ বিষ্ণু-লোকে স্থিতি হয়॥ ৩
হরির প্রসাদ অন্ন তুলসী মিশ্রিত।
প্রতিগ্রাসে সুধাপান ফল সুনিশ্চিত॥ ৪
জীব মাত্র ভুঞ্জিলেই মুক্তিপদ মিলে।
ভজন-বিহীন ভবার্ণব তরে হেলে॥ ৫
বিষ্ণু অবশেষ আদি আচমন জল।
চরণ উদক স্নান বারি এ সকল॥ ৬
প্রতি এক এক করে পাপের নাশন।
সর্ব্ব তীর্থ অভিষেক ফলোদয় হন॥ ৭
পাপগ্রহ অলক্ষ্মী রাক্ষস করে নাশ।
বেতালাদি ভুত নাশে সর্ব্ব ত্রাস॥ ৮

শবাদি অমেধ্য স্পর্শ-দোষ নাশ করে।
সর্ব্ব দীক্ষা ব্রতফল অর্থ বৃদ্ধি করে॥ ৯
অকাল মরণ নাশে ব্যাধি করে নাশ।
শবাদি গোমাংস ভক্ষ পাপের বিনাশ॥ ১০
এ সব নির্ম্মাল্যে ব্যাপ্ত কলেবর যার।
মৃতজাত অশুচি না বাধে এ তাহার॥ ১১
সর্ব্ব কর্ম্ম অধিকারী হয় সেইজন।
কদাচিত পীড়া তারে না করে শমন॥ ১২
এই সব নির্ম্মাল্য বা কিম্বা এক তার।
অল্প কিবা বহু যেবা করয়ে স্বীকার॥ ১৩
সকল পাতকে সেই হইয়া মোচন।
সর্ব্ব জয়ী হয়ে করে বৈকুণ্ঠে গমন॥ ১৪
এইরূপে জীবগণে অনুগ্রহ করি।
সেই নীলাচলে রমা সনে রহে হরি॥ ১৫
অনায়াসে জীবগণে করয়ে মোচন।
করুণা-সাগর হরি ভক্তের জীবন॥ ১৬

শ্লোক—নির্ম্মাল্য পদাম্বু নিবেদনীয় লেশৈ-স্তবালোকন সংপ্রণামৈঃ। পূজোপহারৈশ্চ বিমুক্তি দাতা ক্ষেত্রোত্তমে শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যঃ॥

দ্বাদশ মাসের পুষ্প-ফল।

নির্ম্মাল্য পদাম্বু মহাপ্রসাদ দানেতে।
স্তব দরশন উপহার প্রণামেতে॥ ১
পুরুষোত্তমাখ্যান ক্ষেত্রোত্তমে মুক্তিদাতা।
জগত মাঝারে হেন আর নাহি কোথা॥ ২
দ্বাদশ মাসেতে কহি ব্রতের নিয়ম।
প্রতি দিন পূজিবেক প্রভু নারায়ণ॥ ৩
[illegible]ধি ফাল্গুন পূজিবে ভিন্ন ফুলে।
ক্রমে তাহা কহি সবে শুনহ বিরলে॥ ৪
অশোক মল্লিকা আর পারুল কদম্ব।
করবী কুসুম জাতী মালতী সুগন্ধ॥ ৫
কমল উৎপল আর কুসুম বাসন্তী।
কুন্দ পুন্নাগ দিবে করিয়া ভকতি॥ ৬
দাড়িম্ব নারিকেল আম্র পনস খর্জ্জুর।
তাল আঁব প্রাচীন আমলকী মিষ্ট পুর॥ ৭
শ্রীফল নাগরঙ্গ কামরঙ্গ আর।
জাতিফল ক্রমেতে দ্বারশ ফলসার॥ ৮
ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্য চুষ্য মধুরাদি করি।
দ্বাদশ মাসেতে পূজা করিবেক হরি॥ ৯
সাম্বৎসরিক ব্রত এই সর্ব্ব ফলদাতা।
করিল নারদ আদি মহা মহাব্রতা॥ ১০
দ্বাদশ বৎসর ব্রত করি মুনিবর।
জীবন্মুক্ত হইলেন ব্রহ্মাণ্ড ভিতর॥ ১১
অষ্টৈশ্বর্য্য ইন্দ্রপদ দেয় এই ব্রতে।
সকল ব্রতের ফল মিলয় ইহাতে॥ ১২
সর্ব্ব পরাৎপর প্রভু অখিলের পতি।
প্রতিমার ছলে নীলাচলে কৈলা স্থিতি॥ ১৩
অন্য কি সংশয় ইথে দেখহ সাক্ষাৎ।
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল এক পত্রে ভুঞ্জে ভাত॥ ১৪
অতএব অন্য সব বাসনা ত্যজিয়া।
নীলাচলে কর বাস আনন্দে মজিয়া॥ ১৫
ক্ষেত্রখণ্ড কথা ভাই যেন সুধাখণ্ড।
পুনঃ পুনঃ পানে তৃষ্ণা বাড়য়ে প্রচণ্ড॥ ১৬

ক্ষেত্র-যাত্রা ফল।

জিজ্ঞাসিল মুনিগণ করিয়া বিনয়।
ক্ষেত্রযাত্রা ফল কিবা কহ মহাশয়॥ ১
জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ।
ক্ষেত্রযাত্রা ফল শুন হয়ে এক মন॥ ২
ক্ষেত্রে মৈলে মুক্তি মিলে নাহিক বিচার।
বিদ্বান ধার্ম্মিক কিবা মহা পাপাচার॥ ৩
পশু কীট পতঙ্গ মানব আদি করি।
সবারে সমান মুক্তি বিতরেন হরি॥ ৪

দেবতা মরণ ইচ্ছে অন্যের কি কথা।
মিলয়ে সারূপ্য মুক্তি নাহিক অন্যথা ॥ ৫
ভাগ্যবান শ্রদ্ধা করে এ সব বচনে।
অবিশ্বাস ইহাতে করয়ে পাপিগণে ॥ ৬
অনাদি ভ্রমেতে অন্ধ অধম অজ্ঞান।
কদাচিত নাহি জানে এ সব সন্ধান ॥ ৭
যোগ সাধি মুক্তি পায় যত যোগিগণ।
ক্ষেত্রে মরিলেই মুক্তি নাহিক নিয়ম ॥ ৮
এইত প্রসঙ্গে শুন এক ইতিহাস।
সে কথা শ্রবণে চিত্তে বাড়য়ে উল্লাস ॥ ৯
রুদ্র অংশে জনম দুর্ব্বাসা মুনিবর।
ক্ষেত্রের মহিমা শুনি ব্রহ্মার গোচর ॥ ১০
আনন্দে ভ্রমণ করে এ চৌদ্দ ভুবনে।
এক দিন পৃথিবীতে করিলা গমনে ॥ ১১
মর্ত্ত্যজন আচার দেখয়ে মুনিবর।
মধ্যদেশে আইলেন হরিষ অন্তর ॥ ১২
সেই মধ্যদেশে দুই ব্রাহ্মণ নন্দন।
এক তপনিষ্ঠ, বিষ্ণু ভক্ত এক জন ॥ ১৩
সুদন্ত সুমন্ত হয় সে দুঁহার নাম।
সুমন্ত সুদন্ত অতি গুণে অনুপাম ॥ ১৪
সতত ভকতি করি পূজে ভগবানে।
দৈবে মতিচ্ছন্ন হৈল কুসঙ্গকারণে ॥ ১৫
বৌদ্ধ নাস্তিক এক মিলিল তাহারে।
বুদ্ধি হত করাইল কুমার্গ বিচারে ॥ ১৬
নাস্তিকের মতে সেই দুষ্ট বলবান।
সুমন্তের নিজ মত করিল প্রদান ॥ ১৭
বিষ্ণুপূজা ছাড়ি হৈল বিষয়েতে রত।
কুসঙ্গীর সঙ্গেতে ভুলিল ধর্ম্মপথ ॥ ১৮
পরহিংসা ডাকা চুরি করিল বিস্তর।
পরদ্রোহী পরদারে রত নিরন্তর ॥ ১৯
দৈবে একদিন এক দৈবজ্ঞ প্রধান।
সে দোঁহার সমীপেতে করিলা প্রয়াণ ॥ ২০
মিনতি করিয়া দুঁহে তাহারে জিজ্ঞাসে।
পরমায়ুঃ আমাদের কহত বিশেষে ॥ ২১
গণিয়া গণক তবে কহিল দোঁহায়।
পঞ্চবিংশ দিবস দেখিনু গণনায় ॥ ২২
পঞ্চবিংশ দিনান্তে মরিবে দুই জনে।
শুনিয়া বিষণ্ণ দোঁহে ভাবে মনে মনে ॥ ২৩
তপেতে সুদন্ত তবে নিয়োজিল মন।
ব্রাহ্মণে দিলেন গৃহে ছিল যত ধন ॥ ২৪
সুমন্ত জিজ্ঞাসে তবে করিয়া বিনয়।
কোথায় মরিব আমি কহ মহাশয় ॥ ২৫
গণক গণিয়া কহে তুমি ভাগ বান।
বৃহস্পতি আছে তব নিধনের স্থান ॥ ২৬
দেবক্ষেত্রে গিয়া হবে তোমার মরণ।
কৈবল্য পাইবে সত্য সত্য এ বচন ॥ ২৭
তাহার কারণ বিপ্র করি নিবেদন।
পুরুষোত্তম নামে ক্ষেত্র পরম পাবন ॥ ২৮
দারুরূপে ভগবান দীন দয়াময়।
সতত বিতরে মুক্তি করুণ হৃদয় ॥ ২৯
ব্রহ্ম নির্ব্বাণ তুমি পাইবে তথায়।
অসংশয় এই কথা কহিনু তোমায় ॥ ৩০
শুনি পূজা করি তারে বিদায় করিয়া।
ভাবয়ে সুমন্ত তবে একান্তে বসিয়া ॥ ৩১
কিরূপে যাইব ক্ষেত্রে হয় কোন্ স্থানে।
পরমায়ু শেষ হইল নিকট মরণে ॥ ৩২
এইরূপ চিন্তা করে ব্রাহ্মণনন্দন।
হেনকালে আইল দুর্ব্বাসা তপোধন ॥ ১
সম্ভ্রমে উঠিয়া বিপ্র পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া।
দণ্ডবৎ করিল আসনে বসাইয়া ॥ ২
দুই কর যুড়ি কহে গদগদবচন।
ভাগ্যফলে এথায় হইল আগমন ॥ ৩
আজি সে কৃতার্থ আমি দর্শনে তোমার।
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্য ফলিল আমার ॥ ৪
যদ্যপি কৃতার্থ আমি তোমার গমনে।
তথাপি অমৃত আজ্ঞা বাঞ্ছিয়ে শ্রবণে ॥ ৫
শুনিয়া হাসিয়া তবে কহে মুনিবর।
নাহি জান বিপ্র তুমি মহাভাগ্যধর ॥ ৬

মুক্তি পাবে শ্রুতি আদি সাধন বিহীনে।
তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় কহনে ॥ ৭
এত শুনি কহে দ্বিজ করিয়া মিনতি।
দাসে পরিহাস এ কি করুণা ভারতী ॥ ৮
অনুগ্রহ হৈল যদি কহ সত্য করি।
আমি মহা দুষ্টাচার মহাপাপকারী ॥ ৯
নিরবধি সেবিলাম ইন্দ্রিয়ের গণে।
কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী আমি পাপিষ্ঠ অধমে ॥ ১০
কেমনে পাইব মুক্তি অসম্ভব বাণী।
অনুগ্রহ করি মোরে কহ মহামুনি ॥ ১১
সুমন্তের বাক্য শুনি কহে মুনিবরে।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত শুন কহি যে তোমারে ॥ ১২
পূর্ব্বজন্মে তুমি নিজ বন্ধুগণ সনে।
শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে করিলা গমনে ॥ ১৩
মাঘমাসে ভৈমী একাদশীর দিবসে।
সিন্ধু স্নানে ক্ষীণ হৈলে সকল কলুষে ॥ ১৪
একাদশী ব্রত আর রাত্রি জাগরণ।
উপচারে কৈলে জগন্নাথের পূজন ॥ ১৫
পুনঃ প্রাতে স্নান করি পূজি জগন্নাথে।
দ্বিজগণে দান বহু কৈলে হরষিতে ॥ ১৬
তবে বন্ধু সহ গৃহে ফিরিয়া আইলে।
কর্ম্মবন্ধ সকল হইতে মুক্ত হৈলে ॥ ১৭
অতি সে গোপন ক্ষেত্র হয়েন উৎকলে।
অল্পভাগ জনে সেই ক্ষেত্র নাহি মিলে ॥ ১৮
শুন ওহে দ্বিজবর কহি যে তোমারে।
সত্য মুক্ত হৈলে তুমি পাপের সাগরে ॥ ১৯
কিন্তু পুনঃ গৃহে তুমি করিলে গমন।
পথে দুষ্ট অন্ন তুমি করিলে ভোজন ॥ ২০
বিশেষ পাষণ্ড সঙ্গে দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল।
অতএব পুনরপি জন্মিতে হইল ॥ ২১
কিন্তু পূর্ব্ব জন্মে কৈলে হরি দরশন।
অক্ষয় সে বীজ নষ্ট না হয় কখন ॥ ২২
সেই সে দর্শন বীজ সুবৃক্ষ হইল।
অক্ষয় তাহার ফল সংপ্রতি ফলিল ॥ ২৩
পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে হবে তোমার মরণ।
নিশ্চয় কৈবল্য তুমি পাইবে ব্রাহ্মণ ॥ ২৪
অতএব তব গৃহে আছে যত ধন।
কুটুম্ব ব্রাহ্মণগণে ক'রে সমর্পণ ॥ ২৫
শীঘ্র চল জগন্নাথ করিতে দর্শন।
ক্ষণএক বিলম্ব না কর কদাচন ॥ ২৬

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ।
ক্ষেত্রখণ্ড কথা শুন পীযূষ মিলন ॥ ১
দুর্ব্বাসার উপদেশ পেয়ে দ্বিজবর।
মায়া ত্যজি ধন সব দিলেন সত্বর ॥ ২
সকল বিষয়ে তবে বিবেক হইয়া।
বাহির হইল শীঘ্র শ্রীহরি চিন্তিয়া ॥ ৩
দুর্ব্বাসার সঙ্গে দ্বিজ করিল গমনে।
দুই দিন একত্র চলিলা দুইজনে ॥ ৪
তৃতীয় দিবসে তবে সেই তপোধন।
সুমন্তের শুদ্ধ মন পরীক্ষা কারণ ॥ ৫
বিশেষে কেমন জগন্নাথ দয়াময়।
জানিতে হইলা মুনি কৌতুক-হৃদয় ॥ ৬
আচম্বিতে অন্তর্দ্ধান হৈলা মুনিবর।
দুর্ব্বাসা না দেখি বিপ্র হইল ফাঁফর ॥ ৭
কান্দয়ে সুমন্ত তবে বিকল হইয়া।
কি কর্ম্ম করিনু আমি স্বগৃহ ত্যজিয়া ॥ ৮
কোথা গেল পুত্র মোর কোথায় রমণী।
কোথা পরিত্যাগ করি গেলা মহামুনি ॥ ৯
কোন্ দেশে হয় এই দুর্ব্বাসার স্থিতি।
হায় কোথা যাইব কি হবে মোর গতি ॥ ১০
সে হেন সুহৃদ সর্ব্ব কুটুম্বের গণে।
কেন বা ত্যজিয়া আমি আইনু ঘোর বনে। ১১
অপ্রাপ্ত যে ক্ষেত্রবর মুক্তির কারণ।
অতি অসম্ভব হয় তাহা দরশন ॥ ১২
ভিক্ষার্থি দৈবজ্ঞ সেই প্রবঞ্চক জন।
বিশ্বাস করিনু আমি তাহার বচন ॥ ১৩
মিথ্যা বাক্য শুনি ত্যজিলাম নারী সুতে।
দৈবে প্রবঞ্চনা কিবা করিল আমাতে ॥ ১৪

হায় গৃহমাঝে মোর ছিল বহু ধন।
তাহা ছাড়ি চোর সম করিয়ে ভ্রমণ॥ ১৫
এইরূপ চিন্তা করি কান্দিতে কান্দিতে।
গমন করিলা সেই শূন্য বন পথে॥ ১৬
হেনকালে আশ্চর্য্য করয়ে দরশন।
দুর্ব্বাসা নির্ম্মিত মায়া অতি মনোরম॥ ১৭
সুন্দরী রমণী এক জিনি বিদ্যাধরী।
মোহে মুনি-মন হেরি তাহার মাধুরী॥ ১৮
চাচর চিকুর চারু পূর্ণচন্দ্রাননী।
গৃধিনী-শ্রবণ, নাসা তিলপুষ্প জিনি॥ ১৯
লুকাইয়া কন্দর্প তার নয়নের কোণে।
যুড়িয়া কটাক্ষ বাণ ভুরুর কামানে॥ ২০
যুবক জনের হৃদি বিন্ধে অনিবার।
তার রূপে রূপসী ত্যজয়ে অহঙ্কার॥ ২১
সুরঙ্গ অধর, দন্ত মুকুতার পাঁতি।
কজ্জলে উজ্জ্বল আঁখি মনোহর ভাতি॥ ২২
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু চিবুক চিক্কণ।
বদন হেরিয়া কান্দি মরয়ে মদন॥ ২৩
জিনি করি-কুম্ভ তার পীন পয়োধর।
মৃণাল দুবাহু-কর কোকনদ বর॥ ২৪
অতি কৃশ কটি, পাছে ভাঙ্গে অঙ্গ-ভরে।
বিধি বাঁধিয়াছে তাহা ত্রিবলীর ডোরে॥ ২৫
বিপুল নিতম্ব উরু কি রামকদলী।
যৌবনের ভরে অলসেতে যায় চলি॥ ২৬
যথাযোগ্য অলঙ্কারে অঙ্গ শোভা পায়।
অঙ্গের সৌরভে ভৃঙ্গবর পাছে ধায়॥ ২৭
তাহারে দেখিয়া দ্বিজ হইল বিস্ময়।
দেব-নারী মানব-রূপে কি বিহরয়॥ ২৮
জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ।
মোহিনী রমণী দেখি মোহিত ব্রাহ্মণ॥১
মনে মনে চিন্তা তবে করে দ্বিজবরে।
একাকিনী যায় কন্যা নগর ভিতরে॥২
এহেন সুন্দরী নাহি বাধয়ে নৃপতি।
দেবলোকে হেন নারী সুদুর্ল্লভা অতি॥৩
এই শূন্য বন বেশ করয়ে ভূষিত।
দৃষ্টিমাত্র মনঃ হরি হয় সুনিশ্চিত॥৪
ভাবিতে ভাবিতে কন্যা নিকটে আইল।
অনুরাগে বিপ্র মুখ হেরি দণ্ডাইল॥
দেখিয়া হইল বিপ্র অনঙ্গে পীড়িত।
অস্থির হইয়া তারে জিজ্ঞাসে ত্বরিত॥৬
কেবা তুমি সুন্দরাঙ্গী কহ সত্য করি।
কান্ত ভাবে মম মুখ রহিয়াছে হেরি॥৭
সুমন্তের চিত্ত বুঝি কহয়ে কামিনী।
নাহি জান প্রাণনাথ তোমার গৃহিণী॥৮
অতি শিশুকালে বিভা করিলে আমারে।
ভুলি এতদিন তুমি ছিলে দেশান্তরে॥৯
দিবা রাত্রি তোমারে করিয়া আমি ধ্যান।
যৌবন বিফল কৈনু তবে রাখ প্রাণ॥১০
মদনে পীড়িত আমি তব অদর্শনে।
অদ্য প্রাণ রক্ষা কর অনুগ্রহ-দানে॥১১
বিবাহ করিয়া কেবা পরিত্যাগ করে।
অন্তে নরকেতে যায় শাস্ত্রের বিচারে॥১২
ঐ অগ্রে দেখ তব শ্বশুর-আলয়।
যতেক সম্পদ ও সব তোমার নিশ্চয়॥১৩
আমার পিতার আর নাহিক সন্তান।
সকল তোমার বস্তু ইথে নাহি আন॥১৪
অতএব শীঘ্র চল বিলম্ব না সয়।
তোমা দেখি পিতা সুখী হবেন নিশ্চয়॥১৫
একাকিনী আইলাম তোমারে লইতে।
এতেক কহিয়া কন্যা ধরিলেক হাতে॥১৬
কন্যার বচনে হৃষ্ট হইল ব্রাহ্মণ।
পশ্চাতে পশ্চাতে তার করিল গমন॥১৭
একেত পীড়িত সেই মদনের বাণে।
বিশেষত ধনলোভ হইয়াছে মনে॥১৮
নিকটে শ্বশুরালয় উপস্থিত হৈল।
শ্বশুর দেখিয়া তারে মহাপ্রীত কৈল॥১৯
ধুইলেন বিপ্রের চরণ দাসগণে।
সুস্থ হয়ে বসিলেন উত্তম আসনে॥২০

ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার করিলা ভোজন।
দিব্য সিংহাসনে বৈসে হরষিত মন ॥২১
মনোহরা নারীগণ নানাবাদ্য গানে।
তুষিল সুমন্তে অতি কৌতুক-বিধানে ॥২২
তবে দিব্য পালঙ্কে মোহিনী নারীসনে।
শুইলা সুমন্ত অতি স-কৌতুক মনে ॥২৩
হাস্য পরিহাস নানা রতি-রস-সুখে।
রাত্রি বঞ্চিলেন দুঁহে পরম কৌতুকে।২৪
মোহিনী নারীর সনে আছে হরষিতে।
স্বপনেও স্মরণ না করে ধর্ম্মপথে ॥২৫
এইরূপে আছে বিপ্র হরষিত মনে।
দুর্ব্বাসার মায়া সেই কিছুই না জানে ॥২৬
ক্ষেত্রের নিকটে গিয়াছেন দ্বিজবর।
বিড়ম্বনে ভুলিলেন মায়া সুদুষ্কর ॥২৭

জৈমিনি বলয়ে শুন, সাধু সব মুনিগণ,
জগন্নাথ চরিত্র-কথন।
যাহার শ্রবণ হৈতে, পরানন্দ হয় চিতে,
অজ্ঞান অবিদ্যা বিনাশন ॥১
এইরূপে প্রতিদিনে, আছয়ে কৌতুক মনে,
পরমায়ু শেষ হইলে তার।
ঘোর ব্যাধি শরীরেতে, ঘেরিলেক আচম্বিতে,
পরিজন করে হাহাকার ॥২
শ্বশুর ক্রন্দন করে, নারী স্থির হৈতে নারে,
কান্দে সব দাস দাসীগণে।
শুনিয়া ক্রন্দন-ধ্বনি, বিষাদ হৃদয়ে গণি,
সুমন্ত হইল অচেতনে ॥৩
দূরে গেল ঘরদ্বার, রমণী শ্বশুর আর,
ছিল যত দাস দাসীগণে।
একা মাত্র ঘোর বনে, অচেতন সে ব্রাহ্মণে,
পড়িয়াছে আশ্রয় বিহীনে ॥৪

দীনবন্ধু দয়াময়, অনাদি অনাথাশ্রয়,
দেব দেব প্রভু জগন্নাথ।
কহিলেন সুদর্শনে, ত্বরা যাহ ঘোর বনে,
দূত লয়ে সুমন্ত সাক্ষাৎ ॥৫
আমার দর্শন কাজে, আইলেন দ্বিজরাজে,
পথে কাল পূর্ণ হৈল তার।
আসিতে নারিল এথা, অতএব যাহ তথা,
সেই মহা ভকত আমার ॥৬
সুদর্শন ত্বরা করি, প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি,
উপনীত বিপ্র সন্নিধানে।
সংহতি পার্ষদগণ, চতুর্ভুজ মনোরম,
ঘেরিয়া বসিলা সে ব্রাহ্মণে ॥৭
সেই কালে যমদূত,— গণ আইল আচম্বিৎ,
পাশ-হস্ত মহাভয়ঙ্কর।
দেখি বিষ্ণুদূতগণে, জ্বলে তারা ক্রোধ মনে,
গর্ব্ব করি করয়ে উত্তর ॥৮

যমদূতোবাচঃ ॥ কথং ভোবৈষ্ণবা এনং অনেন কানি পাপানি ন কৃতানি দুরাত্মানা। কথমেনং রক্ষিতবৈ সুদর্শনমুপাগতং। চক্রমেতদ্বৈষ্ণবংহি দুষ্টাচারনিসূদনং ॥

কেনহে বৈষ্ণবগণ, কৈলে এথা আগমন,
মহাপাপী এইত ব্রাহ্মণ।
কোন পাপ না করিল, এইত দুরাত্মা বল,
তোমরা আইলে কি কারণ ॥৯
এ পাপী রক্ষা কারণে, আসিয়াছে সুদর্শনে,
যিনি বিনাশেন দুষ্টাচরে।
হেন জড় বুদ্ধি জনে, পাপ হয় স্পর্শনে,
কেমনে আইলে এথাকারে ॥১০
পুনঃ পুনঃ যমরায়, কহিলা আমা সবায়
না যাবে বৈষ্ণব সন্নিধানে।
সুদর্শন বিষ্ণুদূতগণ, স্বপনেও কদাচন,
সে সবে না করি বিলোকনে ॥১১

যার পাপ পুণ্য গুপ্ত, সাক্ষী তার চিত্রগুপ্ত,
কহিলেন লইতে এ ব্রাহ্মণে।
বিষ্ণুভক্তি-বহির্ম্মুখ, জনে দিতে মহাতুঃখ,
বিষ্ণু নিয়োজিলা মোসবারে॥
এই মহা পাপাচার, ইথে যম অধিকার,
তোমরা আইলে অবিচারে॥ ১২

—

জৈমিনি বলয়ে সবে করহ শ্রবণ।
যমদূত-বাক্য শুনি বিষ্ণুদূতগণ॥১
কহিতে লাগিলা তবে করিয়া গর্জ্জন।
অবোধ তোমরা কিছু না জান কারণ॥২

বিষ্ণুদূতা উচুঃ। মূঢ়ায়ুয়ং নবোদ্ধবাং ক্রূরাত্ম-নোবিহিংসকা কঃপাপী ধার্ম্মিকো বাপি কোবা মোক্ষাধিকারবান্॥

মূঢ় তোরা ক্রূরাত্মা হিংসক অল্পজ্ঞান।
কে পাপী ধার্ম্মিক কেবা না জান সন্ধান॥৩
মোক্ষ-অধিকারী কেবা কিছুই না জান।
কেবল উন্মত্ত হৈয়া করহ ভ্রমণ॥৪
ইহার যে ভ্রাতা হয় অতি সদাচারী।
ধার্ম্মিক নির্ম্মল-বুদ্ধি সদা যজ্ঞকারী॥৫
দাতা সত্যবাদী সেই হয় সুনিশ্চয়।
তথাপি অযোগ্য সেই বৈষ্ণব না হয়॥৬
কর্ম্মেতে কামনা-যুক্ত আছে নিজ গৃহে।
ইবে জর মোহ প্রবেশিল তার দেহে॥৭
যোগ্য হও তুমি সব লইতে তাহারে।
অকারণে কেন আসিয়াছ এথাকারে॥৮
শ্রীক্ষেত্রে মরিবে এই করিয়া নিয়ম।
এথায় আইল এই সুকবি ব্রাহ্মণ॥৯
ইহা জানি জগন্নাথ দয়ার সাগর।
আমা সবাকারে এথা পাঠাইলা সত্বর॥১০
এই স্থানে তোমা সবা দেখিতে না সয়।
পদাঘাতে চূর্ণ সবে করিব নিশ্চয়॥১১
এইরূপ কলহ করয়ে তুই দলে।
সুমন্তের মোহ দূর হৈল সেই কালে॥১২
দেখে ঘোর বন মধ্যে আছয়ে পড়িয়া।
রাত্রি ক্রীড়া মনে ভাবে বিস্ময় হইয়া॥১৩
মনে ভাবে স্বপ্নে কিবা কৌতুক দেখিনু।
কিবা মোহ কিবা সত্য জানিতে নারিনু॥১৪
এইক্ষণে কান্তা সহ কৈনু আলিঙ্গন।
শ্বশুরের খেদ সব করিনু শ্রবণ॥১৫
আশ্চর্য্য এ হরি মায়া অকথ্য কথন।
অদ্যাপি আমারে নাহি করিল ত্যজন॥১৬
সকল মমতা ত্যজি তুর্ব্বাসা সহিতে।
মৃত্যুকাল জানি আইনু জগন্নাথ-ক্ষেত্রে॥১৭
কহিলেন মুনি, বিষ্ণু সাযুজ্য পাইবে।
ইবে কিবা করি গতি কি মোর হইবে॥১৮
এইরূপ চিন্তা করি চাহে চারি পানে।
পশ্চাতে তুর্ব্বাসা দেখি ভয় হৈল মনে॥১৯
যদিবা তুর্ব্বল বিপ্র উঠিবারে নারে।
তথাপি উঠিয়া ভূমে প্রণমে মুনিরে॥২০
পুনর্ব্বার অচেতন হইল ব্রাহ্মণে।
কৌতুক দেখয়ে মুনি সহাস্য বদনে॥২১

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ। ৬
অদ্ভুত অমৃত কথা করহ শ্রবণ॥১
যমদূতগণ বিষ্ণুদূতের তাড়নে।
যমে গিয়া সব কথা করে নিবেদনে॥২
শুনিয়া শমন হৈল অতি ক্রোধবান।
সুমন্ত সমীপে শীঘ্র করিল প্রয়াণ॥৩
মুদ্গর পট্টিশ দণ্ড কূট পাশ করে।
মৃত্যু কাল সহ চলে মহিষ উপরে॥৪
সংহতি চলিল কত প্রেত ভূতগণ।
মার মার শব্দে সবে করিল গমন॥৫
ঘোর শব্দ করি ধায় যমের সহিতে।
বিষ্ণুদূতগণ শব্দ শুনে দূরে হৈতে॥৬
তুচ্ছ করি বলে ওরে শুন প্রেতরাজ।
অহঙ্কারে না বুঝহ আপনার কায॥৭
কার্ অধিকারী তুই না জানিস্ মনে।
যথায় উচিত তব যাও সেই খানে॥৮

যাহার দর্শনে তুই অযোগ্য নিশ্চয়।
তথা আসিতেছ কেন মূঢ় দুরাশয় ॥৯
এই বিপ্র প্রেতত্ব হইয়া বিমোচন।
জগন্নাথ প্রিয়ভক্ত হইয়াছে এক্ষণ ॥১০
বট সাগরের মধ্যে এই মুক্তিস্থানে।
সাধুগণ ইহারে রাখিছে সর্ব্বক্ষণে ॥১১
এইত কৈবল্য স্থান করিলেন হরি।
পাপ পুণ্য রহিত যে ইথে অধিকারী ॥১২
নিশ্চয় এ হয় মোক্ষ-অধিকারী স্থান।
ইহার মহিমা তুমি কিছুই না জান ॥১৩
বৃথায় এখানে যম করহ গর্জ্জন।
যেইখানে জগন্নাথ প্রভু নারায়ণ ॥১৪
দীনজন আদি সদা করেন নাশন।
পাপী তাপী দুষ্কৃতিরে করয়ে তাড়ন ॥১৫
কৃপায় সহাস্য মুখপদ্ম মনোহর।
অগতি আশ্বাসে প্রসারিয়া দুই কর ॥১৬
এই ক্ষেত্রে দেহ ধরি আছে ভগবান।
যথা তথা ক্ষেত্রে মৈলে মুক্তি দেন দান ॥১৭
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কিবা না কর স্মরণে।
কাক চতুর্ভুজ যবে হইল এখানে ॥১৮
অধিকার-ভয়ে তুমি করিলে গমন।
এই স্থানে উপদেশ করিলে শ্রবণ ॥১৯
এই ক্ষেত্র ত্যজি অন্য কর্ম্মভূমিগণে।
অধিকার তোমার দিলেন নারায়ণে ॥২০
এই ইন্দ্রনীলমণি বিগ্রহ শ্রীহরি।
তোমারে করিলা যাহা মৃত্যু অধিকারী ॥২১
সেই প্রভু জগন্নাথ কমলার পতি।
দারুরূপ ধরি কৈলা নীলাচলে স্থিতি ॥২২
মহারাজ অধিরাজ মহা যোগেশ্বর।
বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃপবর ॥২৩
সহস্রেক অশ্বমেধ করিলা সাধনে।
প্রসন্ন করিয়া আনিলেন নারায়ণে ॥২৪
তিন লোকবাসী সিদ্ধ দেব ঋষি যতি।
পৃথিবীর মধ্যে আর যতেক ভূপতি ॥২৫
ব্রহ্মা আদি দেবগণ মিলিয়া সকলে।
পূজিলা পরমেশ্বরে অতি কুতুহলে ॥২৬
অনাদি সঞ্চিত যত পাপরাশিগণ।
তূলারাশি সম তার বহ্নি নারায়ণ ॥২৭
দর্শন যে করে আর ক্ষেত্র মাঝে মরে।
অনায়াসে মুক্তি দেন জগন্নাথ তারে ॥২৮
নাহি দেখ তব অগ্রে চক্র সুদর্শন।
চক্র সদা যেহোঁ রূপে করেন নাশন ॥২৯
এথা অধিকার আশ ত্যাগ কর মনে।
নতুবা কল্যাণ তব নাহি কদাচনে ॥৩০
এত কহি বিষ্ণুদূত উঠে যুদ্ধ-সাজে।
তথা হৈতে ভয়ে পলাইল যমরাজে ॥৩১

সুমন্ত ব্রাহ্মণের মুক্তিলাভ।

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ।
ক্ষেত্রখণ্ড কথা শুন পীযূষ মিলন ॥১
সুমন্তের দেহ তবে সুদর্শন লইয়া।
শ্বেতগঙ্গা তটে চলে হরষিতা হইয়া ॥২
পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি হয় ঘনঘন।
দূরে হৈতে শুনে যম যমদূতগণ ॥৩
আকাশ হইতে পুষ্প পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
ব্রাহ্মণেরে পূজে সব দিকপাল লোকে ॥৪
শ্বেতগঙ্গা তটে লইয়া ফেলিলা ব্রাহ্মণে।
আদ্যরূপ মৎস্য অবতার সেইখানে ॥৫
তাহার সম্মুখে শ্বেত মাধব আছয়।
অতি সুদুর্ল্লভ সেই মুক্তিস্থান হয় ॥৬
তবে প্রভু জগন্নাথ করুণা-সাগর।
গরুড়ের পৃষ্ঠোপরি চাপিল সত্বর ॥৭
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম করে মনোরম।
সুপ্রসন্ন মুখপদ্ম কমল নয়ন ॥৮
সজল জলদ-রুচি তনু মনোহর।
তড়িত জড়িত পরিধান পীতাম্বর ॥৯

শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে অতি সুশোভন।
বনমালা হার তার বলয় ভূষণ ॥১০
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে নূপুর চরণে।
উপনীত হইলা সুমন্ত বিদ্যমানে ॥১১
খগবর পৃষ্ঠ হৈতে নামিয়া ত্বরিতে।
ব্রহ্মমন্ত্র দিলা প্রভু বিপ্রের কর্ণেতে ॥১২॰
অনাদি অজ্ঞান মায়া গেল সেইক্ষণে।
পাইল বৈষ্ণব জ্ঞান সুকৃতি ব্রাহ্মণে ॥১৩
বামদেব শুকদেব যেই জ্ঞান পাইয়া।
মোক্ষ পাইলেন অজ্ঞানেতে মুক্ত হইয়া ॥১৪
ব্রাহ্মমন্ত্র পাইতে সুমন্ত সেইক্ষণে।
সূর্য্য যিনি দীপ্তরূপ করিলা ধারণে ॥১৫
চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র গদাপদ্ম ধরে।
দুর্ব্বাসা প্রভৃতি দেখে আনন্দ অন্তরে ॥১৬
সুমন্তেরে মুক্ত করি প্রভু নারায়ণ।
অন্তর্দ্ধান হইয়া কৈলা দেউলে গমন ॥১৭
সুদর্শন আদি সবে হইলা অন্তর্দ্ধান।
মহা বৈকুণ্ঠেতে গেলা বিপ্র ভাগ্যবান ॥১৮
বিমানে চাপিয়া বিপ্র বিষ্ণুসম হইয়া।
মোক্ষধামে গেলা সবাকার পূজা লইয়া ॥১৯
দুর্ব্বাসা বিস্ময় হইয়া ব্রহ্মলোকে গেলা।
ক্ষেত্রের মহিমা সব ব্রহ্মারে কহিলা ॥২০
এই কথা শ্রবণে অশেষ পাপ হরে।
শ্রদ্ধা করি শুনে যেই অনায়াসে তরে ॥২১

গ্রন্থকারের দৈন্য প্রকাশ।

জৈমিনি বলয়ে শুন, সাধু সব মুনিগণ,
এই ক্ষেত্র মহিমা কথন।
ব্রাহ্মণের মুখে হৈতে, ইহা সেই ভক্তিচিত্তে,
সাবহিতে করয়ে শ্রবণ ॥১
সহস্রাশ্বমেধ ফল, পায় সেই অবিকল,
অর্দ্ধোদয় যোগে পুণ্য যত।
তার কোটি গুণ পুণ্য, পায় সেই ততক্ষণ,
সত্য এই শাস্ত্রের সম্মত ॥২
প্রাতে প্রাতে শুনে যেই, কপিলা সদত সেই,
পুষ্কর গঙ্গার স্নান ফলে।
পায় আয়ু যশ ধন, বাড়য়ে সন্তান পুণ্য,
স্বর্গে বাস পায় অবহেলে ॥৩
পুরাণের সুগোপিত, করিলাম সুবিদিত,
ভকতিবিহীন অন্য কারে।
না বলিবে কদাচনে, কুতার্কিক দুষ্ট জনে,
আর যত দুর্ব্বুদ্ধি পামরে ॥৪
অবৈষ্ণব বার্থজনে, করিবেক সঙ্গোপনে,
সদা অতি সাবধান হইয়া।
জগন্নাথ তত্ত্ব কথা, সুধাসার মম গাঁথা,
এই কহিলাম বিবরিয়া ॥৫
শুনি সব মুনিগণ, প্রেমায় আকুল মন,
পুনঃ পুনঃ চক্ষে জল ঝরে।
জয় জগন্নাথ বলি, সবে গড়ি যায় ধূলি,
ডুবি প্রেম তরঙ্গ মাঝারে ॥৬
এইত অবধি তিথি, রচিনু আনন্দে অতি,
সম্পূর্ণ করিতে হয় ব্যথা।
যে কিছু ভুলিনু ইতি, ভক্তেতে শুধিবে তথি,
মোরে কৃপা করিয়া সর্ব্বথা ॥৭
জয় জয় জগন্নাথ, রামভদ্রা চক্রসাত,
অবতীর্ণ নীলগিরি মাঝে।
তোমার যে তত্ত্ব সার, কি বলিতে আমি ছার,
জানি প্রভু দেব দেবরাজ ॥৮
যে কিছু বর্ণন কৈনু, তব পদে নিবেদিনু
করুণা করহ নাথ মোরে।
আমার যে মনস্কাম, কর পূর্ণ সুখধাম
করুণা করহ সুপ্রচারে ॥৯
কিশোরী গোপী রামানুজ, মোহন সুন্দরাগ্রজ,
নীলাম্বর আত্মজ কানাই।
তাঁর সুত বিশ্বম্ভর, দাস গীত মনোহর,
কৈল ব্রজনাথ কৃপা পাই ॥১০

গ্রন্থ-সমাপন।

এইত অবধি পুথি হৈল সমাধান।
সাঙ্গ করিবারে মোর বিদরয়ে প্রাণ ॥ ১
কি জানি বর্ণন আমি মূর্খ অভাজন।
ভক্তগণ কৃপা করি করিবে শোধন ॥ ২
মূর্খ আমি নাহি করি বিদ্যা অধ্যয়ন।
গুরু আজ্ঞা বলে হৈল অক্ষর যোটন ॥ ৩
সংস্কার ভাষা কৈনু সেই আজ্ঞা বলে।
শ্রদ্ধা করি হরি-জন শুনিবে সকলে ॥ ৪
যে সে মতে লিখিলাম হরির চরিত্র।
সে সম্বন্ধ হেতু ইহা পরম পবিত্র ॥ ৫
তিন খণ্ড করি পুথি করিনু বিস্তার।
সূত্রখণ্ড লীলাখণ্ড ক্ষেত্রখণ্ড আর ॥ ৬
অনুবাদ কৈলে তার হয় আস্বাদন।
অনুক্রমে কহি তাহা শুন শ্রোতাগণ ॥ ৭
সূত্রখণ্ডে ব্রহ্মস্তব মাধব-দর্শন।
লক্ষ্মী মুখে ক্ষেত্রতত্ত্ব শুনিলা গমন ॥ ৮
পুণ্ডরীক অম্বরীষ দুহাঁর উদ্ধার।
ওড্রদেশ সীমা আর মহিমা প্রচার ॥ ৯
লীলাখণ্ডে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কথন।
জটিলের রূপে হরি করিলা গমন ॥ ১০
ক্ষেত্রের মহিমা কহি হৈলা অন্তর্দ্ধান।
বিদ্যাপতি ক্ষেত্র তবে করিয়া প্রয়াণ ॥ ১১
মাধব দর্শন আর তাঁর অন্তর্দ্ধান।
পুনঃ রাজা সমীপে গেলেন মতিমান ॥ ১২
বৃত্তান্ত কথন আর নারদ গমন।
মুনি সহ নৃপতির শ্রীক্ষেত্র গমন ॥ ১৩
একাম্র কাননে শিব বিবাহ শ্রবণ।
একাম্রকাননে তাঁর গমন কারণ ॥ ১৪
ভুবনেশ্বর বিশ্বেশ্বর মহিমা প্রচার।
শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা বাল্যাদি বিস্তার ॥ ১৫
অঘা বকা দৈত্য আদি যত দুরাচার।
পুতনাদি বধ কথা সংক্ষেপে প্রচার ॥ ১৬

গ্রন্থ-ফল-তত্ত্ব ও গ্রন্থকারের পরিচয়।

ব্রহ্ম-মোহনাদি গোষ্ঠ বিবিধ বিলাস।
পর্ব্বত ধারণ গোপীগণ সহ রাস ॥১৭
মথুরা গমন দুষ্ট কংসের নিধন।
জরাসন্ধ সনে দ্বন্দ্ব দ্বারকা গমন ॥১৮
রুক্মিণী হরণ আদি বিবাহ বর্ণন।
কন্দর্পের জন্ম আর সম্বর-নিধন ॥১৯
অনিরুদ্ধ উষার প্রসঙ্গ মনোহর।
বহুবিধ লীলা লীলাখণ্ডের ভিতর ॥২০
ক্ষেত্রখণ্ডে ইন্দ্রদ্যুম্নের শ্রীক্ষেত্র প্রবেশ।
মাধবান্তর্দ্ধান শুনি হৈল প্রাণ শেষ ॥২১
পুনঃ যোগবলে প্রাণ দিলা মুনিবর।
সহস্রাশ্বমেধ আরাধিলেন ঈশ্বর ॥২২
স্বপ্নে বিশ্বমূর্ত্তি দেখিলেন মতিমান।
দারু দেহ ধরিলেন প্রভু ভগবান ॥২৩
দারুব্রহ্ম আগমন প্রকাশ কথন।
দেউল নির্ম্মাণ ব্রহ্মলোকেতে গমন ॥২৪
ব্রহ্মা সহ নৃপতির কথোপকথন।
দেবগণ সহ পুনঃ মর্ত্ত্যেতে গমন ॥২৫
রথের নির্ম্মাণ রথে প্রভু আনয়ন।
সিদ্ধ ব্রহ্মঋষি সহ ব্রহ্মার গমন ॥২৬
প্রতিষ্ঠার বিবরণ নৃপে বরদান।
ব্রহ্মাদি দেবের স্ব স্ব আলয়ে প্রয়াণ ॥২৭
সেবার প্রচার পুনঃ বিদায় হইয়া।
ব্রহ্মলোকে গেলা শ্বেতরাজে সেবা দিয়া ॥২৮
শ্বেতরাজে বর দান প্রসাদ মাহাত্ম্য।
নারদ তপস্যা কথা প্রসাদন নিত্য ॥২৯
মুনির প্রসাদ প্রাপ্তি কৈলাস গমন।
প্রসাদ পাইয়া শিব-নৃত্য-বিবরণ ॥৩০
গৌরীর প্রতিজ্ঞা হেতু প্রসাদ প্রচার।
শাণ্ডিল্যের উপাখ্যান আদি কথা সার ॥৩১
দ্বাদশ যাত্রার হয় সংক্ষেপ বর্ণন।
দোললীলা দমনক-নিধন কথন ॥৩২

দ্বাদশ মাসের পুষ্প ফল বিবরণ।
সুদন্ত সুমন্ত কথা অমৃত মিলন ॥৩৩
ক্ষেত্র-যাত্রা মহিমা যাহাতে সুপ্রচার।
এই সব কথা তিন খণ্ডে সুবিস্তার ॥৩৪
এ সকল কথা যেই শ্রদ্ধা করি শুনে।
সর্ব্বত্র বিজয়ী হয় সুখী দিনে দিনে ।৩৫
অপুত্রকে পুত্র পায় নির্দ্ধনেতে ধন।
কাকবন্ধ্যা পুত্র পায় করিলে শ্রবণ ॥৩৬
ভক্তি করি শুনিলে মিলয়ে ভক্তিধন।
যাহা ইচ্ছা তাহা পায় ব্যাসের বচন ॥৩৭
আরম্ভিবে পুস্তক পূজিয়া জগন্নাথে।
পূর্ণ দিনে পুনঃ পূজিবেন সাবহিতে ॥৩৮
যথা যোগ্য গায়কের করিবে সম্মান।
পূর্ণ দিনে করিবেন মঙ্গল বিধান ॥৩৯
দূর্ব্বা ধান্য দধি আর হরিদ্রা সহিতে।
সুমঙ্গল কর্ম্ম করিবেন সাবহিতে ॥৪০
মম জন্মভূমি কৃষ্ণনগর দক্ষিণে।
গোপীনাথ রাধা দামোদর সেইখানে ॥৪১
গোপীনাথ হৈতে অর্দ্ধ যোজন প্রমাণ।
তথায় নিবাস মোর জানিবে বিধান ॥৪২
মাতা সতী শুদ্ধমতি রত্নমণি নাম।
তাঁহার উদরে জন্ম করি কৃষ্ণনাম ॥৪৩
কানাইচরণ দাস জনক আমার।
বৈষ্ণব সমাজে সদা প্রশংসা যাঁহার ॥৪
মহাদাতা ছিলা তিঁহো সর্ব্বত্র বিদিত।
সত্যবাদী সদাচার ধর্ম্মে নিয়মিত ॥৪৫
পিতৃব্যগণের মধ্যে শ্রীরাম সুন্দর।
রাধা দামোদরে অনুরক্ত নিরন্তর ॥৪৬
শিশুকালে পিতৃহীন আমি দুরাচার।
লালন পালন তিঁহ করিল আমার ॥৪৭
তাহাতে দুর্দ্দৈব আর শুন সর্ব্বজন।
হইনু পিতৃব্যহীন বিধির লিখন ॥৪৮
আমি যোগ্য নহি অতি পাপের ভাজন।
আমা সম পামর না হয় অন্যজন ॥৪৯
পুরীষের কীট কভু যোগ্য হৈতে পারে।
ততোধিক নীচ আমি অযোগ্য পামরে ॥৫০
জয় জয় শ্রোতাগণ করহ করুণা।
শ্রবণ করিয়া সবে পুরাহ বাসনা ॥৫১
এ দীনে সকলে যদি দয়া না করিবে।
অদোষ-দরশি নামে কলঙ্ক হইবে ॥৫২
মনের আনন্দে হরি বল বন্ধুজন।
সম্পূর্ণ হইল এই জগন্নাথ-কীর্ত্তন ॥৫৩
জীবেরে সংহতি করি অক্ষয়ার দিনে।
প্রতিষ্ঠা হইলা সুখে মঙ্গল বিধানে ॥৫৪
কীর্ত্তন রূপেতে গূঢ় দারুদেহধারী।
প্রকাশিলা বিশ্বম্ভর দাসে কৃপা করি ॥৫৫